গৌতম বুদ্ধ

আনন্দ কুমারস্বামী
আই. বি. হর্ণার

অনুবাদক
সুকুমার দত্ত

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নতুন দিল্লী-১৩
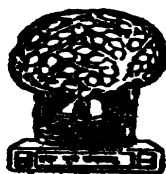
অগস্ট ১৯৬২ (শ্রাবণ ১৩৬৯)

GOTAMA BUDDHA

(Bengali)

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়ার পক্ষে, সম্পাদক কর্তৃক নতুন দিল্লী-১৩ হইতে প্রকাশিত ও
দি নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

বঙ্গানুবাদের ভূমিকা

অনূদিত গ্রন্থখানিকে প্রাচীন (থেরবাদী) বৌদ্ধধর্ম্মের সার-সঙ্কলন বলা যাইতে পারে। গ্রন্থটি তিনটি ভাগে—(১) বুদ্ধজীবনী ; (২) বৌদ্ধ মতবাদ, এবং (৩) বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত পাঠ-সংগ্রহ।

থেরবাদী বৌদ্ধশাস্ত্র পালি ভাষায়। ইহাকে 'বুদ্ধবচন' বলা হয়, যদিও ইহা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের স্বমুখোচ্চারিত বাণীর উদ্ধৃতি নয়। মহাপরিনির্বাণের পর তিন কি ততোঽধিক শতাব্দী ধরিয়া ভগবান্ বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশগুলির অনুসরণে পণ্ডিত ভিক্ষুরা বৌদ্ধধর্ম্মের যে আকার দিয়াছেন ও যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই পালি (থেরবাদী) বৌদ্ধশাস্ত্র। বর্ত্তমান গ্রন্থ এই বৌদ্ধশাস্ত্রের ভিত্তিতে রচিত।

শাস্ত্র হইতে যে পাঠ-সংগ্রহ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহা লক্ষণীয় যে বহুস্থলেই কথাগুলি সাজাইয়া-গুছাইয়া সুসম্বদ্ধরূপে বলা হয় নাই। শব্দ-বিন্যাসে ও প্রকাশ-ভঙ্গীতে তাহা সাহিত্যামোদী পাঠকের হয়ত সুখপাঠ্য হইবে না। বিশেষতঃ ইহার পুনরুক্তি ও বাক্-বিস্তর অনেক সময় ক্লান্তিকর।

গ্রন্থকারদ্বয়ের ইংরাজী নৈপুণ্য ও প্রাঞ্জলতা বিশেষ প্রশংসনীয়। স্থানে স্থানে অনুবাদ সংক্ষিপ্ত ও ইংরাজী পাঠকদের বোধগম্য করার জন্য বিশেষার্থ-বোধক কথাগুলির সরল অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। বাংলা অনুবাদে গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদগুলির সহিত মূল পালির তুলনা করিয়া যথাসম্ভব মূলের বাক্যভঙ্গী ও বিশেষার্থে প্রযুক্ত পদগুলি রক্ষিত হইয়াছে। হয়তো বাংলা পাঠকদের মাঝে মাঝে ঠেকিতে হইবে,—প্রাচীন বাক্যভঙ্গী আধুনিক বাক্যভঙ্গীর সমঞ্জস হইবে না। বিশেষার্থে প্রযুক্ত কতগুলি পদ বাংলায় অন্য অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া মর্ম্মার্থগ্রহণে

ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য এই ভূমিকার শেষে একটি নির্ঘণ্ট দেওয়া হইল। অনেকগুলি কথায় যে ঝোঁক (emphasis) ও তাৎপর্য্য (significance) আছে তাহা বৌদ্ধশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিরাই ধরিতে পারিবেন, যথা—সৎ, আসব, স্মৃতিমান্‌, সম্প্রজ্ঞান, ভাবিত, আত্মা, দৃষ্টি প্রভৃতি শব্দগুলি।

আমার বৌদ্ধশাস্ত্রে অধিকার অতি সাধারণ। বাংলা অনুবাদে সেইজন্য হয়ত স্থানে স্থানে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সম্ভব। মূল পালি ও ইংরাজী অনুবাদ দুইই বিবেচনা করিয়া আমি বাংলা অনুবাদ দিয়াছি এবং সামান্য সামান্য কিছু পার্থক্য থাকিলেও বাংলা ও ইংরাজী অনুবাদে বিশেষ গরমিল নাই।

নির্ঘণ্ট

১। আত্মা—বাংলায় 'আত্মা' বলিতে সচরাচর যাহা বোঝা যায়, সে অর্থে ব্যবহৃত নয়। ইংরাজী : Self বা স্ব।

২। আসব—ইংরাজী : Fluxions (উৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধে নানা মত আছে।)

৩। কাম—ইংরাজী : Pleasures of the senses.

৪। দৃষ্টি (১) ইং : Outlook

(২) কোনও অবৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতবাদ, যথা মিথ্যাদৃষ্টি।

৫। ধর্ম্ম—নানা অর্থে ব্যবহৃত, যথা (১) প্রকৃতি বা স্বতঃসিদ্ধ গুণ; (১) কোনও সাম্প্রদায়িক মতবাদ, (৩) সত্যধর্ম্ম বা সদ্ধর্ম্ম যাহার প্রতিষ্ঠাতা গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং ইত্যাদি।

৬। প্রজ্ঞা—ইং : Supreme wisdom

৭। প্রতীত্য-সমুৎপাদ—ইং : Law of Causality ; বৌদ্ধদর্শনের এটি মূল কথা, যথা—ইহার উৎপত্তি হইলে ইহা হইবে—ইত্যাদি। বৌদ্ধ হেতুবাদ। গ্রন্থের 'বৌদ্ধ মতবাদ' অংশে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৮। ভাবিত, পরিভাবিত—(১) ইং : Made become : (২) বর্দ্ধিত বা পরিপূরিত।

৯। বহুশ্রুত—ইং : Learned, যে অনেক শুনিয়াছে। সেকালে শুনিয়া শুনিয়া জ্ঞানার্জ্জনের প্রথা ছিল।

১০। বেদনা, সংজ্ঞা,—ইং : Feeling, perception. সংস্কার, বিজ্ঞান—ইং : The constructions, consciousness. স্মৃতি—ইং : Watchfulness.

১১। সংপ্রজ্ঞান হইয়া—পূর্ব্বেই অবধান করিয়া, ইত্যাদি।

উদ্ধৃত পাঠগুলির মূল নির্দ্দেশ

অনূদিত গ্রন্থখানির প্রধান ভাগ—৫৪ হইতে ২৬১ পৃষ্ঠা পালি বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে অনেকগুলি পাঠেব ইংরাজী অনুবাদ (Extracts from the Buddhist Doctrine)। ইহার মূলগুলি পালি টেক্‌স্‌ট্‌ সোসাইটির (Pali Text Society) প্রকাশিত পালি গ্রন্থগুলি হইতে এবং কতগুলি পাঠ উইলিয়াম্‌স্‌ ও নরগেটের (Williams and Norgate) প্রকাশিত 'বিনয় পিটক' গ্রন্থ এবং কেগন পল ট্রেন্‌চ্‌ ট্রুবনার এণ্ড কোং (Kagan Paul, Tranch Trübner & Co) প্রকাশিত 'জাতক' গ্রন্থ হইতে গৃহীত। বঙ্গানুবাদে এই গ্রন্থগুলিব নাম, খণ্ড ও পৃষ্ঠাঙ্ক প্রত্যেক পাঠের নিম্নে দেওয়া হইল। 'সূত্রনিপাতে' শ্লোকাঙ্ক মাত্র দেওয়া হইল। যথা ;

দীর্ঘনিকায়	(সংক্ষেপে)	দী
মধ্যমনিকায়	"	ম
সংযুক্তনিকায়	"	সং
অঙ্কোত্তরনিকায়	"	অং
ইতি-বুত্তক	"	ই
উদান	"	উ
সূত্রনিপাত	"	সূ
ধর্ম্মপদ	"	ধ
জাতক	"	জা
বিনয়পিটক	"	বি

সুকুমার দত্ত
অনুবাদক

বিষয়-সূচী

বুদ্ধ জীবনী

বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী সুপরিচিত। তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র প্রয়োজন। বুদ্ধদেবের অশীতিবৎসর আয়ুষ্কাল খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর অধিকাংশ জুড়িয়া, কিন্তু তাঁহার সঠিক জন্মকাল ও মৃত্যুকাল অনিশ্চিত। শাক্যগোষ্ঠীর রাজা শুদ্ধোদন ও তাঁহার মহিষী মহামায়ার একমাত্র পুত্র যুবরাজ সিদ্ধার্থ নেপাল হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত কোশল প্রদেশের রাজধানী কপিলবস্তুতে জন্মগ্রহণ করেন। 'রাজা' বলিলে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে ঐকালে গঙ্গানদীর অধিত্যকাস্থিত রাজ্যগুলির অধিকাংশ বাস্তবিক গণতন্ত্রচালিত রাষ্ট্র ছিল এবং রাজারা ছিলেন তাহার অধিনায়কমাত্র। যে প্রণালীতে বৌদ্ধভিক্ষুদের সংঘ-গুলি পরিচালিত হইত তাহা এই গণতন্ত্রীয় রাষ্ট্রের পরিষদ্‌গুলির ও শ্রেষ্ঠীসমবায় ও গ্রামপঞ্চায়েতগুলির অনুরূপ ছিল।

মহাবোধি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধার্থ ছিলেন বোধিসত্ত্ব মাত্র। যে অসংখ্য জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তিনি 'পরমপদের অনুগামী মহৎগুণ' ও অন্তর্দৃষ্টিগুলির সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এই তাঁহার শেষ জন্ম। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর এই বুদ্ধকে কখনও কখনও তাহার গোত্রনামে গোতম বা গৌতম বলা হয়—ইহা দ্বারা তাঁহার পূর্ববর্ত্তী সাতজন (কিংবা ছাব্বিশজন) বুদ্ধ—যাঁহাদের তিনি বংশধর ছিলেন—হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করা হয়। বুদ্ধের সম্বন্ধে প্রযুক্ত অনেকগুলি বিশেষণ সূর্য্য বা অগ্নির সহিত যোগ করিয়া তাঁহার দেবত্ব নির্দেশ করা হয়।—দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহাকে 'জগতের চক্ষু' বলা হয়। তাঁহার নাম 'তথাগত' (সত্যস্বরূপ) এবং বুদ্ধের সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপ্রকাশক প্রতিশব্দ 'ব্রহ্মভূত' বা 'ধর্ম্মভূত'। তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা

প্রাচীনতর পুরাণ কাহিনীগুলির হুবহু প্রতিচ্ছবি। ইহা বিবেচনায় প্রশ্ন ওঠে যে এই মৃত্যুঞ্জয়ী দেবমানবের শিক্ষাদাতা যিনি বলিয়াছেন যে ব্রহ্মলোকে তাঁহার জন্ম ও সংস্কার এবং স্বর্গ হইতে নামিয়া যিনি মহামায়ার গর্ভশায়ী হইয়াছিলেন—এ কথা ঐতিহাসিক কিম্বা পুরাণ-কাহিনী মাত্র, যাহাতে বৈদিক দেবতা অগ্নি এবং ইন্দ্রের স্বভাব ও কার্য্যাবলি একজন মনুষ্যে স্বল্পাধিক প্রতীয়মান করা হইয়াছে। কোনও সমসাময়িক লিপিবদ্ধ প্রমাণ না থাকিলেও খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বুদ্ধ মানুষরূপে মানুষের সমাজেই বাস করিয়াছিলেন—ইহাই যে লোকের বিশ্বাস ছিল তাহা নিশ্চিত। এ সমস্যার আলোচনা এখানে প্রস্তাবিত নয়, যদিচ জীবনী-লেখকদের ঐ পৌরাণিক অর্থবাদের দিকে ঝোঁক আছে। বুদ্ধকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবেই এখানে নির্দেশ করা হইবে।

যুবরাজ সিদ্ধার্থ কপিলবস্তুর প্রাসাদে বিলাসিতার মধ্যে পালিত হইয়াছিলেন। সকল পার্থিব প্রাণীই যাহার অধীন—জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু—তাহা সম্পূর্ণভাবে যুবরাজের অগোচর করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহার বিবাহ হয় স্ববংশীয় ভগিনী যশোধরার সহিত এবং যশোধরার গর্ভে তাঁহার একমাত্র সন্তান রাহুলের জন্ম হয়। রাহুলের জন্মের কিছুকাল পরে দেবতারা নিশ্চয় করিলেন যে সিদ্ধার্থের প্রব্রজ্যার সময় হইয়াছে এবং যে বিশেষ কার্য্যের জন্য তিনি বহুজন্মে নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং যাহা বর্ত্তমানে তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন, এখন তাঁহাকে সেই কার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। রাজার আদেশ ছিল যে যুবরাজ প্রাসাদ হইতে যখন রথে সহরের মধ্য দিয়া প্রমোদোদ্যানে যাইবেন, তখন যেন কোনও ব্যাধিগ্রস্ত লোক, কোনও বৃদ্ধ বা কোনও শ্মশান-যাত্রা বাহির না হয়। মানুষের এই অভিপ্রায় ছিল বটে—দেবতারা কিন্তু

একজন রোগী, একজন বৃদ্ধ, একটি শবদেহ এবং একজন ভিক্ষুর রূপ ধরিয়া বাহির হইলেন। যে-সকল দৃশ্য তাঁহার চক্ষে একেবারে অপরিচিত—সিদ্ধার্থ সেইসকল দেখিলেন এবং সারথি চন্নের কাছে যখন জানিতে পাইলেন যে সকল মানুষই ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অধীন, কেবলমাত্র ভিক্ষুই দুঃখ ও মৃত্যু—যাহা অন্যসকলের ক্লেশের কারণ, —তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, তখন তিনি গভীরভাবে বিচলিত হন। সেইক্ষণেই তিনি এই প্রতিজ্ঞা লইলেন যে, যে মরণ সকল সংস্কারাপন্ন বস্তুতে অন্তর্নিহিত—সকল পদার্থে যাহার আরম্ভ আছে ও সেইহেতু অন্ত আছে—তাহার প্রতিকার খুঁজিয়া বাহির করিবেন। অন্যভাবে বলিতে গেলে, তিনি অমৃতের রহস্য সন্ধান করিবেন ও জগতে তাহা জ্ঞাত করাইবেন।

স্বগৃহে ফিরিয়া তাঁহার পিতাকে এই প্রতিজ্ঞার কথা জানাইলেন। এই প্রতিজ্ঞা হইতে তাঁহাকে ফিরাইতে না পারিয়া রাজা শুদ্ধোদন সমস্ত প্রাসাদের দ্বারে দ্বারে প্রহরী বসাইয়া উত্তরাধিকারী পুত্রকে জোর করিয়া ঘরে রাখিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাত্রিতে নিদ্রিত স্ত্রী ও সন্তানকে শেষবারের মত দেখিয়া যুবরাজ সারথিকে ডাকাইলেন ও 'কণ্টক' নামক তাঁহার নিজ অশ্বে চড়িয়া দ্বারদেশে আসিলেন। দেবতারা নিঃশব্দে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতে সিদ্ধার্থ অশ্বপৃষ্ঠে বাহির হইয়া গেলেন। ইহাই তাঁহার 'অভিনিষ্ক্রমণে'র কাহিনী।

বনের গহনে যুবরাজ ভিক্ষুর অনুপযুক্ত বোধে মাথার উষ্ণীষ ত্যাগ করিলেন ও দীর্ঘকেশ কাটিয়া ফেলিলেন ও সারথিকে বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণ তপস্বীদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; তাঁহাদের নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি ধ্যানীর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। পরে এই সকল প্রক্রিয়া ছাড়িয়া তিনি একাকী তাঁহার চরম প্রয়াসে আত্ম-

নিয়োগ কবিলেন। সেই সময়ে পাঁচজন সন্ন্যাসী তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন এই আশায় তাহারা তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হয়। সেই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি এখন কঠিনতর কৃচ্ছ্র সাধন করিতে লাগিলেন এবং অনাহারে মৃত্যুর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিজেকে লইয়া আসিলেন। এই প্রক্রিয়ার ফলে তাঁহার দৈহিক ও মানসিক শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এবং যে বোধির জন্য তিনি সাংসারিক জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এই ক্ষয় সেই বোধিলাভের পথে অনুকূল হইবে না বুঝিয়া তিনি পুনর্বার ভিক্ষাপাত্র লইলেন,—নগরে ও গ্রামে অন্য ভিক্ষুদের মত আহার্য্য ভিক্ষা কবিতে লাগিলেন। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন শিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। বোধিলাভের সময় তখন আসিয়াছিল এবং বোধিসত্ত্ব (সিদ্ধার্থ) স্বপ্নদর্শনে এই প্রত্যয় পাইলেন 'অদ্যই আমার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি হইবে।' তিনি আহার করিলেন—সেই আহার্য্যে দেবতাগণ অমৃত মিশাইয়া দিয়াছিলেন—পরে সারাদিন বিশ্রাম করিলেন। যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল তিনি বোধিবৃক্ষের নিকটে আসিলেন এবং সেখানে—পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে, পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিলেন,—যেস্থানে, প্রত্যেক প্রাক্তন বুদ্ধ বোধিলাভের সময়ে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, যতক্ষণ উদ্দেশ্য-সিদ্ধি না হয় অচলভাবে আসনস্থ থাকিবেন এই প্রতিজ্ঞা লইয়া।

'এই বোধিসত্ত্ব আমার অধিকার হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চাহিতেছে' ইহা জানিতে পারিয়াও মার তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিল না। বোধিসত্ত্বের বিরুদ্ধে নিজ সৈন্যসামন্ত লইয়া আসিল। এই মার বেদের প্রাচীন দেবতা আহি-বৃত্র নমুচি (অর্থাৎ যে মোচন করে না)। তাহাকে অগ্নি-বৃহস্পতি ও ইন্দ্র পুরাকালে পরাজিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মার হত হয় নাই। দেবতারা ভয় পাইয়া আতঙ্কে

পালাইয়া গেল। বোধিসত্ত্ব একাকী সেখানে আসীন রহিলেন,—তাঁহার রক্ষী স্বরূপ ছিল কেবল তাঁহার সুমহৎ পুণ্যবল। বজ্র ও বিদ্যুৎ, অন্ধকার, জলপ্লাবন ও অগ্নির আয়ুধ লইয়া মারের আক্রমণ চলিল। মারের তিনটি সুন্দরী কন্যার সকল প্রলোভন বোধিসত্ত্বকে কিছুমাত্র প্রভাবিত বা বিচলিত করিতে পারে নাই। মার যে সিংহাসন দাবী করিয়াছিল তাহা জয় করিতে না পারিয়া তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল। দেবতারা ফিরিয়া আসিলেন এবং যুবরাজ সিদ্ধার্থের জয়োৎসব করিলেন,—এইভাবে রাত্রি নামিয়া আসিল।

ধ্যানের ক্রমগভীর স্তরে প্রবেশ করিতে করিতে বোধিসত্ত্ব তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পরিচয় একের পর এক পাইলেন,—দিব্য অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিলেন, প্রতীত্য সমুৎপাদের জ্ঞান লাভ করিলেন এবং অবশেষে ঊষাকালে যে সম্যক্-সম্বোধির সন্ধানে ছিলেন তাহা পাইয়া বোধিসত্ত্ব হইতে বুদ্ধত্বপদে উন্নীত হইলেন। বুদ্ধকে কোনও শ্রেণী বিভাগে ভুক্ত করা যায় না,—বুদ্ধ সংখ্যা নির্ণয়ের অতীত। বুদ্ধকে অমুক ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করাও চলে না; তিনি ব্যক্তি বিশেষ নন্; নামদ্বারা তাঁহার পরিচয় নিরর্থক;—তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত পরিচয় 'অর্হন্ত্' (যোগ্যগুণ বিশিষ্ট), 'তথাগত' (সত্যে উপনীত), 'ভগবান্' (দানশীল), 'মহাপুরুষ', 'সত্যনাম', 'অনোঘ' (অনবগাহ্য)। এই সকল বিশেষণেই যাহা ব্যক্তি নির্দ্দেশক নয়,—তাহাকে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। 'ব্রহ্মভূত' ও 'ধর্ম্মভূত' এই দুইটি স্পষ্টার্থ ও সমানার্থ শব্দ বিশেষ লক্ষণীয়,—কারণ বুদ্ধ স্পষ্টবাক্যে তাঁহার নিজের ধর্ম্মের সহিত স্বীয় একাঙ্গীত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন। 'ব্রহ্মভূত' বাক্যটির ইঙ্গিত তাঁহাতে সম্পূর্ণ দেবত্ব-আরোপ করা,—কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই তিনি ব্রহ্মা বা মহাব্রহ্মা ছিলেন এবং এ ধারণাও ছিল যে ব্রহ্মা বুদ্ধ হইতে নিম্নপদবীর।

ইহকালে ও এই পৃথিবীতেই তিনি সেই বিমুক্তি, নির্ব্বাণ ও অমৃতলাভ করিয়াছিলেন যাহার পথ তিনি ইতঃপর সকল মানুষের কাছে ঘোষণা করিবেন।

কিন্তু তাহা ঘোষণা করিতে তিনি এখন দ্বিধাপন্ন হইলেন। যে চিরন্তন ধর্ম্মের তিনি বাহক এবং যাহাব সহিত তাঁহার একত্ব লাভ হইল,—অন্যবিধমন সাংসারিক লোকেব পক্ষে সেই ধর্ম্ম দুর্বোধ্য হইবে। এই ভাবিয়া তাঁহার এই প্রলোভন জন্মিল যে তিনি 'প্রত্যেক বুদ্ধ' (অর্থাৎ যিনি বুদ্ধ হইয়া নিজ অর্জ্জিত বোধিতেই মগ্ন থাকেন, অন্যকে তাহা জ্ঞাত কবাইতে ইচ্ছা কবেন না) হইয়া থাকিবেন। যে কল্প-ব্যাপী সন্ধানের শেষে তিনি উপনীত হইয়াছেন তাহাব কষ্টার্জ্জিত ফল তিনি স্বয়ংই সানন্দে উপভোগ কবিবেন। যাঁহারা বৌদ্ধ 'নির্ব্বাণ' সম্বন্ধে ধারণা করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে এই 'আনন্দে'র স্বরূপ বুঝিতে পারা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। যিনি অহং-জ্ঞান নিষ্কাশণ করিয়াছেন, যিনি অহং-বোধ নিঃশেষে বর্জ্জন করিয়াছেন এবং যিনি তাঁহার জীবনভার নামাইয়া ফেলিয়াছেন—তাঁহারই এই পরম দিব্য আনন্দ। বোধিসত্ত্বের প্রতি মারের শেষ ও সূক্ষ্মতম প্ররোচনা ছিল এই, যে পথ মানুষ বুঝিবে না ও যাহা শুনিতে চাহিবে না, মানুষের কাছে তাহা ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে এই কষ্টার্জ্জিত আনন্দ পরিহার করিয়া মনুষ্য সাধারণের জীবনে ফিরিয়া যাওয়া মূঢ়তামাত্র। বুদ্ধের এই দ্বিধায় দেবতারা হতাশ হইলেন এবং তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা সহম্পতি 'জগতের সর্ব্বনাশ' বলিয়া রোদন করিতে করিতে বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি নিবেদন করিলেন যে জগতে অন্ততঃ কতিপয় লোক এমন স্পষ্ট-দৃষ্টিমান্ আছেন যাঁহারা বুদ্ধের বাণী শুনিবেন ও বুঝিবেন। সম্মত হইয়া বুদ্ধ ঘোষণা করিলেন যে মানুষের

জন্য 'অমৃতের দ্বার উন্মুক্ত'। এই সম্মতি দিয়া তিনি তাঁহার পার্থিব জীবনের অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে যাপন করিবেন বলিয়া যাত্রারম্ভ করিলেন। অর্থাৎ যে মুক্তি-দায়ী সত্যের ও পথের অনুসরণে জীবনের চরম উদ্দেশ্য ও অর্থ সিদ্ধ হয় তাহা প্রচারের জন্য বাহির হইলেন।

বুদ্ধ প্রথমে বারাণসীর মৃগদাবে গেলেন,—যেখানে তাঁহার প্রথম শিষ্য সেই পাঁচজন সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাহাদের কাছে আত্মতৃপ্তি সাধন ও কৃচ্ছ্র সাধন—এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী পন্থা সম্বন্ধে মতবাদ প্রচার করেন। সেই মতবাদের মর্ম্ম এই— সকল জাত জীব দুঃখের অধীনতায় বাধ্য ; তাহার কারণ ইপ্সিতবস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতাজাত 'তৃষ্ণা'; তাহার লক্ষণগুলি সারাইবার জন্য তাহার মূলচ্ছেদ প্রয়োজনীয় ; এবং ব্রহ্মচর্য্য যাহা দুঃখের অন্তে লইয়া যায়।

পরিশেষে তিনি তাহাদের বিমুক্তিবাদ শিখাইলেন,—বিমুক্তি এই সত্যের পূর্ণবোধ ও অভিজ্ঞতার ফল। যে পরিবর্ত্তনশীল দেহ-মন-গঠিত ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলিকে লোকে 'অহং' সংজ্ঞা দেয়—তাহার প্রত্যেক ও সমূহ উপাদান সম্বন্ধে ইহাই বক্তব্য যে এসকল আমার 'আত্মা' নয় ('ন মে সো আত্মা')। এই উপপাদ্য বাচনিকভাবে ন্যায়সঙ্গত হইলেও প্রায়ই এই ভুল অর্থে নেওয়া হয় যে 'স্ব' (self) বলিয়া কিছু নাই।

সেই পঞ্চ সন্ন্যাসী বোধলাভ করিলে পর তখন পৃথিবীতে ছয়জন অর্হন্ত রহিলেন। যখন 'দেবমানব-ঘটিত' সকল বন্ধন হইতে মুক্ত অর্হন্তের সংখ্যা একষষ্ঠিতে পৌঁছিল তখন বুদ্ধ তাঁহাদের সেই সনাতন ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের জন্য পাঠাইলেন ও অন্য লোকদের উপসম্পদা

দিবার অধিকার দিলেন। ফলে যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে শরণ লইয়াছিল তাহাদের লইয়া একটি বৌদ্ধসঙ্ঘের উদ্ভব হইল।

বারাণসী হইতে উরুবেলা যাইবার পথে বুদ্ধের সহিত একদল যুবকের সাক্ষাৎ হয়। তাহারা সস্ত্রীক বনভোজন করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে একজন ছিল অবিবাহিত, সে তাহার উপপত্নীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকটি যুবকের কিছু জিনিসপত্র লইয়া পলায়ন করে এবং সকলে সেই স্ত্রীলোকটিকে খুঁজিতে থাকে। বুদ্ধকে দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তিনি স্ত্রালোকটিকে দেখিয়াছেন কিনা। বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "একি তোমরা ভাবিতেছ? এই স্ত্রীলোকটিকে অন্বেষণ না করিয়া তোমাদের আপন আত্মাকে অন্বেষণ করা কি শুভতর নহে?" এই উত্তরেব তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া এই যুবকেরা পরে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। অনাত্মবোধ সম্বন্ধে বুদ্ধের মতবাদ বুঝিতে হইলে এই কাহিনীর মর্ম্মার্থ গ্রহণের সমধিক প্রয়োজন। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, শাস্তা নিজের আত্মাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন, তিনিই আবার অন্যকে আত্মার অনুসন্ধান করিতে উপদেশ দিতেছেন;—এই দুইটি আপাতত বিপরীত কথার সমাধান হয় যদি আমরা যে 'আত্মা'কে অস্বীকার করিতে হইবে ও যে 'আত্মা'র অনুশীলন করিতে হইবে তাহার প্রভেদ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি।

উরুবেলায় বুদ্ধ কিছুকাল এক অগ্নি-উপাসক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের আশ্রমে ছিলেন। সেখানে তিনি দুইটি বিখ্যাত অলৌকিক ক্রিয়া দেখান। প্রথমতঃ সেই অগ্নিগৃহে যে প্রচণ্ড 'অহি-নাগ' বাস করিতেছিল তাহাকে পরাভূত করিয়া তিনি বশে আনেন; দ্বিতীয়তঃ,

যখন ব্রাহ্মণেরা কাষ্ঠছেদন ও তাহাতে অগ্নিসংযোগ কবিতে পারিতে-ছিলেন না তিনি ঋদ্ধিবলে তাহা করিয়া দিয়াছিলেন। পরিশেষে এই হইল যে সেই ব্রাহ্মণদের নেতা কাশ্যপ ও তাঁহার পাঁচশত শিষ্য বুদ্ধের অধীনে ব্রহ্মচর্য্য করিতে মনস্থ করিলেন ও বুদ্ধ তাহাদিগকে সঙ্ঘে গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর বুদ্ধ গয়াশীর্ষে গমন করেন। এ পর্য্যন্ত যাহাবা—সহস্রসংখ্যক—তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি 'দাহ-পর্য্যায়' নামে প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম ভাষণটি দেন। সকল অনুভূতি (বেদনা), সকল ইন্দ্রিয়গ্রাম, জ্বালাময়। ক্রোধের অগ্নি, দ্বেষেব অগ্নি, মোহের অগ্নি, জন্ম, জরা, মৃত্যু ও দুঃখপূর্ণ। এই ভাষণটি নির্ব্বাণের প্রাথমিক অর্থ নির্ণয়ে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। যাহাকে 'অগ্নি' বলা হইয়াছে,—যাহা এই ব্যবহারিক ব্যক্তিসত্ত্বার (আত্ম-সম্ভবের) 'ভব' –সেই দাহ্যপদার্থ অপসরণ করিলে অগ্নি আর জ্বলিতে পারেনা। বাইবেলের একটি বাক্যেব সহিত এই ভাষণের সাদৃশ্য বিশেষ কৌতূহল-জনক—James, iii, 6 যাহাতে বলা হইয়াছে 'রসনা' অগ্নি যাহা 'ভবচক্রে অগ্নিসংযোগ করে'—যেমন বুদ্ধের ঐ ভাষণে রহিয়াছে 'জিহ্বা জ্বালাময় এবং জীবন ভবচক্র।' বাইবেলের বাক্যটি সম্ভবতঃ বোদ্ধশাস্ত্র হইতে আসে নাই, অরফিক্ (orphic) ধর্ম্ম হইতে আসিয়াছে—তথাপি উভয় প্রস্তাবনার ভিত্তিতে প্রাচীনতব কোনও উৎপত্তিস্থল থাকিতে পারে।

ইহার পর বুদ্ধ রাজগৃহে গিয়া মগধরাজ বিম্বিসারের সমীপে ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদের একটি পরিষদে ধর্ম্মপ্রচার করিলেন। প্রথমতঃ তিনি কাশ্যপকে আহ্বান করেন ; তিনি কেন অগ্নিপূজার বিধি বর্জ্জন করিয়াছেন—তাহা বুঝাইবার জন্য। কাশ্যপ তাহা মানিয়া লইলে

বুদ্ধ তাঁহার ভাষণ দিলেন এবং উপস্থিত সকলে 'ধর্ম্মে চক্ষুষ্মান্' হইলেন,—অর্থাৎ যাহার আদি আছে, অন্তে তাহা যাইবেই—এই জ্ঞান লাভ করিলেন। বাহ্যতঃ সহজ ও এইরূপ বাক্যভঙ্গীতে সুপরিচিত এই সূত্রটি আসলে বুদ্ধের মতবাদের সংক্ষিপ্তসার এবং যদি কেহ ইহার সকল ব্যঞ্জনা অনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকে তবে ইহাই অমৃতলাভের ও সকল সুখশান্তির পর্য্যাপ্ত উপায়। ইহার প্রথম প্রয়োগ অবশ্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে। যে সকল বিষম অকল্যাণগুলি এই ক্ষয়ধর্ম্মী ব্যক্তিত্বের অনুগামী তাহার বোধ ও কারণ নিরশন, যথা, তৃষ্ণার, ক্রোধের, মোহের ক্ষয় ও তাহার ফলে 'ভব-নিরোধ', যাহা সেই চরম সুখ, নির্ব্বাণ ও অমৃতের সহিত একার্থক।

পরিভ্রমণ করিতে করিতে বুদ্ধ তাঁহার জন্মস্থান কপিলবস্তুতে ফিরিলেন। তাঁহার সঙ্গীয় অর্হন্ত ভিক্ষুগণ রাস্তায় রাস্তায় তাঁহার খাদ্য ভিক্ষা করিতেছিলেন। তখন রাহুলের মাতা প্রাসাদের বাতায়ন হইতে বুদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার পিতা (রাজা শুদ্ধোদন) এইরূপ আহার্য্য ভিক্ষার প্রতিবাদ করিলে বুদ্ধ এই উত্তর দিলেন যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল বুদ্ধেরাই এই নিয়ম অনুসরণ করিয়াছেন। শুদ্ধোদন একজন উপাসক (অর্থাৎ ভিক্ষু না হইয়া কেবলমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী) হইলেন ও গার্হস্থ্যজীবন কখনও পরিত্যাগ না করিয়াও মৃত্যুকালে তিনি অর্হন্ত হইয়াছিলেন।

ইতোমধ্যে তাঁহার দুইজন প্রধান শিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে সঙ্গে লইয়া নিজ ভিক্ষা-পাত্র রাজাকে বহন করিতে দিয়া রাহুলের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাহুলের মাতা আসিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিলেন। তখন রাজা (শুদ্ধোদন) বুদ্ধকে বলিলেন যে যখন হইতে রাহুলের মাতা

শুনিযাছেন যে তাঁহার স্বামী কাষায়বস্ত্র ধাবণ করিয়াছেন, তিনিও সেই কাষায়বস্ত্র পবিধান কবেন, দিনে একবার মাত্র আহার করেন এবং বুদ্ধেব জীবনের নিয়মনিষ্ঠা পালন কবেন। রাহুলের মাতা পুত্রকে পিতাব নিকট তাহার উত্তবাধিকার যাচনা করিবাব জন্য পাঠাইয়া দিলেন, কাবণ সে-ই সিংহাসনেব উত্তরাধিকাবী। কিন্তু বুদ্ধ সাবিপুত্রেব দিকে ফিবিয়া বলিলেন "ইহাকে ভিক্ষুব উপসম্পদা দাও।" সাবিপুত্র তাহাই কবিলেন। এইরূপে রাহুলেব আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকাব-প্রাপ্তি হইল। কিন্তু শুদ্ধোদন গভীব বেদনা পাইয়া বলিলেন, "যখন তুমি গার্হস্থ্যজীবন বর্জ্জন কবিয়াছিলে, তখন তাহা বড়ই ব্যথাব ব্যাপার ছিল। এখন প্রপৌত্র বাহুলও সেই পথ অনুসরণ করাতে সেইরকমই ব্যথা পাইলাম। পুত্রস্নেহ ত্বক্ হইতে মজ্জা পর্য্যন্ত ভেদ করে। তোমার কাছে নিবেদন যে ভবিষ্যতে যেন পিতামাতার অনুমতি ভিন্ন সন্তানকে সংসারত্যাগী করা না হয়।" বুদ্ধ তাহাতে সম্মতি দিলেন।

ইতোমধ্যে শ্রেষ্ঠীবব অনাথ-পিণ্ডদ উপাসক হইয়াছিলেন। শ্রাবস্তি নগবে বহুমূল্যে জেতবন আবাম ক্রয় করিয়া এবং সেথায় একটি চমৎকার বিহার নির্ম্মাণ করিয়া বুদ্ধকে অবস্থান করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধের জীবনেব অবশিষ্টাংশ ব্যাপিয়া এই স্থানই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্র হইয়াছিল।

বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে কোনও বুদ্ধই জেতবন ছাড়িয়া যান নাই এবং সেখানে যে গন্ধকুটিতে ('সুগন্ধি প্রকোষ্ঠে') বুদ্ধ থাকিতেন তাহা পরবর্ত্তীকালের বৌদ্ধ মন্দিরগুলির (যেখানে বুদ্ধ-বিগ্রহ রক্ষিত হয়) মূল আদর্শ হইয়াছিল। বুদ্ধ কিন্তু সেখানে সর্ব্বদা অবস্থান করেন নাই, যদিও ইহা বাস্তবিক তাঁহার স্থায়ীভাবে থাকিবার

মতনই আবাসস্থল ছিল। এই জেতবন-আরাম সম্পর্কেই বুদ্ধ-বিগ্রহ স্থাপনের কথা প্রথম উত্থাপিত হয়। এই প্রশ্ন ওঠে (কলিঙ্গ বোধি জাতক) যে কোন প্রকারের প্রতীক বা চৈত্যদ্বারা উপযুক্তভাবে বুদ্ধের ধারণা জাগাইতে পাবা যায় এবং তাঁহার অবর্ত্তমানেও তাঁহাকে অর্ঘ্যনিবেদন করা যাইতে পারে। বুদ্ধের উত্তর ছিল এই যে—তাঁহার জীবিতকালে মহাবোধিবৃক্ষ তাঁহার স্থান লইবে এবং অত্যয়ের পর তাঁহার ধাতু (অর্থাৎ দেহাবশেষ)। তিনি 'উদ্দেশিক' (অর্থাৎ তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দ্দেশ করিয়া) কোন চিহ্নকে অশ্রদ্ধেয় মনে করিলেন—দেহানুরূপী বিগ্রহকে অবাস্তব ও কাল্পনিক বলিলেন। বস্তুতঃ প্রাচীন বৌদ্ধশিল্পে বুদ্ধকে দেখান হয় নিরাকার-ভাবে,—কেবলমাত্র তাঁহার প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টব্য 'ধাতু' দ্বারা যথা বোধিদ্রুম, গন্ধকুটি, ধর্ম্মচক্র, পদচিহ্ন বা স্তূপদ্বারা, প্রতিমা দ্বারা কদাপি নয়। অপরপক্ষে, সম্ভবতঃ প্রথম খৃষ্টাব্দের আবম্ভ হইতে, যখন বুদ্ধকে মানুষের আকৃতিতে দেখান হইতে থাকে, তাহা তাৎপর্য্যমূলক। বুদ্ধবিগ্রহের আদর্শ-আকার বাস্তবিক মানুষের আকার নয়—তাহাতে প্রাচীনকালের মহাপুরুষেব ধারণা প্রতিফলিত ও তাহা যক্ষেব মূর্তির প্রচলিত ধারণার অনুবর্ত্তী। এই ধারণার সহিত জড়িত আছে ভগবান্ বুদ্ধের যক্ষরূপে বর্ণনা (অর্থাৎ যাঁহার জন্য যজ্ঞ করণীয়)। যক্ষের শুদ্ধ সত্ত্বতা সম্বন্ধে মতবাদ এবং বুদ্ধ-পূর্ব্ব শাক্য, লিচ্ছবি ও বজ্জিদের যক্ষবাদ। চিরাচরিত যক্ষ-সেবা অবহেলা না করিতে বুদ্ধই বজ্জিদের বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বোধি-বৃক্ষতলে আসীন তাঁহাকে ঐ বৃক্ষের যক্ষ ভাবিয়া এককালে লোকেরা ভুল করিত এবং জেতবনে ও প্রাচীন বৌদ্ধশিল্পে বুদ্ধকে যেমন একটি 'রুক্ষ চেতিয়' (অর্থাৎ বৃক্ষের চিহ্ন) দিয়া দেখান হইত, সেইরূপ যক্ষ মন্দিরগুলিতেও

হইত। বুদ্ধ পরিভ্রমণকালে এইসব যক্ষমন্দিরে থাকিতে ভালবাসিতেন। এই বিবেচ্য বিষয়ের সম্যক্ অর্থবোধ হয় যখন আমরা মনে রাখি যে বেদে ও উপনিষদে বিশ্বজীবনকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; ব্রহ্ম তাহার প্রাণস্বরূপ ও এই ব্রহ্ম যক্ষ বলিয়া অভিহিত, অর্থাৎ ব্রহ্মপুরে যে অমর আত্মা বাস করে। যে জন্য ইহার অধিবাসী মানুষকে 'পুরুষ' বলা হয়, ব্রহ্ম তাহারও প্রাণস্বরূপ এবং 'বুদ্ধ' ও 'ব্রহ্মভূত' এই দুইটি বিশেষণ তাঁহারই নামের প্রতিশব্দ—যাঁহাকে 'মহাপুরুষ' বলা হইয়াছে ও যাঁহাকে স্পষ্টতঃ বা সঙ্কেতে পরমাত্মার সমার্থক করা হইয়াছে (দীঘনিকায়, ৩,৮৪ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

বুদ্ধের শিষ্যবর্গের সংখ্যা এই সময়ের মধ্যে অসাধারণ রকম বাড়িয়া গিয়াছিল। এই শিষ্যবর্গ ভিক্ষু অথবা পরিব্রাজকদের নানা সঙ্ঘে পরিণত হয়। ইহারা কেবল যাযাবর অবস্থায় থাকিত না। অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী ধনী ভক্তদের সঙ্ঘের প্রয়োজনে উৎসর্গীকৃত বিহারে বাস করিত। বুদ্ধের জীবিতকালেই সঙ্ঘে নিয়মনিষ্ঠার প্রশ্ন উঠিয়াছিল। সে সম্বন্ধে বুদ্ধের সিদ্ধান্তগুলি ভিত্তি করিয়া ভিক্ষুকদের জীবনযাত্রার জন্য তাহাদের আবাস, পরিধেয়, খাদ্য, ব্যবহার, শিষ্ট আচরণ, সঙ্ঘে প্রবেশ ও সঙ্ঘ হইতে বহিষ্করণ—এই সব বিষয় লইয়া 'বিনয়' নামে নিয়মাবলি গ্রথিত হয়। অনুপাতে অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ('অশেক্ষ্য') ও বহুসংখ্যক শিক্ষাধীন ('শেক্ষ্য') ভিক্ষু সঙ্ঘে থাকিত। ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ ছিল তাহার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বুদ্ধের প্রধান শিষ্য ও নিকটাত্মীয় আনন্দ। আনন্দ কপিলবস্তুতে বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচারের দ্বিতীয় বৎসরে ভিক্ষু হইয়াছিলেন এবং তাহার বিশ বৎসর পরে বুদ্ধের সেবক, ঘনিষ্ঠজন, বার্ত্তাবাহী ও প্রতিনিধিরূপে

মনোনীত হন। কিন্তু বুদ্ধের অত্যয়ের কিছুকাল পর পর্য্যন্ত তিনি 'অশেক্ষ্য' পদবীতে উঠিতে পারেন নাই।

স্ত্রীলোকদের সঙ্ঘভুক্ত করার দায়িত্ব ছিল আনন্দের। কথিত আছে যে শুদ্ধোদনের দ্বিতীয়া স্ত্রী মহা-প্রজাপতি—যিনি মহামায়ার অকালপ্রসবের পর বোধিসত্ত্বের ধাত্রীমাতা হইয়াছিলেন—তিনি সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে যথেষ্ট মনঃক্লেশ পান। তিনি কেশ কাটিয়া ফেলেন, ভিক্ষুর কাষাযবস্ত্র গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য শাক্য স্ত্রীলোকদের তাঁহার অনুবর্ত্তী করিয়া পুনর্বার বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। বুদ্ধ বৈশালীতে যে আবাসে ছিলেন তাহার দ্বারদেশে পথক্লান্ত ও ধূলিধূসরিত এই স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আনন্দ ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত হন এবং বুদ্ধের নিকট তাহাদের আবেদন উপস্থিত করেন। বুদ্ধ তিনবার সেই আবেদন অগ্রাহ্য করেন। তখন আনন্দ সমস্যাটি অন্যদিক দিয়া ধরিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "যদি স্ত্রীলোকেরা গার্হস্থ্যজীবন ত্যাগ করে এবং তথাগত যে ধর্ম্ম ও বিনয় শিক্ষা দিয়াছেন সেই অনুসারে জীবনযাপন করে, তাহারা কি স্রোতাপত্তির ফলগ্রহণ করিয়া সকৃৎ-গামী, অনাগামী বা অর্হন্ত অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হয় না?" বুদ্ধ ইহা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তিনি সম্মতি দিলেন যে ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত ভিক্ষুণীসঙ্ঘও হওয়া দরকার। কিন্তু একথাও বলিলেন যে স্ত্রীলোকদেব যদি সঙ্ঘভুক্ত ও ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত না করা হইত তবে সদ্ধর্ম্ম সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত স্থির থাকিতে পারিত, কিন্তু এখন (ভিক্ষুণীসঙ্ঘের গঠনে অনুমতি দিবার পর) তাহা মাত্র পাঁচ-শত বৎসর দৃঢ়স্থিত থাকিবে।

আশী বৎসর বয়সে বুদ্ধ রুগ্ন হইয়া পড়েন। কিছুকালের জন্য

রোগমুক্ত হইয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী। তিনি আনন্দকে বলিলেন, "আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার জীবনযাত্রা শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি আশী বৎসরে পদার্পণ করিয়াছি। যেমন একখানা জীর্ণ শকট চালু রাখিতে হইলে দড়াদড়ির প্রয়োজন হয়, বোধহয় তথাগতের শরীরও এখন ঔষধের সাহায্যেই চলমান রাখা সম্ভব হইবে।" আনন্দ জানিতে চাহিলেন ভিক্ষুদের জন্য তথাগত কি নির্দ্দেশ রাখিয়া গেলেন। উত্তরে বুদ্ধ বলিলেন, "যদি কেহ মনে করে যে সঙ্ঘ আমার উপর নির্ভর করিয়া আছে, তবেই সে নির্দ্দেশ দিতে পারে—আমি কেন সঙ্ঘ সম্বন্ধে নিয়ম-নির্দ্দেশ রাখিয়া যাইব ?" তথাগত সম্পূর্ণভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, কিছুই বাদ রাখেন নাই ; এখন সেই সদ্ধর্ম্মের আচরণ, চিন্তন ও প্রচারমাত্র প্রয়োজন,—লোকানুকম্পাহেতু ও দেব-মনুষ্যের হিতার্থে। ভিক্ষুরা অন্য কোনও বাহিরের শরণ লইতে যাইবে না,—তাহাদের আত্মাই (অর্থাৎ স্বকীয় বিচারবুদ্ধি) তাহাদের শরণ, ধর্ম্মই তাহাদের শরণ।—এই বলিয়া তথাগত আরও বলিলেন, "আমি নিজে আত্মশরণ হইয়া এখন তোমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি" (দীঘনিকায়, ২, ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কুশীনগরে মল্লদের শালবনে বুদ্ধ দেহত্যাগের জন্য সিংহশয্যা লইয়া (অর্থাৎ ডানপাশ ফিরিয়া) শুইলেন। তাঁহার শয্যা ঘিরিয়া বহু উপাসক (অর্থাৎ যাহারা ভিক্ষু নন), ভিক্ষু ও নানাশ্রেণীর দেবতাগণ প্রকাণ্ড ভিড় করিয়া ঘিরিয়া রহিল, আর আনন্দ সজাগ দৃষ্টিতে সমস্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ তখন তাঁহাকে (আনন্দকে) স্বীয় দাহকর্ম্ম এবং অস্থি ও ভস্মরক্ষার্থ স্তূপনির্ম্মাণ সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেন—কি প্রকার স্তূপ বুদ্ধদের জন্য, অন্যান্য অর্হন্তদের জন্য বা

চক্রবর্ত্তী রাজার জন্য নির্ম্মিত হইলে তাহা দেখিয়া বহুলোক চিত্ত-প্রসাদ পাইবে, সুখী হইবে, এবং তাহাতে তাহাদের স্বর্গে পুনর্জন্ম হইবে। আনন্দ এখনও 'অশেক্ষ্য' (যাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে) হইতে পারেন নাই ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বুদ্ধ তাহাকে আশ্বাস দিলেন যে তাহাব কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়াছে এবং সে শীঘ্রই আস্রবমুক্ত অর্থাৎ অর্হন্ত হইবে। তৎপব ভিক্ষুদের কাছে আনন্দের প্রশংসাবাদ পূর্ব্বক চক্রবর্ত্তী রাজার সহিত তাহার তুলনা করিলেন।

"সংস্কার সকলই ক্ষয়শীল; অপ্রমাদেব সহিত (অর্থাৎ সদা-জাগ্রত থাকিয়া) উদ্দেশ্য সম্পাদন করিবে"—ইহাই তথাগতের অন্তিম বাণী। চারিটি ধ্যানেব অবস্থার প্রত্যেকটিতে স্বেচ্ছাক্রমে প্রবিষ্ট হইয়া, পরে চতুর্থ অবস্থা হইতে বহির্গত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। তথাগতের পরিনির্ব্বাণ ব্রহ্মা ঘোষণা করেন; তিনি একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে জাতমাত্রেরই, এমনকি সেই মহান্ তথাগতেবও, দেহান্ত অবশ্যম্ভাবী। ইন্দ্র সেই সুপরিচিত গাথাটির পুনরাবৃত্তি করিলেন :

"অনিত্য সকল সংস্কার; তাহাতে উৎপন্ন হইয়া জরাগ্রস্ত হইতে হয়; উৎপত্তির পরে বিনাশ। তাহাদের উপশমেই পরম সুখ।"

অনিরুদ্ধ নামে জনৈক অর্হন্ত সংক্ষেপে একটি প্রশস্তি উচ্চারণ করেন। তাহাতে তিনি বলেন, "সেই স্থিরচিত্ত মুনি যখন শান্তিলাভ করেন তখন তাঁহার কোনও শ্বাসকষ্ট হয় নাই।" আনন্দ গভীরভাবে বিচলিত হইয়াছিলেন; কমবয়স্ক ভিক্ষুরা কাঁদিতে কাঁদিতে শোকে মাটিতে লুটাইতেছিল—এইরূপ বিলাপ করিয়া, "যিনি জগতের চক্ষুস্বরূপ, তিনি বড় শীঘ্র অন্তর্হিত হইলেন।" বয়স্ক ভিক্ষুরা তাহাদের এজন্য অনুযোগ করিলেন, মনে করাইয়া দিলেন :

"সংস্কাব আপনি ক্ষয়শীল ; ইহার অন্যথা কি করিয়া হইবে ?"

মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছিল এবং ধাতু (দেহাবশেষ) আট ভাগে ভাগ করিয়া গোষ্ঠিবর্গেব মধ্যে বিতরণ কবা হইয়াছিল। তাহারা তাহা বক্ষার্থ আটটি স্তূপ নির্ম্মাণ কবে।

এইভাবে বুদ্ধ স্ব-এব বন্ধন ছেদন করিলেন,—তিনি দীর্ঘদিন মানুষের চক্ষে প্রত্যক্ষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পঞ্চ স্কন্ধ (যথা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাব ও বিজ্ঞান) থাকিলেও তাহার সহিত বা তাহাব কোনও একটিব সহিত ঐক্যতা-সংযোগ ছিল না। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই তিনি ছিলেন অমর, অজাত, অজব, মৃত্যুঞ্জয়ী। "দেহ জরাপ্রাপ্ত হয়, সদ্ধর্ম্ম অজর"; "দেহ বিনষ্ট হয় কিন্তু নাম থাকিয়া যায় ; তাহার নাম সত্য" ; "সত্যই সনাতন ধর্ম্ম"—এবং আজও একথা বলা যায় "যে ধর্ম্মকে দেখে, সে তাঁহাকেই দেখিতে পায়, যাঁহা দ্বারা অমৃতের দ্বার মুক্ত হইয়াছিল।"

যাহাব সহিত বুদ্ধ ঐকান্তিক যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম কি, সেই সত্য কি—তাহাই এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য।

বৌদ্ধ মতবাদ

প্রাচীন বৌদ্ধমতের যাহা বিষয়বস্তু তাহাব পর্য্যাপ্ত ধারণা দেওয়ার দুরূহতা প্রায় অনতিক্রম্য। বুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মকে (সনাতন ও অকালিক), যে ধর্ম্মের সহিত তিনি একাত্মা ছিলেন ও যে ধর্ম্মকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধেরা বিগত যুগযুগান্তব ধবিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তীরাও ভবিষ্যতে যুগে যুগে শিক্ষা দিবেন, সেই ধর্ম্মকে তিনি কেবল নৈযায়িকের পদ্ধতিতে ভাবিয়া প্রকট করেন নাই। তিনি তাহা গভীর বলিযা বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে তাঁহাব শ্রোতাদের মধ্যে যাহারা অন্যভাবে শিক্ষিত ও অন্যমনেব, তাহাদের পক্ষে এই ধর্ম্ম দুর্ব্বোধ্য। এই মতবাদ তাহাদেরই জন্য যাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু কম—আকাঙ্খিত বস্তু বিস্তব যাহাদেব তাহাদের জন্য নয়। তাঁহার নিজেব জীবিতকালে এই ধর্ম্মশিক্ষার দুবর্থ সংশোধনের প্রয়োজন বহুবার বোধ কবিয়াছেন; যথা তিনি একথা বুঝাইতেন যে কি বিশেষ তাৎপর্য্যে তিনি 'বন্ধন-ছেদন' সম্বন্ধে মতবাদ প্রকাশ করিতেন ও কি তাৎপর্য্য তাহাতে ছিল না—প্রকৃত তাৎপর্য্য আত্মপ্রীতি, দুরাচার ও দুঃখের ছেদন; বিকৃত তাৎপর্য্যে বুঝা যায় কোনও বস্তুবিশেষের পরিহার। মতবাদ ছিল এই, আত্মশূন্যতায় যে মুক্ত হইবে (doctrine of self-naughting), তাহাকে প্রকৃতার্থে আত্মাকে অস্বীকার করিতে হইবে। যাহা থাকিবে তাহার বর্ণনাব জন্য নৈয়ায়িকের সংজ্ঞাগুলি পর্য্যাপ্ত বা অপর্য্যাপ্ত দুইই হইতে পারে। কিন্তু ইহা বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত যে নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত অর্হন্ত যিনি নিজ প্রজ্ঞানের ফলে মুক্ত হইয়াছেন তিনি কিছু জানিতে পারেন না বা দেখিতে পান না (দীঘ-নিকায়, ২, ৬৪)।

বুদ্ধের কথা অনুসারেই জানা যায় যে তিনি যে সকল প্রাচীন পন্থা পুনরায় খুলিয়া ধরিয়াছিলেন—সেই সকল পন্থা বহুকাল অবহেলিত ছিল এবং তৎসম্বন্ধে নানা মিথ্যাবাদ উঠিতেছিল। তাঁহার জীবনকালেই যদি নানা বিভ্রম জাগিয়া থাকে, তবে আজ এই প্রগতির যুগে যখন আত্মপ্রচার এবং পার্থিব জীবনযাত্রাব মান উচ্চতর করিবার জন্য অশেষ প্রচেষ্টা চলিতেছে, তখন সেই ভ্রান্ত ধারণা হওয়া আরও কত অবশ্যম্ভাবী। কেবল ব্যবহারিক (professional) ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ ছাড়া, অন্যেরা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে যে কোনও চরমতত্ত্ব কেবলমাত্র 'নেতি নেতি' (অর্থাৎ ইহা নয়, ইহা নয়) বলিয়াই সঠিক বর্ণনা করা চলে। যাহা হউক্, শ্রীমতী হর্ণার (Miss Horner) এই ১৯৩৮ সনেও বলিয়াছেন যে প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মের গবেষণার এখনও শৈশবকাল মাত্র। যদি পাঠক বৌদ্ধধর্ম্মকে 'পলায়নের পন্থা'ই মনে করেন—এবং হয়তো এই ভাবনা ভুল হইবে না— তবে তাঁহার আরও জিজ্ঞাস্য থাকে যে জগতে কি হইতে পলায়নের পন্থা আছে, কি প্রকারের এবং কোন্ দিকে?

এই দুরূহতা আরও জটিল হয় যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অপব্যাখ্যা দেখা যায় পণ্ডিতদের লেখায়। যেমন—প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম একজন, 'ভব'—যাহার অন্তে আছে অমৃতলাভ—এবং 'ভাব'—যাহার অর্থ অমৃতলাভ, এই দুইয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য ধরিতে পারেন নাই। বাস্তবপক্ষে আমরা এখন যাহাকে 'প্রগতি' বলি, ভালোর দিকেই হউক কি মন্দের দিকেই হউক্, তাহার সমানার্থ 'ভব'। "এমন দেবমনুষ্য আছে যাহারা 'ভব'তেই আনন্দ পায় ও যখন তাহারা এই 'ভবে'র শান্তি করার কথা শোনে, তখন তাহাদের মন সায় দেয় না"—বিশুদ্ধিমার্গের এই কথা চিন্তনীয়। সেকালে যেমন এইরূপ 'দেবমনুষ্য'

ছিল, একালেও তেমন আছে। একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলেন যে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বব অস্বীকার কবে, আত্মা অস্বীকার করে ও অনন্তকে অস্বীকাব কবে। প্রায় সকলেই এই মত প্রকাশ করেন যে বৌদ্ধমত ইহাই শিক্ষা দেয় যে 'স্ব' বলিযা কিছুই নাই। তাঁহাবা একথা ভুলিয়া যান যে যাহা বস্তুতঃ অস্বীকৃত তাহা এই পরিবর্ত্তনশীল 'স্ব'। এই দেহমনঘটিত ব্যক্তিত্ব এবং আত্মা, তথাগতেব দেহত্যাগেব পর যে অর্হত্বলাভেব (perfect man) কথা বলা হয়, এই 'ভব' বাচক কথাগুলি তাহাব প্রতি প্রযোজ্য নয়। উপবন্তু একথা পুনঃপুনঃ বলা হয় যে বৌদ্ধমত নিবাশাবাদী (Pessimistic), যদিও ইহার চবম লক্ষ্য সকল মানসিক দুঃখ হইতে মানুষেব মুক্তি,—যে মুক্তি ইহকালে এবং ইহলোকেই লাভ কবা সম্ভব। মতবাদের বিচাব হয় সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে,—আমাদেব মনঃপূত কিনা তাহা দ্বাবা নয়। যাঁহাবা বৌদ্ধধর্ম্মকে নিবাশাবাদী বলেন, তাঁহারা এ সত্যটি এড়াইয়া চলেন।

সংসারে অশুভেব সমস্যাকে বুদ্ধ প্রধানতঃ দুঃখের অস্তিত্বরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন,—অর্থাৎ সকল বস্তু, যাহা জাত, নানা-উপাদান-গঠিত এবং পবিবর্ত্তনশীল, তাহাদের গতি অশুভ পরিণামের দিকে—দুঃখ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃত্যুর অধীন তাহা। এই অধীনতা সত্য, কারণজাত এবং সেই কারণ নিবার্য্য এবং এমন পন্থা, গতি বা চর্য্যা আছে যাহাতে ইহার নিবারণ হইতে পারে—প্রজ্ঞার আদিতে এই 'চারটি' আর্য্যসত্য। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, "আমি এইমাত্র শিক্ষা দিতেছি, এখন এবং সর্ব্বকালে—যে দুঃখ আছে ও দুঃখের অন্তও আছে।" এই বাক্য অনুসারে বৌদ্ধধর্ম্ম "প্রাতীত্য সমুৎপাদ" অর্থাৎ কাবণ হইতে উৎপত্তি এই সহজ সূত্রাকারে পরিণত করা সম্ভব এবং

বহুবার তাহা করা হইয়াছে; "এই হইলে ইহার সম্ভাবনা; এই না হইলে ইহাব সম্ভাবনা হয় না!" অনাদি কাল হইতে এই মধ্যবর্ত্তী 'কারণ'গুলির ক্রিয়া চলিতেছে, তাহাদেব নানা উপাদান-ঘটিত ক্রিয়াফলেব বিচ্যুতি সম্ভব নয়। তবে যে ক্ষেত্রে পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল সক্রিয় হয়, তাহা হইতে অপসবণ সম্ভব—কেবলমাত্র সেই স্থানে অপসরণ যাহা এই ক্ষেত্রের কোন অংশ নয়।

বৌদ্ধমতবাদ কার্য্যকারণ সম্বন্ধেব নিয়মে পবিণত কবা যাইতে পাবে, কারণ পরিবর্ত্তন ও বিকৃতিব সমস্যা এই নিয়মেই বিধৃত। যদি দুঃখের কারণ নিবাবণ করা যায়, তবে তাহার বাহ্যপ্রকাশগুলি লইয়া উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রযোজন নাই। ভবচক্রে বা সংসাবে যাহা কিছুর আরম্ভ আছে তাহার অস্থিরতা, গতিক্ষয় ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; জীবন বা 'ভব' কতগুলি অনুভূতির ক্রিয়ামাত্র—তৃষ্ণাব অনুভূতি ও অবিদ্যা বা মোহের অনুভূতি। অবিদ্যা, যাহা দুঃখের ও অধীনতার আদিমূল, সুখ ও দুঃখের নানা অবস্থার কারণ, এবং যাহা যথাভূত বস্তুবাজির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তাহাদেব হেতু অনিত্যতা। প্রত্যেক বস্তুই হইতেছে, প্রত্যেক বস্তু নদাস্রোতের মত বহিতেছে—কোনও বস্তু সম্বন্ধে বলা চলে না যে ইহা 'আছে'। যাহা হয় তাহাই মৃত্যুর অধীন—এই হওয়া বা 'ভব' ক্ষান্ত হইলে, এই চলমান অবস্থার শেষ হইলে, আমাদের মানুষ অমৃতের অধিকারী হয়। ইহা আমাদের অন্তরের ব্যাপার। যে অবিদ্যা জন্মগত দোষ তাহা সাঙ্ঘাতিক আকার ধরিয়া আমাদের অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মায় যে আমাদের স্বরূপ এই এবং আমরা ব্যক্তিত্ব লইয়া প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতিদিন ও প্রতি জন্ম বাঁচিয়া থাকিতে পারি।

সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মে সাধারণ জীববিবর্ত্ত (animism) রূপে 'অবতারে'র কোনও স্থান নাই। যদিও অনেকের ভ্রান্তধারণা আছে

যে বৌদ্ধধর্ম্ম জন্মান্তর গ্রহণ (Transmigration of Souls) শিক্ষা দেয়। কিন্তু যেমন প্লেটো (Plato), সেইন্ট্ অগাস্টিন্ (Saint Augustin) ও একহার্টের (Meister Eckhart) মতবাদে তেমনই বৌদ্ধমতে,—সকল পবিবর্ত্তনই মৃত্যু ও পুনর্জন্মেব অনুক্রম; তাহাতে ক্রমানুক্রম আছে, সত্তা নাই,—এবং (বৌদ্ধমতানুসাবে) এমন কোনও সত্তা সম্ভব হয় না যাহা এক অবয়ব হইতে অন্য অবয়বে নীত হইতে পারে বলিয়া ধারণা করা যায়, যেমন এক গৃহ বা গ্রাম ছাড়িয়া মানুষ অন্য গৃহ বা গ্রামে প্রবেশ করে। বাস্তবিক যেমন 'আত্মা'র ধাবণা কেবল ব্যবহারিক মাত্র,—তেমনি কোনও স্থিতবস্তুতে স্ব-ত্বের আরোপ ব্যবহাবিক, ইহা জগতে লভ্য নয়। যাহা বিলুপ্ত হয় এবং পুনরায় ওঠে, স্বরূপে বা অন্যরূপে, তাহা একটি 'নাম-রূপ' অথবা বিচারক্ষম 'বিজ্ঞান'—যাহাতে রহিয়াছে পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মের ফল। 'মনুষ্যরূপী নায়কেরা অবশ্যই আছেন'—বুদ্ধের এই উক্তি সম্বন্ধে শ্রীমতী রিজ ডেভিড্স্ (Mrs. Rhys Davids) অনুমান কবিয়াছেন যে অনাত্মার মতবাদ ইহাতে সম্পূর্ণ মিটিয়া যায় না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গী এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে এক। ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে: "আমি কিছুই করিতেছি না—কেবল ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া হইতেছে, সংযমী তত্ত্ববিদ্ ইহাই ধারণা করিবে।" সত্য বটে ব্যক্তিমাত্রই, যতক্ষণ সে নিজেকে কর্ত্তা মনে কবিবে, ততক্ষণ তাহাকে নিজ কর্ম্মের জন্য দায়ী ও ফলভোগী হইতে হইবে এবং যে ব্যক্তি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও 'আমি কর্ত্তা নই ও আমার কর্ম্ম সৎ হউক্ কি অসৎ হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না' এইরূপ বলিয়া থাকে তাহা অপেক্ষা নিন্দনীয় আর কেহ নাই। কিন্তু এই ভাবনা যে আমি আছি, কিন্তু আমার কর্ম্মকর্ত্তা ভিন্ন, অথবা আমি যাহা রোপন করিয়াছি তাহার

ফলভোগ আমি কবিব বা অন্য কেহ করিবে,—ইহা অবাস্তব। এমন 'আমি' নহি যাহা কর্ম্ম কবে বা কর্ম্মফল গ্রহণ কবে। যথাযথভাবে বলিতে গেলে, কর্ম্মকর্ত্তা ব্যক্তি কেহ বাস্তবিক আছে কি নাই—এই প্রশ্নেব উত্তব কেবল সহজে 'হাঁ' বা 'না' বলিয়া দেওয়া যায় না। ইহাব উত্তব সেই মধ্যম পরবর্ত্তী,—প্রাতীত্য সমুৎপাদের উপভাষায় দেওয়া যায়। কাবণ হইতে উৎপন্ন যে সকল সংস্কাব-প্রাপ্ত বস্তু তাহাবই বাবম্বাব বিশ্লেষণে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে যে তাহা আমাব 'স্ব' নয়। এই চরম পারমার্থিক অন্বয়ে কোনও মানুষই কর্ম্মকর্ত্তা নয়। ইহার উপলব্ধি ও যথাবোধ হইলেই কেবল মানুষ বলিতে পাবে যে তাহার কর্ম্ম তাহাব নয়, কিন্তু এই উপলব্ধি বা যথাবোধ না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের 'কবণীয়' এবং 'অকবণীয' উভয়বিধ কার্য্যই থাকে।

হেতুবাদ কিম্বা কর্ম্মফলবাদে এমন কিছু নাই যাহাতে আত্মাব পুনবাগমন নিশ্চিতরূপে সূচিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম উভয়েই হেতুবাদ (অর্থাৎ কার্য্যকাবণ সম্বন্ধ) স্বীকৃত এবং উভয়ধর্ম্মেই এই বিশ্বাস উল্লিখিত আছে যে বিশ্বব্যাপাব আনুক্রমিক। যে জন্মান্তর বৌদ্ধেবা কখনও মানেনা তাহা কোনও বিশিষ্ট জনের মৃত্যু ও তৎপর পুনর্জ্জন্মগ্রহণ। তাহাদেব মতে জন্মান্তবেব অর্থ—'ভবচক্র', মৃত্যু ও জন্মান্তবেব পরম্পবা, যাহাতে বিধৃত মর্ত্ত্যে মানুষেব কাল-বদ্ধ জীবন ও ভিন্নলোকে দেবতার ও স্বর্গলোকবাসীদের অফুরন্ত জীবন। "অতীত জন্মে আমি কি ছিলাম? বর্ত্তমানে আমি কে? পরলোকে আমি কি হইব?"—বিজ্ঞ অর্হন্ত এসকল প্রশ্ন অবাস্তর মনে করেন—প্রত্যহের ব্যবহারিক অর্থে মানুষ 'আমি' বলিয়া নিজেকে নির্দ্দেশ করিতে পারে,—তাহাতে জীববাদীর (animist) অর্থে 'আমি' বা 'স্ব'এর যে ধারণা তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হয় না। সময় গতিনির্দ্দেশক; গতি

অবস্থান্তর নির্দ্দেশক ; অন্যভাবে বলা যায় যে সময়ের ব্যাপ্তিতেই পরিবর্ত্তন বা 'ভব' নিহিত। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মী যে অমরতার ছবি দেখেন তাহা স্থান ও কালের আপেক্ষিক নয়,—তাহা স্থান-কালাতীত। আমবা দিনগত প্রসঙ্গে যে সকল বস্তুর আবম্ভ আছে, বিকাশ আছে, শেষ আছে, তাহারই কথা উত্থাপন করি। ব্যবহারিক ভাষায় বলিতে গেলে 'স্ব' সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে "ইহা এক সময়ে ছিল, পরে আব নাই , এককালে ছিল না, পবে হইয়াছে।" কিন্তু পবমার্থে বলিলে এই বলিতে হয় যে, "ইহা ছিল না, হইবে না, বর্ত্তমানেও ইহার অস্তিত্ব নাই ; ইহা নাস্তি এবং কখনও আমাব হইতে পারে না।" বৌদ্ধধারণাব ভবচক্র সেইণ্ট জেম্‌সেব (Saint James) ধারণার সহিত এক। যেমন প্লেটো (Plato) ও প্লুটার্ক (Plutarch) 'স্ব' পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া অবাস্তবিক ধরিয়াছেন, বৌদ্ধ মতবাদীবও সেই ধাবণা। কাঠবিড়ালী খাঁচায ঘুরিতে থাকে, কিন্তু 'আমি' তো তাহাতে নাই এবং এই ঘূর্ণি হইতে বাহিব হইবার পথও আছে।

যাহা জাত, নানা উপাদানে রচিত, অস্থায়ী, তাহাতে যে নষ্ট হইবার প্রবণতা থাকে এবং তজ্জনিত দুঃখ হয়—বুদ্ধ ছিলেন এই অকল্যাণের প্রতিকার সন্ধানে। সকল বিভিন্ন উপাদান-রচিত বস্তুরই বিশেষ ধর্ম্ম দুঃখ, অনিত্যতা ও অনাত্মতা। এ সকল বস্তুর মধ্যে মানুষের চরম গতি সম্পর্কে 'অহং' বোধই বিশেষ বিবেচনীয়। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে সকল প্রাণীব জীবন দৈহিক ও মানসিক আহার্য্যে পরিপুষ্ট হয়,— যেমন জ্বালানি কাঠে আগুন বাড়িতে থাকে। এই তাৎপর্য্য অনুসারে বলা যায় সংসার জ্বলিতেছে, আমরাও জ্বলিতেছি। অহংবোধ বা স্বত্ববোধের আগুন (রাগ, কাম, তৃষ্ণা, লোভ), ক্রোধের আগুন ও মোহ বা অবিদ্যার। ইহাদের নির্ব্বাণ হয় বিরুদ্ধগুণের দ্বারা, ইহাদের

বিপরীত গুণগুলির উৎকর্ষে ও 'বিদ্যা' অর্জ্জনে। অন্য কথায় বলিতে গেলে, এই সকল আগুনের জ্বলন বন্ধ হয় দাহ্যপদার্থ সরাইয়া ফেলিলেই। তখন ইহা বাহির হইতে পারে না, অন্তঃপ্রবেশ করে, এবং তাহাই 'নির্ব্বাণ'। ইহা সহজেই 'শান্তি'র, ঠাণ্ডা হওয়ার, ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট, যথা কথ্যভাষায় বলা হয 'অত গরম হও কেন বাপু? ঠাণ্ডা হও।'

নির্ব্বাণ কথাটি বৌদ্ধধর্ম্মের একটি মূল কথা কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অপব্যাখ্যা হইয়াছে এই কথাটির। নির্ব্বাণ এক প্রকার মৃত্যু—সমাপ্ত হইয়া যাওয়া ও সম্পূর্ণ হইয়া যাওয়া, এই উভয় অর্থেই। প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি নিরপেক্ষভাবে (in its passive sense) লইলে নির্ব্বাণের সকল ফলিতার্থ প্রাকদর্শনেও পাওয়া যায়। তবে বৌদ্ধমত অনুসারে নির্ব্বাণ কোনও স্থান বা ফল বা কালের অধীন নয় বা কোনও উপায় দ্বারা লভ্য নয়। নির্ব্বাণ আছে ও 'দৃষ্ট' হইতে পারে। যে 'উপায়ে' কার্য্যতঃ গ্রহণীয়, তাহা নির্ব্বাণের উপায় নয়—যাহা যাহা নির্ব্বাণের দর্শন তিমিরাবৃত করিয়া দেয় তাহা অপসারণের উপায়মাত্র ;—যেমন অন্ধকার ঘরে দীপ লইয়া আসিলে যাহা যাহা সেখানে আছে সকলি দৃশ্যমান হয়।

এতদনুসারে আমরা বুঝিতে পারি যে 'আত্মা' কেন দমন করিতে হইবে, জয় করিতে হইবে, সংহত করিতে হইবে, পরিত্যাগ করিয়া ক্ষান্ত করিতে হইবে যিনি আত্ম-দমনকারী, যিনি আত্মত্যাগী, যিনি ভারমুক্ত, যিনি সকল করণীয় করিয়াছেন, তিনিই অর্হন্ত বা সম্পূর্ণ মানুষ। যে সকল বিশেষণে বুদ্ধকে (—ব্যক্তিবিশেষ অর্থে নয়) বিশেষিত করা হয়, তাহা অর্হন্তের প্রতিও প্রযোজ্য। তিনি বিমুক্ত, তিনি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত,—তিনি যোগক্ষেম হইতে বিশ্রামলাভ করিয়াছেন ; তিনি বুদ্ধ—(এই 'বুদ্ধ' বিশেষণটি যে কোনও অর্হন্তের প্রতি প্রযুক্ত

হইতে পারে, কেবলমাত্র গৌতম বুদ্ধের প্রতি নয়) ; তিনি দোষশূণ্য, তিনি 'আর্য্য',—তিনি 'শেক্ষ্য' (শিষ্যপদবীর) নহেন, তিনি 'অশেক্ষ্য' (শিক্ষার পারগত)।

মমাত্মতা (অর্থাৎ অহংভাব) বা মাৎসর্য্য (মৎস্যভাব অর্থাৎ যাহা পাওয়া যায় তাহাই আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছা) নৈতিক অকল্যাণকর এই মমাত্মতাকে দমন করিতে হইলে নৈতিক শাসন-ব্যবস্থা দরকার। এই 'মমাত্মতা' নির্ভর করে অহংভাবের উপরে এবং কেবল বিধিনির্দ্দেশে তাহা দূর হয় না যে পর্য্যন্ত 'ইহা আমি' এই ভ্রান্ত ধারণা বিচূর্ণ না হয়। অহংভাব 'অহং'কেই বড় করিয়া তোলে এবং মানুষ যখন এই পরিবর্ত্তনশীল 'অহং' এর যথার্থ প্রকৃতি কি তাহা উপলব্ধি করে, কেবল তখনই সে নিজের পরম রিপুকে পরাভূত করিয়া তাহাকে সেবক ও সহায়ক করিবার জন্য আগ্রহের সহিত সচেষ্ট হয়। এই সাধনার প্রথম ধাপ অবস্থাটি স্বীকার করা, দ্বিতীয়, যে 'অহং' হইতে এই অবস্থার উৎপত্তি হয় তাহা প্রকৃত রূপে দেখা ; তৃতীয়, এই দৃষ্টি অনুযায়ী কর্ম্ম গ্রহণ। কিন্তু তাহা সহজ নয়। মানুষ এই কৃচ্ছ্র সাধনে ইচ্ছুক হয় না, যতক্ষণ না সে বুঝিতে পারে যে এই আকাঙ্ক্ষামূলক বৃত্তিনিচয়ের স্বরূপ কি এবং যে পর্য্যন্ত 'স্ব' এবং তাহার হিত হইতে 'অহং' ও তাহার স্বার্থকে পৃথক করিতে না পারে। অবিদ্যাই প্রথম অকল্যাণ-হেতু এবং সত্যদর্শনদ্বারাই অহং-এর দমন হয়। বৌদ্ধমতে "কেবলমাত্র সত্যই তোমাকে মুক্তি দেয়।" আত্মকামের প্রতিকার আত্মপ্রেম—এবং এই অর্থেই সেইন্ট্ টমাস্ একুয়িনাস বলিয়াছেন যে মানুষের অনুকম্পাহেতুতেই নিজকে অন্য সকল ব্যক্তি হইতে, নিজের প্রতিবেশীদের অপেক্ষা, ভালবাসা উচিত। বৌদ্ধমতবাদের ভাষায়, 'কেহ

যেন পরের উপকার, তাহা যতই সহজ হউক্, করিবার জন্য নিজের হিতের ক্ষয় না করে। যদি সে নিজের প্রকৃত স্বার্থ জানে তবে তাহারই সন্ধান করুক।' ভাষান্তরে, মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য নিজের মুক্তি লাভের সাধনা—অহং হইতে মুক্তি।

'অনাত্মা'র যে ব্যাখ্যা বহুবার হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণমূলক। যাহাকে আজকাল জীববাদ (animism) বলিয়া বর্ণনা করা হয়, 'অনাত্মা' তাহার বিরুদ্ধবাদ। দেহ ও মনে গঠিত এই যন্ত্র, যাহা আমাদের আচার-ব্যবহার পরিচালিত করে, তাহা 'আত্মা' নয় ও তাহা আত্মিক-গুণ-শূণ্য। পাঁচটি পরস্পর-সংশ্লিষ্ট 'ধাতু' বা 'স্কন্ধে'র সমষ্টি,—যথা রূপ বা কায়া, বেদনা (অনুভূতি—সুখের এবং দুঃখের অথবা সুখদুঃখ-নিরপেক্ষ), সংজ্ঞা (জ্ঞান), সংস্কার (অর্থাৎ যে সকল উপাদানে ব্যক্তিত্ব গঠিত) এবং বিজ্ঞান (অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধি)— সংক্ষেপে 'স-বিজ্ঞান-কায়' অর্থাৎ দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতাগুলির সমবায়। অনাত্মবাদে এই স্কন্ধগুলির কারণ হইতে উৎপত্তি, পরিবর্ত্তনশীলতা ও বিনাশ দেখান হইয়াছে। এই 'স্কন্ধ' গুলিকে 'আমাদের' বলা যায় না, কারণ একথা বলার অধিকার নাই যে এই স্কন্ধগুলি বা আমি এই ধরনের হইব। অপরপক্ষে, যাহা হইয়াছি আমরা তাহাই, প্রত্যেকেই জৈব নিয়মে সমষ্টিভূত এক একটি জীব, বংশপরম্পরাগত প্রকৃতির গতিতে পরিচালিত। এই ব্যাখ্যার শেষ কথা—'উহা আমার নয়, আমি উহা নই, উহা আমার 'স্ব' নয়'। সুতরাং এই স্কন্ধগুলি চিরতরে নিঃশেষ করিয়া দেওয়া,—আমি অমুক, আমি কর্ত্তা, আমি আছি,—এই সব ধারণা ত্যাগ করায় মানুষের লাভ ও সুখ। বুদ্ধ অথবা অর্হন্ত কোনও ব্যক্তিবিশেষ নহেন,—তাহার নাম জিজ্ঞাসা অসমীচীন।

অন্যভাবে বলা যায় যে কোনও বস্তু বা ব্যক্তি 'নাম' ও 'রূপ' দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। ব্যক্তির উপাদানে যে অংশ অদৃশ্য তাহা নামদ্বারা সূচিত; আর যে অংশ বাহ্যতঃ প্রকাশমান তাহা কায় বা রূপ দ্বারা। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে স্থান ও কালই আমাদের সর্ব্বভূত সম্বন্ধে বোধের উপায়; যে কোনও বস্তুরই রূপ বা কায় নশ্বর, কিন্তু তাহার নাম থাকিয়া যায় এবং সেই নাম দিয়াই আমরা তাহাকে ধরিয়া থাকি। যিনি বুদ্ধ তিনি ধর্ম্মের ও সত্যের নামে সংযুক্ত হইয়া এই জগতে থাকিয়া যান, যদিও তিনি সমুদ্রাশ্রয়ী নদীগুলির মত নাম ও রূপ হইতে মুক্ত এবং যাঁহারাই সেই গন্তব্যস্থানে গমন করিয়াছেন তাঁহারা কোনও শ্রেণীভুক্ত নন, তাঁহারা আর ব্যক্তিবিশেষ নন, স্থানস্থিত নন।

এই সকল মত বৌদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য নয়; ইহা সকল দেশের দর্শনেই আছে,—মুক্তির সারবস্তু নিজ হইতে মুক্তিলাভ। যথা, নানাদেশের দার্শনিকদের উক্তি—'আত্মাই তোমার প্রধান রিপু'। এই শৃঙ্খল না থাকিলে কে বলিত যে অহংই আমি; আমাদের এই অধঃপতিত অবস্থায় যত কিছু অমঙ্গল তাহার মূল, কাণ্ড এবং শাখা সকলই অহং-বোধ; "কোনও নশ্বর বস্তুর সার একবারের বেশী দুইবার ধরা অসম্ভব —যে মুহূর্ত্তে তাহার উৎপত্তি সে-ই মুহূর্ত্তে তাহার বিলয়।" এইরূপ উক্তি বহুল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু এ কথা এত বহুলভাবে বিদিত নয় যে অনেক আধুনিক প্রাকৃত তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ববিদেরা ঐরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। প্রাকৃততত্ত্ববিদ্ (Naturalist) এই মত পোষণ করেন যে "যাহাকে মানসিক ঘটনা বা অবস্থা বলা হয় তাহা যখন জাত হয় তখনই প্রাকৃত বস্তুতে কতগুলি দৈহিক অবস্থা-সমবায়ও ঘটে এবং তাহার উপস্থিতি ভিন্ন ঐ মানসিক ঘটনা বা অবস্থা দৃষ্ট হয়না।...যে বস্তু গঠিত বা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার উপাদানগুলির

চালচলনই তাহাতে প্রকাশ পায়।...বাহিরেব কোন বস্তু তাহা পরিচালিত করে না"। গঠিত বা নির্ম্মিত বস্তুর এই ব্যবহার সম্বন্ধে এত দূর পর্য্যন্ত বৌদ্ধমত ও প্রাকৃত তত্ত্ববিদ্‌দের মত মিলিয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃততত্ত্ববিদ্ এই বস্তু ও 'স্ব' এক বলিয়া মনে করেন ; বৌদ্ধমতে কোনও বস্তুকেই প্রকৃতপক্ষে 'স্ব' বলা যায় না। অপবপক্ষে মনস্তত্ত্ববিদ্ (Psychologist) এই 'স্ব' হইতে ধারণা ফিরাইয়া লইয়া বৌদ্ধমতাবলম্বীর মতই এমন কিছুব জন্য স্থান রাখেন যাহা 'অনন্ত সুখের অধিকাবী'। "যখন আমরা দেখিতে পাই যে সকলই বহমান, তখন ইহা প্রত্যয় হয় যে 'স্ব' ও মিথ্যা অভিন্ন"—যাহাব স্পষ্ট ইঙ্গিত এই হয় যে আমরা 'স্ব' বা ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক্। এটি 'অনাত্ম' সম্বন্ধীয় মতবাদ।

সাধাবণতঃ আমরা প্রত্যেকে যে ব্যক্তিত্বের উপর জোর দিয়া থাকি—'আমি অমুক' এই বলিয়া—তাহাই সকল প্রাপ্তির জননী এবং ব্যক্তিত্ব বিষয়ক এই ভ্রান্ত ধারণায় ভেদবুদ্ধি, ভয়, অপরের প্রতি বৈরীভাব, সন্দেহ ও সম্পূর্ণ অমূলক বিদ্বেষগুলির উৎপত্তি হয়। "যদি কেহ নিজের 'স্বত্ব' হারাইবার ধারণা গ্রহণ করিতে পারে, তবে তাহার সুখ অসীম হইবে"—এইরূপ বুদ্ধের উক্তি। 'স্ব' যে অলীক এ সম্বন্ধে তিনি বাক্যব্যয় করেন নাই। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের যুগে 'স্ব' (Psyche) সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল? ইহা সংজ্ঞা বা চেতনার সহিত একার্থক হইয়া গিয়াছিল। ব্যক্তিত্বের (Ego) বাহিরে কোন 'স্ব' থাকিতে পারে এ ধারণা ছিল না। যখন ইউবোপ দুর্ভাগ্যবশতঃ চাব বৎসরের জন্য এক বিরাট্ ভয়াবহ যুদ্ধে রত হয়, তখন এ সত্য কেহ উপলব্ধি করে নাই যে ইউরোপীয় লোক তখন এমন কিছুদ্বাবা অভিভূত হয় যাহা তাহার স্বাধীন বিচার-বুদ্ধিকে হরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু

এই ব্যক্তিত্বের (Ego) উপরে এমন একটি পরম সত্ত্বা আছে যাহা পৃথিবীর সূর্য্য-প্রদক্ষিণের মত এই ব্যক্তিত্বকে প্রদক্ষিণ করে,—যদিচ বুদ্ধিদ্বারা দুইয়ের সম্বন্ধের বিষয় কিছুই আমাদের জ্ঞান-গম্য হইতে পারে না, কাবণ এই সত্ত্বার কি উপাদান তাহার সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে পারি না।

তবে 'আত্মা' বা 'স্ব' সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্ম কি বলে ?

'স্ব' বলিয়া ব্যক্তিগতভাবে বা নৈর্ব্যক্তিকভাবে কিছু আছে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম তাহা স্বীকার করে না—এই ভ্রান্তধারণার ভিত্তি 'ন মে সো অত্ত' (ইহা আমার আত্মা নয়), এই উক্তি এবং জগৎ ও সকল বস্তু সম্বন্ধে 'অনাত্মা' এই বিধেয়-প্রয়োগ। কিন্তু উক্তিটির যৌক্তিকতা একটু বিবেচনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে এই কথা কয়টিতে ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে এমন কোনও 'স্ব' আছে যাহা 'নাস্তি' বাচনদ্বারা প্রত্যেক গুণ ও গুণগুলির সমষ্টি হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া হইয়াছে। সেইণ্ট টমাস্ একুইনাস্ বলিয়াছেন যে প্রাথমিক ও সরল বস্তুগুলি 'নেতি' দ্বারাই নির্দ্দেশ করা সম্ভব, যেমন একটি বিন্দুকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়—'যাহার কোনও অংশভাব হয় না'। দান্তেও বলিয়াছেন যে এমন কতগুলি বস্তু আছে যাহা আমাদের বুদ্ধিশক্তি ধরিতে পারে না, অন্যবস্তুর ক্ষয় নয়, নেতিবাদ ছাড়িয়া আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। যে প্রাচীনতর দর্শনে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি তাহাতেও এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল,—তাহাতেও আত্মা সম্বন্ধে কেবল 'নেতি, নেতি' বলা হইয়াছে। পরমাত্মা সম্বন্ধে যথার্থতঃ কিছুই বলা যায় না,—ইহা স্বীকার করিলে পরমাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় না।

আত্মা বা স্ব—ইহার অস্তিত্ব আছে কিনা ?—এই প্রশ্ন যখন উত্থাপন করা হয়, বুদ্ধ উত্তরে 'হাঁ' বা 'না' বলেন না। উভয় উত্তরই ভ্রান্তিমূলক।

কোনও বুদ্ধ বা অর্হন্ত অথবা মহাপুরুষের মৃত্যুর পর কি অবস্থা হয়—এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তখনও তিনি সমানার্থে বলিয়া থাকেন যে 'হওয়া' বা 'না হওয়া'র কথা এ সম্বন্ধে প্রযোজ্যই নয়। এ কথায় পঞ্চস্কন্ধ বা তাহার কোনও স্কন্ধের সহিত সেই বুদ্ধের একত্ব নির্দেশ করা হয়। 'হওয়া' অবস্থা-বিশেষে পরিণত হওয়ার আভাস দেয়, কিন্তু যিনি বুদ্ধ তিনি কোনও বিশেষ অবস্থায় স্থিত নন। ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে উক্ত প্রশ্ন অবস্থান্তরে পরিণতি বাচক, অস্তিত্ববাচক নহে। ভাষার প্রয়োগ হয় বাহ্যবস্তু সম্পর্কে, কিন্তু যিনি অর্হন্ত তাঁহাকে এই সকল বাহ্যবস্তু স্পর্শ করে না। যাঁহার আত্মা বা 'স্ব' বিলুপ্ত হইয়াছে; যিনি আপন স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কোনও শ্রেণীবিভাগে নাই,—সুতরাং শব্দপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহার বর্ণনা হয় না। তথাপি সেই বুদ্ধ আছেন, যদিও এখানে বা ওখানে কোনও স্থলবিশেষে তিনি নাই,—দেহত্যাগের পর তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবিক যদি 'স্ব' অপগত হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এই প্রশ্ন আমাদের করিতেই হইবে যে কিসের সম্বন্ধে তবে 'অমৃত' বা অমরত্বের কথা বলা হয়? বন্ধ্যা স্ত্রীর সন্তানের মত কোনও বস্তুবিশেষ অসম্ভব বলিয়া নিরূপিত হইলে, তাহা অর্থশূণ্য ও অবোধ্য হইয়া দাঁড়ায়। কোনও কোনও সমসাময়িক তীর্থিক বুদ্ধকে বিনাশবাদী বলিয়া আখ্যা দেওয়ায় বুদ্ধ তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ স্পষ্টভাবেই অস্বীকার করিয়াছিলেন যে তিনি কোনও কালে যাহা 'সৎ' অর্থাৎ যাহার সত্ত্বা আছে তাহাকে বিনাশ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন যে এমন কিছু আছে যাহা অজাত, অবস্থান্তর-অপ্রাপ্ত, অনির্ম্মিত, সংস্কারের অতীত,—তাহা না থাকিলে জন্ম, অবস্থান্তর-প্রাপ্তি, নির্ম্মিত রূপ ও সংস্কার হইতে

মুক্তির কথা অনর্থক। তাঁহার উক্তি ছিল এই—হে ব্রহ্ম, তুমি সংস্কারাপন্ন সকল বস্তুর ক্ষয় সম্বন্ধে জ্ঞান বলিয়া, যাহা 'অকৃত' অর্থাৎ যাহা সংস্কারে গঠিত হয় নাই, তাহা তোমার জ্ঞাত"।

বুদ্ধ কিছু অব্যক্ত রাখেন নাই, তিনি গুহ্য ও প্রকাশ্যের মধ্যে ভেদ করেন নাই,—কিছু মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। কিন্তু শাশ্বত ধর্ম্মও নির্ব্বাণ, 'অকৃত' এবং সেই 'পরমার্থ' বাক্যে সম্পূর্ণ বিবৃত করা যায় না। সাধকের শ্রদ্ধা না থাকিলে ও শ্রদ্ধা জ্ঞানে পর্য্যবসিত না হইলে তাহার তাহা উপলব্ধি হয় না। "যাহার সেই অনাখ্যাতের (অর্থাৎ নির্ব্বাণের) প্রতি মনের গতি হইয়াছে, যাহার চিত্ত কামে (অর্থাৎ কামনাগুলিতে) প্রতিবদ্ধ নয়, তাহাকেই 'উর্দ্ধস্রোত' বলা যায়" (ধর্ম্মপদ, ২১৮)। "বুদ্ধেরা 'অক্ষতার' পথনির্দ্দেশক মাত্র" (ধর্ম্মপদ ২৭৬)। যদি শ্রদ্ধাদ্বারা বিমুক্তিলাভ হয়, তাহা এইজন্য যে শ্রদ্ধা প্রজ্ঞালাভের প্রধান উপায়। শ্রদ্ধা শাসনের অনুগামী এবং বুদ্ধের শাসন (তাঁহার মহোপদেশগুলি যাহা তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত) নির্ণয় করা যায় বুদ্ধের রচনাবলী হইতে—যাহা অভিজ্ঞ ভিক্ষুরা বলিয়াছেন বা উদ্ধৃত করিয়াছেন। যে সকল রচনাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা কেবল সু-অধিগত করা নয়, 'সূত্র' ও 'বিনয়ের' সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য হয় কিনা তাহাও দেখিয়া লইতে হইবে। যে সম্বন্ধে 'দর্শন' (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা) হয় নাই, তৎসম্বন্ধে এই প্রাথমিক নির্ভরতা কেবলমাত্র বৌদ্ধমত বা বিশ্বাসবাদের বৈশিষ্ট্য নহে। বুদ্ধ স্বয়ং যাহা দেখাইয়াছিলেন বা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সেই সব সম্বন্ধেই তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার শিষ্যগণও ব্রহ্মচর্য্যের পথে তাঁহার অনুসরণকারী হইলে দেখিতে ও বুঝিতে পারিবে—এই বলিয়াছেন। বুদ্ধেরা পথ দেখান মাত্র,—"তপশ্চর্য্যা তোমাদেরই

করণীয়”। সেই পথের শেষ অব্যক্ত,—তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট নিশানা নাই; তাহা বোধি; তাহা একজন অপরকে জানাইতে পারে না। যাহারা কেবল ব্যক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহারা মৃত্যুর অধীনই থাকিয়া যায়।

শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে এ বিষয়টি সাধারণতঃ লক্ষ্য করা হয় না যে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অধিকাংশক্ষেত্রেই তাহা পর-প্রত্যয়-জাত। আমরা যাহা দেখি নাই, অন্যেরা তাহা দেখিয়াছেন এবং তাঁহাদের পথবর্ত্তী হইলে আমরাও তাহা দেখিতে পারিতাম এবং তাঁহারা যেস্থানে গিয়াছেন, সেখানে পৌঁছিতে পারিতাম; তাঁহাদের কথায় যদি বিশ্বাস স্থাপন না করি, তাহা হইলে আমাদেরই দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ চলে না। এইভাবে যে বৌদ্ধধর্ম্মে নূতন দীক্ষিত হইয়াছে, সে যদি যে গন্তব্যস্থানে এখনও পৌঁছায় নাই সেই গন্তব্যসম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ না করে, তবে তাহারও কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়। বুদ্ধ যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য এবং তাহার করণীয়—ইহাই সেই নবদীক্ষিতের প্রকৃত বিশ্বাস। কেবল যিনি অর্হৎ তাঁহার এ বিশ্বাসের আর প্রয়োজন নাই—কারণ শ্রদ্ধার স্থলে তিনি সেই ‘অনির্ম্মিত’কে উপলব্ধি করিয়াছেন।

বৌদ্ধমতাবলম্বীর কাছে ‘ধর্ম্ম’ যাহা শাশ্বত, তাহা ও সত্য একার্থক। তাহা ‘পরম শাসন’—সকল শাসকের ঊর্দ্ধে সেই শাসন। বুদ্ধ যে ‘স্ব’তে প্রতিষ্ঠিত, সেই স্ব-ত্বের সহিত তিনি এই চরম, কালাতীত, অনতিক্রমণীয়, গূঢ়ভাবে সর্ব্বব্যাপী শাসনের একত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। “যে ধর্ম্ম দেখিতে পায়, সেই আমাকে দেখে,—যে আমাকে দেখে সে-ই ধর্ম্ম দেখিতে পায়”। বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীর মধ্যে ‘ধর্ম্মপদ’ একখানি চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ। ইহার নামের অর্থ হয় শাসনের বা ধর্ম্মের পদচিহ্ন।

যাঁহারা ধর্ম্মাচরণের পথে চলিবেন—যে ধর্ম্মাচরণ ব্রহ্মচর্য্য এবং পূর্ব্ববর্ত্তী সম্যক্ বুদ্ধগণের চলিত প্রাচীন পথ হইতে অভিন্ন—তাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থখানি একখানি মানচিত্র বা পথ-পঞ্জী। বৌদ্ধশাস্ত্রে যাহাকে 'মার্গ' ও 'গবেষণা' (অন্বেষণ) বলা হইয়াছে ও যাহার উদ্দেশ্য 'স্ব' বা আত্মায় পৌছান, তাহাতেই পথরেখা বা পদচিহ্ন ধরিয়া চলার কথা নিহিত আছে। কিন্তু যেখানে সেই 'মহাসমুদ্রের' তীর, সেখানে এই পথরেখা শেষ হইয়া যায়। সেইস্থানে পৌছান পর্য্যন্ত ভিক্ষু শিক্ষার্থীরূপে থাকে, তাহার পর সে 'অশেখ্য' (অর্থাৎ শিক্ষার অতীত)—আর শিক্ষকের অধীন নয়। এই নির্দ্দিষ্ট মার্গ 'স্ব' বা আত্মার বিলোপের পথ, পুণ্য ও সমাধির পথ, ব্রহ্মের সহিত একাকী বিহারের পথ। যখন এই দীর্ঘপথের শেষে পৌছান যায়, ইহলোকেই হউক বা পরলোকে—তখন বাকি থাকে শুধু সেই অমৃতে মগ্ন হওয়া, সেই নির্ব্বাণের অতল মহাসমুদ্রে, যাহা নির্ব্বাণ, ধর্ম্ম ও স্বয়ং বুদ্ধের প্রতীক স্বরূপ। এই সমুদ্রেব উপমা আছে উপনিষদে ও বৌদ্ধশাস্ত্রে ;—যথা "যখন নদীসমূহ সমুদ্রে পৌছায়, তখন তাহাদের নাম ও রূপ হারাইয়া যায়, তাহাকে কেবল সমুদ্রই বলা হয়"। এই শেষ-নিবেশ ভিক্ষুর অবস্থা গ্রহণেই রূপায়িত হইয়াছিল : যথা—"সমুদ্রগত নদ-নদীর মত ভিক্ষুর পূর্ব্বের নাম ও বংশ পরিচয় লোপ পায়, তাহারা শুধু সেই বংশেরই লোক হয় যে বংশ সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছে ও তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

"শিশিরবিন্দু সূর্য্যকরোজ্জ্বল সমুদ্রে ঝরিয়া পড়ে"—এই উক্তি কেবলমাত্র বৌদ্ধমতের সূত্র নয় : পারস্যের কবি রূমি, ইতালির দান্তে, জার্মাণীর একহার্ট ও সিলেসিয়াস্ এবং চীন তাও-বাদীদের লেখায়ও ইহা পাওয়া যায়। তাও-বাদীরা বলেন যে 'তা'ও সমুদ্র—সকল জিনিসই

সেখানে ফিরিয়া যায়। যাঁহারা যাঁহারা সেই সমুদ্রে গত হইয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে তাহাদের জীবন গূঢ়, রহস্যাবৃত। দেহধারী ও প্রত্যক্ষ বুদ্ধকে বলা হইয়াছে যে তিনি 'অনুপলভ্য', তিনি অনুসন্ধানের অতীত। যিনি এই পরমদশা পাইয়াছেন তাঁহাকে কোন সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করা যায় না, কারণ (বুদ্ধ বলিয়াছেন) "যে আমাকে কোনও বিশেষরূপে বদ্ধ দেখে, সে আমাকে দেখে নাই"; "নাম ও রূপ আমার নয়"। যে সেই শাশ্বত ধর্ম্ম দেখে, সে-ই বুদ্ধকে দেখিতে পায়—এবং এ কথা বুদ্ধ যখন ব্যক্তিত্বের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া জীবিত ছিলেন ও মৃত্যুকালে তাহা বর্ম্মের মত বিদারণ করিয়া ফেলিলেন, তখনও যেমন যথার্থ ছিল, এখনও তেমন আছে।

দান্তে যাহাকে 'সমুদ্র' বলিয়াছেন ও বৌদ্ধশাস্ত্রে যাহাকে 'সমুদ্র' বলা হইয়াছে তাহা সমানার্থক বলায় হয়ত এই মনে হইতে পারে যে, যে বৌদ্ধমতকে সাধারণতঃ নিরীশ্বর বলা হয় তাহাতে ঈশ্বরের কল্পনা আরোপিত হইতেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে ইহা বলাই যথেষ্ট যে ঈশ্বরের চিরন্তন আদেশ ও শাশ্বত ধর্ম্ম ইহাদের মধ্যে কোন বাস্তবিক পার্থক্য নাই, এবং ঈশ্বরের ন্যায়নিষ্ঠা ও তাঁহার প্রকৃতিই তাঁহার সার এবং ইহাকে অস্বীকার কবিলে নিজেকেই অস্বীকার করিতে হয়। ধর্ম্ম ভগবানেরই নামান্তর এবং বৌদ্ধমতে তাহা ব্রহ্মের সমানার্থক। যদি বুদ্ধ নিজেকে এই শাশ্বত ধর্ম্মের সহিত এক বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, তবে তাহার অর্থ হয় এই যে তাঁহার পক্ষে কোনও পাপাচরণ অসম্ভব। তিনি ধর্ম্মের অধীন নহেন, তিনি স্বয়ংই ধর্ম্ম ও তাঁহার কর্ম্ম ধর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট। 'তথাগত' এই বিশেষণের একটি তাৎপর্য্য এই যে 'তিনি যেরূপ বলেন সেইরূপই করিয়া থাকেন'। কিন্তু যাহারা পথবর্ত্তী ও শৈখ্য তাহাদের পক্ষে অধর্ম্ম তাহাই যাহা

প্রকৃত ধর্ম্মকে ব্যাহত করে—শাশ্বত ধর্ম্মের যে সকল অংশদ্বারা ব্যক্তি-বিশেষের দায়িত্ব ও কর্ম্ম নিরূপিত হয় তাহাকে প্রকৃত ধর্ম্ম বলা হয়। ভাষান্তরে বলা যায়, শাশ্বত ধর্ম্মের অনুরূপ কিন্তু প্রত্যেকের স্বধর্ম্মে নিহিত আছে যাহা এবং যদ্বারা তাহার স্বকীয় অভিপ্রায় ও কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের যে স্বধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করে, লোভ বা দুরাকাঙ্ক্ষা তাহা ক্ষীণ করিয়া দেয়। এ কথাটি বলাব প্রয়োজন এই জন্য যে একটি ভ্রান্ত ধারণার প্রচলন আছে যে বুদ্ধ জাতিভেদ প্রথাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রভেদ করিয়াছিলেন জন্ম হিসাবে ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারে প্রকৃত ব্রাহ্মণ এই দুইয়ের মধ্যে। তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যে কোনও জাতির লোকই ব্রহ্মচর্য্যে অধিকারী। ইহা কোনও নূতন মতবাদ নয়। জাতিভেদ ছিল সামাজিক প্রথা, কিন্তু যাহাদের উদ্দেশ করিয়া বুদ্ধ একথা বলিয়াছিলেন তাহাদের ব্যাপার-প্রয়োজন সমাজের বাহিরে। গৃহীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তাহদের জীবনযাপনের নীতি কর্ম্মের উৎকর্ষ। রাজার কি কি কর্ত্তব্য তাহাও গণনায় ধরা হইয়াছে। বুদ্ধ নিজে রাজবংশের ছিলেন তিনি বিধান দিতেন, যদিও প্রকৃতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ। যে ব্রাহ্মণেরা তাহাদের প্রাচীন আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করে না তাহাদেরই তিনি নিন্দা করিয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের অনেকস্থলেই ব্রাহ্মণ ও অর্হন্ত সমানার্থক ভাবে ব্যবহৃত।

এ কথা বলা হয় যে বৌদ্ধধর্ম্মে দেবতা ব্রহ্মার কথাই আছে, কিন্তু সর্ব্ব দেবতার স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহার কথা নাই। যিনি খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের কাছেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ, উপনিষদের ভাবাপন্ন, ধর্ম্মপ্রসঙ্গে এইরূপ বলিলে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। প্রত্যুত ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে না যে

'ব্রহ্ম-ভূত' কথাটি যাহা দ্বারা বিমোক-সংপ্রাপ্ত জীবগণের অবস্থা বর্ণিত হয়, সেই কথাটি ব্যাকরণে দ্ব্যর্থ হইলেও ইহাতে 'ব্রহ্ম' শব্দই লওয়া হইয়াছে : অর্থাৎ যাহাতে পুরুষের 'সম্যক্ সম্বুদ্ধ' রূপে পরিণতি সূচিত করে। এই অর্থ লইবার কারণ প্রথমতঃ, বহুবার স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে ব্রহ্মাদের প্রজ্ঞা অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মাদের এই কারণে বুদ্ধের শিক্ষার্থী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে,—বুদ্ধ কিন্তু তাহাদের শিক্ষার্থী নন্; তৃতীয়তঃ, বুদ্ধ স্বয়ং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে একজন 'ব্রহ্মা' বা 'মহাব্রহ্মা' হইয়াছিলেন, সুতরাং 'ব্রহ্মভূত' (অর্থাৎ 'বুদ্ধ') কথাটিতে পূর্ব্বপদটি 'ব্রহ্মা' বলিয়া ধরিয়া লওয়া তাৎপর্য্যহীন; এবং চতুর্থতঃ, ইহা বলা হইয়াছে যে বুদ্ধ মহাব্রহ্মা হইতে মহত্তর। সত্য বটে যে ব্রাহ্মণেরা বহুবার বুদ্ধকে 'মহাব্রহ্মা' বলিয়া সম্বোধন করিত, কিন্তু এখানে 'ব্রহ্মা' কোনও দেবতা বিশেষের নাম নয়। সংস্কৃতের বাক্যরীতিতে ইহা প্রকৃত ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণের নাম এবং অর্হন্তের সমপর্য্যায়-সূচক। ইন্দ্রগণ, ব্রহ্মাগণ ও অন্যান্য অনেক নিম্নতর দেবগণ ও যক্ষগণ সম্বন্ধে যে ধারণা গৃহীত হইয়াছে তাহা এই যে ইহারা অন্ততঃ মনুষ্যগণের মতই বাস্তবিক, স্বয়ং বুদ্ধ এবং অন্যান্য অর্হন্তেরা ইহাদের লোকে উপস্থিত হইয়া ইহাদের সহিত বাক্যালাপ করেন, এবং বুদ্ধ শুধু দেবলোক ও মনুষ্যলোকেরই শিক্ষক নন। অপরদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি 'অন্য কোনও লোক নাই' এই মতবাদকে স্পষ্টভাবে বিদ্রূপ করিয়াছেন। শেষ বক্তব্য এই : 'আত্মা' ও বুদ্ধ সম্বন্ধে একই ভাবে বলা হইয়া থাকে, একই বর্ণনাত্মক শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে,—বুদ্ধকে যে কেবলমাত্র সম্বুদ্ধাত্ম বলা হয় তাহা নহে, ভাষ্যকার ঠিকই বলিয়াছেন যে 'তথাগত' (অর্থাৎ যিনি সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন) এবং 'আত্মা' একই। এই কথার সমীচীনতা-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে

পারে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বুদ্ধ কেবলমাত্র শাশ্বত ধর্ম্ম ও সত্য নহেন, তিনি পুরুষের অন্তরে পুরুষ ;—'বিশ্বান্তর' এই বিশেষণে যাহা কল্পিত, তাহা বুদ্ধের এই উক্তিতে ব্যক্ত। "যে আমার পরিচর্য্যা করিতে চায়, সে যেন সকল পীড়াগ্রস্ত লোকের পরিচর্য্যা করে" : এই উক্তি খৃষ্টের উক্তির সহিত স্পষ্টতঃ তুলনীয়। "এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে সর্ব্বনিম্ন, তাহার প্রতি তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহা আমার প্রতিই করা হইয়াছে।"

সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রে একথা কোথায়ও বলা হয় নাই যে আত্মা নাই,—মানুষের সংস্কারগত আত্মা যাহাব শূণ্যতা পুনঃ পুনঃ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে,—সেই আত্মা হইতে ভিন্ন কোন সত্য-পদার্থ নাই। অপরপক্ষে, আত্মার অস্তিত্ব স্পষ্টতঃ ও নির্দ্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, বিশেষ করিয়া সেই পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত বাক্যে যাহাতে বলা হইয়াছে যে "ইহা, উহা বা অন্যকিছু আমার আত্মা নহে"। প্লেটো বলিয়াছেন : "যখন একই বিষয় লইয়া ও একই সময়ে মানুষের মনে দুইটি বিপরীত গতি থাকে, তখন আমরা বলি তাহার মধ্যে একটি দ্বৈততা আছে।" প্লেটোব এই কথাটি দৃষ্টান্তস্থলে প্রয়োগ কবা যায় যখন এরূপ অবস্থার বর্ণনা করা হয় যাহাতে আত্মাই আত্মার বন্ধু বা রিপু এবং এই বর্ণনা দ্বারা দুইটি আত্মার সম্বন্ধ ব্যক্ত করা হয়। যাহা আত্মা হইতে অতিরিক্ত, বৌদ্ধমতাবলম্বীকে তাহাই মান্য করিতে বলা হইয়াছে। এই যাহা অতিরিক্ত তাহা কেবল আত্মার নিয়ন্তা যে আত্মা বা আত্মার যে পরিণতি তাহাই হইতে পারে। যখন বুদ্ধ বলিয়াছেন যে আমি আত্মায় শরণ লইয়াছি তখন তিনি নিশ্চয়ই নিজের আত্মার কথা বলেন নাই, এই ঊর্দ্ধতন আত্মার কথাই বলিয়াছেন। একই অর্থে তিনি অন্য সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন

যে তাহারা যেন আত্মার অন্বেষণ করে, আত্মশরণ হয়, আত্মদীপ হয়। 'মহা-আত্মা' ও 'অল্প-আত্মা'র মধ্যেও প্রভেদ করা হয়, এবং 'পুণ্য-আত্মা' ও 'পাপ-আত্মা'র প্রভেদে অধর্ম্ম করিলে 'পুণ্য-আত্মা' 'পাপ-আত্মাকে' দোষারোপ করে বলিয়া বলা হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একথা নিশ্চিত যে বুদ্ধ ঈশ্বর অস্বীকাব, আত্মা-অস্বীকার ও শাশ্বতত্ব (Eternity) অস্বীকাব করেন নাই।"

বহুস্থলে বুদ্ধ এবং অন্যান্য অর্হন্তদিগকে 'ভবিতাত্ম' (অর্থাৎ যাঁহারা আত্মাকে ভাবিত করিয়াছেন) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইংরাজীতে 'ভাবিত' কথাটির অনুবাদ হয়—made become অর্থাৎ যেমন মাতা তাঁহার ইচ্ছানুসারে একমাত্র পুত্রকে পোষণ করেন বা বর্দ্ধিত করেন। আত্মাকে এইরূপ 'ভাবিত' করা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মপথযাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সমস্ত 'ভাবনা' রুদ্ধ করা হইতে তাহার গুরুত্ব কম নয়। এই 'ভাবিত' করা ও ভাবনার নিরোধ অঙ্গাঙ্গী—একটি সম্পূর্ণ হইলে অন্যটি সম্পূর্ণ হয় ও সাধনাব গন্তব্যে পৌছান যায়। কবি ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের (Wordsworth) ভাষায় বলিতে গেলে—আমরা যাহা তাহা আমরাই নির্ম্মাণ করি। কিন্তু 'ভব' (হওয়া) ও 'ভাবনা' এই দুই সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য-নিরূপণের প্রয়োজন। 'হওয়া' metabolism মাত্র—অনিয়ন্ত্রিতভাবে ও স্বাধীনভাবে বৃদ্ধি বা প্রগতি, 'ভাবনা' বিবেচনার সহিত উৎকর্ষসাধন। এই সংস্কার-গঠিত আত্মা, যাহা দেহ ও বিজ্ঞানের সম্মিলিত ফল, তাহাই 'হয়'। দেহ ভিন্ন বেদনার উৎপত্তি হয় না; আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব 'নিবাস' অর্থাৎ অতীত জীবনাবলী এই রকমের সংস্কার দ্বারা গঠিত, কিন্তু তাহা আমার 'স্ব' নহে, আমার আত্মা নহে। যে সংসার-ত্যাগী ভিক্ষুর সেই অবস্থাগুলি, যাহাতে বিজ্ঞান আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, অপনীত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধেই বলা

যায় যে তাহার আত্মা মুক্ত হইয়াছে, সে পরমসুখে আছে এবং সেই জানে যে তাহার আর জন্ম নাই, আর 'হওয়া' নাই। ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হওয়া ও সেখানে ব্রহ্মা হওয়া চরম পরিণতি নয়। ব্রহ্মা, এমন কি কোনও যুগেব মহা-ব্রহ্মা, হওয়া অবশ্য একটি বিরাট সাফল্য, কিন্তু তাহা ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি অথবা পবিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধত্ব ও অর্হত্ত্ব অবস্থা নয়। খৃষ্টীয় মতবাদের ভাষায দেব (God) ও দেবত্বের (Godhead) মধ্যে যে প্রভেদ, ব্রহ্মা ও ব্রহ্মের মধ্যেও তাহাই।

খৃষ্টীয় অতীন্দ্রিয়-বাদীদের (Mystic) মধ্যে দুইজন প্রধান ও শ্রেষ্ঠ মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত কবিলে বৌদ্ধ মতবাদে ইহাব যে অর্থ হয়, তাহা প্রকট হইবে।

একহার্ট বলেন : "ঈশ্বব ও ঈশ্বরত্ব কি তাহা তোমাব জানা আবশ্যক। ঈশ্বর সক্রিয় ; ঈশ্বরত্ব নিষ্ক্রীয়। ঈশ্বর সকল 'ভবে'র (becoming) প্রতিকৃতি স্বরূপ ; তিনি 'হন' (becomes) এবং না-হন unbecomes এর জনক। ঈশ্বরের প্রকৃতি 'ভবে'র অতীত এবং তাঁহার পুত্র (অর্থাৎ যীশুখৃষ্ট) তাঁহার সহিত একই অবস্থায় অবস্থিত। সাময়িক আবির্ভাব শেষ হয় চির-অন্তর্ধানে। সুতরাং আত্মা যদি সেই অবস্থায় পৌঁছিতে চায়—যেখানে, আমরা যখন ছিলাম না তখন যেরূপ মুক্ত ছিলাম, ঈশ্বরের মত সকল 'ভব' হইতে মুক্ত, তবে আত্মার পক্ষে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ ত্যাগ কবা হইতে ঈশ্বরকে ত্যাগ করা অধিক আবশ্যক।" "ঈশ্বরত্বের কোনও বর্ণনা হয় না কেন ? কারণ তাহাতে যাহা আছে, তাহা সকলই এক, সকলই সমান, সুতরাং বলিবার কিছু থাকে না। যখন আমি ভিত্তিস্থলে ফিরিয়া যাই, সেই গভীরে, সেই ঈশ্বরত্বের উৎসমূলে, তখন একথা আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না আমি কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় চলিয়া গেলাম।" "আমাদের

জীবনের সারাংশ সেখানে শূণ্য হইবে না। সেখানে না থাকিবে অনুভূতি (বা বিজ্ঞান যাহকে Cognizance বলে), না থাকিবে আসক্তি, না থাকিবে চরম সুখ,—সেখানে মরুকেন্দ্র যাহার একচ্ছত্র রাজা ঈশ্বর স্বয়ং।" 'গূঢ় পরামর্শ-গ্রন্থ' (The Book of Privy Counselling) ও 'অজ্ঞানের মেঘ' (The Cloud of Unknowing) নামক দুখানি পুস্তকের অজ্ঞাত-নামা গ্রন্থকার এই চিন্তাধারারই অবলম্বনে, যাহারা মুক্তি পায় এবং যাহাবা সম্পূর্ণতা পায় এই দুয়েব মধ্যে প্রভেদ করিয়াছেন এবং "আমাব মধ্যে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা খসাইয়া নিয়া যাইতে পারে না", মেরীর এই কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে যদি ধ্যানের জীবন এখন আবম্ভ হয়, তবে ইহা অনন্তকাল থাকিবে। আরও বলিয়াছেন, "সেই অন্য জীবনে দয়া করিবাবও প্রয়োজন থাকিবে না, আমাদের এ জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশাব জন্যও অশ্রুপাত করিতে হইবে না।"

এই প্রকার সম-ভাবাত্মক কথাগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তরীণ ভাব বুঝিতে সহায়তা করে, বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃতি অপেক্ষাও অধিক, কারণ তাহাতে পাঠক নিজের অধিকতর পরিচিত বাক্যবিন্যাস হইতে অপেক্ষাকৃত অপরিচিতের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। যে কোনও ইউরোপীয় পাঠক বা পণ্ডিত যিনি প্রাচ্যের কোনও ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিতে চান, তাঁহার খৃষ্টীয় মতবাদ ও চিন্তাধারার এবং গ্রীক পটভূমির যথেষ্ট জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

আমাদের ভিতরে যে দুইটি 'স্ব' বা 'আত্মা' রহিয়াছে তাহার বৈপরীত্য প্রত্যক্ষ হয় যখন একটি অপরটিকে লাঞ্ছনা করে। যাহা অকরণীয় তাহা করামাত্র 'আত্মাকে আত্মা অপবাদ করে'। দৃষ্টান্তস্বরূপ, —যখন বোধিসত্ত্ব প্রথম তাহার -ভিক্ষাচারে বাহির হন, ভিক্ষালব্ধ

স্বাদহীন সেই খাদ্যের টুক্‌রাগুলি তাঁহার গলাধঃকরণ হয় না। তখন সে নিজেকে দোষী করে, কিন্তু তবু নিজকে দুর্ব্বলচিত্ত হইতে দেয় না। সত্য কি ও মিথ্যা কি আত্মাই তাহা জানিতে পারে এবং পবিত্র আত্মা হইতে আপন দোষ দূষিত আত্মা লুকাইতে পারে না। তাৎপর্য্যে এই হয় যে আত্মাই আমাদের বিবেক-বুদ্ধি, অন্তর্ব্বোধ (synteresis),—আত্মা সেই সক্রেটিস্ কল্পিত 'দাইমন' 'যাহা সত্য ভিন্ন অন্য কিছু মানে না' এবং 'আমি যাহা হইতে চাই, তাহা হইতে আমাকে টানিয়া রাখে'। প্লেটো বলিয়াছেন, "যে মানুষের আত্মায় এমন কিছু আছে যাহা তাহাকে মদ্যপানে প্ররোচনা দেয়—এমন কিছু যাহা বাধা দেয়, ক্ষুধিত থাকে, তৃষ্ণার্ত্ত থাকে। ইহার সঙ্গে আরও এমন কিছু, যাহা এ সকলের হিসাব রাখে। ইহা আমাদেরই স্থির করিতে হইবে যে এই দুইয়ের মধ্যে কাহার শাসনে আমরা থাকিব, উত্তমের কি অধমেব"। আত্মা সেই 'দাইমন' যাহার অধীনতা আমার স্বীকার করিতে হইবে। (বৌদ্ধমতে এই দাইমনের নাম 'যক্ষ')।

'যক্ষে'র শুদ্ধি সম্বন্ধে মতবাদ এই সঙ্গে বিবেচ্য। অন্যান্য মতবাদে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বহু আত্মা আছে ('spirits other than the spirit')। এই সকল মতবাদ বাদ দিয়া ভারতীয় মতবাদে যক্ষ সম্বন্ধে কি ধারণা তাহাই বিবেচ্য। এই দাইমন বা দক্ষ (সক্রেটিস্-কল্পিত—Agathos Daimon) একটি আদিম কল্পনা, উপনিষদে তাহাকে 'ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে,—যে ব্রহ্ম সকলের উপরে ও যিনি 'আত্মার আত্মা' স্বরূপে সর্ব্বব্যাপী। শাক্যেরা 'যক্ষ শাক্যবর্দ্ধনে'র পূজা করিতেন। এই যক্ষকে প্রকৃতির চিরন্তন প্রজনন-শক্তির সমানার্থক বলিয়া ধরা যায়। বৌদ্ধমতে বুদ্ধকে 'ব্রহ্মভূত' বলা হয় এবং যক্ষ বলিয়াও বর্ণনা করা হয়। এই যক্ষ পূর্ব্ব-কথিত

'অপাপবিদ্ধ' 'দাইমন'। বুদ্ধ অকলুষ (পালি-অনূপলিত্ত), কামলেশ-শূন্য (de-spirited), চরমলক্ষ্যে উপনীত বা 'অর্থগত' (যাহার পূর্ব্বাভাস তাঁহার 'সিদ্ধার্থ' নামে), শুদ্ধ, অবিচলিত ও আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত : এই পবিত্রতার জন্য সেই তথাগত 'হবনীয়'। সকল প্রাণী 'খাদ্যে' (শারীরিক বা মানসিক) সন্তুষ্ট হয় ও তাহাদ্বারা জীবন ধারণ করে,--পরন্তু এই প্রশ্ন (বৌদ্ধশাস্ত্রে) করা হইয়াছে,—খাদ্যে যাহার কোনও রুচি নাই, সেই যক্ষের পরিচিত কোন্ নামে ? এই প্রশ্নে সেই কথাই বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেয় যাহা সক্রেটিস্‌কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "কে সেই পুরুষ তাহা কি বলিয়া দিবে" ? এবং তৎসঙ্গে সক্রেটিসের উত্তর—"তাহার নাম আমি বলিলেও তাহাকে তুমি চিনিবে না"। ভারতীয় ও অন্যান্য দেশের ঐতিহ্যে এই ব্রহ্ম যিনি তিনি কোনও স্থিতি হইতে আসেন নাই, অথবা কোনও বিশেষ পুরুষ হন নাই, কিন্তু সর্ব্বভূতের আত্মা হইয়া আছেন, তাঁহার উপযুক্ত নাম—'কঃ'। এই সর্ব্বভূতাত্মাকে বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু কেহ কেহ মনে জানিতে পারে—যাহাকে বেদে 'অরেপশ' (পালি—অনুপলিত্ত) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাও একটি অন্যতম কারণ যেজন্য ব্রহ্মভূত বুদ্ধকে—যিনি পৃথিবীতে 'চক্ষুঃস্বরূপ' এবং যিনি 'সত্যনামধেয়'—সকল "জ্যোতির জ্যোতি" এবং "মনুষ্যলোকে সূর্য্যের" সহিত এক করা হইয়াছে।

এই অকলুষ (পালি—অনুপলিত্ত) কথাটি আমাদের সমূহ-বিবেচ্য। বৌদ্ধ ও বৌদ্ধপূর্ব্বের শাস্ত্রে (যাহাতে সূর্য্য 'আকাশের একমাত্র পদ্ম'রূপে বর্ণিত), সূর্য্যের সহিত পদ্মের এই উপমা-সম্বন্ধ উভয়ের নির্ম্মলতা গুণের নির্দ্দেশক ;—পদ্ম জলে ভাসে কিন্তু জলে সিক্ত

হয় না। ঠিক সেইমতই বুদ্ধ 'মানুষিক ব্যাপারে কলুষিত হন না।'
—"জগৎ ও জগতের পদার্থচয় তাহাকে কলুষিত করিতে পারে না।"

বুদ্ধ ও অন্যান্য অর্হন্তেরা যে গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন ও পৌঁছিয়াছিলেন ইহার তাৎপর্য্য তাহার উপর রশ্মিপাত করে। যে গন্তব্য সৎ ও অসৎ দু'য়েরই বাহিরে তাহাকে বর্ত্তমান কালের ধারণা বলিয়া সাধারণতঃ ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু কেবল ভারতীয় নয়, ইস্‌লামীয় ও খৃষ্টীয় মতবাদ প্রসঙ্গেও ইহা দেখা যায়। কর্ম্মীর জীবন ও ধ্যানীর জীবন—এই দুইয়ের মধ্যে সাধারণতঃ যে প্রভেদ করা হয়, ইহা তাহারই অন্তর্গত,—কর্ম্মজীবনে 'সৎ' হয় অপরিহার্য্য (essential), কিন্তু ধ্যানী জীবনে তাহা গতি প্রবর্ত্তক (dispositive) মাত্র এবং যে গতির সম্পূর্ণতা হয় মানুষের সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিলে—সত্যের আনন্দ-ঘন ধ্যান।

বৌদ্ধশাস্ত্রে পুনঃপুনঃ এই ধারণা পাওয়া যায়। অর্হন্ত কেবলমাত্র অসৎ বা পাপের স্পর্শলেশশূন্য নয়, সৎ ও পুণ্যরত অনেকস্থলেই ইহা পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে ; যথা, "যাহার স্ব বা আত্মা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাকে পাপপুণ্য স্পর্শে না, কারণ তাহার আর কর্ম্মের প্রয়োজন নাই" ; "যে সকল আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছে, পাপের প্রতি কি পুণ্যের প্রতি যাহার কোনও বেদনাই নাই, সংসারের ধূলা যাহার গায় লাগে না, সেই পবিত্র জনকেই আমি ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ অর্হন্ত) বলি" ; এই কথা উড়ুপ বা ভেলার দৃষ্টান্তে আরও পরিস্ফুট হইয়াছে : "সৎ ও বিশেষভাবে অসৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে ওপারে পৌঁছিয়াছে, তাহার কোনও ভেলার প্রয়োজন নাই।" ইহার ঠিক সমার্থক কথা সেইন্ট অগাষ্টিনের লেখায়ও পাওয়া যায় ; যথা : "যখন সে লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছে, তখন তাহার উপায়স্বরূপ যে ধর্ম্ম তাহার কোনও

প্রযোজন আব থাকে না" ; এবং একহার্টের কথায় : "আমি যখন অন্যতীবে পৌঁছিয়া গিয়াছি, তখন আমার পোতের কোনও দরকাব নাই" ; এবং তাঁহাব আর একটি কথা : "সেই আত্মাকে দর্শন কর যাহা সকল বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়াছে—যাহাতে পাপপুণ্যের লেশমাত্র নাই।"

বিশ্বাস, শ্রুতি, জ্ঞান, নীতি-পালন বা কর্ম্মের দ্বারা এই অকলুষতা লভ্য নয় এবং তাহা বাদ দিয়াও লভ্য নয়, কারণ নীতিশিক্ষা ইহাতে পরম প্রযোজনীয়, যদিও নীতি পালনেই ইহার সম্পূর্ণতা হয় না। নৈতিক নিয়মগুলি গৃহী ও ভিক্ষু উভয়ের জন্যই। ভিক্ষুদের পালনীয় নিযমাবলী গৃহীদের নিয়মগুলি হইতে অবশ্য অধিক কঠোব, কিন্তু কঠোরতম নয়। দৈহিক কৃচ্ছ্র-সাধন অত্যন্ত গর্হিত বলা হইয়াছে। ভিক্ষুদেব মধ্যে যাহারা নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করিত—(এবং ইহা স্বীকার কবা হইয়াছে যে অনেকে অনুপযুক্ত কারণে সঙ্ঘে প্রবেশ করিত) তাহাদের সাধারণ সঙ্ঘেব সভায় নাম ধরিয়া শাস্তিবিধান করা হইত এবং গুরুতব দোষেব জন্য বহিষ্কার করা হইত। অপর পক্ষে ভিক্ষুরা কোন অলঙ্ঘ্য-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল না এবং বর্ত্তমানেও নহে। স্বেচ্ছায় গার্হস্থ্য জীবনে ফিরিয়া যাইবার স্বাধীনতা তাহাদের ছিল এবং তাহা কেবলমাত্র অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতা বলিয়া বিবেচিত হইত এবং ভর্ৎসনার বিষয়মাত্র ছিল।

গৃহস্থ সম্বন্ধেই হউক কি ভিক্ষু সম্বন্ধেই হউক, নীতিপালনের ফল জন্মান্তরে স্বর্গলাভ—ব্যক্তিভেদে নিম্নলোক বা উচ্চলোকের স্বর্গ। গৃহস্থ নীতিপালনে পুণ্য সঞ্চয় করে,—সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্য সঞ্চয় দানশীলতায়। এই সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, যে গৃহস্থ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া উপাসক হইয়াছে সে যদি পূর্ব্বে কোনও ভিন্ন সম্প্রদায়ের সংসারত্যাগীদের

সাহায্য করিয়া থাকে তবে যেন তাহা বর্জ্জন না করে, যদিও বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীব দৃষ্টিতে তাহারা বিধর্ম্মী। যে ভিক্ষুর চীবর, ভিক্ষাপাত্র, জলপাত্র ও দণ্ড বাদে আর কোনও সম্পদ নাই এবং ঐরূপ দান করিবারও ক্ষমতা নাই, সে অপরকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে পারে এবং সেই দান অতুলনীয়। পরিবারের বন্ধন সে কর্ত্তব্যের বন্ধন বলিয়া মানে না; বাষ্ট্রনীতিব সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই এবং সাংসারিক লোকদের আমোদ-প্রমোদ, বিঘ্ন-বিপত্তি ও বৈষয়িক ব্যাপারে সে কোনও অংশ গ্রহণ করে না। পরন্তু কেহ তাহার প্রতি শারীরিক কি বাচনিক দুর্ব্যবহার করিলেও তাহার পরিবর্ত্তে সে ভালবাসা দিবে ও 'মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা' এই সকল 'ব্রহ্মবিহাবে' রত থাকিবে—ইহাই তাহা হইতে প্রত্যাশা করা হয়। এই ব্রহ্মবিহাবের প্রথমটি মৈত্রী—যাহার অর্থ সকল জীবের প্রতি স্বেচ্ছায় হিতাকাঙ্ক্ষা-প্রসূত প্রেমবিতরণ;—"প্রেমিকহৃদয় লইয়া সে জগতে বাস করে"—জগতের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থাংশ তাহার প্রেমালোকে উজ্জ্বল হয়—এই সারা বিশাল পৃথিবী আলোকিত হয়—উর্দ্ধে, অধে, দিগ্‌বিদিকে, সর্ব্বস্থানে তাহাব প্রেমিক হৃদয়ের রশ্মিপাত হয়—সে প্রেম প্রচুব, অন্তহীন ও প্রতাবণাহীন—তাহার মনন এই যে 'সকল জীব সুখী হউক্'—'সর্ব্বজীব' বলিতে কেবল মানুষই নয়—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপিয়া যে জীবন। মৈত্রীর অর্থ অন্তরের সর্ব্বংসহ বা নিঃস্পৃহ ভাব,—যেমন কেহ তাহার জীবনের সুখের বা দুঃখের ঘটনাবলী রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মত দেখে, নাট্যের নায়কের নানা অবস্থা দেখামাত্র তাহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না। এইভাবে যে 'চিত্তের বিমুক্তি' হয় তাহার পরিণাম ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর এবং ব্রহ্মার সহিত সঙ্গ ও মিলন—কারণ যে ভিক্ষুর এইরূপ প্রেমপূর্ণ ও লিপ্সাহীন মনোভাব হয়, তাহার স্বভাব ব্রহ্মারই স্বরূপ।

দ্রষ্টব্য এই যে, যে পদ্ধতি এ যাবৎ বর্ণনা করা হইল তাহা নীতিপথগামী এবং অহিংসা তাহার পশ্চাতে। এই 'অহিংসা' কথাটি আজকাল সুপবিচিত হইয়াছে মহাত্মা গান্ধীব অহিংসা-বাদ মতে, সকল অবস্থায় ও আচরণে অস্ত্র সম্বরণ কবিতে হইবে। ন্যায়ানুসারে ইচ্ছাশক্তিব উৎকর্ষ-সাধন চিন্তাশক্তিব উৎকর্ষ সাধনেব পূর্ব্বে প্রয়োজনীয়।

কিন্তু ভিক্ষুর 'ব্রহ্মচর্যে' বা 'ধর্ম্মচর্য্যায়' নীতিপথচারণেব পদ্ধতি-গুলি—যাহাতে আত্মপর ভেদ থাকে—আংশিক মাত্র, তাহা শেষ গন্তব্যে লইয়া যায় না; আরও করণীয় থাকে। যেমন ভিক্ষুসঙ্ঘে এমন ভিক্ষুরা আছে যাহারা 'সম্পূর্ণ মুক্ত' না হইয়াও এই ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে তাহাদেব করণীয় কিছু নাই। সেইরকম দেবতারাও অনেক সময এই ভ্রান্তধাবণাব বশবর্ত্তী হয় যে তাহাদের অবস্থা অপরিবর্ত্তনীয় ও চিবস্থায়ী এবং তাহাদের অন্য কিছু সম্পন্ন করাব নাই। দেবতাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে ব্রহ্মা তিনিও কল্পনা করেন যে, যে মহিমায় তিনি অবস্থিত তাহা হইতে বহির্গমন তাঁহার নাই। কিন্তু সাবিপুত্রকে বুদ্ধ এইজন্য ভৎসনা করিয়াছিলেন যে তিনি একজন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসুকে সেই নিম্ন ব্রহ্মলোকেরই পথ দেখাইয়াছেন, যেখানে আরও সাধনীয় আছে। ইহাব তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা এই লোকে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু 'অনাগামী'ব অবস্থায় পৌছিয়াছেন তাঁহারা সম্পুর্ণতা লাভ করিতে পারেন এবং পরলোকে তাঁহাবা যে অবস্থাতেই হউন না, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এইজন্যই বলা হইয়াছে যে বুদ্ধ কেবল মানুষেরই নন, দেবতাদেরও শিক্ষাদাতা।

যে ভিক্ষুরা সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছেন কিন্তু অর্হন্ত হইয়া সকল কর্ম্ম শেষ করেন নাই, তাঁহাদের কি করণীয়?

বাকি রহিল? কর্ম্মদ্বারা উচ্চতর পদবীতে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা তাঁহাদের সম্বন্ধে উঠিতে পারে না। কর্ম্মের ফল তাঁহাদের অর্জ্জিত হইয়াছে। একমাত্র ধ্যানের জীবনই এখন তাঁহাদের।

পাশ্চাত্য ধর্ম্মাচরণ বিধিতে যে পরহিতৈষণা, একাগ্র-চিত্ততা ও দিব্যানন্দের কথা আছে, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় কথাটির সহিত 'ধ্যানে'র সামঞ্জস্য। সমাধি, যাহার অর্থ একই স্থানে সংযুক্ত করা, যেমন বৃত্তমধ্যে রেখাসকল কেন্দ্রস্থলে যুক্ত হয়—তাহাব সামঞ্জস্য হয় দিব্যানন্দের সহিত, সেই আনন্দ যাহা যে কোনও স্তরের ধ্যানের পরিণতি। জীবনের যে স্তরে তৎসময়ে ধ্যানী সাধারণতঃ থাকেন তাহা হইতে সচেষ্ট ও অভিপ্রেত ভাবে অন্যস্তরে উত্তীর্ণ হওয়া—ইহাই ধ্যানের তাৎপর্য্য। যাঁহারা ইহাকে 'গবেষণা' বা' 'দিবাস্বপ্ন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাই দিয়াছেন। ধ্যান কঠোর মনঃসংযম,—ইহার প্রণালী দীর্ঘকালের শিক্ষা-সাপেক্ষ। ধ্যান এক-প্রকারেব 'দিবাস্বপ্ন' নয়। ইহার লক্ষণ মোহাবস্থা প্রাপ্তি নয়, পরন্তু প্রাণশক্তির সংবর্দ্ধন। ধ্যানজ্ঞ ব্যক্তি ধ্যানের উচ্চ-নীচ নানা অবস্থায় স্বেচ্ছায় বিহাব করিতে পারেন ও ফিরিয়া আসিতে পারেন। ধ্যানের এই নানা অবস্থার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ভারতীয় 'যোগে'র বিশেষত্ব ও অন্যান্য নিষ্ক্রিয় ও বহিবাগত যোগিক দর্শন (mystic experience) হইতে এইখানেই ইহার বিভিন্নতা। ধ্যানের অবস্থাগুলি নিম্ন হইতে উর্দ্ধে যাইবার সোপানের মত,—একটি অন্যটি নির্দ্দেশ করে কিন্তু বিমুক্তি-শেষ-স্তর তাহা হইতে উর্দ্ধে। ধ্যানের প্রথম চারটি স্তর ভিক্ষু ও উপাসক উভয়ের জন্য।

ভিক্ষু ও উপাসক উভয়ের লভ্য ধ্যানের স্তর চারটি। তাহার সহিত অরূপ ধ্যানের চারটি যোগ করিলে, বিমোক্ষের স্তর আটটি হয়।

প্রথম স্তরে একাগ্রচিত্ত হইয়া কোনও বিশেষ আধার, যাহা গুরু নির্দ্দেশ করিয়া দেন বা যাহা ধ্যানীর চিত্তবৃত্তি ও স্বভাবের অনুযায়ী হয়, তাহার প্রতি মনঃসংযোগ। দ্বিতীয় স্তরের ধ্যানে ধ্যানী কেবল ধ্যেয় বস্তুর রূপ দেখিতে পায় কিন্তু নিজেব রূপ তাহার উপলব্ধি হয় না। ইহা এক মহানন্দময় অনুভূতি। তৃতীয় স্তরে এই আনন্দের অবস্থা কাটিয়া যায়, কেবলমাত্র বিজ্ঞানেব (বা বস্তু বিচারেব) অপবিসীম শক্তির বোধ থাকে। ধ্যানের ষষ্ঠ স্তরে 'কিছু নাই' (শূন্যতা) এই বোধ প্রবল হয়। সপ্তম স্তরে 'বিজ্ঞান' আর থাকে না এবং এই অবস্থা সংজ্ঞাতীতও নহে, সংজ্ঞাযুক্তও নহে। অষ্টম স্তরে সকল সংজ্ঞা ও সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতি লুপ্ত হয়। বিমুক্তির আটটি সোপান ভিক্ষু দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করিতে পারিলে—পারস্পরিকভাবে উর্দ্ধদিকে, অধোদিকে এবং উভয়মুখী—এমনভাবে যে যতক্ষণ তাহার অভিপ্রায় ততক্ষণ সে একটি স্তর হইতে অন্যস্তরে যাইতে পারে বা নিজেকে এই প্রক্রিয়ায় মগ্ন রাখিতে পারে এবং সকল 'আসব' (fluxions) নির্ম্মূল করিয়া সেই 'চেতো-বিমুক্তি' এবং 'প্রজ্ঞা-বিমুক্তি'—যাহা তাহার এই ধ্যানের পদ্ধতিক্রমে পরিজ্ঞাত ও অধিগত হইয়াছে—তাহাতে প্রবেশ করে ; এইরূপ ভিক্ষুকেই উভয় পক্ষ-বিমুক্ত (Free in both ways) বলা যায় এবং ইহা হইতে আর কোনও উভয়-পক্ষ-বিমুক্তি বা উচ্চতর অবস্থা নাই।

কিন্তু একথা অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইবে যে এইরূপে জীবনের ও স্বর্গলোকের পারস্পরিক অবস্থা-নিচয়ের উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভই শেষ লাভ নয়,—ইহা অবস্থা-নিচয় হইতে চরম বিমুক্তি লাভের উপায় মাত্র। অবস্থাগুলির সম্ভাবনা হয়, উৎপত্তি হয় ও অবসান হয়। যাঁহারা ইহাদের প্রকৃতি জানিয়াছেন, ইহাদের

সংশ্লিষ্ট সুখ দুঃখ বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তাহা হইতে নির্গমেব পথ জানিয়াছেন তাঁহাবা এই অবস্থা-নিচযেব সর্ব্বোচ্চ অবস্থায়ও চিবস্থিতি কবিতে বা সদানন্দ লাভ কবিতে অভিলাষী হইবেন না। এই উৰ্দ্ধ-অধঃ নানালোকেব যেখানেই কাহাবও স্থিতি হউক না কেন, তাহার আবও দূবে যাইতে হইবে। কেবলমাত্র যিনি সম্পূর্ণ বিমুক্ত, তাঁহাব কর্ত্তব্য আব কিছু নাই। চবম শুভলাভেব (Summum Bonum) দিক হইতে দেখিলে ধবাধামে অবস্থিতি হইতে কোনও স্বর্গলোকে উত্তীর্ণ হওয়া কিছু শ্রেষ্ঠ অবস্থা নয়—সাধনার তাহাতে সিদ্ধি হয় না। এই কথাটিই পবিষ্কাবরূপে বুঝাইবাব জন্য বুদ্ধ 'মধ্যম পন্থা'ব কথা বলিয়াছেন।

ইহা একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ মত ; এই মত প্লেটো, এবিষ্টটল এবং মধ্যযুগীয় খৃষ্টান ধৰ্ম্মতত্ত্ববিদেব , ব্রাহ্মণ্য মতবাদ ও বৌদ্ধ মতবাদ উভযেতেই ইহা বর্ত্তমান। ইহার নানাবকম প্রয়োগ হইতে পাবে, আবার নানা বিকল্পও হইতে পাবে যাহাতে ইহলোক ও অন্যলোকের মধ্যে প্রভেদ এই তীব ও অপব তীবেব প্রভেদ ভাবে গ্রহণ কবা হয়।

যিনি সকল লোকের অন্তে গিয়াছেন (পালি—লোকন্ত-ত্ত) তিনি এই লোকে কিম্বা অন্য কোনও লোকে কোনও সত্ত্বায়ই স্থিত হইতে চান না,—তাহা যতই উর্দ্ধে হউক না কেন। সকল জীব, মানুষ অথবা দেবতা, মৃত্যুব বন্ধনগত। সর্ব্বদাই দুইটি মাত্র অন্ত আছে। যাহাবা এই দুইটিব মধ্যে কোনও একটিতে চরম মূল্য অর্পণ কবেন, অর্থাৎ যাঁহারা অন্ত-গ্রাহক, তাঁহাদেব মতবাদের বিরুদ্ধেই বুদ্ধ মধ্যম পন্থা গ্রহণের মত প্রচার করিয়াছেন। মধ্যম পথচারণই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য ; বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বিলাসিতার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া

এবং পরে প্রায় প্রাণান্ত পর্য্যন্ত দৈহিক কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়া, বুদ্ধ এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে দুই অন্তিমের কোনওটিই তিনি যে জ্ঞান চাহিয়াছিলেন, তাহার পথে লইয়া যাইতে পারিত না এবং এই মধ্যম পন্থায় চলিয়াই তিনি সেই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এইভাবে (অর্থাৎ মধ্যমপন্থাবলম্বী হইয়া) দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে পবিত্রতা লাভ পুণ্য হইতে হয় না, পুণ্য ব্যতিরেকেও হয় না। সকল দৃষ্টি অর্থাৎ সকল অস্তি-বাচক বা নাস্তি-বাচক মতবাদই একরূপ। পরম সত্তার বর্ণনায় "অস্তি" কিম্বা "নাস্তি" দুইই খাটে না। এইরূপ অর্থেই বোথিয়াস্ (Boethius) বলিয়াছেন যে ধর্ম্মবিশ্বাস দুইটি বিরুদ্ধবাদী মতের মাধ্যমিক। ইহার অর্থ এই হয় না যে মধ্যম পন্থার কোনও আয়তন আছে। ইহার অবস্থান সম্বন্ধে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে মধ্যম পন্থার গন্তব্য আদিতেও নয়, অন্তেও নয়, মধ্যেও নয়। কাল সম্বন্ধেও একই কথা,—এবং পরমাণু-বাদের ইহা একটি চিত্তাকর্ষক প্রকার ভেদ। সকল বস্তুর অস্তিত্ব, তাহার সম্ভব ও বিলয়—ক্ষণিক বলিয়া গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস্ (Heracleitus) বলিয়াছেন। এই 'ক্ষণ' যাহার মধ্যে একই সময়ে বস্তুরাজি সম্ভব হয়, তাহাদের অস্তিত্ব থাকে ও বিলয় হয়, তাহা এই 'ক্ষণ' যাহার কোনও বিস্তৃতি নাই। তথাপি যাহা বর্ত্তমানকে অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে পৃথক করে এবং এই দুইয়ের অর্থ নিরূপণ করে। সময়, যাহা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে চলে,—এই সকল 'ক্ষণে'র অবিচ্ছিন্ন ধারামাত্র এবং প্রত্যেকটি ক্ষণই (যাহাতে কাল নাই) আমাদের মধ্যম পন্থা। আমাদের অভিজ্ঞতায় জীবন কতগুলি ক্ষণস্থায়ী কর্ম্মের ক্ষেত্র এবং এই সকল কর্ম্মেরই ফল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রসূত হয়। অপরপক্ষে যে কর্ম্ম আভ্যন্তরিক, যাহা কর্ম্মকর্ত্তার

মধ্যে থাকে কিন্তু তাহাকে বাহিবের ব্যাপারে জড়িত করে না, তাহা দৃষ্টি লভ্য নয়। বৌদ্ধশাস্ত্রেব অনেকগুলি বাক্য মুক্ত আত্মার (বা 'স্ব'ব) স্থিতি বা নিঃস্পন্দতা নির্দ্দেশ কবে। ইহাব অর্থ এই যে মুক্ত আত্মাব জীবন যাহা উর্দ্ধগত, যুক্তি তর্কেব উপবে তাহা আপনাতেই আপনি পূর্ণ। তাহাব কাছে সকল ক্ষণই একটি ক্ষণ,—তাহাদেব দৃশ্যমান ধাবা সংস্কার মাত্র।

সুতবাং এই বিস্তৃতিহীন ক্ষণই আমাদের পরম সুযোগ—'মুক্তিব দিন এই ক্ষণ'। বুদ্ধ সেই ভিক্ষুদেব প্রশংসা করিযাছেন যাহারা এই ক্ষণেব সুযোগ লইয়াছে,—যাহারা এই ক্ষণকে পার হইয়া যাইতে দিয়াছে তাহাদের মন্দ বলিযাছেন। ক্ষণগুলি আমাদের পাশ দিয়া বহিয়া যায়, কিন্তু যে তাহাব একটিকে ধবিতে পাবে, সে পববর্ত্তী ক্ষণগুলি হইতে মুক্ত হয়; যে অর্হন্ত নির্ব্বাণলাভ কবিয়াছেন তাহাব পক্ষে কালেব অস্তিত্ব নাই। বুদ্ধ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মধ্যম পন্থা কার্য্যকারণেব সম্বন্ধ সূত্রে শিখাইয়াছেন এবং দুই 'অন্ত' যাহাই হউক না কেন, 'তৃষ্ণা' ই মানুষকে পরবর্ত্তী জীবনের সহিত গাঁথিযা দেয় কিন্তু মধ্যম-পন্থা-অবলম্বীকে কোন অন্তই স্পর্শ করিতে পাবেনা। প্লেটো বলিযাছেন যে সাধারণ বিধান (common law) যে ধরিয়া থাকে, সেই জীব-পুত্তলি নানা দিকের নানা বিপরীত ও বে-হিসাবী টান বাঁচাইতে পারে, যাহা আমাদের তৃষ্ণাজনিত সৎ বা অসৎ কর্ম্মের মধ্যে টানাটানি করে।

ভিক্ষুকে শ্রমণ বলা সার্থক। শ্রমণ অর্থ যে শ্রম কবে,—কথাটি অর্থ অনুসারে 'তপস্বী'রই প্রতিশব্দ। যে পর্য্যন্ত সে 'কৃত-করণীয়' (অর্থাৎ যাহাব সকল কর্ম্ম কৃত হইয়াছে) না হয় সে পর্য্যন্ত তাহার বিশ্রাম নাই। শ্রমণকে হইতে হইবে তাহার নিজের চিন্তাশক্তি বা

ইচ্ছাশক্তির কর্ত্তা—তাহাদের দাস নয়। যে ভিক্ষু তাহার ভিক্ষাচর্য্যা হইতে ফিবিয়া আসিয়া ধ্যানের আসন গ্রহণ করে, এই প্রতিজ্ঞা লইয়া যে 'সকল আসন হইতে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা ত্যাগ কবিব না' বুদ্ধ তাহাব সম্বন্ধেই বলিয়াছেন, "যে নির্জ্জন বনে তাহাব বাস, তাহা সে আলোকিত করিয়া রাখে"। যে ভিক্ষু ধর্ম্মেব কারণে সংসার ত্যাগ করিয়াছে এবং এখনও শিক্ষার্থী আছে, তাহাকে 'বীর্য্যবান্' হইতে হইবে, স্বয়ং বোধিসত্ত্বের মতই এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—"বরং আমাব ত্বক্, পেশী ও অস্থিই থাকুক, বক্তমাংস শুকাইয়া যাক্, তথাপি আমি এই বীর্য্যের অনুশীলনে ক্ষান্ত হইব না, যে পর্য্যন্ত না মানুষের সহ্যগুণে, বীর্য্যে এবং অবিরাম অগ্রসবে যাহা লভ্য তাহা লাভ করিয়াছি।" ভিক্ষুব এই অভিপ্রায় : "আমি সে উপাদানের হইব না যাহাতে সংসার গঠিত· 'আমি' ও 'আমার' এই ধারণা নির্মূলিত কব্বিব , আমি সেই জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী হইব যাহা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব না। আমি সকল বস্তুর কারণ ও কারণের উৎপত্তি পরিষ্কার ভাবে দেখিব"।

আমরা দেখিয়াছি যে বোধিসত্ত্বের প্রথম ও প্রধান অভিপ্রায় ('অর্থ') ছিল মৃত্যুকে জয় কবা এবং তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন তাঁহার সম্বোধিলাভের রাত্রিতেই ; পরে তিনি 'সনাতন ধর্ম্ম' শিক্ষা দিয়া অপর সকলের জন্য অমৃতের দ্বার মুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাব শিক্ষানুরূপ ব্রহ্মচর্য্যের কি সাফল্য তাহার পরীক্ষা ও প্রমাণ হয় যদি আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত অর্হন্ত অপরের মৃত্যু কি চক্ষে দেখে এবং নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে কি ভাব পোষণ করে।

অপরের মৃত্যু সম্পর্কে শিক্ষা এই—মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতন থাকা

সাধনাব অঙ্গ এবং মৃত্যু সম্বন্ধে চেতনায় এই চিন্তা বিধৃত যে সকল জীবই—এমনকি ব্রহ্মলোকবাসী দেবতাগণও—শেষপর্য্যন্ত মৃত্যুর অধীন এবং ইহা মনে রাখিয়াই শিক্ষিত ভিক্ষু স্বয়ং বুদ্ধেব মৃত্যুতেও অবিচলিত থাকিবে। সে জানে যে জরা ও মবণ নানা-উপাদানে গঠিত সকল বস্তুবই স্বধর্ম্ম; সদ্য শিক্ষাগ্রাহী ভিক্ষু ও নিম্নলোকের দেবতাবাই বোদন কবে যখন সেই বিশ্বেব চক্ষু-স্বরূপ বুদ্ধ অন্তর্ধান করেন। ভাবতবষে প্রাচীনকাল হইতেই এই প্রবাদ যে সশবীবে অমরতা-লাভ অসম্ভব। সেই জন্য অর্হন্ত্‌ ভাল করিয়াই জানেন যে তাঁহাব নিজেবও কাল আসিবে। সাধারণ অশিক্ষিত লোক, যখন তাহাব দেহান্তকাল সমীপবর্ত্তী, "শোক কবে, মুহ্যমান হয়, অশ্রুপাত করে, বোদন কবে।" কবে না শুধু সেই আর্য্যশিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষ যাহাব অহমিকা ও 'স্ব'-জ্ঞানের জ্বালা নিবিয়া গিয়াছে। সে জানে যে, সকল জাত জীবের মৃত্যুই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এবং এই সত্য মানিয়া লইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত শুধু ইহাই বিবেচনা করে—"যাহা সম্মুখে, তাহার প্রতি আমি কিরূপে বীর্য্য প্রয়োগ করিব"? মরিবার যাহা কিছু সকলই মরিয়া গিয়াছে। সেই জন্য সে সম্পূর্ণ শান্তভাবেই এই ক্ষণস্থায়ী আধার কখন বিনষ্ট হইবে তাহার অপেক্ষা কবে। সে এই কথা বলিতে পাবে, 'আমি জীবনেব জন্য লালায়িত নই এবং মৃত্যুর জন্যও ব্যাকুল নই। আমি শুধু সেই মৃত্যুকালের অপেক্ষায় আছি, —ভৃত্য যেমন বেতনের অপেক্ষা কবে,—অন্তিমে আমি এই শরীর ত্যাগ করিব, পূর্ব্বেই এ কথা জানিয়া এবং একথা স্মরণ করিয়া'। অথবা সেই আর্য্যশিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষ, ভিক্ষু হউক কি গৃহস্থ হউক, যদিচ সে এখনও "যাহা করণীয় তাহা সম্পূর্ণ করে নাই"—তথাপি তাহার এই বিশ্বাস আছে যে নিজ যোগ্যতা অনুসারে সে অন্যলোকে যে

অবস্থাই প্রাপ্ত হউক, নিজের পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রয়াস তাহাতেই সম্ভব হইবে। "শ্মশান, কোথায় তোমার জয়? মৃত্যু, কোথায় তোমার দংশন জ্বালা?"—এ কথাগুলি বুদ্ধের কিংবা কোনও বিশ্বাসী বৌদ্ধের হইতে পারিত। তাঁহার আর কোন 'ভাবনা' (becoming) নাই, আর দুঃখ নাই, এবং দুঃখ থাকিলেও, তাহা আর দীর্ঘকালের জন্য নয়, কারণ তিনি নির্ব্বাণের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং "অবশ্যই গন্তব্যে পৌঁছিবেন"।

পাঠ-সংগ্রহ

(বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে সংকলিত)

পাঠ-সংগ্রহ

অধ্যায় ১—প্রস্তাবনা

আনন্দ, পুরাকালে এই প্রদেশে একটি সমৃদ্ধ, বর্দ্ধিষ্ণু ও বহুজনাকীর্ণ নগর ছিল। নগরের নিকটে ভগবান্ অর্থাৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ কাশ্যপ বাস করিতেন। গবেষী নামে তাঁহার জনৈক শিষ্য (উপাসক) ছিল। কিন্তু সে শীলে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। এই উপাসক গবেষী দ্বারা পাঁচশত উপাসক ধর্ম্মে প্রবোচিত ও উৎসাহিত হইত, কিন্তু তাহারা শীলে অসম্পূর্ণ থাকিত। তখন গবেষীর এই মনে হইল: "আমি এই পঞ্চশত উপাসকের বহু উপকার করিয়াছি। ইহাদের পূর্ব্বে আমি ধর্ম্মে উদ্দীপিত হইয়াছি। তবু আমি শীলে অপূর্ণ; এই পঞ্চশত উপাসকেরাও শীল সম্পূর্ণ পালন করে না। অতএব আমি ইহাদেরই সমান-সমান, আমার অতিরিক্ত কিছু নাই। সেইজন্য আমার চাই অতিবিক্ত কিছু।" তখন গবেষী সেই পাঁচশত উপাসকেব সমীপে গিয়া বলিলেন. "মহাশয়গণ, জানিয়া রাখুন যে আজ হইতে আমি পরিপূর্ণ-শীল হইব।" তখন সেই পঞ্চশত উপাসকেব এই মনে হইল: "আর্য্য গবেষী যদি আজ হইতে পরিপূর্ণ-শীল হন, তবে আমরাই বা কেন হইব না?"

গবেষী পুনরায় ভাবিলেন: "ইহাতে আমি উহাদের সমান-সমানই থাকিব। অতিরিক্ত কিছু হইলাম না। তবে চাই আমার অতিরিক্ত কিছু। তিনি তাহাদের বলিলেন: "মহাশয়গণ, জানিয়া রাখুন যে আজ হইতে আমি ব্রহ্মচারী হইলাম। মৈথুন হইতে, স্ত্রীসংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া তাহা হইতে বিরত হইলাম, তখন তাহাদের মনে হইল: "আমরাই বা কেন হইব না?"

গবেষী পুনরায় ভাবিলেন ঃ "ইহাতেও আমি উহাদের সমান-সমানই রহিলাম। অতিরিক্ত কিছু হইলাম না। তবে চাই আমার অতিরিক্ত কিছু।" তিনি তাহাদের বলিলেন : "মহাশয়গণ, জানিয়া রাখুন যে আজি হইতে আমি একবাব মাত্র আহার করিব,—বিকালে ও রাত্রিতে ভোজন করিব না।" তাহারা ভাবিল : "তবে আমরাই বা কেন তাহা করিব না?"

তখন গবেষী ভগবান্ সমীপে গিয়া এই বলিলেন : "আমি ভগবানের কাছ হইতে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ কবিতে ইচ্ছা কবি।" অন্য সকলেও তদ্রূপ বলিল। সকলেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিল এবং কিছু পরে গবেষী অর্হৎ হইল। তাহার পর গবেষীর মনে হইল : "আমি তো বিমুক্তিসুখ ইচ্ছানুসারে, অনায়াসে, বিনা-কৃচ্ছ্রে পাইলাম। ইচ্ছা হয় অন্য ভিক্ষুরাও তাহা লাভ করুক্।" তৎপর গবেষী প্রমুখ সেই পঞ্চশত ভিক্ষু একান্তমনে, সতেজভাবে, উদ্দীপনার সহিত দৃঢ়ব্রত হইয়া বিহার করিতে করিতে উত্তরোত্তর উচ্চ হইতে উচ্চতর দিকে অধ্যবসায়ী হইয়া অনুত্তর বিমুক্তির সত্য উপলব্ধি করিতে পারিল।

আনন্দ, তোমরাও এইভাবে উত্তরোত্তর উচ্চ হইতে উচ্চতর দিকে অধ্যবসায়ী হইয়া চল। তবেই আমরা সেই অনুত্তর বিমুক্তির সত্য উপলব্ধি করিতে পারিব। আনন্দ, ইহাই তোমাদের শিক্ষণীয়।

[অং, ৩, ২১৫-২১৮]

(গাথা) ব্রহ্মচর্য্য সুষ্ঠুভাবে আখ্যাত হইয়াছে। ইহা এখনকার জন্যই, ইহার কাল নাই। [সু, ৫৬৭]

(গাথা) তপ, ব্রহ্মচর্য্য, শম ও দম দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়।

[সু, ৬৫৫]

এই সংসারে তাহারাই ব্রাহ্মণ যাহাদের বন্ধন ক্ষয় হইয়াছে ও বোধি-লাভ হইয়াছে।

[উ, ৪]

ভিক্ষুগণ, এই ব্রহ্মচর্য্য যাপন লোকদের ভুলাইবার জন্য নয়, তাহাদের কথা দ্বারা প্রতারিত করার জন্য নয়। ইহা লাভ, সম্মান বা খ্যাতির জন্য নয়। ইহা কথার স্রোত বহাইবার জন্য নয় এবং 'আমি এই প্রকারের লোক' ইহা লোকেরা জানুক এজন্যও নয়। হে ভিক্ষুগণ, এই ব্রহ্মচর্য্য যাপন হয় সংযমশিক্ষার উদ্দেশ্যে. ত্যাগের উদ্দেশ্যে, বৈরাগ্যের উদ্দেশ্যে, আত্ম-নিরোধের উদ্দেশ্যে।

(গাথা) সেই ভগবান্ সংযমের জন্য, ত্যাগের জন্য, এই ব্রহ্মচর্য্য আদেশ করিয়াছেন,—ইহা কেবল কথার কথা নয়। ইহা নির্ব্বাণের গভীরে লইয়া যায়। মহর্ষিগণ ও মহাত্মাগণ এই পথ অনুগমন করিয়াছেন। বুদ্ধ যেমন দেশনা করিয়াছেন, তদনুবর্ত্তী হইয়া এই পথে যাহারা চলে সেই বুদ্ধ-শাসন পালনকারীগণ দুঃখের অন্ত করিতে পারিবে।

[অং, ২, ২৬]

(শৃঙ্গারব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তথাগতকে এইরূপ বলিলেন ঃ—
হে গোতম, আমি এই কথা বলিতে চাই যে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ করে ও অন্যকে যজ্ঞ করায়। সুতরাং যে নিজে যজ্ঞ করে বা অন্যকে যজ্ঞ করায় সে অনেক প্রাণীর পুণ্যলাভের ও যজ্ঞফললাভের পরবর্ত্তী। কিন্তু, হে গোতম, যে কোনো ব্যক্তি যে কোনও কুল হইতে গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সে কেবল নিজেকেই দমন করে, নিজেকেই উপশম করে ও নিজেকেই পরিনির্ব্বাণ করায়। এইভাবে প্রব্রজ্যার ফলে সে কেবলমাত্র এক জনের পুণ্যবৃদ্ধির পথে চলে।

গৌতম উত্তরে বলিলেন ঃ এই কথার উত্তরে আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।—এ বিষয়ে তোমার কি মনে হয়?- তথাগত এই জগতে সমুত্থিত হন, সেই অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচারসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, লোকদমনের অতুলনীয় সারথি, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান্। তিনি এইরূপ বলেন ঃ এস তোমরা, এই মার্গ। এই পথ অবলম্বন করিয়া আমি চলিয়াছি—যে-পর্য্যন্ত না আমি নিজের অভিজ্ঞা দ্বারা ইহার সত্যনিরূপণ করিয়া এই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্যে মগ্ন হইবার কথা বলিতে পারিয়াছি। তুমিও এস, তুমিও তাহাদের মতন চল যে পর্য্যন্ত না সেই পথে চলিয়া তুমিও অভিজ্ঞা দ্বারা তাহার সত্য নিরূপণ করিয়া সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্যে বিহার করিতে পার। এইভাবেই শাস্তা ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তাহা যথার্থ বলিয়াই অন্যে তাহা অনুসরণ করে। এই রকম লোক অনেক শত, অনেক সহস্র, অনেক লক্ষ আছে। তুমি কি মনে কর, ব্রাহ্মণ? ইহা হইলে, এই প্রব্রজ্যার ফল কি একের পুণ্যের পথ কি বহুলোকের পুণ্যের পথ?

(ব্রাহ্মণের উত্তর) ঃ ইহা এইরূপ হইলে এই প্রব্রজ্যাগ্রহণকারীর পুণ্যের পথ অনেক লোকের জন্য।

[অং, ১, ১৬৮-১৬৯]

অধ্যায় ২—বুদ্ধ এবং অর্হন্তগণ

ক। গৌতম আত্মবিবরণ

ভিক্ষুগণ, একদা আমি উরুবেলায় নিরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধে সম্বোধিলাভের প্রথমকালেই বিহার করিতেছিলাম। সেই নির্জ্জন ধ্যানের স্থানে আমার চিত্তে এই চিন্তাব উদয় হইলঃ কাহাকেও মান্য না করিয়া বা কাহাবও আদেশ না লইয়া বিহাব করা দুঃখকর। কোন্ ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ আছে যাহাকে আমি মান্য করিয়া, গুরু করিয়া তাহার শিক্ষাধীনে থাকিতে পারি? ভিক্ষুগণ, তখন আমার এই চিন্তা আসিল . আমি যে শীলসমূহ সম্পূর্ণ করি নাই, তাহার পরিপূরণের জন্য কোনও শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ-দেবলোকে, মারলোকে বা ব্রহ্মলোকে আছে কি? সেই সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীব মধ্যে দেখিতে পাই না যে কেহ আমা অপেক্ষা শীল-সম্পন্ন, যাহাকে আমি মান্য করিয়া, গুরু করিয়া, শিক্ষাধীনে থাকিয়া আমি শীল, সমাধি ও বিমুক্তিতে সম্পূর্ণ হইতে পারি।

তাহার পব আমার মনে হইলঃ যে ধর্ম্মে আমি অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছি, যদি আমি সেই ধর্ম্মকেই মান্য করিয়া, গুরু করিয়া, তাহার শিক্ষাধীনে থাকিয়া চলি?

ভিক্ষুগণ, ইতঃপর ব্রহ্মাসহম্পতি ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্ধান হইয়া আমাব সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ও আমার চিত্তপ্রবৃত্তি জানিয়া বলিলেন: "এইরূপই হউক, হে বলবান্ পুরুষ! অতীতকালে যাঁহারা ছিলেন অর্হৎ ও সম্যক্-সম্বুদ্ধ, তাঁহারাও নিজের ধর্ম্মকে মান্য কবিয়া, গুরু করিয়া, তাহাতেই স্থিত ছিলেন। যাঁহারা ভবিষ্যতে আসিবেন,

তাঁহারাও তাহাই করিবেন। সুতরাং, হে ভগবান্ সম্যক্-সম্বুদ্ধ, আপনিও ধর্ম্মকেই মান্য করিয়া, তাহাকেই গুরু করিয়া বিহার করুন"। ব্রহ্মাসহম্পতি আরও বলিলেন .

(গাথা) "যে সম্বুদ্ধেরা অতীতে ছিল, যে বুদ্ধেরা অনাগত এবং বহুজনের দুঃখনাশন যে বুদ্ধ এখনও আছেন, তাঁহারা সকলেই সদ্ধর্ম্মকে গুরু কবিয়া বিহার কবিয়াছেন ও করিতেছেন ও আগামী কালেও বিহার করিবেন,—ইহাই বুদ্ধদের নিয়ম (ধর্ম্মতা)। সুতরাং যিনি আত্মকামী এবং মহান্ আত্মার আকাঙ্ক্ষা যাঁহার, তিনি বুদ্ধদের শাসন স্মরণ করিয়া সদ্ধর্ম্মকেই গুরু করিবেন"।

[অং, ২, ২০-২১]

ভিক্ষুগণ যখন তোমরা একত্র হও, তখন দুইটির একটি করণীয় : আর্য্য-ধর্ম্মী কথা ও তূষ্ণীম্ভাব।

দুইপ্রকার অন্বেষণ আছে—আর্য্য অন্বেষণ ও অনার্য্য অন্বেষণ। অনার্য্য পর্য্যেশনা কি ?

ধর কেহ, যে নিজেই জাতিধর্ম্মী (অর্থাৎ যাহার আবার জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে), সে যদি ঐরূপ জাতিধর্ম্মী চায়। যথা পুত্রভার্য্যা, দাস-দাসী, অজ, কুক্কুট, হাতী, গাভী, অশ্ব-অশ্বা, সোণা-রূপা ইত্যাদি চায়, নিজে জরা-মরণ শোক-ব্যাধির অধীন হইয়া সেই বিষয়গুলিই চায় যাহা সেই সব অবস্থার অধীন··· ··(পুনরুক্তি), তবে তাহা অনার্য্য অন্বেষণ। তবে, ভিক্ষুগণ, আর্য্য অন্বেষণ কি ? ইহা এই—যে কেহ নিজে জাতিধর্ম্মী হইয়া, যাহা সেইরূপ জাতিধর্ম্মী তাহাতে বিপদ আছে বুঝিয়া সেই অজাত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্ব্বাণের অন্বেষণ করে,—নিজে জরার অধীন······বলিয়া সেই অজর, অনুত্তর ইত্যাদি,—নিজে

মরণের অধীন বলিয়া সেই অমর অনুত্তর ইত্যাদি,—নিজে শোকের অধীন বলিয়া শোকহীন অনুত্তর ইত্যাদি,—নিজে কলুষের অধীন বলিয়া সেই অকলুষ, অনুত্তর ইত্যাদি,—তবে তাহা হয় আর্য্য অন্বেষণ।

সম্বোধিলাভের পূর্ব্বে, যখন আমি বোধিসত্ত্বমাত্র ছিলাম, সম্যক্ সম্বুদ্ধ হই নাই, কারণ তখন আমি জাতিধর্ম্মী ছিলাম, তখন আমিও জাতিধর্ম্মী বিষয়গুলি চাহিয়াছিলাম। তখন আমার এই মনে হইল: আমি নিজে জাতিধর্ম্মী হইয়া, কেন সমান জাতিধর্ম্মী বিষয়গুলি চাহিতেছি? ধর যদি আমি নিজে জাতিধর্ম্মী হইয়া, কিন্তু জাতিধর্ম্মী বিষয়গুলিতে যে বিপদ তাহা দেখিয়া, সেই অজাত অনুত্তর যোগক্ষেম ও নির্ব্বাণের অনুসন্ধান করি—ধর, আমি নিজে জরা মরণ, শোক ও কলুষের অধীন হইয়া সেই অবস্থাগতদের বিপদ দেখিয়া, সেই অজর, অমর, দুঃখকলুষহীন অনুত্তর যোগক্ষেম নির্ব্বাণের অনুসন্ধান করি!

এই ভাবিয়া আমি আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইলাম—যাহা কুশল তাহার অনুসন্ধানে, সেই অনুত্তর শান্তির পথে। প্রথম আমি আলর কালামের সমীপে যাই, পরে উদ্দক রামপুত্রের। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্ম ও বিনয় সম্বন্ধে এই ধর্ম্ম নির্ব্বেদ বা বিরাগ বা উপশম বা অভিজ্ঞা বা সম্বোধি বা নির্ব্বাণে লইয়া যায় না। আলরের ধর্ম্মে ছিল আকিঞ্চন-প্রাপ্তির কথা,-উদ্দকের অসংজ্ঞা-অনসংজ্ঞা পর্য্যন্ত। কুশলের সন্ধানরত, সেই অনুত্তর শান্তির পথ চাহিয়া মগধে বিচরণ করিতে করিতে উরুবেলা নামক সেনানী-গ্রামে পৌঁছিলাম। সেখানে একটি রমণীয় ভূমিভাগ, একটি সুন্দর উপবন এবং নিকটে এক স্বচ্ছ-সলিলা নদী ও তাহার সহিত একটি সুপ্রতিষ্ঠ গ্রাম দেখিলাম। আমার এই মনে হইল: একজন কুলপুত্র যে ধর্ম্মলাভের চেষ্টায় চেষ্টিত হইয়াছে তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

তখন আমি সেইখানেই বসিলাম। তৎপর ভিক্ষুগণ, যে আমি নিজেই জাতিধর্ম্মী ছিলাম, সমান জাতিধর্ম্মী বিষয়গুলিতে যে বিপদ্ তাহা দেখিয়া, সেই অজাত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্ব্বাণের সন্ধানে থাকিয়া সেই অজাত, অনুত্তর, যোগক্ষেম নির্ব্বাণ অধিগত কবিলাম,—সেই জরাবিহীন, মরণ-বিহীন, শোক-বিহীন, কলুষহীন নির্ব্বাণ অধিগত করিলাম। আমাব জ্ঞান ও দর্শন জাগিল। আমার বিমুক্তি অটল, আমার এই জন্ম অন্তিম জন্ম,—আমাব এখন আর পুনর্জন্ম নাই।

[ম, ১, ১৬১—১৬৭]

বৎস, যাহারা আমাকে এইরূপ বলে যে,—শ্রমণ গৌতম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, অশেষ জ্ঞান ও দর্শনের অধিকারী, আমি যখন চলি বা স্থির থাকি, ঘুমন্ত বা জাগ্রত থাকি, জ্ঞান ও দর্শন সতত ও নিরন্তব আমাব কাছে উপস্থিত থাকে—ইহারা আমাব সম্বন্ধে বাস্তবিক কথা বলে না, পরন্তু অসত্য ও অদ্ভুত কথায় আমাকে অপদস্থ করে।

যদি তুমি এই বলিয়া থাক, বৎস, যে শ্রমণ গৌতম একজন ত্রিবিদ্যাশালী, তবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া আমার সম্বন্ধে যাহা বাস্তবিক তাহা বলিবে এবং অসত্য কথা বলিয়া আমাকে অপদস্থ করিবে না; যাহা তুমি বলিবে তাহা যেন ধর্ম্মসঙ্গত হয় এবং সমধর্ম্মাবলম্বীব সে বিষয়ে যেন বাদানুবাদের স্থান না থাকে। কারণ বৎস, আমার যতদূর ইচ্ছা পূর্ব্বনিবাসগুলি (অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কোথায় কোথায় ছিলাম) স্মরণ করিতে পারি. যথা একজন্ম হইতে পরজন্ম এবং তৎ-পববর্ত্তী জন্মগুলি এবং তাহার আকাব ও লক্ষণগুলি। বৎস, তখন মানুষের ক্ষমতার অতিক্রান্ত বিশুদ্ধ দিব্য চক্ষু দিয়া দেখিতে পাই যে প্রাণীরা (এখানে) মরিতেছে ও (ওখানে) উঠিতেছে।

তখন আমি আসব-ক্ষয়হেতু আমার অভিজ্ঞ দ্বারা অনাসব চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং জানিয়া ও সত্যরূপে উপলব্ধি করিয়া তাহাতে বিহার করি।

[ম, ১, ৪৮২]

হে ভার্গব, বস্তুনিচয়েব প্রথম আবির্ভাব সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব-জ্ঞান আছে। সে সম্বন্ধে পূর্ব্বজ্ঞান এবং তদপেক্ষা অধিক পূর্ব্বজ্ঞানও আছে। কিন্তু সেই পূর্ব্বজ্ঞান থাকিলেও আমি তাহার উপর জোর দেই না। তাহার উপর জোব না দিয়া যে শান্তি এই জ্ঞান হইতে স্বতঃজাত হয়, তাহা আমাব অন্তবে জানা আছে এবং তথাগতের এ সম্বন্ধে কোনও ভ্রম নাই।

[দী, ৩, ২৮]

(গাথা) যে চক্র আমাদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, হে শেল, সেই অনুত্তর ধর্ম্মচক্র তথাগতের অনুজাত সারিপুত্র চালাইতেছে যাহা অভিজ্ঞেয় তাহা আমি অভিজ্ঞাগত করিয়াছি, যাহা ভাবিত কবা উচিত, তাহা আমি ভাবিত করিয়াছি, যাহা ত্যাগ করা উচিত তাহা আমি ত্যাগ করিয়াছি। সেই হেতু, ব্রাহ্মণ, আমি বুদ্ধ। আমার বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিলে, তাহা দূব কর, আমার অভিমুখীন হও। সম্যক্-সম্বুদ্ধগণ সর্ব্বকালেই দুর্লভ-দর্শন। যাহাদের পৃথিবীতে আবির্ভাব সর্ব্বকালেই দুর্লভ. হে ব্রাহ্মণ, আমি তাহাদেরই একজন ; আমি অনুত্তর চিকিৎসক। আমি অতুলনীয়, ব্রহ্মভূত . মারের সেনা আমি মর্দন করিয়াছি। আমাকে দেখিয়া কে না প্রসন্ন হইবে ?

[সু, ৫৫৭-৫৬১]

(গাথা) আমার বয়সকাল পরিপক্ক হইয়াছে, স্বল্প আমার

জীবিতকাল আমি তোমাদের ছাড়িয়া চলিয়াছি; আমাব আত্মাকেই আমি শরণ করিয়াছি।

[দী. ২, ১২০]

[ব্রাহ্মণ দ্রোণ ভগবানের সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন.]

"ভগবান্ কি দেবতা হইবেন?"

"না, হে ব্রাহ্মণ, আমি দেবতা হইব না।"

"ভগবান্ কি গন্ধর্ব্ব হইবেন?"

"না, হে ব্রাহ্মণ, আমি গন্ধর্ব্ব হইব না।"

"ভগবান কি যক্ষ হইবেন?"

"না, হে ব্রাহ্মণ, আমি যক্ষ হইব না।"

"ভগবান্ কি মানুষ থাকিবেন?"

"না, হে ব্রাহ্মণ, আমি মানুষ থাকিব না।"··

"তবে, ভগবান্, আপনি কি হইবেন?"

(উত্তরে ভগবানের উক্তি) হে ব্রাহ্মণ, যে সকল আসব পরিত্যক্ত না হইলে, আমি দেবতা হইতে পারিতাম,—সেই আসব-গুলি সমুদয় আমার পরিত্যক্ত হইয়াছে, উচ্ছিন্ন-মূল হইয়াছে, উপড়ানো তালবৃক্ষের মত এমনভাবে তাহা দূবীভূত হইয়াছে যে ভবিষ্যতে তাহার উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। যে সকল আসব পবিত্যক্ত না হইলে আমি গন্ধর্ব্ব বা যক্ষ বা মানুষ হইতে পারিতাম,—আমার অন্তব হইতে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)···ভবিষ্যতে ইহার আর উৎপত্তি হইতে পারে না। হে ব্রাহ্মণ, একটি নীল কি লাল কি শ্বেত পদ্ম জলে জন্মায় ও জলেই বাড়ে কিন্তু যখন জল ছাড়াইয়া ওঠে তাহাতে কোনও জলের ময়লা থাকে না, তেমনি, হে ব্রাহ্মণ, আমি এই পরলোকে জাত ও বর্দ্ধিত হইয়াও এই নরলোক অতিক্রম করিয়াছি

বলিয়া আমি এখন নরলোকের দ্বারা কলুষিত নই। ব্রাহ্মণ, আমি যে বুদ্ধ এই ধারণা রাখিবে।

(গাথা) যে সকল আসবেব হেতু দেবতারূপে জন্ম হয় বা বিহঙ্গরূপে বা গন্ধর্ব্বরূপে বা যাহাতে আমি যক্ষত্ব বা মনুষ্যত্ব পাইতে পারি, তাহার সকলি আমাদ্বারা নিহত, বিধ্বস্ত, উৎপাটিত হইয়াছে। যেমন একটি সুন্দর পদ্ম জলে থাকিয়াও কলুষিত হয় না, আমি সেইরূপ এ নরলোক স্থিতি হেতু কলুষিত হই নাই। সেই জন্যই, ব্রাহ্মণ, আমি বুদ্ধ।

[অং, ২, ৩৮-৩৯]

সেই পরিষদ্‌কে ধর্ম্মকথায় নির্দ্দেশ দিয়া, প্রেরণা দিয়া, উৎসাহ দিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া, আমি তেজঃ-ধাতুতে প্রবেশ করিলাম (অর্থাৎ অগ্নিশিখা হইলাম) এবং আকাশের দিকে সাতটি তালগাছের পরিমাণ উর্দ্ধে উঠিয়া এবং আরও সাতটি তালগাছ পরিমাণ উর্দ্ধে প্রজ্জ্বলিত ও ধূমায়িত হইতে লাগিলাম। সেখান হইতে মহাবনে কূটাগারশালায় আবার নামিয়া আসিলাম। [দী, ৩, ২৭]

খ। গৌতমের কয়েকটি ভবিষ্যৎ-বাণী

ভিক্ষুগণ, ভূতপূর্ব্ব কালে এই বিপুল পর্ব্বতের নাম ছিল 'বক্র' এবং সেই সময় এই স্থানের লোকদের নাম ছিল 'রোহিতাশ্ব'। তাহাদের আয়ু ছিল ত্রিশ হাজার বৎসর। এই 'বক্র' পর্ব্বত তিন দিনে তাহারা চড়িতে পারিত, তিন দিনে নামিতে পারিত। সেই সময়ে ভগবান্ অর্হৎ কোণাগমন এইলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং ভিয্যোস ও উত্তর নামে তাঁহার দুইজন ভদ্র প্রধানশিষ্য ছিল। ভিক্ষুগণ, দেখ

এই পর্ব্বতেব নাম বিলুপ্ত হইয়াছে, মানুষেরা কালগত হইয়াছে এবং সেই ভগবান্‌ও পরিনির্ব্বাণগত হইয়াছেন। ভিক্ষুগণ, সংস্কার এই রকমই অনিত্য, নিতান্ত ক্ষয়শীল। ভূতপূর্ব্বকালে এই বিপুল পর্ব্বতের 'সু-পার্শ্ব' নামও ছিল এবং সেই সময়ে এখানকার লোকদের নাম ছিল 'সুপ্রিয়'। সুপ্রিয় মনুষ্যদের আয়ুষ্কাল ছিল বিশ হাজার বৎসর'। সুপ্রিয়েরা দুইদিনে এই পর্ব্বতে চড়িতে পারিত, দুইদিনে নামিতে পারিত। সেই সময় ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্-সম্বুদ্ধ কাশ্যপ এইলোকে জন্মিয়াছিলেন ; তিষ্য ও ভরদ্বাজ নামে তাঁহাব দুইজন ভদ্র শিষ্য ছিল। ভিক্ষুগণ, দেখ এই পর্ব্বতের নাম বিলুপ্ত হইয়াছে। মানুষেরা কালগত হইয়াছে এবং সেই ভগবান্‌ও পরিনির্ব্বাণগত হইয়াছেন। ভিক্ষুগণ, সংস্কার এই রকমই অনিত্য, নিতান্ত ক্ষয়শীল।

এখন এই পর্ব্বতেব নাম হইয়াছে 'বিপুল' এবং এখানকার লোকেদের নাম হইয়াছে 'মাগধ'। মাগধ লোকদের আয়ুষ্কাল অল্প, সামান্য, লঘু এবং যে দীর্ঘকাল বাঁচে, সে শতবৎসর বা কিছু বেশীদিন বাঁচে। মাগধেরা বিপুল পর্ব্বত মুহূর্ত্তে (অতি অল্প সময়ে) চড়িতে পারে, মুহূর্ত্তে নামিতে পাবে। আমি অর্হৎ ও সম্যক্-সম্বুদ্ধ হইয়া এখন এই লোকে উৎপন্ন হইয়াছি। আমারও সারিপুত্র ও মদ্‌গোল্যান নামে দুইজন ভদ্র প্রধান শিষ্য আছে।

ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসিবে যখন এই পর্ব্বতের নাম বিলুপ্ত হইবে, এই মানুষেরা কালগত হইবে, আমিও পরিনির্ব্বাণগত হইব। সংস্কার এইরকমই অনিত্য, অধ্রুব, অনাশ্রয় (যাহার উপর নির্ভর করা যায় না)। এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ভিক্ষুগণ, সর্ব্ব সংস্কার হইতে ফিরিয়া আসা, তাহাদের প্রতি বিরাগ, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া—ইহাই যথেষ্ট।

[সং, ২, ১৯১-১৯৩]

ভিক্ষুগণ, ভূতপূর্ব্ব কালে দশরহদের 'আনক' (যাহা সকলকে ডাকিয়া আনে) নামে একটি মৃদঙ্গ ছিল। যখন 'আনক' ফাটিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, তখন দশরহরা তাহাতে আরেকটি খুঁটি বসাইল। এই রকম খুঁটি বসাইতে বসাইতে এমন সময় আসিল যখন আনকের পুরাতন শব্দ-ফলকটি অন্তর্হিত হইল এবং বাকি রহিল শুধু আটকানো খুঁটিগুলি। . ভিক্ষুগণ, অনাগত কালে ভিক্ষুরাও এমনই হইবে। তথাগত ভাষিত এই গভীর, সুগভীব, শূন্যতা-সম্বন্ধীয় লোকোত্তর সূত্রগুলি, যেভাবে বলা হইয়াছে সেভাবে তাহারা শুনিবে না, তাহাতে কান দিবে না; সেই দিব্যস্থানে মনঃসংযোগ করিবে না এবং এই ধর্ম্ম যে শিক্ষা করিতে হয় ও সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে হয় তাহা মনে করিবে না।

কিন্তু ভিক্ষুগণ, সেই সূত্রগুলি, যাহা কবিরা রচনা করিয়াছেন, যাহা কাব্য যাহা চিত্ত হইতে বাহির হইয়াছে ও চিত্তের ব্যঞ্জনা, সেই শ্রাবকদের কথাগুলি যাহা বাহ্য (অর্থাৎ ভগবানের ভাষণ নয়), তাহারা সেইভাবেই শুনিবে এবং মনে করিবে যেন তাহাই শিক্ষা করিতে হয় ও সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে হয়। এই প্রকারে তথাগত ভাষিত এই গভীর, সুগভীর শূন্যতা-সম্বন্ধীয় লোকোত্তর সূত্রগুলি অন্তর্হিত হইবে।

[সং, ২, ২৬৬-২৬৭]

যখন লোকের আশী-সহস্র বৎসর আয়ুষ্কাল হইবে, তখন পৃথিবীতে 'মেত্তিয়' নামে অর্হৎ সম্যক্-সম্বুদ্ধ ভগবান্ জন্ম লইবেন,—বিদ্যা ও আচার-সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর, পুরুষদমনকার্য্যে সারথি, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান্; যেমন আমি এখন এই লোকে উৎপন্ন হইয়াছি, অর্হৎ সম্যক্-সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচারসম্পন্ন, সুগত,

লোকবিদ্, অনুত্তর, লোকদমনকার্য্যে সারথি, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান্ হইয়া। তিনি তাঁহার স্বকীয় বিশেষ অভিজ্ঞতা দ্বারা নিশ্চয় করিয়া এই লোককে (সংসারকে) প্রকাশ করিবেন—যেখানে দেবতারা, মারেরা, ব্রহ্ম, শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা, সদেব মনুষ্যেরা আছে; যেমন এখন আমি এই লোকে (ইত্যাদি পূর্ব্ববং) .... প্রকাশ করিয়াছি। তিনি ধর্ম্মদেশনা করিবেন,—সেই ব্রহ্মচর্য প্রচার করিবেন যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অবশেষে কল্যাণ, তাহার উদ্দেশ্য ও ব্যঞ্জনার সহিত, যাহা একেবারে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ; যেমন আমি করিতেছি। তিনি বহু সহস্র সংখ্যক ভিক্ষুসংঘ পরিচালনা করিবেন, যেমন আমি এখন বহু-শত-সংখ্যক ভিক্ষুসংঘ পরিচালনা করিতেছি।

[দী, ৩, ৭৬]

"বল ত', আনন্দ, এরা কাহারা পাটলিগ্রামে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছে?"

"ভগবন্, ভজ্জিদের প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয় সুনীধ ও বর্ষকার পাটলিগ্রামে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছে।"

"আনন্দ, ইহারা যেন ত্রয়ত্রিংশ দেবতাদের সঙ্গে মন্ত্রণা করিয়া বজ্জিদের প্রতিরোধের জন্য এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছে। রাত্রিশেষে উষাকালে পবিত্র ও মনুষ্যাতীত দিব্যচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইলাম যে বহু দেবতারা পাটলিগ্রামে ভিটা নিতেছেন। যেখানেই শক্তিশালী দেবতারা বসতিস্থাপন করেন, সেইখানে ভিটা লইবার জন্য শক্তিশালী রাজা ও তাহাদের অমাত্যদের মনকে তাহারা নিয়ন্ত্রিত করেন। যেখানে অল্পশক্তিশালী দেবতারা বসতি স্থাপন করেন, সেইখানে বসতি-নির্ম্মাণের জন্য তাহারা অল্পশক্তি রাজা ও তাহাদের অমাত্যদের মন নিয়ন্ত্রিত করেন। আনন্দ, যতদূর আর্য্যদের বসতি বিস্তৃত এবং যতদূর তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে, ততদূরের মধ্যে পাটলিপুত্র, যেখানে বীজাধার

ভাঙ্গা হইয়াছে, অগ্রনগর হইবে। কিন্তু, আনন্দ, পাটলিপুত্রের তিনটি অন্তরায় হইবে, অগ্নি হইতে, জলপ্লাবন হইতে ও অন্তর্বিবাদ হইতে।"

[বি, ১, ২২৮]

গ। অর্হন্ত

(গাথা) উপশান্ত (যে শান্তি পাইয়াছে) তাহাকেই বলি যে কামগুলি উপেক্ষা করে। তাহার গ্রন্থি থাকে না,—সে সকল আসক্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

যাহার পুত্র নাই, গোধন নাই, ক্ষেত নাই, সম্পত্তি নাই, কি আত্মসাৎ করিতে হইবে, কি ছাড়িয়া দিতে হইবে,— এ সব তাহার উপলব্ধি হয় না।

গৃধ্নুতাহীন, মাৎসর্য্যহীন হইয়া সেই মুনি কাহাকেও উচ্চ, সমান বা নীচ বলে না। সে সংসারের জাল বোনে না। যাহার পৃথিবীতে কিছু নাই, কিন্তু নাই বলিয়া শোক করে না, নানা দৃষ্টির পথে যায় না, তাহাকেই শান্ত বলা হয়।

[সূ, ৮৫৭-৮৫৮, ৮৬০-৮৬১]

ভিক্ষুগণ, যদি কাহারও রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যক্ত না হইয়া থাকে, তাহাকে বলা হয় সে মারের বন্দী, তাহার উপর মারের জাল ফেলা হইয়াছে ; এবং পাপমতি মারের যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপই তাহার প্রতি করা হইবে। ভিক্ষুগণ, যাহার রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিত্যক্ত হইয়াছে, সে মারের বন্দী নয়, মারের জাল সে কাটাইয়াছে। পাপমতি মারের যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ তাহার প্রতি করা হইবে না।

(গাথা) যাহার রাগ, দ্বেষ ও অবিদ্যা বর্জ্জিত হইয়াছে,

তাঁহাকে একজন ভাবিতাত্ম, ব্রহ্মভূত, তথাগত, বুদ্ধ, ভয়াতীত, সর্ব্বত্যাগী বলা হয়।

[ই, ৫৬-৫৭]

(গাথা) যাহার গতি দেবতারা, মানুষেরা, গন্ধর্ব্বেরা জানিতে পারে না, সেই অর্হন্ত, যাহার আসবগুলি ক্ষয় হইয়াছে,—তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

[সূ, ৬৪৪]

যে ভিক্ষুরা অর্হৎ, আসবগুলি যাহাদেব ক্ষয় হইয়াছে, মহৎভাবে যাহারা জীবন যাপন করিয়াছে,—সকল করণীয় যাহাদের কৃত হইয়াছে, কর্ত্তব্যভার নামাইয়াছে, সদুদ্দেশ্য লাভ করিয়াছে, ভবের (জীবনের) সহিত সংযোজনগুলি সব মিটাইয়া দিয়াছে এবং সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা বিমুক্তি লাভ করিয়াছে—তাহাদের গতিপথ প্রকাশ করা যায় না।

[ম, ১, ১৪১]

(গাথা) হে উপশিব, যেমন বায়ুবেগে ক্ষিপ্ত হইয়া আগুন অবসানের দিকে ছুটিয়া যায়—কতদিকে যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই—মুনিও সেইরকম নাম ও কায় হইতে মুক্ত হইয়া উদ্দেশ্যের দিকে ছুটিয়া যায়, কতভাবে তাহা মাপ করা যায় না।

উপশিব, একথা জানিও, যে উদ্দেশ্যে পৌঁছিয়াছে, তাহাকে পরিমাপ করিবার কোনও মাপ নাই যাহা দ্বারা বলা চলে এই তাহার মাপ। এরূপ মাপ তাহার নয়। যখন সকল ধর্ম্ম (ব্যক্তিত্বের উপাদান) সরিয়া যায়, তখন বাক্যপথ হইতেও তাহারা সরিয়া যায়।

[সূ, ১০৭৪, ১০৭৬]

(গাথা) সেই অর্হতেরা সুখী যাঁহাদেব কোনও তৃষ্ণা থাকে না, যাঁহাদের অহংভাব সমুচ্ছিন্ন, মোহজাল বিনষ্ট, তাঁহারা আকাঙ্ক্ষার অন্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্ত অনাবিল। তাঁহাবা দোষশূন্য ও অনাসব হইয়া ব্রহ্মভূত হইয়াছেন। তাঁহারা সিংহনাদ করেন···এই লোকে তাঁহারা বুদ্ধ, অনুত্তর।

[সং, ৩, ৮৩-৮৪]

যে নিজেকে কষ্ট দেয় না, অপবকেও কষ্ট দেয় না, সে এই জীবনেই নিষ্ক্রিয় হইয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়, এবং শান্তশীতল হইয়া, সুখানুভূতি পাইয়া ব্রহ্মভূত আত্মাব সহিত বিহাব কবে।

[অং, ২, ২০৬]

(গাথা) গহ্বরেব মধ্য দিয়া কি পাহাড়েব ফাটলের মধ্য দিয়া নদীর যে প্রবাহ চলে তাহা হইতে এই শিক্ষালাভ কব যে যখন নদী পুষ্করিণীব মতন থাকে, তখন খুব শব্দ করে, মহাজলরাশি হইলে নীবব হয়। যাহা খালি তাহাতেই শব্দ হয়, যাহা পূর্ণ তাহা নিঃশব্দ। মূর্খ অর্দ্ধেক ভবা কুম্ভেব মত, পণ্ডিত পূর্ণ হ্রদের মত। শ্রমণ যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বহু কথা বলে, সে নিজে জ্ঞাত হইয়াই ধর্ম্মদেশনা করে, জানিয়াই সে বহু কথা বলে। যে জানে কিন্তু সংযত, সে অনেক কথা বলে না। যে মুনি— মৌন তাহারই উপযুক্ত ; যে মুনি, সে মৌনেই স্থিত।

[সু, ৭২০-৭২৩]

অধ্যায় ৩—ধর্ম্মশিক্ষা পদ্ধতি

ক। শিক্ষাদান ও শিক্ষায় উন্নতি

(গাথা) উত্থিত হও (আলস্য হইতে) ; সমাসীন হও (ধ্যানে)। স্বপ্নে তোমাদের কি লাভ হইবে ? আতুরদের শেলবিদ্ধদের নিদ্রায় রতি হয় কি ? উত্থিত হও ; সমাসীন হও। শান্তির জন্য শীঘ্র শিক্ষালাভ কর। মৃত্যু রাজা যেন তোমাদের প্রমাদ জানিয়া তাহার মোহ দিয়া তোমাদের বশে না আনিতে পারে। যে উদ্দেশ্যগুলির জন্য দেবতারা ও মানুষেরা আবদ্ধ থাকে, সেই আসক্তি পার হইয়া যাও। ক্ষণমাত্র যাইতে দিও না। সেই ক্ষণ ছাড়াইয়া গেলে শোচনা হইবে, নিরয়ে যাইতে হইবে। প্রমাদ রজঃস্বরূপ—প্রমাদপরায়ণতা রজঃ-স্বরূপ। অপ্রমাদের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা নিজের শৈল্য নিষ্কাশন কর।

[সূ, ৩৩১-৩৩৪]

(গাথা) 'তবে তোমাদের শ্রম করিতে হইবে'—ভগবান্ সেই ধোপাকে এই কথা বলিলেন। তোমাদেরই সমৃদ্ধ হইতে হইতে স্মৃতিমান্ হইতে হইবে। এইখানে ঘোষণাগুলি শুনিয়া নিজেদের নির্ব্বাণ (নির্ব্বাণের পন্থা) শিক্ষা কর।

[সূ, ১০৬২]

(গাথা) হে উপশিব, আকিঞ্চন্য (আমার কিছুই নয়, এই ভাব) উপলব্ধি করিয়া, 'কিছু নাই' এই ধারণা আশ্রয় করিয়া (সংসারের) প্লাবন উত্তীর্ণ হও। কাম পরিত্যাগ করিয়া,

কথা হইতে বিরত হইয়া দিবারাত্র তৃষ্ণা ক্ষয় হইতে দেখ। হে উপশিব, সকল কামে বীতরাগ হইয়া আকিঞ্চন্য আশ্রয় করিয়া, 'এই আমি, এই অন্য' এই ভাব ত্যাগ করিয়া সংজ্ঞাতীত পরম বিমুক্তিতে থাকিবে—যেখান হইতে আর সরিতে হইবে না।

[সূ, ১০৭০, ১০৭২]

(গাথা) শ্রদ্ধা বীজ, তপ বৃষ্টি, প্রজ্ঞা জোয়াল ও লাঙ্গল, হ্রী লাঙ্গলের ডাঁট, মন বাঁধন-দড়ি, স্মৃতি লাঙ্গলের ফাল ও পাচনি। কায়ে ও বাক্যে সুরক্ষিত, আহারে সংযত হইয়া আমি সত্যকে নিড়াই (অর্থাৎ তাহাতে যে আবর্জ্জনা থাকে তাহা পরিষ্কার করি)। আমার মোচন তৃপ্তিকর। বীর্য্য আমার জোয়ালবদ্ধ পশু, তাহা আমাকে যোগক্ষেমে লইয়া যায়। ইহা চলিতেই থাকে, পিছনে ফেরে না ;—সেইখানে চলে যেখানে কোনও অনুশোচনা নাই। এই ভাবে ইহ কৃষিকর্ম্ম হয় এবং তাহা হইতে ফল হয় অমৃত। যে এই কৃষিকর্ম্ম করিয়াছে, সে সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্ত হয়।

[সূ, ৭৭-৮০]

ভিক্ষুগণ, আমি স্থিতির অবস্থাকে প্রশংসা করি না—বিশেষতঃ কুশলধর্ম্মে (স্থিতিশীলতা হেতু) ক্ষীয়মাণ হইয়া যাওয়া। ভিক্ষুগণ, এই কথাটি তোমরা অবশ্য বুঝিও যে আমি কুশলধর্ম্মে স্থিতির অবস্থা বা ক্ষয়প্রাপ্তির প্রশংসা করি না। কুশল ধর্ম্মে স্থিতি বা বৃদ্ধির অভাবে এই হানি কিরূপে হয় ?

ধর, একজন ভিক্ষু শ্রদ্ধার সহিত শীলে, শ্রুতিতে, ত্যাগে, প্রজ্ঞায়, উপস্থিত-বাক্‌পটুতায় যত্নশীল—কিন্তু তাহার এই ধর্ম্মগুলি স্থিতিশীলও

হয় না, বৃদ্ধিও পায় না। ইহাকেই আমি বলি কুশলধর্ম্মে স্থিতি ও বৃদ্ধির অভাব।

কিভাবে কুশলধর্ম্মে স্থিতি হয়, কিন্তু ক্ষয় বৃদ্ধি হয় না? ধর, একজন ভিক্ষু যে শীল, শ্রুতি ইত্যাদিতে যত্নশীল হয়, তাহার সেই ধর্ম্ম-গুলির ক্ষয়ও হয় না, বৃদ্ধিও হয় না; ইহাকে আমি কুশলধর্ম্মে স্থিতি বলি: ইহা ক্ষয়ও নয়, বৃদ্ধিও নয়। এইভাবে কুশলধর্ম্মে ক্ষয় বা বৃদ্ধি না হইয়া (কেবলমাত্র) স্থিতি হইতে পারে।

কিভাবে, ভিক্ষুগণ, কুশলধর্ম্মে স্থিতি বা ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধি হইতে পারে? ধর, একজন ভিক্ষু, শ্রদ্ধার সহিত শীলে, শ্রুতি ইত্যাদিতে যত্নবান্ হয়, ধর এই ধর্ম্মগুলি স্থিতিশীল বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না;—ইহাকেই আমি কল্যাণধর্ম্মে বৃদ্ধি বলি,—এই স্থিতিশীল না হওয়া বা ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়া। এইভাবে, ভিক্ষুগণ, কুশলধর্ম্মে বৃদ্ধি আছে স্থিতি বা ক্ষয় ব্যতিরেকে।

[অং, ৫, ৯৬]

একথা আমি বলিতেছি না, ব্রাহ্মণ, যে সকল বিষয়েরই পরিচর্য্যা করিতে হইবে; ইহাও বলিতেছি না যে কোনও বিষয়েই করিতে হইবে না। যদি কোনও বিষয়ের পরিচর্য্যা করায় শ্রদ্ধার বৃদ্ধি হয়, শীলের বৃদ্ধি হয়, শ্রুতির (শিক্ষার) বৃদ্ধি হয়, ত্যাগের বৃদ্ধি হয়, প্রজ্ঞার বৃদ্ধি হয়,—তাহা হইলে, আমি বলি, যে তাহারই পরিচর্য্যা করা উচিত।

[ম, ২, ১৮০]

ভিক্ষুগণ, পঞ্চবৃদ্ধিতে বর্দ্ধমান আর্য্যশ্রাবিকা আর্য্যবৃদ্ধিতে বর্দ্ধিত হয়, সার গ্রহণ করিতে পারে ও শ্রেষ্ঠতরকে গ্রহণ করিতে পারে, এই পাঁচটি কি কি? সে শ্রদ্ধায় বাড়ে, শীলে বাড়ে, শ্রুতিতে বাড়ে, ত্যাগে বাড়ে ও প্রজ্ঞায় বাড়ে।

(গাথা) যে এই সংসারে শ্রদ্ধায়, শীলে, ত্যাগ ও শ্রুতি উভয়ে বাড়ে, তাদৃশী শীলবতী উপাসিকা এই সংসারেই আত্মার সার লাভ করে।

[সং, ৪, ২৫০]

যাবৎকাল ভিক্ষুরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন থাকিবে, তাহাদেব বৃদ্ধিই আশা করা যায়,—ক্ষয় নয়; যাবৎকাল ভিক্ষুবা হ্রীমান্ হইয়া থাকে, তেজস্বী, বহুশ্রুত, আরব্ধ-বীর্য্য, স্মৃতিমান্ ও প্রজ্ঞাবান্ হইয়া থাকে, ততকাল তাহাদের বৃদ্ধিই আশা করা যায়,—ক্ষয় নহে।

[অং, ৪, ২৩]

যাবৎকাল ভিক্ষুবা অনিত্য সংজ্ঞাকে ভাবনাগত করিবে, তাহাদের বৃদ্ধিই আশা করা যায়,—ক্ষয় নয়। যাবৎকাল ভিক্ষুবা অনাত্ম-সংজ্ঞাকে ভাবনাগত করিতে পারিবে, তাহাদের বৃদ্ধিই আশা করা যায়, ক্ষয় নয়। যাবৎকাল ভিক্ষুবা অশুভ-সংজ্ঞা, আদীন (ভয়)-সংজ্ঞা, প্রহান (বর্জ্জন), বৈরাগ্য-সংজ্ঞা ও নিরোধ সংজ্ঞা ভাবনাগত করিতে পারিবে, ততকাল তাহাদের বৃদ্ধিই আশা করা যায়,—ক্ষয় নয়।

[অং, ৪, ২৪]

রাজকুমার, চেষ্টার (ধর্ম্মলাভের জন্য চেষ্টার) এই পাঁচটি অঙ্গ। এই পাঁচটি কি কি? সেগুলি এই,—ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান্ হইবে, তথাগতের বোধিতে বিশ্বাসী হইবে, এই ভাবিয়া যে ভগবান্ অর্হৎ, সম্যক্-সম্বুদ্ধ, বিদ্যা আচার সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, পুরুষদমনে অদ্বিতীয় সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান্। এইরূপ ভিক্ষুর ব্যাধি অল্প, অসুস্থতা অল্প, তাহার (খাদ্য) পরিপাকশক্তি সমপ্রকারের,—নাতিশীত, নাতি-উচ্চ, মধ্যমপ্রকারের যাহা তাহাকে চেষ্টাঃক্ষম রাখে। সে অসৎ হয় না, অমায়াবী (অর্থাৎ যে অন্যকে ঠকায় না) হয়। সে শিক্ষকের

কাছে বা বিজ্ঞের কাছে বা সব্রহ্মচারীর কাছে নিজকে যথাযথভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে। সে আরব্ধবীর্য্য হইয়া বিহার করে,—অকুশল ধর্ম্মগুলি বর্জ্জন করিবার জন্য, কুশলধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য। সে দৃঢ়, দৃঢ়-চেষ্ট, কুশলধর্ম্মে অধ্যবসায়ী। সে (ক্রমে) প্রজ্ঞাবান্ হয়,—যে আর্য্যপ্রজ্ঞা সকল বস্তুর উদ্ভবের অর্থ বিচার করিতে পারে এবং সম্যক্ দুঃখক্ষয়ের পথে লইয়া যায়—সেইরূপ প্রজ্ঞা-সমন্বিত হয়। হে রাজকুমার, এই পাঁচটি (ধর্ম্ম-) চেষ্টার অঙ্গ। এই পাঁচটি সমন্বিত হইয়া ভিক্ষু তথাগতকে নায়ক পাইয়া এবং নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই ব্রহ্মচর্য্যের সমাপ্তির উপলব্ধি করিয়া তাহার দিকে যাইতে পারে, যে ব্রহ্মচর্য্যের জন্য কুলপুত্রেরা আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হয়।

[ম, ২, ৯৫, ১২৮]

ভিক্ষুগণ, তথাগত ··· ব্রহ্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন এই বলিয়া :—'এইরূপ; এইভাবে ইহার উদয়, এইভাবে অস্তগমন। এই বেদনা (ইত্যাদি)···, এই সংজ্ঞা (ইত্যাদি)···, এই সংস্কার (ইত্যাদি)···, এই বিজ্ঞান (ইত্যাদি)···, এইভাবে ইহার উদয়, এইভাবে অস্তগমন। ইহা হইলে উহা হয়; ইহার উদয় হইলে, উহার উদয় হয়। যদি ইহা না হয়, উহা হইতে পারে না। ইহার নিরোধ করিলে, উহার নিরোধ হয়। অর্থাৎ সংস্কার জন্মে অবিদ্যা হইতে, বিজ্ঞান জন্মে সংস্কার হইতে, অহংজ্ঞান জন্মে বিজ্ঞান হইতে, ছয়টি আয়তন জন্মে অহং-জ্ঞান হইতে··· (ইত্যাদি) এইভাবে এই সমগ্র দুঃখ-খণ্ডের উদয় হয়। এই সকলের নিরোধে তাহা অস্তগত হয়।'

ভিক্ষুগণ, ধর্ম্ম আমাদ্বারা সুব্যাখ্যাত হওয়ায়, স্পষ্টীকৃত, প্রকাশিত,

ছিন্ন-পট্টি (আবরণমুক্ত) হওয়ায়, এখন ইহাই যথেষ্ট যে, যে কুলপুত্রেরা শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজিত হইয়াছে তাহারা তাহাদের বীর্য্য আরম্ভ করুক (অর্থাৎ ধর্ম্মসাধনায় সচেষ্টভাবে আরব্ধ হউক), এই মনে রাখিয়া যে, 'ইহা আমার কাম্য : আমার দেহে ত্বক্, পেশী ও অস্থি মাত্র অবশিষ্ট থাকুক, রক্তমাংস শুকাইয়া যাউক, যদি পৌরুষের দ্বারা, পুরুষবীর্য্যের দ্বারা, পুরুষ পরাক্রমের দ্বারা যাহা প্রাপ্তব্য কিন্তু যাহা এখনও আমি পাই নাই, তাহার জন্য আমার বীর্য্যের সংস্থান হয়'।

ভিক্ষুগণ, নিষ্কর্ম্মা লোক দুঃখেই থাকে,—পাপ ও অকুশল ধর্ম্মে জড়িত হইয়া,—সে মহৎ ও শুভ উদ্দেশ্য ছাড়িয়া দেয়। যে সচেষ্ট, সে সুখে থাকে, পাপ ও অকুশল ধর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এবং সেই মহৎ ও শুভ উদ্দেশ্য পরিপূরণ করে। ভিক্ষুগণ, হীনের দ্বারা অগ্রের প্রাপ্তি হয় না ; যাহা উচ্চ তাহাদ্বারাই অগ্রের প্রাপ্তি হয়। সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় এই ব্রহ্মচর্য্য। শাস্তা তোমাদের সম্মুখীভূত। সেই হেতু তোমরা সেই অপ্রাপ্তকে পাইবার জন্য, সেই অনধিগতকে অধিগত করার জন্য, যে সত্য হৃদ্‌বোধ হয় নাই, তাহাকে লাভ করার জন্য আবদ্ধ-বীর্য্য হও। এই ভাবেই তোমাদের প্রব্রজ্যা নিষ্ফল না হইয়া সফল হইবে, বৃদ্ধি লাভ করিবে।

[সং ২, ২৭-২৯]

ভিক্ষুগণ, ধর্ম্মের দুইটি বিষয় আমি উপলব্ধি করিয়াছি,—কুশল অবস্থায় অসন্তুষ্টি ও সংগ্রামে অপ্রতিহত হওয়া।

ভিক্ষুগণ, প্রতিহত না হইয়া আমি এই ভাবিয়া সংগ্রাম করিয়া যাই যে যদি আমার এমন কোনও বীর্য্যের সংস্থান হয় যাহাতে পৌরুষশক্তি দ্বারা, পৌরুষ বীর্য্যের দ্বারা, পৌরুষ পরাক্রমের দ্বারা যাহা অপ্রাপ্তব্য তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি, তবে ইহাতেও আমি সুখী হইব যে আমার

ত্বক্‌, পেশী ও অস্থিমাত্র অবশিষ্ট থাকুক,—রক্তমাংস আমার শরীর হইতে শুকাইয়া যাউক।

ভিক্ষুগণ, ইহা হইতেই আমার অপ্রমাদ বোধি ও অপ্রমাদ যোগক্ষেম লাভ হইয়াছে।

ভিক্ষুগণ, তোমরাও অপ্রতিহত হইয়া সংগ্রাম করিয়া যাও, নিজেদের এই বলিয়া যে, যদি আমার এমন কোনও···(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)··· শুকাইয়া যাউক। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ, তোমরাও তোমাদের সেই ব্রহ্মচর্য্য যাহার জন্য কুলপুত্রেরা আগার হইতে অনাগারে যায়, তাহার গন্তব্য অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করিয়াও সত্য বলিয়া জানিয়া, তাহাতেই অচিরে বিহার করিবে।

সেই জন্যই, ভিক্ষুগণ, এ বিষয়ে এইভাবে শিক্ষাগ্রহণ করিবে :

আমরা অপ্রতিহত হইয়া চেষ্টারত রহিব,—ইহা মনে রাখিয়া যে, যদি আমার কোনও বীর্য্যের সংস্থান হয়, যাহাতে পৌরুষ-শক্তি দ্বারা, পৌরুষ-বীর্য্যের দ্বারা, পৌরুষ-পরাক্রমের দ্বারা যাহা অপ্রাপ্তব্য, তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি, তবে আমি ইহাতেও সুখী হইব যে আমার ত্বক্‌, পেশী ও অস্থিমাত্র অবশিষ্ট থাকুক,—রক্তমাংস আমার শরীর হইতে শুকাইয়া যাউক। [অং, ১, ৫০]

"কেশী, এখন তুমি হইয়াছ একজন অশ্ব-দমন সারথি (অর্থাৎ যে ঘোড়াকে ঠিকভাবে দৌড়াইতে শিখায়)। তুমি কি করিয়া অশ্ব-দমন কার্য্য নির্ব্বাহ কর ?"

"কখনও মৃদুভাবে, কখনও কঠিনভাবে ; কখনও মৃদুতা ও কাঠিন্য উভয় দ্বারাই।"

"যদি ইহার কোনও উপায়ই কার্য্যকর না হয়, তবে তুমি তাহাকে (অশ্বকে) কি কর ?"

"আমি তাহাকে হনন করি। কি কারণে?—যাহাতে আমার আচার্য্যকুলের (অর্থাৎ যাহার নিকট হইতে আমি এই বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি তাহার বংশের) কোনও অখ্যাতি না হয়। কিন্তু, ভগবান্, আপনি তো একজন অদ্বিতীয় পুরুষ-দমন সারথি। আপনার পুরুষ-দমন কার্য্য কি প্রকারে হয়"?

"মৃদুতা দ্বারা বা কাঠিন্য দ্বাবা এবং মৃদুতা ও কাঠিন্য উভয় দ্বারাও।

মৃদুতা দ্বারা এইরূপ: ইহা শরীরের পক্ষে সুচরিত এবং ইহা তাহার ফল; ইহা বাক্যে সুচরিত, এবং ইহা তাহার ফল: ইহা মনের পক্ষে সুচরিত ও ইহা তাহার ফল; এইরূপ দেবতারা, এইরূপ মানুষেরা।

কাঠিন্য দ্বারা এইরূপ: ইহা শরীবের পক্ষে দুশ্চরিত এবং ইহা তাহার ফল; ইহা বাক্যে দুশ্চরিত, ইহা তাহার ফল; ইহা মনে দুশ্চরিত, ইহা তাহার ফল (ইত্যাদি); এইরূপ দেবতাবা, এইরূপ মানুষেরা। নিরয় এই—তির্য্যক্‌যোনিতে জন্ম এই—প্রেতলোক এই।"

"কিন্তু যদি এই পুরুষ-দমন মৃদুতা বা কাঠিন্যের দ্বারা সাধিত না হয়। তখন ভগবান্ তাহার প্রতি কি করেন"?

"কেশি, তখন আমি তাহাকে হনন করি"।

"কিন্তু প্রাণি-হানি তো ভগবানের ইপ্সিত নয়। সুতবাং 'আমি তাহাকে হনন করি' একথা ভগবান্ কেন বলিলেন"?

"সত্য বটে যে প্রাণহানি করা তথাগতের ইপ্সিত নয়। কিন্তু যদি মৃদুতায় বা কাঠিন্যে এই পুরুষ-দমনের কার্য্য সাধিত না হয়, তথাগত মনে করেন যে সেই পুরুষের সহিত কথা বলা বা তাহাকে অনুশাসন দেওয়া উচিত নয় এবং বিজ্ঞ ব্রহ্মচারীরাও এরূপই মনে করেন। আর্য্যচিনয়ে ইহাই বধ। তখনই ইহা ঘটে যখন তথাগত এবং বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীরা এই মনে করেন যে তাহার (ঐরূপ পুরুষের)

সহিত কথা বলা হইবে না ও তাহাকে কোনও অনুশাসন দেওয়া হইবে না।”

[অং, ২, ১১২-১১৩]

ভিক্ষুগণ, আমি এই কথা বলিতেছি না যে এই চরমজ্ঞান ঝটিতি আসে। তথাপি আনুপূর্ব্বিক পথে, ক্রমান্বয় শিক্ষাদ্বারা, ক্রমান্বয় যৎ-কর্ত্তব্য করণের দ্বারা, ইহা আসিয়া থাকে—ইহা ক্রমিক পথ। এইরূপ ভাবে কেহ শ্রদ্ধাপন্ন হইয়া অগ্রসব হয়, সান্নিধ্যে আসে, সান্নিধ্যে আসিয়া কান দেয়, ধর্ম্মবিষয় শোনে, শুনিয়া ধারণ কবে, ধারণ করিয়া তাহার অর্থ পবীক্ষা করে এবং ধর্ম্মকথায় আনন্দ পায়। ইহা হইতে তাহাব (ধর্ম্মে) মতি হয়, তাহা হইতে উৎসাহ হয় এবং উৎসাহিত হইয়া তাহা তুলনা করিয়া দেখে এবং তৎপর তাহাতে সচেষ্ট হয়। কায়াদ্বারা সচেষ্ট হইয়া সে সেই পরম সত্য উপলব্ধি করে এবং প্রজ্ঞা-দ্বাবা ভেদ করিয়া তাহা দেখিতে পায়।

আমি তোমাদের কাছে চারটি পদ সমন্বিত একটি ব্যাখ্যা দিব। তাহার অর্থ তোমরা বুঝিয়া লইবে। যে শিক্ষক পার্থিব জিনিষে লোভী, পার্থিব জিনিষের উত্তরাধিকারী ও পার্থিব জিনিষেই সংসক্ত,—তাহার সহিতও এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডা করা ঠিক নয় যে ‘যাহা আমাদের (শিষ্যদের) অভিপ্রায় আমরা তাহাই করিব, অভিপ্রায় না হইলে করিব না’। কিন্তু যে তথাগত সকল পার্থিব জিনিষে অনাসক্ত হইয়া বিহার করেন, তাঁহার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ? ভিক্ষুগণ, যে শ্রাবক শাস্তাকে শ্রদ্ধা করে ও তাঁহার শাসনে নিষ্ঠাবান্, তাহার এই ধারণা ধর্ম্মানুসরণের পথস্বরূপ হয়: ‘শাস্তা ভগবান্; আমি শ্রাবকমাত্র; ভগবান্ জানেন, আমি জানি না।’ এইরূপ শ্রাবকের কাছে শাস্তার শাসন তাহার উন্নতিবিধায়ক, ওজঃ-বর্দ্ধক। এইরূপ শ্রদ্ধাবান্ শ্রাবকের

কাছে এই ভাবনা ধর্ম্মানুকরণের পথস্বরূপ: 'আমার ত্বক্ পেশী ও অস্থিমাত্র অবশিষ্ট থাকুক এবং শরীরের রক্ত-মাংস শুকাইয়া যাউক্, যদি তাহাতে আমার এমন দৃঢ়তা ও বীর্য্যের সংস্থান হয় যাহা দ্বারা আমি এখনও যাহা পাই নাই, সেই পুরুষ-শক্তি, পুরুষবীর্য্য, পুরুষ-পরাক্রম দ্বারা তাহা পাইতে পারি'।

[ম, ১, ৪৭৯-৪৮১]

পুনশ্চ তুমি, মহানাম, এইভাবে দেবতাদের স্মরণ করিবে। চতুর্মহা-রাজিক (Four Great Regents) দেবতারা আছেন, তুষিত দেবতারা আছেন, নির্ম্মাণ রত দেবতারা আছেন, অন্যের নির্মাণ যাহাদের বশবর্ত্তী এমন দেবতারা আছেন, ব্রহ্মের অনুচর দেবতারা আছেন এবং এ সকলের পরেও দেবতারা আছেন। যেরূপ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া সেই দেবতারা এখান (মর্ত্ত্য) হইতে চ্যুত হইয়া সেখানে (স্বর্গে) উৎপন্ন হইয়াছে, সেরূপ শ্রদ্ধা আমাতেও বিদ্যমান। আমাতেও সেইরূপ শীল··· শ্রুতি··· ত্যাগ··· শ্রদ্ধা ·· প্রজ্ঞা বিদ্যমান যাহা অর্জন করিয়া দেবতারা এখান হইতে চ্যুত হইয়া সেখানে উৎপন্ন হইয়াছে। হে মহানাম, যে কোনও সময়ে আর্য্যশ্রাবক তাহার নিজের বা সেই দেবতাদের শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞা স্মরণ করে, তাহার চিত্ত তখন রাগ বা দ্বেষ বা মোহদ্বারা অভিভূত হয় না। সে সময়ে তাহার চিত্ত ঋজু হয় দেবতাদের দিকে। যখন তাহার চিত্ত ঋজু হয় তখন সেই আর্য্যশ্রাবক লক্ষ্যের দিকে উৎসাহিত হয়, ধর্ম্মের জন্য উৎসাহিত হয়, ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত যে প্রমোদিতা (আনন্দ) আছে তাহা লাভ করে। যে এরূপ প্রমোদিত হয়, তাহার প্রীতি জন্মে—প্রীতিমানের দেহ শান্ত হয়—দেহ শান্ত হইলে সুখ-অনুভব হয়, সুখীদের চিত্ত সমাহিত হয়। হে মহানাম, ইহাকেই আর্য্যশ্রাবক বলা

যায় যে বি-সমপথগামী লোকদের মধ্যে সমপ্রাপ্ত হইয়া বিহার করে, যে বিদ্বেষাপন্ন লোকদের মধ্যে দ্বেষশূন্য হইয়া বিহার করে, যে ধর্মস্রোতে পৌঁছিয়া দেবতাদের স্মৃতি ভাবিত করে। [অং, ৫, ৩৩১-৩৩২]

সারিপুত্র, এখানে বহু শম-চিত দেবতারা আমার কাছে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে অভিবাদন করিয়া এক কোণে বসিলেন। এইভাবে বসিয়া তাঁহারা আমাকে এই বলিলেন :

"ভগবন্, এই সারিপুত্র মৃগারমাতার প্রাসাদের পূর্ব্বদিকের আবাসে ভিক্ষুদের আত্মগত ও বাহ্যবন্ধন সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেছেন। সকলেই হর্ষান্বিত। যেখানে সারিপুত্র, সেখানে যদি ভগবান্ অনুকম্পাপূর্ব্বক যান্ তবে তাহা সাধু হইবে।" তৎপর, সারিপুত্র, এই দেবতারা (দলে দলে) দশ হইয়া, বিশ হইয়া, ত্রিশ হইয়া, চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট্ হইয়া ঠেলাঠেলি না করিয়া তুরপুনের অগ্র রাখিবার মত স্থানমাত্র লইলেন। সারিপুত্র, হইতে পারে যে তুমি ভাবিতেছ যে, সেই দেবতাদের চিত্ত এমনভাবে ভাবিত হইয়াছে যে তাহারা দশ হইয়া, বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট্ হইয়া ঠেলাঠেলি না করিয়া তুরপুনের অগ্র রাখিবার স্থান গ্রহণ করিতে পারে।

সুতরাং সারিপুত্র, তোমাদের এইভাবে শিক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি শান্ত হইবে, আমাদের মন শান্ত হইবে। এই ভাবেই তোমরা শিক্ষিত হইবে। কারণ যদি তোমাদের ইন্দ্রিয়গুলি শান্ত থাকে, তোমাদের কায়-কর্ম্মও শান্ত হইবে,—শান্ত হইবে তোমাদের বাক্য-কর্ম্ম ও মনঃকর্ম্ম। মনে হইবে : 'সব্রহ্মচারীদের আমরা ইহা উপহার দিতেছি। এই ভাবেই শিক্ষা করা উচিত। অন্য সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকেরা যাহারা এই ধর্ম্মপর্য্যায় শোনে নাই, তাহারা নাশ পাইবে।

[অং, ১, ৬৫]

আমি একথা বলিতেছি না যে প্রত্যেক ভিক্ষুর ছয়টি ইন্দ্রিয়গ্রামের সকল সংস্থায় (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করার ক্ষমতায়) অপ্রমাদেব সহিত কিছু করণীয় আছে। কিন্তু অপব পক্ষে এ কথাও বলিতেছি না যে ছয়টি ইন্দ্রিয়গ্রামেব সকল সংজ্ঞায় অপ্রমাদের সহিত করণীয় কিছু নাই। যাহাবা অর্হৎ হইয়াছে, তাহাদেব করণীয় করিয়াছে, যাহাদের আস্রবগুলিব ক্ষয় হইয়াছে, যাহারা সেই শুভ উদ্দেশ্য লাভ কবিয়াছে, যাহাদের জীবনের সহিত সংযোগ পরিক্ষীণ হইয়াছে, যাহারা সম্যক্ জ্ঞান লাভ কবিয়া বিমুক্ত হইয়াছে, তাহাদেব ছয়টি ইন্দ্রিয়গ্রামের সকল সংজ্ঞায় অপ্রমাদের সহিত কিছু কবণীয় নাই। কি হেতু আমি ইহা বলিতেছি ?

যেহেতু ইহাবা অপ্রমাদেব সহিত সকল করণীয় করিয়াছে এবং তাহাবা নিশ্চেষ্ট হইবে এই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যে সকল ভিক্ষু শিক্ষার-অধীন আছে তাহাদের সম্বন্ধে আমি বলি যে ছয়টি ইন্দ্রিয়গ্রামের অপ্রমাদের সহিত কিছু করণীয় আছে কারণ তাহারা অপ্রমত্তমনে সেই অনুত্তব যোগক্ষেম আকাঙ্ক্ষা করিয়া বিহার করিতেছে। কি হেতু আমি ইহা বলিতেছি? এই হেতু যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় কিছু রূপ,—মনোরম বা অমনোবম—প্রত্যক্ষ করায়। যদিও তাহারা পুনঃ পুনঃ চিত্ত স্পর্শ কবে, তবু চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিকার কবিয়া থাকিতে পারে না। কারণ চিত্তেব অব্যাহত চেষ্টা আবদ্ধ হয়, মোহহীন স্মৃতি উপস্থিত হয়, দেহ শান্ত থাকে, অশান্ত হয় না, চিত্ত সমাহিত ও একাগ্র হয়। অপ্রমাদের এই ফল দেখিয়াই আমি এই কথা বলি যে এই সকল (শিক্ষাধীন) ভিক্ষুদেব ছয়টি ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্বন্ধে অপ্রমাদের সহিত করণীয় কিছু আছে।

[সং, ৪, ১২৪-১২৫]

লোকেরা তোমাদের 'শ্রমণ' 'শ্রমণ' বলিয়াই ডাকে। এই নাম ও তাহাদের এই স্বীকৃতি যাহাতে যথার্থ হয় তাহা দেখিতে হইবে। তোমাদের প্রব্রজ্যা যেন বন্ধ্যা না হইয়া যায়, মহাফল যেন হয়। পূর্ব্ব-করণীয় ও উত্তর-করণীয় উভয়ই লিখিতে হইবে। 'যাহা করা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট, ইহার পর আর করণীয় নাই'—এই কথা ভাবিয়া তুষ্টি লাভ করিবে না। আমি এই কথা তোমাদের কাছে ঘোষণা করিতেছি, এই কথা জ্ঞাত করিতেছি যে যাবৎ তোমাদের উত্তর-করণীয় কিছু থাকিবে তাবৎ শ্রামণ্যের উদ্দেশ্য পরিহার করিবে না। উত্তর-করণীয় কি? প্রথমতঃ পরিশুদ্ধ ও সরল অন্তঃকরণের হইতে হইবে; পরে যথাক্রমে কার্য্যে, বাক্যে, মনে ও জীবনোপায়ে পরিশুদ্ধ হইতে হইবে। তারপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি রক্ষা করিতে হইবে, তাহাদের মাত্রাজ্ঞান রাখিতে হইবে; সদা-জাগ্রত থাকিতে হইবে; স্মৃতিমান্ ও সমপ্রজ্ঞান হইতে হইবে; ছয় প্রকারের প্রজ্ঞার অধিকারী হইতে হইবে। ইহার প্রত্যেকটিই পরম্পরায় উত্তর-করণীয়। যাবৎ কিছু উত্তর-করণীয় থাকিবে, তাবৎ তোমরা উদ্দেশ্য পরিহার করিবে না। কিন্তু যখন সকল করণীয় করা হইয়া যাইবে, তখন শ্রমণ বলিতে পারে যে ব্রহ্মচর্য্যে বাস সমাপ্ত হইয়াছে, যাহা করণীয় করা হইয়াছে।

[ম, ১, ২৭১]

পুনশ্চ তুমি নন্দিয়, দেবতাদের স্মরণ করিবে, এই মনে করিয়া যে 'এই দেবতারা যাহারা পার্থিব-খাদ্য-ভোজী দেবগণের সঙ্গ অতিক্রম করিয়া অন্যতর মনোময় কায়া পাইয়াছে,—যাহারা নিজেদের কৃত-কর্ম্ম বা তাহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতে পায় না,—নন্দিয়, এই দেবতারা তেমন একজন ভিক্ষুর মতন যে

ভিক্ষু সম্পূর্ণ বিমুক্ত হয় নাই এবং দেখিতেও পায় না যে তাহার কৃতকর্ম্ম বা তাহার বৃদ্ধি অপেক্ষাও আর কিছু তাহার করণীয় আছে। [অং, ৫, ৩৩৬]

নাম ও রূপ (noumenon and phenomenon) পরিজ্ঞাত হইলে আর্য্যশ্রাবকের পরে আর কিছু করণীয় থাকে না।

[সারিপুত্রকে প্রশ্ন করা হইল যে—ব্রহ্মের সহিত সমানপদ লাভের পন্থা কি? তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসুকে ব্রহ্ম-বিহারের চর্য্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। বুদ্ধ এ সম্বন্ধে এই বলিলেন :]

এই ব্রাহ্মণকে হীন ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত করিলে কেন, যেখানে আরও করণীয় আছে?

[ম, ২, ১৯৫-১৯৬]

নাম ও রূপের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান (consciousness)। এই নাম-রূপ-প্রত্যয়গত বিজ্ঞান নাম-রূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ধরিবে না; ইহা দীর্ঘকালব্যাপ্ত জন্ম-জরা-মরণ-দুঃখ-উদয়-সম্ভবে প্রতিপন্ন হয়।

(ইংরাজি অনুবাদে পাদটীকায় ইহার এই তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে—'অর্থাৎ এইরূপ নৈয়ায়িক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ কালব্যাপী বস্তুসমূহ সম্বন্ধেই খাটে,—অজাত, অজর, মৃত্যুরহিত বস্তু সম্বন্ধে নয়।)

[দী, ২, ৬৩]

(অর্হন্ত বা পরিণাম-প্রাপ্ত ব্যক্তির আদর্শ বর্ণনা)

সে এ কথা জানে যে আমার জন্ম শেষ হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, যাহা করণীয় তাহা করা হইয়াছে। ইহা হইতে অপর কিছু হইবার নাই। [বি, ১, ১৪]

ভিক্ষুগণ, যেমন এই জম্বুদ্বীপে রমণীয় আবাম, রমণীয় উপবন, বমণীয় ভূমি-খণ্ড ও রমণীয় জলাশয় অল্পমাত্রই আছে, কিন্তু বহুতর উঁচু-নীচু ভূমি, দুস্তর নদী, বৃক্ষকাণ্ড ও কণ্টকপূর্ণ জঙ্গল ও বিষম পর্ব্বত আছে;—সেইরূপ পুনবায় মনুষ্যজন্ম পাইবে এইরূপ সত্ত্বা অল্পই আছে,—যাহাবা মনুষ্যেতর জন্ম পাইবে তাহাবাই বহুতব। সেইরূপ আর্য্যের প্রজ্ঞা-চক্ষুসমন্বিত লোকেব সংখ্যা অল্পই, অবিদ্যা ও মোহের অধীন লোকই বহুতর। তাহাবাই অল্পসংখ্যক যাহাবা ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া (চিত্তে) ধারণ কবিয়াছে, লিখিত ধর্মেব অর্থ উপলব্ধি কবিয়াছে এবং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেব অর্থ উপলব্ধি করিয়া তদনুসাবে ক্রিয়ান্বিত হইয়াছে; যাহারা তাহা করে নাই, তাহারাই বহুতর। অল্পসংখ্যক লোকেরাই উদ্দেশ্যের রস, ধর্ম্মেব বস, বিমুক্তির বস পাইয়াছে; যাহারা পায় নাই তাহারাই বহুসংখ্যক।

সেইজন্য ভিক্ষুগণ, তোমাদের বলিতেছি যে, তোমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করিবে: "আমবা যেন উদ্দেশ্যেব রস, ধর্ম্মের রস, বিমুক্তির রস লাভ করিতে পারি।" ভিক্ষুগণ, ইহাই শিক্ষিতব্য।

[অং, ১, ৩৫ ৩৬]

ভিক্ষুগণ, এই ব্রহ্মচর্য্য পালন শিক্ষার উদ্দেশ্য অধিকতর প্রজ্ঞা, বিমুক্তির সার ও স্মৃতির উপব আধিপত্য লাভ।

কি কবিয়া শিক্ষালাভ হয?

ভিক্ষুগণ, এইজন্য আমি শ্রাবকদেব মধ্যে এই সদাচার বিষয়ক শিক্ষাব প্রবর্ত্তন করিয়াছি যে যাহারা প্রসাদ লাভ করে নাই তাহারা প্রসাদ লাভ করুক, প্রচুর প্রসাদ লাভ করুক। আমার এই প্রচারের ফলে সে-ই শ্রাবক হয় যে এই শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে,—অখণ্ড-ভাবে, অচ্ছিদ্রভাবে, অম্লানভাবে। এই ভাবে গ্রহণ করিয়া সে শিক্ষা-

পদগুলি শিক্ষা করিবে। পুনশ্চ ভিক্ষুগণ, আমি শ্রাবকদের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের আদিতে এই শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছি যাহাতে সর্ব্বভাবে সম্যক দুঃখক্ষয় হয়।

ভিক্ষুগণ, ইহাতে কি করিয়া অধিকতর প্রজ্ঞা লাভ হয়? ইহাতে (এই শিক্ষাপদগুলিতে) আমি যে সকল ধর্ম্মদেশনা করিয়াছি, তাহা সর্ব্বভাবে সম্যক্ দুঃখক্ষয়ের জন্য। যেহেতু আমি এই সকল ধর্ম্মদেশনা কবিয়াছি, সেইজন্য শ্রাবকগণ ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবে। ইহা দ্বারাই অধিকতর প্রজ্ঞা লাভ হয়।

কিভাবে ইহা বিমুক্তির সার হয়? ইহাতে আমি শ্রাবকদের জন্য যে সকল ধর্ম্মের দেশনা করিয়াছি, তাহা সর্ব্বভাবে সম্যক্ দুঃখক্ষয়ের জন্য। যেহেতু আমি এই সকল দেশনা করিয়াছি, সেইজন্যই এই ধর্ম্মগুলি বিমুক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট। এই প্রকারে ভিক্ষুগণ, ইহা বিমুক্তির সার।

কিভাবে স্মৃতির উপর আধিপত্য হয়? 'এই সদাচার বিষয়ক শিক্ষার যাহা অপূর্ণ আছে তাহা আমি সম্পূর্ণ করিব, অথবা আমি প্রজ্ঞাতে তাহা গ্রহণ করিব যাহাতে আত্মচিন্তাদ্বারা তাহা স্মৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়', কিম্বা 'যে ধর্ম্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদ্বারা দৃষ্ট হয় নাই, প্রজ্ঞাদ্বারা তাহা আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিব' অথবা 'আমি এইরূপ দৃষ্ট ধর্ম্ম প্রজ্ঞাতে গ্রহণ করিব'—এইসকল আত্মচিন্তায় স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে স্মৃতির উপর আধিপত্য হয়[১]।

[অং, ২, ২৪৩-২৪৪]

১ সত্তবোধ্যাঙ্গের একটি অঙ্গ। ইহা অনুবাদে 'স্মৃতি, মননকার্য্য-নিয়ন্ত্রণ বা disciplined thought বলা যাইতে পারে।

পাঁচটি অনাগত (অনাগত অবস্থা সম্বন্ধে) ভয় আছে যাহা সন্দর্শন করিয়াও কোনও স্থির-সঙ্কল্প, তেজস্বী, দৃঢ়-চিত্ত ভিক্ষু এমনভাবে বিহার করিতে পারে যাহাতে অপ্রাপ্তকে সে পায়, অনধিগতকে অধিগত করে, অনুপলব্ধ সত্যের উপলব্ধি করে। এই পাঁচটি কিরূপ ?

ভিক্ষুগণ, ধর কোনও আরণ্যক ভিক্ষু যদি এই শঙ্কা করে : "এখন আমি অরণ্যে একাকী বিহার করিতেছি। এই অরণ্য-বিহার কালে যদি কোনও সর্প আমাকে দংশন করে, অথবা কোনও বৃশ্চিক বা কোনও শতপদী জীব (চেলা ?), এবং তাহাতে যদি আমার কাল শেষ হয়, তবে ত ইহা আমার অন্তরায়। এস তবে, বীর্য্য প্রয়োগ করিব,—যদ্দারা অপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত হইতে পারি, অনধিগতকে অধিগত করিতে পারি"। এইটি প্রথম অনাগত ভয়।

পুনশ্চ, কোনও আরণ্যক ভিক্ষু যদি শঙ্কা করে : 'আমার পদস্খলন হইতে পারে কিম্বা আমি পড়িয়া যাইতে পারি। যে খাদ্য আমি খাইয়াছি, তাহাতে আমার অসুখ হইতে পারে ; পিত্ত কুপিত হইতে পারে ; শ্লেষ্মা কুপিত হইতে পারে ; বায়ু কুপিত হইতে পারে। তাহাতে যদি আমার কাল শেষ হয়, তবে তাহাতে অন্তরায়। এস তবে, বীর্য্য প্রয়োগ করিব—যদ্দারা......' ইত্যাদি। ইহা দ্বিতীয় অনাগত ভয়।

পুনশ্চ, যদি সে এই শঙ্কা করে, 'আমি অরণ্যে একাকী বিহার করিতে করিতে কোনও বন্য জন্তুর কাছে আসিয়া পড়িতে পারি,—সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতা, ভল্লুক বা তরক্ষ (hyena)। তাহারা যদি আমার প্রাণনাশ করে, তবে ত ইহা আমার অন্তরায়। এস তবে, বীর্য্য প্রয়োগ করি, যদ্দারা...উপলব্ধি করিতে পারি'। ইহা তৃতীয় অনাগত ভয়।

পুনশ্চ, যদি সে এই শঙ্কা করে : 'আমি এখন অরণ্যে

একাকী আছি। কোনও (দুষ্ট) লোকের সহিত দেখা হইতে পারে। সে যদি আমার প্রাণনাশ করে এবং তাহাতে যদি আমার কাল শেষ হয়, তবে ইহা আমাব অন্তরায়। এস তবে, বীর্য্য প্রয়োগ করিব যদ্দ্বারা…উপলব্ধি করিতে পারি'। ইহা চতুর্থ অনাগত ভয়।

পুনশ্চ, যদি সে এই শঙ্কা করে: 'আমি এই অরণ্যে এখন একক বিহার কবিতেছি। এই অবণ্যে অমানুষিক জন্তু থাকিতে পাবে, তাহারা আমার প্রাণনাশ করিতে পারে ও তাহাতে আমার কাল শেষ হইতে পারে। ইহা আমার অন্তরায়। এস তবে, বীর্য্য প্রয়োগ কবিব যদ্দ্বারা…উপলব্ধি করিতে পারি'। ইহা পঞ্চম অনাগত ভয়।

[অং, ৩, ১০০-১০২]

ভিক্ষুগণ, মৃত্যুচিন্তা ভাবিত হইলে, বহুলীকৃত হইলে, তাহা মহাফল হয়। তাহা মহোপকারী,—অমৃতে নিমজ্জিত করে, অমৃতে ইহার পর্য্যবসান। কিরূপে তাহা হয়?—ধর কোনও ভিক্ষু, যখন দিন গত হয় ও রাত্রি আরম্ভ হয়, তখন এই চিন্তা করে যে "আমার মবণের ত অনেক প্রকার সম্ভাবনা আছে। কোন সাপ বা বৃশ্চিক বা চ্যালা আমাকে দংশন করিতে পারে। যদি তাহাতে আমার মৃত্যু ঘটে, তাহা আমাব (আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনে) অন্তরায় হইবে। আমি পা পিছলাইয়া পড়িতে পারি; আমাব ভুক্ত খাদ্যে ব্যারাম হইতে পারে; পিত্ত কুপিত হইতে পারে; শ্লেষ্মা কুপিত হইতে পারে; শস্ত্রবৎ বায়ু আমাকে কুপিত করিতে পারে; অমানুষেরা আমাকে আক্রমণ করিতে পাবে; যদি আমি তাহার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হই, তবে তাহা আমার অন্তরায়"।

ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর এইরূপ চিন্তা কবা উচিত : "আমার মধ্যে এমন কি পাপজনক অকুশল ধর্ম্ম আছে যাহা আমি পরিত্যাগ করি নাই এবং আজ রাত্রিতেই আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে যাহা আমার অন্তরায় হইবে" ? ভিক্ষুগণ, ইহা বিবেচনা করিয়া সে যদি ইহা জ্ঞাত হয় যে তাহার মধ্যে এইসকল পাপ-ধর্ম্ম আছে, তাহা হইলে ইহা ত্যাগ করিবার জন্য তাহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, উৎসাহ, আয়াস করিতে হইবে, বিরুদ্ধতা না করিয়া এবং স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞান হইয়া। ভিক্ষুগণ, যদি তাহার কাপড়ে বা মাথায় আগুন লাগে, সে তাহা নিবাইবাব জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, উৎসাহ ও আয়াস করিবে। সেইরকম ভিক্ষুগণ, সকল পাপজনক অকুশল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য ভিক্ষুর তীব্র আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, আয়াস, সংগ্রাম করিতে হইবে, স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞান হইয়া।

পরন্তু যদি সেই ভিক্ষু বিবেচনা করিয়া জানিতে পারে যে তাহার মধ্যে এমন কোন পাপজনক অকুশল ধর্ম্ম নাই যাহা তাহাদ্বারা পরিত্যক্ত হয় নাই এবং আজ রাত্রিতেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহা তাহার অন্তরায় হইবে না, তবে সেই ভিক্ষু অহোরাত্রি কুশলধর্ম্মে শিক্ষালাভ করিতে করিতে প্রীতি-প্রমোদিত হইয়া থাকিতে পারে। ভিক্ষুগণ, মৃত্যুচিন্তা যখন ভাবিত হয়, বহুল হয়, তখন তাহা মহাফল, মহোপকারী হয়,—তাহা অমৃতে নিমজ্জিত করে, অমৃতে তাহার পর্য্যবসান।

[অং, ৪, ৩২০-৩২১]

হে ব্রাহ্মণ, মানুষের জীবন অল্প, যৎসামান্য, লঘু ও বহু দুঃখময়। তৃণের অগ্রভাগে শিশিরবিন্দুর মত,—যখন সূর্য্য ওঠে তখন শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া যায়, বেশীক্ষণ থাকে না। যখন দেবতারা বর্ষা আনেন,

তখনকার জলবুদ্বুদের মত, জলে দণ্ডরেখার মত, শীঘ্রই মিলাইয়া যায়, বেশীক্ষণ থাকে না। দূর পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত খরস্রোত নদী যাহা সকল ভাসাইয়া নেয়,—কোনও ক্ষণ, লয় বা মুহূর্ত্ত নাই যখন সে স্থির হয়,—সে চলে, আবর্ত্তিত হয়, বহমান্ হয়,—সেই নদীর প্রবাহের মত। অথবা বলিদানের গরুব মত যাহাকে প্রতি পদক্ষেপ মৃত্যুর সম্মুখীন করে, সেইরূপ মানুষের জীবন, যৎসামান্য, লঘু, বহুদুঃখময়।—মন্ত্র জানিয়া লও, কুশলভাবে কর্ম্ম কর, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর, যাহারা জাত হইয়াছে, তাহাদের অ-মংণ-নাই।

ভিক্ষুগণ, মানুষের শতবর্ষব্যাপী আয়ু এই প্রকারেরই আমি মনে করি। তাহাতে ঋতুপবিবর্ত্তন আছে, মাসকাল আছে, দিনরাত্রি আছে, খাওয়াদাওয়া আছে, তাহার পর বিশ্রামও আছে,—আমি এই সকলই করিতেছি। হে ভিক্ষুগণ, শাস্তার যাহা করণীয় সকলই আমি করিয়াছি,—হিতৈষী হইয়া অনুকম্পার সহিত, অনুকম্পা ধারণ করিয়া। তোমাদের জন্য এই সকল বৃক্ষমূলে এই শূন্যগৃহগুলি আছে। ধ্যান কর, প্রমাদ বা পশ্চাতে ফিরিয়া যাওয়া যেন না হয়। ইহাই আমাদের অনুশাসন।

[অং, ৪, ১৩৮-১৩৯]

ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি বিষয় (স্থান) স্ত্রী, পুরুষ, গৃহস্থ বা প্রব্রজিত সকলেরই নিবস্তব বিবেচনা করা উচিত। এই পাঁচটি কি কি?

আমি জরাধর্ম্মী, আমি জরাব অতীত হইতে পারি নাই। আমি মরণ-ধর্মী, আমি মৃত্যুর অতীত হইতে পারি নাই; আমার সকল প্রিয় ও নিকট জনের মধ্যে নানা ভাব রহিয়াছে—

আমি আমারই কর্ম্মের ফল, কর্ম্মেব উত্তরাধিকারী, কর্ম্ম-বন্ধু, কর্ম্ম-শরণ; যে কর্ম্মই আমি করি,—কল্যাণ অথবা পাপকর্ম্ম,—তাহার

ফলভোগী হইবই।—স্ত্রী বা পুরুষ, গৃহস্থ বা প্রব্রজিত, সকলেরই ইহা নিরন্তর বিবেচনা করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, কি কারণে স্ত্রীর বা পুরুষের, গৃহস্থের বা প্রব্রজিতের ইহা নিবন্তর বিবেচনা কবা উচিত যে 'আমি জরাধর্ম্মী আমি জরার অতীত হইতে পাবি নাই ?'

ভিক্ষুগণ, লোকের যৌবনে যৌবনমত্ততা থাকে। সেই মদে মত্ত হইয়া সে কায়ে, বাক্যে ও মনে অশিষ্ট আচরণ কবে। এই বিষয় নিরন্তব যে বিবেচনা করে, যে যৌবনের যৌবন মদ সর্ব্বতঃ পরিত্যাগ করে, অথবা তাহা ক্ষীণ হইয়া যায়। ভিক্ষুগণ, এই কারণেই ঐ বিষয় স্ত্রী বা পুরুষ, গৃহস্থ বা প্রব্রজিত প্রত্যেকেরই নিরন্তর বিবেচনা করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, কি কারণে ইহা স্ত্রী বা পুরুষ··· (ইত্যাদি) বিবেচনা করা উচিত যে আমি ব্যাধির পরবশ, ব্যাধির অতীত হইতে পারি নাই ?

সুস্থ অবস্থায় লোকের স্বাস্থ্য-মদ হয়। সেই মদে মত্ত হইয়া সে কায়ে, বাক্যে ও মনে অশিষ্ট আচরণ কবে। এ বিষয় নিরন্তব যে বিবেচনা করে, সে সুস্থ অবস্থার স্বাস্থ্য-মদ সর্ব্বতঃ পরিহাব করে, অথবা তাহা ক্ষীণ হইয়া যায়। ভিক্ষুগণ এই কারণেই···ইত্যাদি।

ভিক্ষুগণ, কি কারণে ইহা স্ত্রী···নিরন্তর বিবেচনা করা উচিত যে আমি মবণ ধর্ম্মী, আমি মৃত্যুর অতীত হইতে পারি নাই ?

প্রাণীদের জীবিত অবস্থায় জীবন-মদ হয়। সেই মদে মত্ত হইয়া সে কায়-বাক্য-মনে অশিষ্ট আচরণ করে। এই বিষয়ে যে নিরন্তর বিবেচনা করে, সে জীবিত অবস্থার জীবন মদ সর্ব্বতঃ পরিত্যাগ করে, অথবা তাহা ক্ষীণ হইয়া যায়। ভিক্ষুগণ, এই কারণেই স্ত্রী··· বিচার করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, কি কারণে ইহা স্ত্রী···নিরন্তর বিবেচনা করা উচিত যে 'প্রিয়জনেব প্রতি আমার আসক্তি রহিয়াছে, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-বেদনা রহিয়াছে, আমি এই আসক্তির অতীত হইতে পারি নাই ?'

প্রাণীদের প্রিয়জনে বা প্রিয়বস্তুতে আসক্তি থাকে। সেই আসক্তিতে মত্ত হইয়া তাহারা কায়ে, বাক্যে ও মনে অশিষ্ট আচরণ করে। নিরন্তর এই বিষয় যে বিবেচনা করে সে প্রিয়ে আসক্তি পরিহার করে অথবা তাহা ক্ষীণ হইয়া যায়। এই কারণেই ঐ বিষয় স্ত্রী···বিবেচনা করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, 'আমি কর্ম্মফলভোগী, কর্ম্মের উত্তরাধিকারী, কর্ম্ম-যোনি, কর্ম্মবন্ধু ও কর্ম্মপ্রতিশরণ,—আমি যে কর্ম্ম করি,—পাপকর্ম্ম কি কল্যাণকর্ম্ম—তাহার ফলভোক্তা হইব',—ইহা নিরন্তর স্ত্রী বা পুরুষ, গৃহস্থ বা প্রব্রজিত, প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত। কি কারণে ? এইজন্য যে প্রাণীদের কায়ে, বাক্যে, মনে দুষ্কর্ম্মের প্রবৃত্তি আছে। যে ইহা নিরন্তর বিবেচনা করে সে হয় দুষ্কর্ম্ম পরিহার করে, নতুবা তাহা ক্ষীণ হইয়া যায়। সেইজন্যই ঐ বিষয় স্ত্রী···নিরন্তর বিবেচনা করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, আর্য্যশ্রাবক এইরূপ চিন্তা করে :

আমি একই জরাধর্ম্মী ও জরার অধীন নই। যেখানেই প্রাণীদের আসা-যাওয়া, মৃত্যু ও উৎপত্তি আছে, সেখানে সকল প্রাণীই জরাধর্ম্মী জরার অধীন হইবে। আমি একাই জরাধর্ম্মী নই, আমি একাই মৃত্যুর অধীন নই···ইত্যাদি।

এই কথা নিরন্তর বিবেচনা করিলেই তাহার পন্থা সঞ্জাত হয় (অর্থাৎ সে পথ দেখিতে পায়); সে সেই পথের অনুবর্ত্তী হয়, তাহাকে ভাবিত করে, তাহাকে বিস্তৃত করে,—এবং তাহার বন্ধনগুলির মোচন হয়, (কু) প্রবৃত্তিগুলি দূরীভূত হয়।

(গাথা) যাহারা ব্যাধি-ধর্ম্মী, জরা-ধর্ম্মী ও মরণ-ধর্ম্মী, সেই প্রাণীদের যথা ধর্ম্ম, তদ্রূপই অবস্থা হইবে। সাধারণ লোকের এই চিন্তা গ্লানিকর। (কিন্তু) এই সকল ধর্ম্মের অধীন প্রাণীদের প্রতি আমার গ্লানিবোধ হওয়া উচিত নয়, কারণ আমিও অন্য কোনওরূপ ধর্ম্মে বাঁচিয়া থাকি না। এইরূপ বাঁচিয়া থাকিয়াই আমি ইহা জ্ঞাত হইয়াছি যে, যে ধর্ম্মে কোন অবশেষ (উপাধি) থাকে না, তাহা স্বাস্থ্য-যৌবন-জীবন-মদ সকল দমন করিয়া ক্ষেম লাভ করিয়া বৈরাগ্য ধারণ করিয়াছি। তাহাতে নির্ব্বাণ দেখিয়া আমি উৎসাহিত হইয়াছি। আমি এখন হইতে আর কামের সেবায় থাকিব না। এই পথ হইতে আর আমি নিবৃত্ত হইব না, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইব।

[অং, ৩, ৭১-৭৫]

ভিক্ষুগণ, এই তিন রকমের আধিপত্য আছে। কি কি?—আত্মাধিপত্য, লোকাধিপত্য ও ধর্ম্মাধিপত্য।

আত্মাধিপত্য কিরূপ?

যদি কোনও ভিক্ষু এই ভাবনা করে যে: 'আমি জন্ম-জরা-মরণে শোকদুঃখে পড়িয়াছি। মানসিক অশান্তিতে পড়িয়াছি। কিন্তু এই দুঃখসমূহ শেষ করিবার ক্রিয়াও হয়ত জানা যায়। আমি যে সকল কাম বর্জ্জন করিয়া গৃহত্যাগ পূর্ব্বক অগৃহী হইয়াছি, তাহা অপেক্ষা গুরুতর কামের সন্ধান করি, তবে তাহা আমার উপযুক্ত হইবে না'।

তৎপর যদি সে এই ভাবনা করে যেঃ 'আবার আমার বীর্য্য-সচল হইতে আরম্ভ করিবে—আমার নির্ম্মল মনন-ক্রিয়া (স্মৃতি) হইতে উৎসারিত হইয়া দেহ উত্তেজনাহীন হইয়া শান্ত হইবে,—চিত্ত

একাগ্র হইয়া সমাহিত হইবে"। (যাহার এইরূপ ভাবনা হয়) সে আত্মার উপব আধিপত্য পাইয়া যাহা অকুশল তাহা পরিত্যাগ করে, কুশলকে ভাবিত করে ; যাহা দূষিত তাহা বর্জ্জন করে। সে শুদ্ধ আত্মাকে সংরক্ষণ কবে।—ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলে আত্মাধিপত্য।

ভিক্ষুগণ, লোকাধিপত্য কিরূপ ?

যদি কোন ভিক্ষু এই প্রসঙ্গে এরূপ ভাবে যে : 'আমি জন্ম জরা-মরণে···(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)—তথাপি এই বৃহৎ লোক-সন্নিবাসে নিশ্চয়ই এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা ঋদ্ধিমান, দিব্যচক্ষুসম্পন্ন এবং অন্যের চিত্ত-বেত্তা—এবং দেবতারাও আছেন—তাঁহারা দূর হইতে আমাকে দেখিতে পান এবং তাঁহাদের চিত্তদ্বারা আমার চিত্ত জানিতে পারেন। তাঁহারা আমার সম্বন্ধে এরূপ ভাবেন : এই কুলপুত্রকে দেখ। যদিও সে শ্রদ্ধার সহিত গৃহত্যাগী হইয়া প্রব্রজিত হইয়াছে, তথাপি সে পাপের ধর্ম্মে মিশিয়া বিহার করিতেছে'।

কিন্তু তৎপর যদি সেই ভিক্ষু এই ভাবনা করে যে : 'আবার আমার বীর্য্য সচল হইতে আরম্ভ করিবে,—আমার নির্ম্মল মনন-ক্রিয়া হইতে উৎসারিত হইয়া। দেহ উত্তেজনাহীন হইয়া শান্ত হইবে,—চিত্ত একাগ্র হইয়া সমাহিত হইবে'। (যাহার এইরূপ ভাবনা হয়) সে লোকের (সংসাবের) উপর আধিপত্য পাইয়া যাহা অকুশল তাহা পরিত্যাগ কবে, কুশলকে ভাবিত কবে, যাহা দূষিত তাহা বর্জ্জন করে, যাহা নির্দোষ তাহা ভাবিত করে। সে শুদ্ধ আত্মার সংরক্ষণ করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলে লোকাধিপত্য।

ভিক্ষুগণ, ধর্ম্মাধিপত্য কিরূপ ?

যদি কোনও ভিক্ষু এই প্রসঙ্গে এই ভাবে যে 'আমি জন্ম-জরা-মরণে শোকদুঃখে পড়িয়াছি। মানসিক অশান্তিতে আছি। কিন্তু এই

দুঃখসমূহ অন্ত করিবার ক্রিয়াও হয়ত জানা যায়। ধর্ম্ম ভগবান্ দ্বারা সুচারুভাবে আখ্যাত হইয়াছে। তাহা দৃষ্টিগোচর, তাহা অকালিক, তাহা আসামাত্রই দেখা যায়, তাহা অগ্রসব করায়, তাহা বিজ্ঞদের অন্তঃকরণ দিয়া জানিতে হয়। যাহাবা ইহা জানেন ও দেখিতে পান এরূপ সব্রহ্মচাবী অনেক আছেন। আমি এই স্বাখ্যাত ধর্ম্মবিনয়ে প্রব্রজিত হইয়াছি, ইহাতে যদি নিষ্ক্রিয় ও অলস হই, তবে তাহা আমাব উপযুক্ত হইবে না'। কিন্তু তৎপব যদি সে এই ভাবনা করে: 'আবার আমাব বীর্য্য সচল হইতে আবম্ভ কবিবে,—আমাব নির্ম্মল মনন-ক্রিয়া হইতে উৎসাবিত হইযা। দেহ উত্তেজনাহীন হইয়া শান্ত হইবে,—চিত্ত একাগ্র হইয়া সমাহিত হইবে। (যাহার এইরূপ ভাবনা হয়) সে ধর্ম্মেব উপর আধিপত্য পাইয়া যাহা অকুশল তাহা পরিত্যাগ করে, কুশলকে ভাবিত করে, যাহা দূষিত তাহা বর্জ্জন কবে, যাহা নির্দ্দোষ তাহা ভাবিত করে। সে শুদ্ধ আত্মাকে সংরক্ষণ কবে।' ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলে ধর্ম্মাধিপত্য। এই তিন রকমেব আধিপত্য আছে।

(গাথা) এই লোকে এমন কোনও পাপকর্ম্ম নাই যাহা করিয়া
গোপন করা যায়।
হে পুরুষ, তোমার আত্মাই জানে কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা;
সেই কল্যাণময় আত্মা যে তোমার সাক্ষী, পাপী আত্মাকে
গোপন করিয়া তাহাকে তুমি তুচ্ছ করিতেছ।
দেবগণ ও তথাগতগণ এই পৃথিবীতে মূর্খগণকে অসমানভাবে
চলিতে দেখেন।
সেই হেতু আত্মাধিপতিকে স্মৃতি-সম্পন্ন হইয়া চলিতে হইবে;
লোকাধিপতিকে বুদ্ধিমান্ ও ধ্যানী হইতে হইবে; ধর্ম্মাধিপতি

ও অনুধর্ম্মচারী যেন কখনও (গন্তব্যপথ) ছাড়িয়া যায় না। [অং, ১, ১৪৭-১৫০]

ভিক্ষুগণ, আর্য্যের বিনয়ে সঙ্গীত রোদনতুল্য ; নৃত্য উন্মত্ততা-তুল্য এবং দন্তবিকাশ করিয়া অট্টহাস্য বালকের ব্যবহারমাত্র। সেই জন্য, ভিক্ষুগণ, গীতে সেতুঘাত করিতে হইবে, নৃত্যে সেতুঘাত করিতে হইবে (অর্থাৎ তাহার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিবে) এবং যদি তোমরা ধর্ম্মপ্রমোদিত হও (অর্থাৎ ধর্ম্মসম্মত কথায় আমোদ পাও) তবে সেই আমোদ দেখাইবার জন্য স্মিতমাত্র হইলেই যথেষ্ট।

খ। শ্রদ্ধা

(গাথা) এই পৃথিবীতে শ্রদ্ধা পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিত্ত। ধর্ম্মপালনে সুখ আসে। সকল রসের মধ্যে সত্যই অধিকতম স্বাদু। যে প্রজ্ঞাবান্ হইয়া বাস করে, তাহার জীবনই শ্রেষ্ঠ ; এই (সংসারের) প্লাবন শ্রদ্ধা দ্বারা তরণ করা যায় ও অপ্রমাদের দ্বারা ভবার্ণব ; বীর্য্যদ্বারা দুঃখের অতীত হওয়া যায় , প্রজ্ঞা-দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়।

শ্রদ্ধাদ্বারা অর্হন্তের ধর্ম্মে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়। অপ্রমত্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি (ধর্ম্ম) শ্রবণের আগ্রহদ্বারা প্রজ্ঞালাভ করে।

[সু, ১৮২, ১৮৪, ১৮৬]

যেমন বলা হয় যে বক্কলি, ভদ্রবাহু ও আলবি গৌতম শ্রদ্ধাদ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছিল, সেইরূপ তোমরাও শ্রদ্ধা ঢালিয়া দাও। তাহা হইলে, হে পিঙ্গিয়, তুমি মৃত্যুর অধিকারের ওপারে যাইবে। [সু, ১১৪৬]

ভিক্ষুগণ, যে পর্য্যন্ত তোমাদের কুশলধর্ম্মে শ্রদ্ধা দৃঢ়ভাবে স্থাপিত থাকিবে, সে পর্যন্ত অকুশলের আগমন হইবে না। যখন সেই শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হয়, তখন অশ্রদ্ধা (অবিশ্বাস) উঠিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অকুশলের আগমন হয়। যাবৎ কুশলধর্ম্মে হ্রী (অর্থাৎ অকুশলকর্ম্মে লজ্জাবোধ), আগ্রহ, বীর্য্য, প্রজ্ঞা থাকে, তাবৎ অকুশলের আগমন হয় না, কিন্তু প্রজ্ঞা অন্তর্হিত হইলে, দুষ্ট বুদ্ধি (দুষ্প্রজ্ঞা) আসিয়া স্থিত হয়, তখন অকুশলের আগমন হয়।

ভিক্ষুগণ, প্রায় সকল প্রাণীই কামে লোলুপ হয়। (কিন্তু) যে কুলপুত্র কাস্তে এবং মুষল ছাড়িয়া (অর্থাৎ গৃহকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া) গৃহত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা লয়, তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলা ঠিক যে সে শ্রদ্ধাতেই প্রব্রজিত হইয়াছে। কি কারণে? ভিক্ষুগণ, এই কারণে যে যৌবনকালেই যাদৃশ-তাদৃশ ভাবের কামলাভ হয়। হীন-শ্রেণীর কাম, মধ্যমশ্রেণীর বা উচ্চশ্রেণীর সকল কামই ঐ নামেই উক্ত হয়।

যেমন ধর কোনও লোভী ও অবোধ শিশু চিৎপাৎ হইয়া শুইয়া শুইয়া ধাত্রীর ভুলবশতঃ এক টুকরা কাঠ বা একখণ্ড পাথর মুখে পুরিয়া দেয়, তখন সেই ধাত্রী তৎক্ষণাৎ অবহিত হইয়া তাহা চট্‌পট্‌ উঠাইয়া লইবে। যদি খুব শীঘ্র না উঠান যায়, তবে সেই ধাত্রী বামহস্তের দ্বারা শিশুর মাথা ঘিরিয়া ধরিয়া ডানহাত দিয়া অঙ্গুলি বাঁকাইয়া (মুখের ভিতর) রক্তপাত হইলেও তাহা উঠাইয়া লইবে। কিজন্য? যেহেতু, ভিক্ষুগণ, শিশুর পক্ষে ইহা ক্ষতিকর, ইহাতে অপকার হইবে না, একথা আমি বলি না। অধিকন্তু ভিক্ষুগণ, কল্যাণকামনা করিয়া হিতৈষিণী হইয়া ধাত্রীর ইহা করণীয়—অনুকম্পা বোধ করিয়া অনুকম্পার সহিত। কিন্তু,

ভিক্ষুগণ, যখন সেই শিশু বয়সে ও বুদ্ধিতে বাড়ে তখন ধাত্রী আর তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত থাকে না কারণ সে জানে যে কুমার এখন নিজেকেই নিজে রক্ষা কবিতে পারিবে, আর এমন ভুল করিবে না। ভিক্ষুগণ, ঠিক এই রকমেই ভিক্ষুকে আমার রক্ষা করিতে হইবে যে পর্য্যন্ত সে কুশলধর্ম্মে রত না হয়,—শ্রদ্ধার সহিত, হ্রীর সহিত তেজ, বীর্য্য ও প্রজ্ঞার সহিত। কিন্তু যখন সে কুশলধর্মে রত হয় তখন এই জানিয়া আমি তাহার সম্বন্ধে নিরপক্ষে হই যে এই ভিক্ষু এখন নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পারিবে, ভুল করিবে না।

[অং, ত, ৫]

গ। নীতি-অভ্যাস

আনন্দ, কুশল শীলগুলির উদ্দেশ্য এই যে কোনও অনুশোচনা (ইং NO-bad-conscience) না থাকে, তাহাই ইহার ফল। অনুশোচনা না থাকিলে, আনন্দ তাহার উদ্দেশ্য হয়, ফল হয়। আনন্দের উদ্দেশ্য ও ফল প্রীতি ; প্রীতির উদ্দেশ্য ও ফল আত্ম-প্রসাদ ; আত্ম-প্রসাদের উদ্দেশ্য ও ফল সুখলাভ ; সুখ সমাধির জন্য ও সমাধি ইহার ফল। সমাধি যথাভূতের জ্ঞান ও দর্শনের জন্য এবং যথাভূতের জ্ঞান ও দর্শন ইহার ফল। যথাভূতের জ্ঞান ও দর্শন নির্বেদ ও বৈরাগ্যের জন্য এবং তাহাই ইহার ফল। নির্বেদ ও বৈরাগ্য বিমুক্তির জ্ঞান ও দর্শনের জন্য এবং তাহার ইহাই ফল। এই ভাবে, আনন্দ, কুশল শীলগুলি আনুপূর্ব্বিক ভাবে উচ্চস্তর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। [অং, ৫, ২]

সাধারণ লোকেরা তথাগতের বর্ণনা করিতে গিয়া অল্পমাত্রই বলে, সামান্যমাত্রই বলে,—তাহার শীল সম্বন্ধেই বলে। কিন্তু তাহাদের বলা উচিত এইরূপ :

প্রাণীহত্যা বর্জ্জন করিয়া তাহা হইতে বিরত হইয়া, শ্রমণ গোতম নিহিত-দণ্ড নিহিতশস্ত্র হইয়া বাস করেন। তিনি সদয়; তিনি সকল প্রাণীর, সর্ব্বভূতের হিতে অনুকম্পাবান্ হইয়া বিহার করেন।

অদত্তদান পরিহার করিয়া, তাহা হইতে বিরত হইয়া শ্রমণ গোতম (কেবলমাত্র) দত্ত-দান গ্রহণ করেন, তাহার জন্য প্রতীক্ষা করেন। এইরূপে তিনি শুচিভূত হইয়া আপনা-আপনি বিহার করেন।

অব্রহ্মচর্য্য (অর্থাৎ স্ত্রী-সঙ্গম) বর্জ্জন করায় শ্রমণ গোতম ব্রহ্মচারী। তিনি অব্রহ্মচর্য্য হইতে দূরে থাকেন, স্ত্রীজাতির সহিত মৈথুন-ব্যাপার হইতে তিনি বিরত। মিথ্যা কথা বর্জ্জন করিয়া, শ্রমণ গোতম মিথ্যা-বাদ হইতে বিরত। তিনি সত্যবাদী, সত্যসন্ধ—বিশ্বাসের উপযুক্ত, প্রত্যয়ের উপযুক্ত। তিনি লোককে প্রতারণা করেন না। পিশুন বাক্য বর্জ্জন করিয়া শ্রমণ গোতম ইহা হইতে বিরত হন। এখানে কিছু শুনিয়া এবং ওখানে তাহা বলিয়া তিনি ইহাদের (লোকেদের) মধ্যে ভেদ ঘটান না। এইভাবে তিনি বিবদমান লোকেদের মধ্যে সন্ধিকর্ত্তা, বন্ধুদের ঐক্যরক্ষা কর্ত্তা। তিনি লোকের সমগ্রতায় (ঐক্যে) আরাম বোধ করেন, তাহাতে আনন্দিত হন, যাহাতে সমগ্রতা ঘটে সেইরূপ কথা বলেন।

পরুষবাক্য বর্জ্জন করিয়া শ্রমণ গোতম তাহা হইতে বিরত হন। যে বাক্য ভদ্র, শ্রুতি-সুখকর, প্রেমজনক, হৃদয়-গামী, পৌরজনের উপযুক্ত, বহুজনের সন্তোষদায়ক, বহুজনের প্রীতিপদ, সেইরূপ বাক্যই তিনি বলিয়া থাকেন।

বাজে কথা বর্জ্জন করিয়া শ্রমণ গোতম তাহা হইতে বিরত থাকেন। তিনি যে কথা বলেন তাহা যথা-কালে; তাহা প্রকৃত কথা, তাহা সার্থক, তাহা ধর্ম্মবিষয়ক ও বিনয় বিষয়ক; তাহা সংগ্রহ করিয়া

বাখিবার জন্য ,—তাহা কখনও কখনও যুক্তি-সহকারে বলা হয়, শেষ পর্য্যন্ত ও সার্থকতার সহিত। ভিক্ষুগণ, তথাগতের বর্ণনা করিতে হইলে সাধাবণলোকের এইরূপেই বলা উচিত।

[দী, ১, ৩-৫]

(গাথা) যে প্রাণ হনন করে, যে মিথ্যাকথা বলে, যে অপরের অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করে, যে পরদার গমন করে, যে সুরা-মৈরয় পানে আসক্ত হয়, সে ইহলোকেই নিজের মূল খনন করে।

[ধ, ২৪৬-২৪৭]

ভিক্ষুগণ, প্রাণ-হত্যা অভ্যস্ত হইলে, বিস্তরভাবে বা বহুলভাবে, তাহা নিরয়েব পথে লইয়া যায়, তীর্য্যক্‌যোনিতে সম্ভবের, পিতৃযানে যাইবার (অর্থাৎ মরণের) পক্ষে প্রাণ-হত্যার সর্ব্বাপেক্ষা লঘুফল এই যে, মানুষকে ইহা স্বল্লায়ু করে। ভিক্ষুগণ, অদত্ত-গ্রহণ (অর্থাৎ চুরি করা) অভ্যস্ত হইলে…(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ) · ইহার সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ফল এই যে ইহা মানুষেব ভোগের বস্তু নষ্ট করে।

ভিক্ষুগণ, কামাচরণ (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ) ·····ইহার সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ফল এই যে ইহা মানুষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বৈরীভাব জাগায়।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাকথন (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)···ইহার সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ফল এই যে ইহা দ্বারা মানুষের মিথ্যানিন্দা করা যায়।

ভিক্ষুগণ, পিশুন বাক্য প্রয়োগ (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)···ইহার সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ফল এই হয় যে ইহাতে বন্ধুদের মধ্যে ভেদ জন্মে।

ভিক্ষুগণ, পরুষবাক্য প্রয়োগ (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)···ইহার সর্ব্বাপেক্ষা লঘুফল এই যে ইহা অপ্রীতিকর শব্দের সৃষ্টি করে।

ভিক্ষুগণ, চাপল্যপূর্ণ গল্পগুজব (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)···ইহার সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ফল এই যে ইহা গ্রহণের অযোগ্য বাক্যের সৃষ্টি করে।

ভিক্ষুগণ, সুরা-মৈরেয় পান (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)···ইহার সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ফল এই যে ইহাতে মানুষের উন্মত্ততা জন্মে। [অং, ৪, ২৪৭]

ঘ। করণীয় ও অকরণীয়

আনন্দ, একথা আমি ঐকান্তিকভাবে বলিতেছি যে দৈহিক, বাচনিক, কি মানসিক কোনও দুরাচার অকরণীয়। এই অকরণীয় করায় এইরূপ বিপদ ও ক্ষতির সম্ভাবনা হয়, আত্মাই আত্মাকে ভর্ৎসনা করে; বিজ্ঞেরা ইহার বিচার করিয়া নিন্দা করে, দোষারোপ করে; এই পাপকীর্ত্তি ছড়াইয়া পড়ে; সে অজ্ঞান অবস্থায় দেহত্যাগ করে; দেহত্যাগ হইয়া মৃত্যুর পর সে আসে অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নিরয়ে।

আনন্দ, একথা আমি ঐকান্তিকভাবে বলিতেছি যে দৈহিক, বাচনিক কি মানসিক সদাচারই কর্ত্তব্য। এই করণীয় করায় এইসকল সুফল লাভ হয়, আত্মা কখনও আত্মাকে ভর্ৎসনা করে না; বিজ্ঞেরা ইহার বিচার করিয়া প্রশংসা করে; তাহার কল্যাণকীর্ত্তি ছড়াইয়া পড়ে; সে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করে; দেহত্যাগ হইয়া মৃত্যুর পর সে সুগতি পায়, স্বর্গলোকে আসে।

যাহা অকুশল তাহা পরিত্যাগ করিবে। তাহা পরিত্যাগ করা সাধ্যায়ত্ত। যদি তাহা সাধ্যায়ত্ত না হইত, তবে আমি বলিতাম না যে তোমরা তাহা পরিত্যাগ কর। যেহেতু তাহা সাধ্যায়ত্ত, সেইহেতুই আমি বলিতেছি যে যাহা অকুশল তাহা পরিত্যাগ কর।

যাহা কুশল তাহা হইতে দাও। কুশলকে সম্ভব করা সাধ্যায়ত্ত। যদি সাধ্যায়ত্ত না হইত তবে 'কুশল হইতে দাও' একথা আমি বলিতাম

না। কিন্তু যেহেতু ইহা সাধ্যায়ত্ত, আমি সেইজন্যই বলিতেছি যে কুশলকে হইতে দাও।

[অং, ১, ৫৭-৫৮]

রাহুল, যখন তুমি কায়ে, বাক্যে বা মনে কিছু করিতে চাও, তখন এই ভাবনা করা উচিত:—'ইহাতে আমার বা অপরের বা উভয়ের কোনও ক্ষতি হইবে কিনা। ইহা কি অকুশল কর্ম্ম এবং ইহার ফল কি দুঃখকর'? যদি তুমি জানিতে পার যে ইহা তোমার কি অপরের অথবা উভয়ের ক্ষতিকর, তবে এরূপ কর্ম্ম তোমার যথাসম্ভব বর্জ্জনীয়। কিন্তু যদি পবীক্ষা করিয়া তুমি জানিতে পার যে কোনও কর্ম্ম, কায়ে, বাক্যে বা মনে যাহা তুমি করিতে চাও,— তাহা তোমার নিজের বা অপরের অথবা উভয়ের ক্ষতি করে না, তাহা কুশল কর্ম্ম, তাহাতে সুখের উদ্রেক হইবে, তাহার ফল সুখকর হইবে, তবে রাহুল, এইরূপ কর্ম্ম তোমার করণীয়। ইহার ফলে তুমি প্রীতি ও মুদিতার সহিত অহোরাত্র কুশলধর্ম্মে বিহার করিতে পারিবে। [ম, ১, ৪১৫-৪১৭]

৬। ধ্যান ও ধারণা

ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া প্রথম সমাধিতে পৌঁছিয়া বিহার করা যায়। এই ছয়টি কি কি?—কামসুখের ইচ্ছা, (লোকের) ক্ষতি করার ইচ্ছা, অকর্ম্মণ্যতা, অস্থির হইয়া কাজ খারাপ করা, অনিশ্চয়তা (বা সন্দেহ) এবং কাল হইতে দুর্দ্দশা যাহা সম্যক্ প্রজ্ঞাদ্বারা যথাযথ ভাবে দেখা যায়।

ভিক্ষুগণ, (আরও) ছয়টি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া প্রথম ধ্যানে

পৌঁছিয়া বিহার করা যায়। সে ছয়টি কি?—কাম বিষয়ে চিন্তা, (অন্যের) ক্ষতি কবিবার চিন্তা, হিংসা করিবার চিন্তা, কাম বিষয়ে জ্ঞান, ক্ষতি করিবার জ্ঞান, হিংসা করিবার জ্ঞান (অর্থাৎ কি উপায়ে কামতৃপ্তি করিব বা পরের ক্ষতি করিব ইত্যাদি জানিবার চেষ্টা)।

[অং, ৩, ৪২৮]

ভিক্ষুগণ, ধ্যানের চারটি স্তব আছে। এই চারটি কি কি? কোনও ভিক্ষু কাম হইতে সরিয়া আসিয়া, অকুশল ধর্ম্মগুলি হইতে ফিরিয়া আসিয়া, প্রথম ধ্যানে পৌঁছিয়া তাহাতে বিহার করে,—তাহাতে বিতর্ক আছে, বিচার আছে, তাহা নিঃসঙ্গতা-জাত এবং প্রীতিসুখের। অন্তবের বিশ্বাস দ্বারা, বিতর্ক বিচারের উপশম করিয়া শান্ত ও একাগ্র চিত্তে ধ্যানের দ্বিতীয় স্তর পাইয়া সে সেখানে বিহার করে—যেখানে বিতর্ক-বিচার নাই, যাহা সমাধি হইতে জাত এবং যাহা প্রীতিসুখের।

যে প্রীতি ও বিরাগ উপেক্ষা করিয়া স্মৃতিমান্ সম্প্রজ্ঞান হইয়া ও দেহে সুখ বোধ করিয়া ধ্যানের তৃতীয় স্তরে পৌঁছিয়া সেখানে বিহার করে, তাহাকে আর্য্যেরা বলেন যে তিনি উপেক্ষাকারী (অর্থাৎ নির্বিকাব), স্মৃতিমান্ ও সুখ-বিহারী।

সুখ ত্যাগ করিয়া ও দুঃখ ত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বের সন্তোষ ও অসন্তোষের অন্তে গিয়া, অ-সুখ ও অ-দুঃখ এবং উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যানে পৌঁছিয়া সেখানে সে বিহার করে।

ভিক্ষুগণ, এই চারটি ধ্যানের স্তর।

যেমন গঙ্গানদী পূর্ব্বদিকে নামিয়া বহিয়া যায়, সেই রকমই, ভিক্ষুগণ, যে এই চারটি ধ্যানকে ভাবিত করে, বহুল করে, সে নির্ব্বাণের দিকে চলিয়া যায়। [সং, ৫, ৩০৭-৩০৮]

এই চারটি ধ্যানকে সম্যক্ সমাধি বলা হয়। [সং, ৫, ১০]

ভিক্ষুগণ, যে সময়ে কোনও ভিক্ষু সকল কাম হইতে নিঃসঙ্গতা পাইয়া ধ্যানের প্রথম স্তবে পৌঁছিয়া বিহার করে, সেই সময় সেই ভিক্ষুব এই মনে হইবেঃ 'ভীরুদেব আশ্রয়স্থলে আসিয়া আমি এখন আত্মগত হইয়া বিহার করিতেছি। মারের সঙ্গে আমার কোনও কর্ম্ম নাই।' তখন পাপমতি মারেরও ইহা মনে হইবে যে এই ভিক্ষু ভীরুদের আশ্রয়স্থল লাভ করিয়া এখন আত্মগত হইয়া বিহার করিতেছে এবং আমার সহিত ইহাব করণীয় কিছু নাই।—এবং ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু যখন ধ্যানের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্তরে পৌঁছায় তখনও তাহাই ঘটে।

যে সময়ে, ভিক্ষুগণ, কোনও ভিক্ষু সমস্ত রূপ সংজ্ঞাগুলি অতিক্রম করিয়া, সমস্ত বিপরীতগামী সংজ্ঞাগুলির শেষ কবিয়া, নানা সংজ্ঞাগুলি মনে না আনিয়া এই চিন্তা করে যে আকাশ অনন্ত, সে অনন্ত আকাশ-আয়তনে পৌঁছিয়া বিহার করে। ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুকে বলা যায় যে সে মারকে অন্ধ ও পথহীন করিয়াছে ও পাপমতি মারের চক্ষু নষ্ট করিয়া তাহার অদৃশ্য হইয়াছে।

যে সময়ে, ভিক্ষুগণ, কোনও ভিক্ষু সকল আকাশানন্ত-আয়তন সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া, এই চিন্তা কবে যে বিজ্ঞান অনন্ত, সে বিজ্ঞানানন্ত-আয়তনে পৌঁছিয়া বিহার কবে। তাহা অতিক্রম করিয়া যদি সে চিন্তা করে যে কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, তবে সে অকিঞ্চন-আয়তনে পৌঁছিয়া বিহার করে। ইহাও সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া, সে যেখানে সংজ্ঞা-অসংজ্ঞা নাই সেই আয়তনে পৌঁছায়। তাহাও সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া সে সংজ্ঞা-জ্ঞান-নিরোধের আয়তনে পৌঁছায় এবং যেহেতু সে প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিয়াছে, তাহার সকল আসবগুলি ক্ষয় হইয়া যায়।

ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুকে বলা যায় যে সে এমন একজন যে মারকে অন্ধ ও পথহীন করিয়াছে এবং যে মারের চক্ষু নষ্ট করিয়া পাপমতি মারের অদৃশ্য হইয়া পৃথিবীতে সকল আসক্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

[অং, ৪, ৪৩৩-৪৩৪]

[একজন ভিক্ষু তাহার বিহারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। চীবর বিতরণের সময় সে অন্য ভিক্ষুদের সহায়তা করে নাই। ভগবান্ তাহাকে প্রশ্ন করায়, সে উত্তর দিল 'ভগবান্, আমি আমার নিজের কাজ করি'। তখন ভগবান্ আপন অন্তর দিয়া ভিক্ষুর চিত্ত পরিচয় পাইয়া ভিক্ষুদের এই কথা বলিলেন :]

ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ভিক্ষুকে (কঠিন বাক্যে) বিদ্ধ করিও না। এই ভিক্ষু এমন একজন যে চারটি ধ্যান,—যাহা চিত্তগত ও দৃষ্টধর্ম্মে ও সুখে বিহার—স্বেচ্ছায়, অক্লেশে ও বিনা চেষ্টায় লাভ করিয়াছে। যাহার জন্য কুলপুত্রেরা সদ্‌ভাবে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হয় সেই ব্রহ্মচর্য্যের পরিসমাপ্তিতে, নিজের অভিজ্ঞাদ্বারা দৃষ্টধর্ম্মের সত্যানুভব করিয়া বিহার করিতেছে।

(গাথা) চেষ্টায় শিথিল হইলে, সহনশক্তি অল্প হইলে, নির্ব্বাণ যাহা সর্ব্বদুঃখমোচন তাহা অধিগত হয় না। কিন্তু এই অল্পবয়স্ক ভিক্ষু, এই উত্তমপুরুষ, মার ও তাহার বাহনদের জয় করিয়া এখন অন্তিম দেহ ধারণ করিতেছে।

[সং, ২, ২৭৮]

হে ব্রাহ্মণগণ, আমি ধর্ম্মদেশনা করিতেছি। শুন ও সাধুভাবে মনে রাখিও। বলিতেছি :

মনে কর চারজন পুরুষ (পৃথিবীর) চারদিকে স্থিত আছে। তাহাদের ক্ষিপ্রতম গতি ও গতিবেগ এবং দীর্ঘতম পদক্ষেপ। যেমন

একজন ধনুর্ধর যে শিক্ষিত, দক্ষ এবং লক্ষ্যভেদী, কোনও তালগাছের ছায়া অনায়াসে ভেদ করিতে পাবে, সেইরূপ বেগবান্ এবং তাহার দীর্ঘ পদক্ষেপ পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত।

এখন ধর পূর্ব্বদিকে স্থিত সেই পুরুষটি যদি এইরূপ বলে : 'আমি হাঁটিতে হাঁটিতে পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত সে শতবর্ষ জীবিত থাকিয়া (যদি শতবর্ষ মানুষের আয়ু হয়) এবং শতবর্ষকাল (আহারের, পানের, চর্ব্বনের, মলমূত্রত্যাগের, নিদ্রা দ্বারা শ্রম দূব করার সময় বাদ দিয়া) হাঁটিলেও সে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিবার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। (অতঃপর পশ্চিমদিকে, উত্তরদিকে ও দক্ষিণদিকে স্থিত পুরুষদের এইরূপই দশা হইবে)। কেন ইহা হয়? ব্রাহ্মণগণ, আমি ইহা বলিতেছি না যে এইরূপ সন্ধান দ্বারা পৃথিবীর অন্ত জানা যায়, ধরা যায় বা পৌঁছান যায়। তবু আমি এই বলিতেছি, ব্রাহ্মণগণ, পৃথিবীর অন্তে না পৌঁছিলে দুঃখেরও শেষ করা যায় না।

ব্রাহ্মণগণ, এই পাঁচটি কামগুণকে আর্য্যের বিনয়ে "লোক" বলা হয়। এই পাঁচটি কি কি? চাক্ষুষ রূপ যাহা কান্ত, মনোরম, প্রিয়, রঞ্জনকারী ও কাম উদ্রেককারী ; শ্রোত্রগ্রাহ্য শব্দ ; ঘ্রাণ-গ্রাহ্য সুগন্ধ ; জিহ্বা গ্রাহ্য রস ; কায়া-গ্রাহ্য স্পর্শলভ্য দ্রব্য ;—যাহা সকলই কান্ত, মনোরম, প্রিয়, কাম-উদ্রেককারী।

এখন ব্রাহ্মণগণ, একজন ভিক্ষুর কথা মনে ভাব যে সকল কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া ধ্যানে প্রথম স্তরে পৌঁছিয়া তথায় বিহার করিতেছে। এই ভিক্ষুকে বলা হয় যে সে পৃথিবীর অন্তে আগত হইয়া সেইখানে বিহার করিতেছে। কেহ কেহ তাহার সম্বন্ধে বলিবে যে সে এখনও লোকাপন্ন, যে এখনও লোকের আশ্রয় ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই। আমিও, ব্রাহ্মণগণ, এইরূপ বলিতেছি যে এই লোকটি এখনও

লোকাপন্ন, সে এখনও লোকের আশ্রয় ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই।

এখন, ব্রাহ্মণগণ, এমন একজন ভিক্ষুর কথা ভাব যে ধ্যানের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে পৌঁছিয়া সেইখানে বিহার করিতেছে—আকাশানন্ত-আয়তনে, বিজ্ঞানানন্ত-আয়তনে, অকিঞ্চন আয়তনে, সংজ্ঞা-অসংজ্ঞা-রহিত আয়তনে। প্রত্যেক অবস্থায়ই সে লোকের অন্তে পৌঁছিয়াছে বলা যায় এবং সেখানে বিহার করিতেছে। আমিও এই বলিতেছি যে এই ভিক্ষু এখনও লোকাপন্ন, সে এখনও লোকের আশ্রয় ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণগণ, কোনও ভিক্ষু সংজ্ঞা-অসংজ্ঞা-রহিত-আয়তন সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-জ্ঞান-নিরোধের-আয়তনে পৌঁছিয়া সেখানে বিহার করে, এবং যেহেতু সে প্রজ্ঞাদ্বারা দর্শন করিয়াছে, তাহার সকল আসবগুলি ক্ষয় হইয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ, এই ভিক্ষুকে সেইরূপ একজন বলা যায় যে লোকের অন্তে আসিয়া সেইখানে বিহার করে, সে পৃথিবীতে সকল আসক্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

[অং, ৪, ৪২৯-৪৩২]

ভিক্ষুগণ, ঊর্দ্ধভাগে পাঁচটি সংযোজন (বন্ধন) আছে। এই পাঁচটি কি কি? রূপে আসক্তি, অরূপে আসক্তি, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা—এই পাঁচটি। আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গ···চারটি ধ্যান এইজন্য ভাবিত করা উচিত যাহাতে ঊর্দ্ধভাগের পাঁচটি সংযোজন সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হয়, সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, পরিত্যক্ত হয়।

[সং, ৫, ৬১, ৩০৯]

ভিক্ষুগণ, চারশ্রেণীর ধ্যায়ী (ধ্যানকারী) আছে। এই চারশ্রেণী

কি কি? এক শ্রেণীর ধ্যায়ী আছে যে সমাধি-কুশল ও সমাধিতে থাকে কিন্তু সমাধি-প্রাপ্তিতে কুশল নয়।

আর এক শ্রেণীর ধ্যায়ী আছে যে সমাধি-প্রাপ্তিতে কুশল, কিন্তু সমাধি-কুশল না হইয়া সমাধিতে থাকে।

আর এক শ্রেণীর ধ্যায়ী যে সমাধি-কুশল বা সমাধি-প্রাপ্তিতে কুশল না হইয়া সমাধিতে থাকে।

আর এক শ্রেণীর ধ্যায়ী যে সমাধিতে থাকে, সমাধি-কুশল ও সমাধি-প্রাপ্তিতে কুশল হইয়া।

তাহাতে, ভিক্ষুগণ, যে সমাধিতে থাকে, সমাধিতে কুশল ও সমাধি-প্রাপ্তিতে কুশল হইয়া, সে এই চারশ্রেণীর ধ্যায়ীদের মধ্যে অগ্রণী, শ্রেষ্ঠ, মুখ্য, উত্তম ও প্রবর। যেমন গরু হইতে দুধ, দুধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনী, নবনী হইতে ঘি, ঘি হইতে সর আসে, সেইরূপ যে ধ্যায়ী সমাধি-কুশল ও সমাধি-প্রাপ্তিতে কুশল হইয়া সমাধিতে থাকে সে এই চারশ্রেণীর ধ্যায়ীদের অগ্রণী, শ্রেষ্ঠ, মুখ্য, উত্তম ও প্রবর।

[সং, ৩, ২৬৩-২৬৪]

চিন্তাশীলতা ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা সমাধিকে অপরিমেয় করা যায়। ভিক্ষুগণ, যদি চিন্তাশীলতা ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা সমাধিকে অপরিমেয় করা হয়, তবে প্রত্যেকেরই এই পাঁচটি জ্ঞান লব্ধ হয়। কি কি এই পাঁচটি?

এই সমাধি বর্ত্তমানে সুখদায়ক ও ভবিষ্যতেও ইহার ফল সুখ—প্রত্যেকের এই জ্ঞান জন্মে।

এই সমাধি আর্য্য ও বিশুদ্ধ—প্রত্যেকের এই জ্ঞান জন্মে।

এই সমাধি, যাহারা কাপুরুষ নয় তাহারাই গ্রহণ করে।

এই সমাধি শান্ত, শ্রেষ্ঠ,—ইহাতে পরম শান্তি লাভ হয়, একাগ্রতা

লাভ হয়, এবং ইহা ক্লেশদায়ক আত্মনিগ্রহ অভ্যাসের প্রতিকূল—প্রত্যেকেরই এই জ্ঞান জন্মে।

এই সমাধি সেইরূপ যাহা আমি স্মৃতিসম্পন্ন ও সম্প্রজ্ঞান হইয়া গ্রহণ করিতেছি ও স্মৃতিসম্পন্ন ও সম্প্রজ্ঞান হইয়া যাহা হইতে আমি উঠিব—প্রত্যেকেরই এই জ্ঞান জন্মে।

ভিক্ষুগণ, চিন্তাশীলতা ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা সমাধি অপ্রমেয় করা যায়। যদি চিন্তাশীল ও বিচাববুদ্ধি সম্পন্ন ভিক্ষুরা সমাধি অপ্রমেয় করিতে পারে, তবে তাহাদের প্রত্যেকেরই এই পাঁচটি জ্ঞান জন্মে।

[অং, ৩, ২৪]

ভিক্ষুগণ, আর্য্য প্রসঙ্গে সম্যক্ সমাধি কি প্রকারে ভাবিত করা যায় তাহা আমি দেশনা করিব। তোমরা সাধুভাবে শুনিও, মন দিও, —আমি বলিতেছি।

ধর কোনও ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল মনোবৃত্তি হইতে বিবিক্ত হইয়া, প্রথম ধ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাতে বিহার করে। এই বিবিক্ততাজনিত প্রীতি ও সুখে এই দেহকে সিক্ত করে, পরিষিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে, আপ্লুত করে—এমনভাবে যে তাহার সারা দেহের কোনও অংশ থাকে না যাহা এই বিবিক্ততা-জনিত প্রীতি-সুখে পরিপ্লুত না হয়।

যেমন কোনও দক্ষ স্নাপক (যে স্নান করায়) অথবা তাহার সহকারী কাঁসার ভাণ্ডে স্নান করাইবার চূর্ণগুলি (Bath-Salts) ছড়াইয়া জল ছিটাইয়া ছিটাইয়া তাহাকে এমন ঘন করে, যাহাতে (গাত্র-মার্জ্জনের) পিণ্ডটি স্নেহসিক্ত, স্নেহপূর্ণ ও ভিতর বাহির স্নেহাপ্লুত হয়, অথচ স্নেহক্ষরণ করে না,—সেইরূপ, ভিক্ষুগণ, কোনও

ভিক্ষু তাহার সারা দেহ বিবিক্ততা-জনিত প্রীতি-সুখে সিক্ত, পরিষিক্ত, আপ্লুত করে—এমন ভাবে যে তাহার সারা দেহের কোনও অংশ থাকে না যাহা এই বিবিক্ততা-জনিত প্রীতি-সুখে পরিপ্লুত না হয়। ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গ আর্য্য সম্যক্-সমাধিব এই প্রথম ভাবনা।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, কোনও ভিক্ষু যদি বিতর্ক-বিচারের উপশম কবিয়া, বিচার-বিতর্ক-রহিত হইয়া প্রশান্ত অন্তঃকরণ ও একাগ্রমন হয়, তবে সে ধ্যানের দ্বিতীয় স্তর গ্রহণ কবিয়া তাহাতে বিহার করে। সে তাহার এই দেহকে সিক্ত করে···(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)।

ভিক্ষুগণ, যেমন কোনও হ্রদ যাহার ভিতরে একটি উৎস আছে, কিন্তু পূর্ব্বদিকে বা পশ্চিমে, উত্তরদিকে বা দক্ষিণে কোনও জলনিঃসরণের পথ নাই এবং যেখানে (বরুণ) দেব যথাকালে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জলধারা বর্ষণ কবে না, অথচ যেহেতু শীতল বারি সেই হ্রদে উৎসারিত হইয়া তাহাকে এমনভাবে সিক্ত, পরিষিক্ত, আপ্লুত করে যে সমুদয় হ্রদের কোনও অংশ শীতল বারিদ্বারা অনাপ্লুত থাকে না,—তেমন, ভিক্ষুগণ, কোনও ভিক্ষু তাহার দেহকে সমাধিজনিত প্রীতি-সুখে এমনভাবে সিক্ত, পরিষিক্ত, পরিপূর্ণ ও পরিপ্লুত করিতে পারে যে তাহার সমুদয় দেহের কোনও অংশ সমাধি-জনিত প্রীতি-সুখে অনাপ্লুত থাকে না। ভিক্ষুগণ, আর্য্য পঞ্চাঙ্গ সম্যক্ সমাধির ইহা দ্বিতীয় ভাবনা।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, কোনও ভিক্ষু যদি বৈরাগ্য হেতু প্রীতি-রহিত, স্মৃতি-সম্পন্ন ও সম্প্রজ্ঞান হয় ও তাহাতে কায়াসুখ অনুভব করে,—যাহার জন্য আর্য্যেরা তাহার সম্বন্ধে বলেন যে সে প্রীতি-রহিত, স্মৃতি-সম্পন্ন ও সুখ বিহারী—এবং যদি সে সমাধির তৃতীয় স্তর গ্রহণ করিয়া তাহাতে বিহার করে,—তবে তাহার এই দেহ নিষ্প্রীতিক সুখে (অনাসক্তির সুখে) সিক্ত, পরিষিক্ত······(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)।

ভিক্ষুগণ, যেমন উৎপলের বা পদ্মের বা পুণ্ডরীকের অল্প কয়েকটি মাত্র জলে জন্মে, জলে বৃদ্ধি পায়,—জলের উপর ওঠে না এবং জলে নিমগ্ন থাকিয়াই পুষ্ট হয়,—তাহা অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত শীতল জলে এমন সিক্ত, পরিষিক্ত, পরিপূর্ণ, আপ্লুত হয় যে তাহাদের কোনও অংশ অনাপ্লুত থাকে না,—সেইরূপ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর এই দেহ নিষ্প্রীতিক সুখে সিক্ত, পরিষিক্ত, পরিপূর্ণ, আপ্লুত হয়,—এমন ভাবে যে তাহার সকল দেহের কোনও অংশ নিষ্প্রীতিক সুখে অনাপ্লুত থাকে না। ভিক্ষুগণ, আর্য্য পঞ্চাঙ্গ সম্যক্ সমাধির ইহা তৃতীয় ভাবনা।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, যদি কোনও ভিক্ষু সুখদুঃখ বর্জ্জন করিয়া চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বিহার করে, তবে তাহার দেহ পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত চিত্তদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া সমাসীন হয় এবং তাহার দেহে কোনও অংশ থাকে না যাহা পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত চিত্তের দ্বারা পরিব্যাপ্ত নয়।

যেমন কোনও পুরুষ শুভ্রবস্ত্রে শির পর্য্যন্ত সারা দেহ ঢাকিয়া বসিলে, তাহার সারা দেহের কোনও অংশ শুভ্র বস্ত্রে অনাচ্ছাদিত থাকে না, সেইরূপই সেই ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত চিত্তের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সমাসীন হইলে তাহার সারা দেহের এমন কোনও অংশ থাকে না যাহা সেই পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত চিত্তের দ্বারা ব্যাপ্ত নয়। আর্য্য পঞ্চাঙ্গ সম্যক্ সমাধির ইহা চতুর্থ ভাবনা।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, একটি বিষয় ভিক্ষুদের পর্য্যবেক্ষণের জন্য সাধুভাবে গ্রহণ করা উচিত, সুষ্ঠুভাবে মনে রাখা উচিত, সুষ্ঠুভাবে ধারণা করা উচিত, প্রজ্ঞাদ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, যেমন কেহ অন্যকে পর্য্যবেক্ষণ করে, দণ্ডায়মান থাকিয়া উপবিষ্টকে অথবা উপবিষ্ট থাকিয়া শায়িতকে—এই অবস্থা একটি

বিষয় যাহা ভিক্ষুদের পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত। ভিক্ষুগণ, ইহা আর্য্য পঞ্চাঙ্গ সম্যক্ সমাধির পঞ্চম ভাবনা। ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু এইভাবে আর্য্য পঞ্চাঙ্গ সম্যক্ সমাধি ভাবিত করিয়াছে, বহুল করিয়াছে, তখন সে চিত্তকে প্রস্তুত করে অভিজ্ঞা দ্বারা,—সত্যানুবোধেব যে সকল বিষয় অভিজ্ঞাদ্বারা লব্ধ হয় তাহা লাভের জন্য—যাহাতে যে বিষয় যে আয়তনে (faculty) আছে, তাহার সাক্ষীস্বরূপ হইতে পারে।

যদি সে এই আকাঙ্ক্ষা করে যে বিশুদ্ধ মনুষ্যাতীত দৈব শ্রোতের দ্বারা দুই প্রকাব শব্দই শুনিব, দেবতাদের ও মানুষের, দূরের ও নিকটেব ·· প্রত্যেক বিষয়ই কোন আয়তনে সে স্বাক্ষীস্বরূপ হইতে পারে।

যদি সে এই আকাঙ্খা করে যে আমি চিত্তদ্বারা অন্যান্য প্রাণীর কি অন্যান্য পুরুষেব চিত্তপরিচয় করিব; রাগান্বিত চিত্তকে বাগান্বিত বলিয়া জানিব, রাগবিমুক্ত চিত্তকে বাগবিমুক্ত বলিয়া জানিব (ইত্যাদি)··· প্রত্যেক বিষয়ই কোন আয়তনে সে সাক্ষীস্বরূপ হইতে পারে।

যদি সে এই আকাঙ্ক্ষা করে যে আমার বহুবিধ পূর্ব্ব-নিবাস (অর্থাৎ 'পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে আমি কোথায় কোথায় ছিলাম—যথা, প্রথম জন্ম ···সেখানে কাল অন্ত করিয়া আমি এখানে পুনরুত্থিত হইলাম')··· প্রত্যেক বিষয়ে কোন আয়তনে সে তাহার সাক্ষীস্বরূপ হইতে পাবে। যদি সে আকাঙ্ক্ষা করে যে বিশুদ্ধ মনুষ্যাতীত দিব্য চক্ষুদ্বারা তাহাদের দেখিব যাহারা দেহভেদের পরে স্বর্গলোকে ব্রহ্মলোকে উঠিয়াছে··· প্রত্যেক বিষয় কোন আয়তনে সে তাহার সাক্ষীস্বরূপ হইতে পারে।

যদি সে আকাঙ্ক্ষা করে যে 'আমি আসবগুলি ক্ষয় করিয়া আমার অভিজ্ঞাদ্বারা অনাসব চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ করিয়া

তাহাতেই বিহার করিব'...প্রত্যেক বিষয় কোন আয়তনে সে তাহার সাক্ষীস্বরূপ হইতে পারে। [অং, ৩, ২৫-২৯]

চ। আত্ম-প্রত্যয়

দেখ কালামেরা—তোমরা অনুশ্রবণ দ্বারা (অর্থাৎ কিছু শুনিয়াছ বলিয়া) বা পরম্পরা দ্বারা (অর্থাৎ এইরূপই চলিয়াছে বলিয়া) বা ঐতিহ্য দ্বারা (অর্থাৎ ইহা বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছে বলিয়া) পরিচালিত হইও না ; পিটকে আছে বলিয়া অথবা তর্কদ্বারা বা ন্যায়দ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া বা ইহার আকার বিচার করিয়া বা অন্য কোনও মত বিবেচনা করিয়া ও তাহার উপর সিদ্ধান্ত করিয়া বা ইহা ভব্যরূপের বলিয়া বা যে শ্রমণ ইহা বলিতেছেন তিনি আমাদের গুরু বলিয়া—তোমরা এই মত গ্রহণ করিও না। তখনমাত্র গ্রহণ করিবে যখন নিজেদের আত্মাদ্বারা জানিতে পারিবে ঃ এই সকল অকুশল ধর্ম্ম, এই সকল অন্যায় ধর্ম্ম, বিজ্ঞেরা এই সকল ধর্ম্ম অগ্রহণীয় বলেন, এই সকল আরব্ধ ও সম্পন্ন হইলে তাহাতে অহিত ও দুঃখই হয় ; তাহা হইলে, কালামেরা, তোমরা তাহা বর্জ্জন করিবে।

[অং, ১, ১৮৯]

ভিক্ষুগণ, আমি চারটি 'মহোপদেশ' নির্দেশ করিতেছি[১] শুনিয়া রাখ এবং সুষ্ঠুভাবে মনে রাখিও। বলিতেছি। এই চারটি মহোপদেশ কি কি ?

[১] 'মহোপদেশ' কথাটির বিশেষার্থ "যে যে স্থল হইতে প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও বিনয়ের নিয়মগুলি সংগৃহীত হইতে পারে"।

যখন কোনও ভিক্ষু এই বলিতে পারে যে ভগবানের প্রমুখাৎ আমি ইহা শুনিয়াছি ও তাঁহার সম্মুখে গ্রহণ করিয়াছি যে ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন, সেই ভিক্ষুর বচন অভিনন্দনও করিবে না, তুচ্ছও করিবে না। অভিনন্দন না করিয়া বা তুচ্ছ না করিয়া সেই কথাগুলি সাধুভাবে গ্রহণ করিয়া সূত্রের সহিত মিলাইয়া লইবে ও বিনয়ে দৃষ্ট হয় কিনা দেখিবে। যদি তাহা মিলিয়া না যায়, তবে এই সিদ্ধান্ত করিবে যে ইহা নিশ্চয়ই সেই ভগবানের, সেই অর্হতের, সেই সম্যক্ সম্বুদ্ধের বচন নয়; ইহা ঠিকভাবে গৃহীত হয় নাই। তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ, তাহা বর্জ্জন করিবে। কিন্তু যদি সেই ভিক্ষুর কথাগুলি সূত্র ও বিনয়ের সহিত মেলে, তবে এই সিদ্ধান্ত করিবে যে ইহা নিশ্চয়ই ভগবানের বচন, ইহা সুগৃহীত হইয়াছে। এই প্রথম মহোপদেশ বলিয়া মনে রাখিবে।

পুনশ্চ, যদি কোনও ভিক্ষু এইরূপ বলে যে অমুক নামের আবাসে (ভিক্ষুদের বসতি স্থলে) একটি সঙ্ঘ আছে, যাহাদের মধ্যে একজন প্রধান স্থবির ভিক্ষু আছে। সেই ভিক্ষুর প্রমুখাৎ আমি ইহা শুনিয়াছি ও তাহাদের সম্মুখে গ্রহণ করিয়াছি যে ইহাই ধর্ম্ম······(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)। কিন্তু যদি সেই ভিক্ষুর কথাগুলি সূত্র ও বিনয়ের সহিত মেলে, তবে এই সিদ্ধান্ত করিবে যে ইহা সেই সঙ্ঘদ্বারা সুগৃহীত হইয়াছে। ইহা দ্বিতীয় মহোপদেশ বলিয়া মনে রাখিবে।

পুনশ্চ, যদি কোনও ভিক্ষু এইরূপ বলে যে অমুক আবাসে স্থবির ভিক্ষুরা আছেন যাঁহারা বহুশ্রুত, আগতাগম, ধর্ম্মধর, বিনয়ধর ও মাত্রিকাধর, তাঁহাদের সম্মুখাৎ আমি শুনিয়াছি······(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)। তবে এই সিদ্ধান্ত করিবে যে ইহা ভগবানের বচন ও তাঁহাদের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে গৃহীত হইয়াছে। ইহা তৃতীয় মহোপদেশ বলিয়া মনে রাখিবে।

পুনশ্চ, কোনও ভিক্ষু যদি এইরূপ বলে যে অমুক আবাসে একজন স্থবির ভিক্ষু আছেন যিনি বহুশ্রুত, আগতাগম, ধর্ম্মধর, বিনয়ধর ও মাত্রিকাধর। তাঁহার প্রমুখাৎ আমি শুনিয়াছি······(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)। যদি সেই স্থবির ভিক্ষুর কথাগুলি সূত্র ও বিনয়ের সহিত মিলিয়া যায়, তখন এই সিদ্ধান্ত করিবে যে ইহা সেই ভগবান্ 'অর্হৎ' সম্যক্‌সম্বুদ্ধেরই বচন এবং সেই স্থবির ভিক্ষুদ্বারা সুষ্ঠুভাবে গৃহীত হইয়াছে। ইহা চতুর্থ মহোপদেশ বলিয়া মনে রাখিবে।

[অং, ২, ১৬৭-১৭০]

অধ্যায় ৪—অপরের সহিত সম্বন্ধ

ক। সত্যদৃষ্টি ও মিথ্যাদৃষ্টি

বাস্তবিক পক্ষে সত্য এক, দ্বিতীয় আর নাই।

[সু, ৮৮৪]

সেই বিমুক্তি অটল হয় (যাহা সর্ব্বদুঃখক্ষয়কারী জ্ঞান হইতে জন্মে) যাহা সত্যে স্থিত। যাহার ধর্ম্ম মিথ্যা, তাহা মিথ্যাই। নির্ব্বাণ যাহা, তাহাই সত্য, তাহা মিথ্যা ধর্ম্মের (প্রকৃতির) নয়। ভিক্ষুগণ, পবম আর্য্য সত্য এই যে যাহা মিথ্যাপ্রকৃতিব নয়, তাহা এই নির্ব্বাণ।

[ম, ৩, ২৪৫]

নির্ব্বাণ মিথ্যা-ধর্ম্মী নয়,—তাহা আর্য্যেবা সত্য বলিয়া জানে।

[সু, ৭৫৮]

পবিব্রাজকগণ, এই চারটি ব্রাহ্মণ-সত্য আমি অভিজ্ঞা দ্বারা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। এই চাবটি কি কি ?

যদি কোনও ব্রাহ্মণ এরূপ বলে যে সকল প্রাণীই অবধ্য, তবে তাহা (এই উক্তি) সত্যই, মিথ্যা নহে। সে এইরূপ বলায় 'আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ, অথবা আমি শ্রেষ্ঠ, বা সমান-শ্রেণীব বা হীন' মনে করিয়া বলে না। বরং এই সত্য উপলব্ধি করিয়া সে প্রাণীদের মধ্যে সহানুভূতিসম্পন্ন ও অনুকম্পাশীল বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

পরিব্রাজকগণ, পুনশ্চ যদি কোন ব্রাহ্মণ এইরূপ বলে যে সমস্ত কাম (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ) অনিত্য, দুঃখকর, পরিবর্ত্তন ধর্ম্মী, তবে তাহা সত্য, মিথ্যা নয়। সে এইরূপ বলায় 'আমি শ্রমণ·· ···' (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)······মনে করিয়া বলে না। বরং এই সত্য উপলব্ধি করিয়া

সে ইহাই প্রতিপন্ন করে যে সে কামের নিবৃত্তির দিকে, বিরাগের দিকে কাম-নিরোধের দিকে।

পুনশ্চ পরিব্রাজকগণ, যদি কোনও ব্রাহ্মণ এইরূপ বলে যে আমি কেহ না, আমি কোথায়ও নই, আমার কোথায়ও কিছু নাই, তবে সে সত্যই বলে, মিথ্যা বলে না। ইহা বলায় সে ইহা মনে করে না: 'আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ, আমি শ্রেষ্ঠ বা সমশ্রেণীর বা হীন।' বরং এই সত্য উপলব্ধি করিয়া সে অভিজ্ঞা দ্বারা অকিঞ্চনতার দিকে অগ্রসর বলিয়া আপনাকে প্রতিপন্ন করে।

পুনশ্চ পরিব্রাজকগণ, যদি কোনও ব্রাহ্মণ এইরূপ বলে যে সকল ভব (অর্থাৎ অবস্থা হইতে অবস্থান্তর গমন) অনিত্য, দুঃখকর, পরিবর্ত্তনধর্ম্মী, তবে সে সত্যই, মিথ্যা নহে। সে এইরূপ বলায় ইহা মনে করে না 'আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ, আমি শ্রেষ্ঠ বা সমশ্রেণীর বা হীন।' বরং এই সত্য উপলব্ধি করিয়া সে প্রতিপন্ন করে যে সে অভিজ্ঞা দ্বারা ভব-সমূহের নিবৃত্তির দিকে, বিরাগের দিকে, নিরোধের দিকে।

পরিব্রাজকগণ, এই চারটি ব্রাহ্মণ-সত্য আমি নিজের অভিজ্ঞায় সত্য বলিয়া মানিয়া জ্ঞাপন করিতেছি। [অং, ২, ১৭৬-১৭৭]

ছয়টি বিষয় (ধর্ম্ম) আছে যাহা স্মরণীয়,—যাহাতে প্রীতি ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায় ও সংহতি, অবিরোধ, সমগ্রতা ও ঐক্যভাব সম্বর্ত্তন করে। এ ছয়টি কি কি ?

যদি কোনও ভিক্ষুর কায়িক কর্ম্ম সব্রহ্মচারীদের প্রতি মৈত্রী হইতে উত্থিত হয়, প্রকাশ্যেই হউক কি গোপনেই হউক,—তাহা স্মরণীয় এবং তাহাতে প্রীতি......(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)......সম্বর্ত্তন করে।

পুনশ্চ, যদি কোনও ভিক্ষুর বাচনীয় কর্ম, সব্রহ্মচারীদের প্রতি...... ......(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)......সম্বর্ত্তন করে।

পুনশ্চ, যদি কোনও ভিক্ষুর মানসিক কর্ম্ম······ (পূর্ব্ববৎ)।

পুনশ্চ, কোনও ভিক্ষুর লব্ধ জিনিষ ধর্ম্মসঙ্গত ও ধর্ম্মলব্ধ হয়, যদিও তাহা তাহার ভিক্ষাপাত্রেই দেওয়া হইয়াছে,—তখন যদি তাহা ভাগ না করিয়া শীলবান্ সব্রহ্মচারীদের সঙ্গে প্রকাশ্যে বা গোপনে সাধারণ-ভাবে ভোগ করে, তবে তাহা স্মরণীয় এবং তাহাতে প্রীতি······ (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)······সম্বর্ত্তন করে।

পুনশ্চ, যে সকল শীল অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অমলিন, দোষচিহ্নহীন, মুক্তিদায়ী, বিজ্ঞদের প্রশংসিত, স্পর্শদোষহীন (fresh), সমাধিসম্বর্ত্তক, যদি তদ্রূপ শীলসম্পন্ন হইয়া কোনও ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের মধ্যে, প্রকাশ্যে কি গোপনে বিহার করে,—তাহা স্মরণীয় এবং তাহাতে প্রীতি······(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)······সম্বর্ত্তন করে।

পুনশ্চ, যে দৃষ্টি আর্য্য, যাহা সংসার হইতে মুক্তিতে নেয়,—যাহা সেই দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে সম্যক্ দুঃখক্ষয়ের দিকে লইয়া যায়, যদি তদ্রূপ দৃষ্টিসম্পন্ন কেহ সব্রহ্মচারীদের মধ্যে প্রকাশ্যে কি গোপনে বিহার করে,—তাহা স্মরণীয় এবং তাহাতে প্রাতি······(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)···সম্বর্ত্তন করে।

ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি স্মরণীয় বিষয় যাহাতে······ (পূর্ব্ববৎ)। এই ছয়টি স্মরণীয় বিষয়ের মধ্যে এইটিই সর্ব্বাগ্রে ছাদ স্বরূপ এবং ছাদের কোণ স্বরূপ,—যে দৃষ্টি আর্য্য, যাহা সংসার হইতে মুক্তিপ্রদ, যাহা সম্যক্ দুঃখক্ষয়ের দিকে সেই দৃষ্টিধারীকে লইয়া যায়।

[ম, ১, ৩২২]

গৃহপতিগণ, সমভাবে মনের দ্বারা ধর্ম্মচর্য্যা কিরূপ ত্রিবিধভাবে হইতে পারে? ধর, 'কেহ অলোভী হয়, যে পরের সম্পত্তির প্রতি লোভ করে না, ভাবে না যে 'উহার সম্পত্তি যদি আমার হইত!'

তাহার চিত্ত অন্যের ক্ষতি করিতে বিমুখ হয়, তাহার মনের সঙ্কল্পগুলি দুষ্ট হয় না। সে ভাবে যে এই প্রাণীরা বৈরীহীন, ক্ষতিহীন, বিপদ্‌মুক্ত ও সুখী হইয়া নিজেদের রক্ষা করুক। সে সম্যক্-দৃষ্টি লাভ করে,—বিপরীত দৃষ্টিতে যায় না, এই ভাবিয়া যে 'দান আছে, যজ্ঞ আছে; হবণ আছে; সুখ-দুঃখজনক কর্ম্মের ফল ও পরিণতি আছে; এই লোক আছে, পরলোক আছে; মাতা আছে, পিতা আছে এবং স্বয়ং-ভব প্রাণী আছে; সংসারে শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা আছে যাহারা সম্যক্‌ভাবে চলে ও সম্যক্‌ভাবে লাভ করে ও যাহারা এই লোক ও পরলোকের প্রকৃতি নিজের অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করিয়া (জগতে) প্রকাশ করে'।

[ম, ১, ২৮৮]

বিজ্ঞানের উদয়, বিজ্ঞানের নিরোধ ও বিজ্ঞাননিরোধের পন্থা প্রত্যক্ষভাবে না দেখিতে পাওয়ার জন্যই সংসারে নানাবিধ দৃষ্টির উৎপত্তি হয়, যথা, 'সংসার শাশ্বত কি শাশ্বত নয়', 'শরীরই জীবন বা জীবন হইতে অন্য কিছু', 'তথাগত মরণের পর আবার হন কি হন না, বা হন এবং নাও হন'।

[সং, ৩, ২৬২-২৬৩]

ভিক্ষুগণ, সংসারের সহিত বিবাদ করি না,—সংসার আমার সহিত বিবাদ করে। যে ধর্ম্মবাদী সে কখনও সংসারের সহিত বিবাদ করে না। সংসারে কিছু সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা যদি এই বলিয়া সম্মত হন যে 'ইহা আছে', তৎসম্বন্ধে আমিও বলি যে 'ইহা আছে।' এবং সংসারে পণ্ডিতেরা 'ইহা নাই' বলিয়া যদি সম্মত হন, এবং আমিও বলি 'ইহা নাই',—এ বিষয়টি কি? এই যে, রূপ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয়,—পণ্ডিতেরা সম্মত হন যে 'ইহা নয়', আমিও বলি যে 'ইহা নয়।' বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার সম্বন্ধে একই কথা।

এবং সংসারে পণ্ডিতেরা 'ইহা আছে' বলিয়া সম্মত হন এবং আমিও বলি 'ইহা আছে'—এ বিষয়টি কি? এই যে, রূপ অনিত্য, অধ্রুব, দুঃখকর ও পরিবর্ত্তনধর্ম্মী—পণ্ডিতেরা সম্মত যে ইহাই ঠিক, আমিও ইহাই বলি। বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার সম্বন্ধে একই কথা।

ভিক্ষুগণ, এই সংসারে একটি লোকধর্ম্ম আছে যাহা তথাগত সম্পূর্ণভাবে জানেন, সম্পূর্ণভাবে অবধারণ করেন এবং সেইরূপ জানিয়া ও অবধারণ করিয়া তাহা বিবৃত করেন, দেশনা করেন, প্রপন্ন করেন, স্থাপন করেন, খুলিয়া দেন, বিশ্লেষণ করেন ও স্পষ্ট করেন। সংসারে রূপ এই লোকধর্ম্ম,—বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কারও তাহাই। যে ইহার বিবৃতি, দেশনা, প্রপন্ন করা, স্থাপন করা, উন্মুক্ত করা, বিশ্লেষণ ও স্পষ্টীকরণ সত্ত্বেও ইহা জানে না, ইহা দেখে না, তাহাকে, ভিক্ষুগণ, আমি একজন সাধারণ অজ্ঞ লোক, অন্ধ বা চক্ষুহীন যে বুঝিবে না বা দেখিবে না, বলিয়া উপেক্ষা করি।

ভিক্ষুগণ, যেমন একটি নীল বা লাল বা শ্বেতবর্ণ পদ্ম জলে জাত হইয়া, জলে সম্বর্দ্ধিত হইয়া যখন জলের উর্দ্ধে দাঁড়ায় তখন জলে মলিন হয় না, সেইরূপ তথাগত সংসারে জন্ম লইয়া সংসারে সম্বর্ধিত হইয়া, (পরে) সংসার অভিভূত করিয়া সংসার-মালিন্যবিহীন হইয়া বিহার করেন। [সং, ৩, ১৩৮-১৪০]

হে সিংহ (লিচ্ছবিদের সেনাপতি), একভাবে আমার সম্বন্ধে যথার্থতঃ এই বলা যায় যে শ্রমণ গোতম অক্রিয়াবাদী, কি কি ধর্ম্মতঃ অকর্ত্তব্য তাহাই দেশনা করেন,—তাহা দ্বারাই শ্রাবকদের পরিচালনা করেন। হে সিংহ, অন্যভাবে আমার সম্বন্ধে যথার্থতঃ এই বলা যায় যে শ্রমণ গোতম ক্রিয়াবাদী, কি কি ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য তাহাই দেশনা করেন,—তাহাদ্বারাই শ্রাবকগণকে পরিচালনা করেন।

…শ্রমণ গোতম উচ্ছেদবাদী, তিনি উচ্ছেদের ধর্ম্মই দেশনা করেন এবং তাহাদ্বারাই শ্রাবকগণকে পরিচালনা করেন, অথবা শ্রমণ গোতম জুগুপ্সাবাদী…(পূর্ব্ববৎ) অথবা শ্রমণ গোতম বিনায়ক (অর্থাৎ যিনি বিপথে লইয়া যান)……(পূর্ব্ববৎ) অথবা শ্রমণ গোতম তপস্বী…… (পূর্ব্ববৎ) অথবা শ্রমণ গোতম অপগর্ভ (অর্থাৎ তাঁহার স্বনির্দ্দিষ্ট প্রণালী হইতে অন্য প্রণালীতে অস্তিত্ব স্বীকার করেন না)…ইত্যাদি অথবা শ্রমণ গোতম স্ব-মতে দৃঢ়…।

এখন আমার সম্বন্ধে যে বলা হয় আমি অক্রিয়াবাদী ইত্যাদি, তাহার যথার্থতা কি ? হে সিংহ, সত্যই আমি দেহে, বাক্যে ও মনে যাহা দুশ্চরিত, যাহা বহুবিধ পাপের ও অকুশলের হেতু ও ধর্ম্মতঃ অকরণীয় তাই বলিয়া দেই, এই অর্থে আমাকে যথার্থই অক্রিয়াবাদী বলা যায়।

আমার সম্বন্ধে যে বলা হয় আমি ক্রিয়াবাদী তাহার যথার্থতা এই যে আমি দেহে, বাক্যে ও মনে যাহা সুচরিত তাহা বলিয়া দেই।……আমি জুগুপ্সাবাদী……(পূর্ব্ববৎ)…যাহা কিছু দুশ্চরিত তাহা ঘৃণা করি ও এই জুগুপ্সাধর্ম্ম আমি দেশনা করি।

…… আমি বিনায়ক, তাহার যথার্থতা এই যে আমি রাগ, দ্বেষ, মোহ বিতাড়নের ধর্ম্ম দেশনা করি।

আমার সম্বন্ধে যে বলা হয় আমি তপস্বী তাহার যথার্থতা এই যে আমি কি কি পাপজনক ও অকুশল অবস্থা দেহে, বাক্যে ও মনে দুশ্চরিত তাহা দহনীয় বলি। তাহাকেই আমি তপস্বী বলি যে এই দহনীয় অবস্থাগুলির সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়াছে, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের মত করিয়াছে ও এমন বিনষ্ট করিয়াছে যে তাহা আর বাড়িতে পারিবে না।

আমাকে যে অপগর্ভ বলা হয় তাহার যথার্থতা কি? তাহাকেই আমি অপগর্ভ বলি যাহার ভবিষ্যতে মাতৃগর্ভে শয়ন, জন্মান্তর-গমন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের মত এমন বিনষ্ট হইয়াছে যে ভবিষ্যতে তাহা আব ঘটিতে পারে না।··হে সিংহ, তথাগতেব ভবিষ্যতে মাতৃগর্ভে শয়ন ও পুনরায় উদ্ভব এমন নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়াছে যে ভবিষ্যতে তাহা আর ঘটিতে পারে না।···

আমাকে যে স্বমতে দৃঢ় বলা হয় তাহার যথার্থতা কি? একথা সত্য যে আমি দৃঢ়বিশ্বাসী পবম বিশ্বাসে বিশ্বাসবান্ হইয়াই আমি ধর্ম্ম-দেশনা কবি ও শ্রাবকদেব পরিচালনা করি। আমি বিশ্বাসের ধর্ম্মই দেশনা করি ও তাহা দ্বারাই তাহাদের পরিচালনা করি। আমাকে যে বলা হয় যে শ্রমণ গোতম দৃঢ়বিশ্বাসী, বিশ্বাসের সহিত ধর্ম্মদেশনা কবে ও শ্রাবকদের পবিচালনা কবে, ইহাই তাহাব যথার্থতা।

[বি, ১, ২৩৪-২৩৬]

[জনৈক ব্রাহ্মণ গোতমকে বলেন যে পূর্ব্বকালে শোণকায় নামক একজন ব্রাহ্মণ যুবক তাহাকে বলিয়াছিলেন] :

'শ্রমণ গোতম সকল কর্ম্মের মধ্যে যাহা অকার্য্য তাহাই নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করায় এই লোকের উচ্ছেদই বলেন, কারণ কর্ম্ম সম্বন্ধে সত্য এই যে সংসাব কর্ম্মদ্বারাই চলিতে থাকে।'

কিন্তু আমি এই শোণকায় নামক ব্রাহ্মণ যুবককে চেহারায়ও চিনি না, তবে এইরূপ সংলাপ কি করিয়া হয়?

[অং, ২, ২৩২]

হে ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ, যেহেতু তোমাদের মনোমত কোনও শাস্তা নাই, তোমাদের এই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত। এই ধর্ম্ম কি?

গৃহপতিগণ, কোনও কোনও শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বলেন, এইরূপ মত পোষণ করেন! 'দান নাই, যজ্ঞ নাই, হবন নাই; সুকৃত বা দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল বা পরিণতি নাই; ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই; মাতা, পিতা বা স্বয়ংজাত প্রাণীও নাই; এমন শ্রমণ ব্রাহ্মণ নাই যাহারা সম্যক্ পথে সম্যকভাবে চলেন এবং যাহারা তাহাদের অভিজ্ঞা দ্বারা এই লোকের ও পরলোকের (প্রকৃতি) উপলব্ধি করিয়া তাহা প্রকাশিত করেন। কিন্তু সেই শ্রমণ ব্রাহ্মণদের মধ্যেই কেহ কেহ আছেন যাহারা ইহার সোজাসুজি বিরুদ্ধবাদী। তাহারা বলেন যে এই সকলই আছে।

যাহারা পূর্ব্বকার মতগুলি পোষণ করেন, তাহাদের পক্ষে ইহা প্রত্যাশিত, যেহেতু তাহারা কায়ে, বাক্যে, মনে সুচরিত হওয়া—এই তিনটি কুশলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তিনটি অকুশল ধর্ম্ম—যথা কায়ে, মনে, বাক্যে দুশ্চরিত হওয়া—গ্রহণ করিয়া বাস করে। এই শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা অকুশল ধর্ম্মগুলিতে যে বিপত্তি, যে নীচতা, যে অপচার, তাহা দেখে না এবং ইহাও দেখে না যে তাহা ছাড়িয়া কুশলধর্ম্মগুলিতে সুফল হয়,—যাহা শোধন-ক্রিয়া জাতীয়। যেহেতু পরলোক নিশ্চয়ই আছে; যাহারা পরলোক নাই এই কল্পনা করেন, তাহাদের এই কল্পনা মিথ্যা,—যদি তাহাদের ঐরূপ দৃষ্টি হয়, তবে তাহা মিথ্যাদৃষ্টি,—যদি তাহারা ঐরূপ বলেন তবে তাহা মিথ্যা কথা। যদি বলে যে পরলোক নাই, তবে তাহারা পরলোকজ্ঞ অর্হৎদের বিপরীত কথা বলেন। যদি অন্যকে 'পরলোক নাই' ইহা বুঝান হয়, তবে ইহা ধর্ম্মানুযায়ী বোধ হইবে না। সেইরূপ বুঝাইয়া নিজেকে উপরে তোলা হয় ও অন্যকে নিন্দার্হ করা হয়; যেমন পূর্ব্বের সুশীলতা বিনষ্ট করিয়া পরে দুঃশীলতা উপস্থিত করা। এবং এই মিথ্যা মতবাদ, মিথ্যা কল্পনা,

মিথ্যা ভাষণ, আর্য্যদের বিপরীত কথা বলা, অ-সদ্ধর্ম্মসঙ্গত বোধ উৎপাদন করা, নিজকে উর্দ্ধে তোলা ও অপরকে নিন্দার্হ করা—এই সকল অনেক পাপজনক অকুশল ধর্ম্ম মিথ্যাদৃষ্টির ফলে সম্ভব হয়।

এ সম্বন্ধে, গৃহপতিগণ, ধর একজন বিজ্ঞ পুরুষ এইরূপভাবে চিন্তা করে : 'যদি পরলোক না থাকে তবে এই পুরুষব্যক্তি দেহ-ভেদের পর নিজের আত্মাকেই তাহার প্রতিভূ (বা আশ্রয়দাতা) করিবে ; যদি পরলোক থাকে, তবে সে মরণের পর দেহভেদ হইলে অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে বা নিরয়ে উৎপন্ন হইবে। যদি 'পরলোক নাই' বলা হয়,—এবং (এই মতের) শ্রমণ ব্রাহ্মণদের কথা সত্য হয়, তবে সেই পুরুষ-ব্যক্তি তখনই বিজ্ঞদের দ্বারা দুঃশীল, মিথ্যাদৃষ্টি, নাস্তিকবাদী বলিয়া নিন্দিত হইবে।' যদি বাস্তবিকই পরলোক থাকে, তকে এই পুরুষব্যক্তি উভয়ত্র হারিয়া গেল ; সে তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞদের দ্বারা নিন্দিত হইল এবং তাহার মরণের পর দেহভেদ হইলে অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নিরয়ে উৎপন্ন হইতে হইবে। এইভাবে এই সত্যধর্ম্ম দুষ্টভাবে গৃহীত হইয়া একদিকে বাড়ে বটে কিন্তু কুশলের স্থান রিক্ত হইয়া যায়।

অন্যপক্ষে গৃহপতিগণ, যে শ্রমণ ব্রাহ্মণদের এই দৃষ্টি আছে যে 'দান আছে, যজ্ঞ আছে, হবন আছে ; সুকর্ম্ম ও দুষ্কর্ম্মের ফলাফল আছে ; এইলোক আছে ও পরলোক আছে ; মাতা-পিতা ও স্বয়ং-জাত প্রাণীরা আছে ; এ সংসারে শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা আছে যাহারা সম্যক্‌ভাবে সম্যক্‌পথে চলেন এবং এইলোকের ও পরলোকের (প্রকৃতি) তাঁহারা অভিজ্ঞাদ্বারা উপলব্ধি করিয়া প্রকাশিত করেন, তাহাদের পক্ষে ইহা প্রত্যাশিত, যেহেতু তাঁহারা কায়ে দুশ্চরিত, বাক্যে দুশ্চরিত ও মনে দুশ্চরিত, এই তিনটি অকুশল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কায়ে সুচরিত, বাক্যে সুচরিত ও মনে সুচরিত—এই তিনটি কুশলধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাস

করেন, এই শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা অকুশল ধর্ম্মগুলির যে বিপত্তি, যে নীচতা, যে অপচার তাহা দেখিতে পায় ও ইহাও দেখিতে পায় যে সেইগুলি পরিত্যাগ করিলে কুশলধর্ম্মে সুফল হয়, যাহা শোধন-ক্রিয়া জাতীয়।

যেহেতু নিশ্চয়ই পরলোক আছে, 'পরলোক আছে' এই দৃষ্টি সম্যক্ দৃষ্টি,...এই সংকল্প সম্যক্ সংকল্প...এই কথা সত্য কথা। যদি সে বলে যে পরলোক আছে, তবে তাহা পরলোকজ্ঞ অর্হৎদের কথার বিপরীত হয় না। যেহেতু পরলোক আছে,—সে যদি অন্যকে তাহা বুঝায়, সেই বোধ সদ্ধর্ম্মসঙ্গত এবং সেই সদ্ধর্ম্মসঙ্গত বোধ উৎপাদন করিয়া সে নিজেকে ঊর্দ্ধে তোলে না ও পরকে নিন্দার্হ করে না;—যেমন পূর্ব্বের দুঃশীলতা বিনষ্ট করিয়া সেখানে সুশীলতা উপস্থিত করা। এবং এই সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, আর্য্যদের বিপরীত কথা না বলা, এই সদ্ধর্ম্মসঙ্গত বোধ দেওয়া, নিজেকে ঊর্দ্ধে না তোলা, পরকে নিন্দার্হ না করা—এই সকল বহুল কুশল ধর্ম্ম সম্যক্ দৃষ্টির ফলে সম্ভব হয়।

ধর কোনও বিজ্ঞ লোক এই চিন্তা করে যে, যদি পরলোক থাকে তবে সে (সেই বিজ্ঞ লোকটি) মরণের পর দেহভেদ হইলে সুগতিতে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে। যদি পরলোক আছে ইহা বলা হয়, তবে সেই পুরুষব্যক্তি উভয়ত লাভবান্; সে তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞদের দ্বারা প্রশংসিত হয় এবং মরণের পর দেহভেদ হইলে সুগতিতে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। এইভাবে এই সত্যধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে গৃহীত হইয়া উভয়াংশেই বাড়িয়া থাকে,—অকুশলের স্থান রিক্ত হয়।

কোনও কোনও শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা আছেন যাঁহারা এই মতবাদী ও এই দৃষ্টির : 'পাপকর্ম্মের কর্ত্তার কোনও পাপ হয় না এবং কর্ম্মফলে কোনও পাপপুণ্য নাই।' কেহ কেহ বা বিপরীত দৃষ্টির। যাহারা

'পরলোক নাই' বলেন তাহাদের সম্বন্ধে যাহা প্রত্যাশিত ইহাদের সম্বন্ধেও তাহাই। যেহেতু করণীয় বলিয়া কিছু আছে, যদি কেহ ভাবে যে করণীয় কিছু নাই তাহার সেই দৃষ্টি, সেই সংকল্প, সেই কথা মিথ্যা এবং অর্হতেরা যে বলেন 'করণীয় আছে' তাহার বিপরীত।

ধর একজন বিজ্ঞ লোক এইরূপ ভাবে: যদি কিছু করণীয় থাকে, তবে এই পুরুষব্যক্তি মরণের পর দেহভেদ হইলে সুগতিতে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে। যদি ইহা বলা হয় যে করণীয় কিছু আছে—এবং শ্রমণ ব্রাহ্মণদের এই মত ধর্ম্মানুযায়ী—তবে সেই পুরুষব্যক্তি তৎক্ষণাৎ শীলবান্, সম্যক্-দৃষ্টি-সম্পন্ন, ক্রিয়াবাদের পোষক বলিয়া প্রশংসিত হইবে। যদি করণীয় থাকে, সে উভয়ত্র লাভবান্ হইবে। বিজ্ঞলোকেরা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রশংসা করিবে ও মরণের পব দেহভেদ হইলে সে সুগতিতে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে। এইভাবে এই সত্যধর্ম্মকে সে সুগৃহীত করে এবং উভয়াংশেই বাড়ায়, অকুশলের স্থান রিক্ত করিয়া।

কোনও কোনও শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা আছে যাহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টির: প্রাণীদের কলুষতা বা বিশুদ্ধির কোনও কারণ বা হেতু নাই; প্রাণীরা কলুষ বা বিশুদ্ধ হয় বিনা হেতুতে ও বিনা কারণে। এখন বল বা বীর্য্য বা শক্তি বা পুরুষের উদ্যম নাই (যাহা তাহাকে কলুষে বা বিশুদ্ধিতে লইয়া যাইতে পারে)। সকল সত্ত্ব, সকল প্রাণী, সর্ব্বভূত ও সর্ব্বজীব নিয়তির গতিতে জীবরূপে পরিণত হইয়া ছয় প্রকার জীববিভাগে থাকিয়া সুখদুঃখ ভোগ করে। অন্য শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা ইহার সোজাসুজি বিপরীতবাদী। তাহারা এই বলে: হেতু আছে, কারণ আছে···(ইত্যাদি)।

হেতু যখন আছে, তখন কেহ যদি ভাবে যে হেতু নাই, তাহার

এই দৃষ্টি সদ্ধর্ম্মসঙ্গত নয় ··(ইত্যাদি পূর্ব্ববং)। ধর একজন বিজ্ঞ লোক ভাবে যে হেতু না থাকিলে এই পুরুষব্যক্তি দেহভেদের পর নিজের আত্মাকেই প্রতিভূ বা আশ্রয়দাতা করিবে। যদি হেতু থাকে, তবে এই পুরুষব্যক্তি মরণের পর দেহভেদ হইলে আপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে বা নিরয়ে উৎপন্ন হইবে।···(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)···অকুশলের স্থান বিক্ত করিয়া।

[মে, ১, ৪০১-৪১০]

ভিক্ষুগণ, সেই নানা সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও পরিব্রাজকেরা (যাহাদের কথা তোমরা আমাকে বলিয়াছ) নানা মতের, নানা দৃষ্টির, নানা রুচির ও নানা ধর্ম্মে আস্থাবান্। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ বলে ও এইরূপ মত পোষণ করে : জগৎ শাশ্বত—ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা। অন্যেরা বলে জগৎ অনন্ত নয়—ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা। কেহ কেহ বলে যে জগতের অন্ত আছে···অন্যেরা বলে ইহা অন্তহীন। কেহ কেহ বলে যাহা শরীর তাহাই জীবন, অন্যরা বলে যে জীব ও শরীর বিভিন্ন। কেহ বলে মৃত্যুর পর আত্মার আবাব উদ্ভব হয় ; কেহ বলে তাহা হয় না,—আবার অপবেরা বলে উদ্ভব হয় এবং নাও হয়, এবং এই কথাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।

ইহারা স্বভাবতঃ কলহপ্রিয়, ভেদপ্রবণ ও বিবাদশীল। ইহারা এই বলিয়া মুখশস্ত্রের (অর্থাৎ বাক্যবাণ) দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া ফেরে 'ধর্ম্ম এই প্রকার, ধর্ম্ম এই প্রকার নয়'। ভিক্ষুগণ, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী পরিব্রাজকেরা (অর্থাৎ যাহারা বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই) অন্ধ চক্ষুহীন। তাহারা পরমার্থ কি জানে না এবং কি পরমার্থ নয় তাহাও জানে না। ধর্ম্ম জানে না, কি ধর্ম্ম নয় তাহাও জানে না।···

ভিক্ষুগণ, ভূতপূর্ব্বকালে এই শ্রাবস্তিতেই একজন রাজা ছিলেন।

তিনি কোন একজন লোককে ডাকিয়া বলিলেনঃ 'তুমি এখানে, শ্রাবস্তিতে, যত জন্মান্ধ লোক আছে, সকলকে একত্র করিয়া একটি হাতী দেখাও।' লোকটি তথানুসারে জন্মান্ধদের বলিয়াছিল—'এই একটি হাতী'। তৎপরে সেই জন্মান্ধদের কাহারও কাহারও কাছে হাতীর মাথাটি উপস্থিত করিল; কাহারও কাছে কাণ দুইটি; কাহারও কাহারও কাছে দাঁত; কাহারও কাছে শুঁড়, শরীর, পিঠ, পা, পুচ্ছ বা পুচ্ছের লোম উপস্থিত করিল এবং সকলকেই বলিল 'এই হাতী।' তখন রাজা জন্মান্ধদের কাছে গিয়া হাতী কি আকারের জন্তু তাহাদের তাহা বর্ণনা করিতে বলিলেন। যাহারা হাতীর মাথা পাইয়াছিল তাহারা বলিল, হাতী একটা কুম্ভের মত; যাহারা কাণ পাইয়াছিল তাহারা বলিল, হাতী সূর্পের মত; এইরূপ যাহারা শুঁড় পাইয়াছিল তাহারা বলিল, লাঙ্গলের ফালের মত; যাহারা শরীরটা পাইয়াছিল তাহারা বলিল, একটা গোলাঘরের মত; যাহারা পা পাইয়াছিল তাহারা বলিল, স্তম্ভের মত; যাহারা পিঠ পাইয়াছিল তাহারা বলিল, উদূখলের মত; যাহারা পুচ্ছ পাইয়াছিল তাহারা বলিল, মুষলের মত; যাহারা পুচ্ছের লোম পাইয়াছিল তাহারা বলিল, সম্মার্জ্জনীর মত। ইহা লইয়া তাহারা ঝগড়া করিতে লাগিল,—এই বলিয়া মারামারি করিতে লাগিল 'হাতী এই রকম, হাতী এইরকম নয়'। রাজা ইহা দেখিয়া খুব মজা পাইলেন।

ভিক্ষুগণ, এই অন্য ধর্ম্মাবলম্বী পরিব্রাজকেরা এইরূপ অন্ধ, চক্ষু-হীন। তাহারা পরমার্থ কি এবং পরমার্থ কি নয় অথবা ধর্ম্ম কি এবং ধর্ম্ম কি নয় তাহা জানে না—এবং ইহা লইয়া ঝগড়া, বিবাদ, বিসম্বাদ করে।

[উ, ৬৬-৬৯]

[ভিক্ষু মালুঙ্ক্যপুত্র এইভাবে আত্মগত যুক্তি করিতেছিল যে যদি গৌতম তাহাকে বলিয়া দেন যে তাহার মতগুলি, যাহা 'উদান' হইতে গৃহীত পূর্ব্বোদ্ধৃত পদে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সত্য, রুচিকর হইলে তিনি গৌতমের শাসনে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিবেন। তিনি যদি 'না' বলেন, তবে তাঁহার শিক্ষাই তিনি অস্বীকার করিবেন এবং মালুঙ্ক্যপুত্র আবার সাংসারিক জীবনে ফিরিয়া যাইবেন। মালুঙ্ক্যপুত্র গৌতমের সমীপে গিয়া এ বিষয়ে বলিলে, গৌতম এরূপ বলিলেন :]

ব্রহ্মচর্য্য-গ্রহণ 'জগৎ শাশ্বত' এই মতের উপর নির্ভর করে না। অথবা 'জগৎ অশাশ্বত' এই মতের উপরও নির্ভর করে না। যদি 'জগৎ শাশ্বত' ও 'জগৎ অশাশ্বত' এইরূপ মত আছে, জন্ম-জরা-মরণ আছেই, শোক-রোদন-দুঃখ ও নৈরাশ্য আছেই। আমি এখন এবং এইখানেই তাহা কিরূপে বিনষ্ট হইতে পারে তাহার নির্দ্দেশ দিয়া দেই। এবং অন্যান্য দৃষ্টিগুলির সম্বন্ধে এই একই কথা বলি।

সুতরাং আমি যাহা শিক্ষা দেই না, তাহা শিক্ষা দেই নাই বলিয়াই বুঝিয়া রাখিও। ঐ সকল দৃষ্টি আমি শিক্ষা দেই নাই (অর্থাৎ 'জগৎ শাশ্বত কি অশাশ্বত' এই সকল দৃষ্টি), কারণ তাহারা উদ্দেশ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়, তাহারা ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিগত নয়, তাহারা নির্ব্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্ব্বাণ, ইহার কোনটিই সম্বর্দ্ধন করে না। তবে আমি কি ব্যক্ত করিয়াছি ?—এই যে, ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ-নিরোধ, ইহা দুঃখনিরোধগামী পথ। কেন এই শিক্ষা আমি দিয়াছি ? যেহেতু, মালুঙ্ক্যপুত্র, ইহা উদ্দেশ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, ইহা ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিগত, ইহা নির্ব্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্ব্বাণ সম্বর্দ্ধন করে।

[ম, ১, ৪২৬]

[পরিব্রাজক বৎসগোত্র গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই সকল মত, যাহা 'উদানে'র ৬৬-৬৯ পৃষ্ঠা হইতে পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা গৌতমের মত কিনা। গৌতম এই সকল মত অস্বীকার করিলেন। বৎসগোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই মতগুলিতে কি বিপত্তি আছে যে তিনি তাহা ফেলিয়া দিলেন। গৌতম তাহাতে এই উত্তর দিলেন ঃ]

ইহার প্রত্যেকটি দৃষ্টি যেন একটি গহন-বন, একটি কান্তার, একটি গ্রন্থি, একটি (নানাদৃষ্টির) সংযোজন। ইহাতে দুঃখ আছে, আঘাত আছে, অসোয়াস্তি আছে, জ্বরাগ্নি আছে এবং ইহা নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি বা নির্ব্বাণ সম্বর্ত্তন করে না। বৎস, আমি ইহা বিপত্তিকর দেখিয়া এই সকল দৃষ্টিগুলিই পরিহার করি। তথাগত "দৃষ্টি' পরিহার করেন, কারণ তাহার এই দৃষ্টি হইয়াছে ঃ রূপ এই ও রূপের উদয় এই ও রূপের অস্তগমন এই ঃ 'বেদনা এই', 'সংজ্ঞা এই', 'সংস্কার এই', 'বিজ্ঞান এই'···ইত্যাদি। সেই জন্য আমি এই বলি যে সকল কল্পনার, সকল অনুমানের 'আমি কর্ত্তা', 'আমি কারক'—এই চিন্তা, সকল অন্তর্নিহিত মমত্ব—এই সকল বিনষ্ট করিয়া, নিরোধ করিয়া, পরিহার করিয়া তথাগত নিরুপাদী (অর্থাৎ জন্মান্তরের জন্য উপাদান-রহিত) বিমুক্তি লাভ করিয়াছেন।

[ম, ১, ৪৮৩-৪৮৬]

ভিক্ষুগণ, তোমরা এমন কিছু পাইতে চাও যাহা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয় যাহা শাশ্বতের মতই থাকিবে। তোমরা কি এইরকম কিছু দেখিতে পাও ? আমি ত দেখিতে পাই না।

তোমরা এমন কোনও আত্মবাদ ধরিতে চাও, যাহাতে শোক,

রোদন, দুঃখ, নৈরাশ্য, অশান্তি উঠিবে না। তোমরা কি এইরকম কিছু দেখিতে পাও? আমি ত দেখিতে পাই না।

ভিক্ষুগণ, আত্মা যদি থাকে, তবে আমার মধ্যেও তাহা থাকিবে। আত্মা বা আত্মার মতন যদি কিছু থাকে, তাহা আমার মধ্যেও থাকিবে। কিন্তু যদি আত্মা বা আত্মার মত কিছু সত্যই থাকে তবে তাহা উপলভ্য হয় না,—তবে তাহা কোনও দৃষ্টির ভিত্তি বলিয়া ধবা মূর্খের ধর্ম্ম। যে লোক, যে আত্মা, পশ্চাৎকালে যাহা আমি হইব, তাহা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয়, তাহা শাশ্বতের মতই থাকিবে।

যদি রূপ অনিত্য হয় এবং যাহা অনিত্য তাহা দুঃখকর হয়, তবে তোমবা সেই অনিত্য, সেই দুঃখকর, সেই পরিবর্ত্তনশীলকে এই বলিয়া ধরিতে পার না যে তাহা আমাব, আমিই সেই, আমার আত্মা তাহাই। (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাব ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে একই কথা)। ইহা হইতে ইহাই ফলিত হয় যে সকল রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাব ও বিজ্ঞান,—অতীতের, ভবিষ্যতের বা বর্ত্তমানের,—আধ্যাত্মিক বা বাহ্য, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা সমুন্নত, সমীপের বা দূরের,—সকলি এই ভাবে দেখিতে হইবে যে ইহা আমার নয়, ইহা আমি নই, ইহা আমার আত্মা নয়।

অতএব এই সকল দেখিয়া শিক্ষিত আর্য্যশ্রাবক রূপকে (এবং অন্য সবকে) অবহেলা করে। তাহাতে সে বীতরাগ হয়, বিগতরাগ হইয়া সে বিমুক্ত হয়, এই বিমুক্তিতে অভিজ্ঞা আসে যে আমি বিমুক্ত হইলাম এবং তাহার এই পূর্ব্বজ্ঞান হয় যে আমার জন্ম নিরস্ত হইল, আমার ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হইল, আমার যাহা কিছু করণীয় করা হইয়াছে, আমার আর কিছু হইবাব নাই।

[ম, ১, ১৩৭-১৩৯]

এই প্রকারের ভিক্ষু বিমুক্ত-চিত্ত হয়,—প্রজ্ঞাদ্বারা বিমুক্ত।

তাহাকে বলা হয় যে সে প্রতিবন্ধকগুলি উঠাইয়া ফেলিয়াছে, পরিখাকে সঙ্কীর্ণ করিয়াছে, সে স্তম্ভগুলি টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, অর্গলগুলি খুলিয়াছে,—সে একজন আর্য্য যে তাহার ধ্বজা নামাইয়াছে, ভার নামাইয়াছে, যে বন্ধনহীন।

কি করিয়া, ভিক্ষুগণ, সে প্রতিবন্ধক উঠাইল?—অবিদ্যার মূল উচ্ছেদ করিয়া, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ যাহা আর গজাইবে না সেইরূপ করিয়া। কি করিয়া পরিখা সঙ্কীর্ণ কবিল?—যে জন্মসংস্কার হইতে পুনর্জ্জন্ম হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া,—ছিন্নমূল তালবৃক্ষ···(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)। কি করিয়া স্তম্ভগুলি টানিয়া ফেলিল?—তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া—ছিন্নমূল তালবৃক্ষ······(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)। কি করিয়া অর্গলগুলি খুলিল?—যে বন্ধনগুলি (জীবনের) এই নিম্নতীরে বাঁধিয়া রাখে তাহা পরিত্যাগ করিয়া,—ছিন্নমূল তালবৃক্ষ···(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)। কি করিয়া সেই ভিক্ষু ধ্বজা নামাইয়া, ভার নামাইয়া, বন্ধনহীন হইল? 'আমি আছি' এই ভাব পরিত্যাগ করিয়া—ছিন্নমূল তালবৃক্ষ··· (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)।

[ম, ১, ১৩৯-১৪০]

যখন ভিক্ষু এইভাবে বিমুক্তচিত্ত হয় তখন ইন্দ্র কি ব্রহ্মা কি প্রজাপতি দেবতাদের সাহচর্য্য অনুসন্ধান করিয়া ও তথাগতের আশ্রয়ে যে বিজ্ঞান থাকে তাহা অধিগত করিতে পারে না। তাহার কি হেতু? আমি বলি, ভিক্ষুগণ, তথাগতকে ত এখনই এখানে পাওয়া যাইবে না। আমি এই কথা বলায় ও ইহা ঘোষণা করায় কোনও কোনও শ্রমণ ব্রাহ্মণ অসৎভাবে, মিথ্যাভাবে অনর্থক অপবাদ দেয় যে শ্রমণ গৌতম লোকদের বিপথে চালায়,—সত্ত্বে যে স্বত্ব তাহার উচ্ছেদ, বিনাশ, বিভাব (non-existence) প্রচার করে। যেহেতু আমি ইহা

শিক্ষা দেই না, সেই হেতু এই অপবাদ অসৎ, মিথ্যা, অনর্থক। পূর্ব্বে এবং এখনও আমি দুঃখ ও দুঃখের নিরোধ প্রচার করিয়াছি। যদি তাহাতে অন্যে আমার প্রতি আক্রোশ করে, রোষ দেখায়, বিরুদ্ধে বলে, তাহাতে তথাগতের আনন্দও হয় না, মনখারাপও হয় না, চিত্ত-উদ্বেগও হয় না। যদি অন্যে তাহাকে মান্য করে ও মান দেয়, তবেও তাহার এইরকম মনোভাব হয়। তোমাদের এই প্রকারই করণীয়। এ সম্বন্ধে তোমাদের এইভাব হওয়া উচিত : 'পূর্ব্বে আপনি যাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন, আমরা সেইরূপই করিব'।

[ম, ১, ১৪০]

অতএব, ভিক্ষুগণ, যাহা তোমাদের নহে, তাহা পরিহার কর। এই পরিহার দীর্ঘকাল তোমাদের হিত ও সুখের কারণ হইবে। কি কি তোমাদের নয়? রূপ তোমাদের নয়,—বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এ সকলও নয়। ইহার প্রত্যেকটি পরিহার কর। এই পরিহার তোমাদের হিত ও সুখের জন্য হইবে। যেমন ধর কোনও ব্যক্তি এই জেতবনে ঘাস, কাঠ, শাখা, পাতা আহরণ করে, পোড়ায় বা যা খুশি করে,—তবে তোমরা কি বলিবে যে সেই লোকটি তোমাদের আহরণ করিতেছে, বা পোড়াইতেছে বা যা খুশি করিতেছে? তোমরা তাহা বলিবে না। কেন?

(ভিক্ষুরা বলিল) কারণ এ সব আমাদের আত্মা বা আত্মার মত কিছু না।

ভিক্ষুগণ, এইরূপ রূপ তোমাদের নয়—বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানও নয়। তাহাদের পরিহার কর। এই পরিহার দীর্ঘকালের জন্য তোমাদের হিতের ও সুখের কারণ হইবে।

[ম, ১, ১৪০-১৪১]

'ভিক্ষুগণ, এই তিনটি মতবাদের ক্ষেত্র আছে যাহা পণ্ডিতগণের সম্যক্‌ভাবে জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধানের ও আলোচনার বিষয় এবং যাহাতে 'অকরণীয় কি'—এই সম্বন্ধে পরম্পরাগত মত সংস্থিত। এই তিনটি কি ?

ভিক্ষুগণ, এমন কোনও কোনও শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বলেন ও এই মত পোষণ করেন, যথা, মানুষ যে কিছু সুখ বা দুঃখ এবং সুখ বা দুঃখের অতীত কিছু অনুভব করে, তাহা সকলই হইয়া থাকে পূর্ব্বে কৃত কর্ম্মের হেতু। তাহারা সকলই হইয়া থাকে পূর্ব্বে কৃত কর্ম্মের হেতু। তাহারা আমার সমীপে আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করি যে সত্যই কি তোমাদের মত এইরূপ ; তাহারা 'হাঁ' বলিলে আমি এই কথা তাহাদেব বলি, "মহাশয়গণ, তাহা হইলে পূর্ব্ব-কৃতের ফলে আপনারা প্রাণঘাতী হইবেন, অদত্ত-ধন গ্রহণকারী হইবেন, অব্রহ্মচারী হইবেন, মিথ্যাবাদী, অপ্রিয়বাদী, পরুষবাদী, গল্প-সল্প-প্রিয়, লোভী, দুষ্ট-চিত্ত, মিথ্যা-দৃষ্টি হইবেন।" ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকে যাঁহারা সার বলিয়া ধরিয়া নেন তাঁহাদের 'ইহা করণীয়' বা 'ইহা অকরণীয়' এ সম্বন্ধে কোনও ইচ্ছা বা চেষ্টা হয় না। সুতরাং যদি করণীয় ও অকরণীয়—যদিও তাহা সত্য স্থিত,—সম্বন্ধে উপলব্ধির অভাব হয়, তবে 'শ্রমণ' কথাটি তোমাদের প্রতি প্রযোজ্য নয়, যে হেতু তোমরা মনন-শক্তি (স্মৃতি) হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অরক্ষিতভাবে বিহার কর।

ভিক্ষুগণ, এমন শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই বলিয়া থাকেন ও এই মত পোষণ করেন : যথা, মানুষ সুখ বা দুঃখ, বা সুখদুঃখের অতীত কিছু যাহাই অনুভব করে, তাহা সকলই ঐশ্বরিক ('ঈশ্বর-নির্ম্মাণ-হেতু')। তাঁহারা আমার সমীপস্থ হইলে আমি বলি : "তাহা হইলে মহাশয়গণ, প্রাণীঘাতী হইবেন···ঐশ্বরিকতায় বিশ্বাস করিয়া মিথ্যা-দৃষ্টি-

সম্পন্ন হইবেন।" ভিক্ষুগণ, যাঁহারা ঐশ্বরিকতাকে সার বলিয়া ধরিয়া নেন তাঁহাদের 'ইহা করণীয়' বা 'ইহা অকরণীয়' এ সম্বন্ধে কোনও ইচ্ছা বা চেষ্টা হয় না। এইরূপে যদি করণীয় ও অকবণীয়,—যদিও তাহা সত্য ও স্থিত—সম্বন্ধে উপলব্ধির অভাব হয়, তবে 'শ্রমণ' কথাটি তোমাদেব প্রতি প্রযোজ্য নয়, যেহেতু তোমরা মননশক্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অরক্ষিতভাবে বিহার কর।

ভিক্ষুগণ, এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণও আছেন যাঁহারা এরূপ বলেন ও এরূপ মত প্রকাশ কবেন, যে মানুষ যে সুখ বা দুঃখ, অথবা সুখদুঃখেব অতীত কিছু অনুভব করে, তাহা সকলই অহেতুক ও অকারণ। তাঁহারা আমার সমীপে আসিলে আমি এই কথা তাঁহাদিগকে বলি: "তবে, মহাশয়গণ, প্রাণীঘাতী হইবেন···এই 'অহেতুক ও অকারণ'-বাদের ফলে মিথ্যা-দৃষ্টি হইবেন।" ভিক্ষুগণ, যাঁহারা অহেতুকতা ও অকারণকে সার বলিয়া ধবিয়া নেন তাঁহাদের ইহা 'কবণীয় বা অকরণীয়' সম্বন্ধে কোনও ইচ্ছা বা চেষ্টা হয় না। সুতরাং যদি করণীয়ও অকরণীয়—যদিও তাহা সত্য ও স্থিত,—সম্বন্ধে উপলব্ধিব অভাব হয়, তবে 'শ্রমণ' কথাটি তোমাদের প্রতি প্রযোজ্য নয়, যেহেতু তোমরা মননশক্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অরক্ষিতভাবে বিহার কর।

[অং, ১, ১৭৩-১৭৫]

হে কাত্যায়ন, সংসারেরই অধিকাংশ দুইটি মত আশ্রয় করিয়া থাকে—অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব। যদি কেহ যথাযথ প্রজ্ঞাদ্বারা এই সংসারের যথাযথভাবে উদয় দেখে, (তবে দেখিবে) জগতে যাহা নাই, তাহা হয় না। যদি কেহ যথাযথ প্রজ্ঞাদ্বারা এই সংসারের যথাভূত নিরোধ দেখে, (তবে দেখিবে) জগতে যাহা আছে (কেবল) তাহাই হয় না। এই সংসারের অধিকাংশ লোকই কোনও উপায়

(system) আঁকড়াইয়া থাকে, কোন গৃহীত-মতে (dogma) আবদ্ধ হয়। যে এইরূপ উপায় আঁকড়াইয়া থাকে না, আপন চিত্তেই অধিষ্ঠান করে না বা কোন গৃহীত-মত ধরিয়া থাকে না,—ইহার দিকে যায় না, ইহা গ্রহণ করে না, ইহার উপর অধিষ্ঠান করে না, এই ধারণা লইয়া যে "ইহা আমার স্ব নয়। যে দুঃখ উৎপদ্যমান তাহাই উৎপন্ন হইতেছে ; দুঃখের নিরোধ করিলে ইহারও নিরোধ হইবে।" সে ইহাতে সন্দেহ কবে না, দ্বিধা কবে না। পরপ্রত্যয় না হইয়া তাহার নিজের এ বিষয়ে জ্ঞান হয়। হে কাত্যায়ন, এই পর্য্যন্ত তাহাব সম্যক্ দৃষ্টি হয়।

'সকল আছে (সর্ব্বাস্তি)' : ইহা এক অন্ত ; 'সকল নাই' : ইহা আর এক অন্ত। ইহার কোনও একটির দিকে উপগমন না করিয়া তথাগত মধ্যদ্বারা ধর্ম্মদেশনা কবেন, এই ভাবে যে সংস্কার অবিদ্যাপেক্ষী, সংস্কারাপেক্ষী বিজ্ঞান। (এইরূপ সমগ্র প্রতীত্য-সমুৎপাদে)। এই রকমে সমগ্র দুঃখ-খণ্ডের উদয় হয়, কিন্তু অবিদ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া মিটিয়া গেলে ও তাহার নিরোধ হইলে সংস্কারের নিরোধ হয়। সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়। এইভাবে সমগ্র দুঃখ-খণ্ডের নিরোধ হয়।

[সং, ২, ১৭]

"এখন, হে গোতম, দুঃখ কি স্বয়ংকৃত হয় ?"

"নিশ্চয়ই না, কাশ্যপ।"

"তবে, হে গোতম, দুঃখ কি পরকৃত হয় ?"

"নিশ্চয়ই না, কাশ্যপ।"

"তবে, হে গোতম, দুঃখ কি স্বয়ংকৃত বা পরকৃত হয় ?"

"নিশ্চয়ই না, কাশ্যপ।"

"তবে কি দুঃখ, যাহা স্বয়ংকৃত বা পরকৃত নয়, তাহা অকারণে সমুৎপন্ন হয় ?"

"নিশ্চয়ই না।"

"তবে কি গোতম, দুঃখ নাই ?"

"দুঃ যে নাই তাহা নয়, যেহেতু দুঃখ নিশ্চয়ই আছে।"

"তাহা হইলে এই হয় যে গোতম দুঃখ কি জানেন না বা দেখেন না।"

"না, হে কাশ্যপ ; ইহা নয় যে আমি দুঃখ জানি না, দেখি না, যেহেতু আমি দুঃখ জানি, দেখিতে পাই।"

"কিন্তু গোতম, আমার সকল প্রশ্নের উত্তরে তুমি বলিয়াছ : 'নিশ্চয়ই নয়, কাশ্যপ'। তুমি বলিয়াছ যে দুঃখ আছে এবং তাহা জান ও দেখিতে পাও। তবে, ভগবান্, আমাকে বুঝাইয়া দেশনা কর।"

"যে কোনও কার্য্য করে, সে তাহার ফল অনুভব করে। এই যে, কাশ্যপ, তুমি প্রথমে বলিয়াছ দুঃখ স্বয়ংকৃত—ইহা শাশ্বতবাদের দিকে লইয়া যায়। কিন্তু একথা বলা যে কেহ করে ও অন্যে তাহার ফলভোগ করে,—যদি কেহ বেদনায় তাড়িত হয় ও মনে করে যে দুঃখ পরকৃত,—তবে তাহা উচ্ছেদবাদের দিকে লইয়া যায়। এই উভয় অন্তের কোনটিই না করিয়া তথাগত মধ্যমপথে ধর্ম্মদেশনা করেন। তাহা এই যে সংস্কারগুলি অবিদ্যা-অপেক্ষী···(ইত্যাদি)। এইভাবে সমগ্র দুঃখ-খণ্ডের নিরোধ হয়।"

[সং, ২, ১৯-২০]

"ভগবান্, মহামরণ কি এবং কাহার এই জরা ও মরণ হইয়া থাকে ?"

"এই প্রশ্ন সম্যক্ নয়" ; ভগবান্ বলিলেন, "যে ভিক্ষু ইহা বলে, বা

এই কথা বলে যে জরা ও মরণ একই ব্যাপার, কিন্তু এই জরা-মরণ অপরের জন্য, তাহার নয়, তাহার এই প্রশ্ন দুইটি সমার্থক, কেবল আকারে মাত্র ভিন্নরূপ। যদি কোনও ভিক্ষু এইরূপ দৃষ্টি গ্রহণ করে যে জীবনের গতি ও দেহের গতি একই, তবে ব্রহ্মচর্য্যে জীবনযাপনের অর্থ হয় না। এই দুইটি সিদ্ধান্তের একটিও গ্রহণ না করিয়া, তথাগত মধ্যমপন্থায় ধর্ম্ম-নির্দেশ করেন, এই ভাবে যে জরা ও মরণ উভয়ই জন্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত"।

[ভিক্ষুগণ তৎপর ভগবান্‌কে প্রতীত্য-সমুৎপাদের প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন এবং প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরেই তিনি ঐরূপই বলিলেন।]

ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা সম্পূর্ণ মুছিয়া গেলে ও নিরুদ্ধ হইলেই বিকৃতি, বিরোধ ও ছন্দ, যেরূপই হউক না কেন, তাহার আশ্রয় ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহা নির্ম্মূল করিতে হয় তালগাছের খণ্ডের মত,—এমন সম্পূর্ণ ভাবে ছেদ করিতে হয় যাহাতে ভবিষ্যতে তাহা আর উৎপন্ন না হইতে পারে।

[সং, ২, ৬০-৬২]

ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে বক-ব্রহ্মার এইরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হইল : যাহার নাম অনিত্য, তাহা নিত্যের সমান, অধ্রুব ধ্রুবের সমান, অশাশ্বত শাশ্বতের সমান, যাহা অখণ্ড তাহা খণ্ডের সমান, যাহা চ্যুত হইবে তাহা অচ্যুতের সমান এবং যাহা জাত হয় ও জরামরণ পায় এবং পুনঃ উত্থিত হয়, তাহা জাত হয় না ও জরামরণ পায় না, পুনঃ উত্থিত হয় না—ইহার অতিরিক্ত আর কিছু বাহির হইবার পথ নাই, যদিও (প্রকৃতপক্ষে) অন্য পথ আছে।

[ম, ১, ৩২৬]

যে কোনও শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলে যে 'ভব' (অর্থাৎ হওয়া) দ্বারাই ভবের মুক্তি হয় (by becoming there is release from becoming), তাহারা সকলে ভব হইতে মুক্ত হয় নাই আমি এই বলিতেছি। কিন্তু যে সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণেরা বলে যে বি-ভবের দ্বারা ভব হইতে নিঃসরণ, তাহারা সকলে ভব হইতে নিঃসরণ পায় নাই—আমি এই বলিতেছি। [উ, ৩৩]

হে ব্রাহ্মণ, মানুষেরা এখন অধার্ম্মিক রাগে অনুরক্ত, বিষম লোভে অভিভূত, মিথ্যা ধর্ম্মমতে পর্য্যুদস্ত। এই জাতীয় লোকেরা তীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া অন্যের জীবন সংহার করে। এ ভাবে বহু লোক কালপ্রাপ্ত হয়। যাহারা এই জাতীয় তাহাদের উপর বৃষ্টিধারাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পড়ে না। তাহাতে দুর্ভিক্ষ হয়, শস্যের হানি হয়, শস্যে সাদা সাদা ডাট ও শলা থাকে। ইহাতেও বহুলোক কালপ্রাপ্ত হয়। পুনরপি এই জাতীয় লোকদের বিরুদ্ধে যক্ষেরা কতগুলি অমানুষিক শক্তি ছাড়িয়া দেয়। তাহাতেও বহুলোক কালপ্রাপ্ত হয়। হে ব্রাহ্মণ, ইহাই হেতু, ইহাই কারণ যে মনুষ্যের সংখ্যা হ্রাস ও ক্ষয় হয়। এই জন্য গ্রাম আর গ্রাম থাকে না, নিগম আর নিগম থাকে না, নগর আর নগর থাকে না, জনপদও আর জনপদ থাকে না। [অং, ১, ১৬০]

খ। অলৌকিক ঘটনা

তিনটি আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া আছে। এই তিনটি কি কি ?—ঋদ্ধির (অর্থাৎ যোগলব্ধ অলৌকিক শক্তির) প্রক্রিয়া, অন্যের মনোভাব দর্শন করিয়া তাহার চরিত্র-নিরূপণের প্রক্রিয়া, ও অনুশাসনের (ধর্ম্মশিক্ষা দিবার) প্রক্রিয়া।

ঋদ্ধির প্রক্রিয়া কিরূপ ?

ইহা কাহারও বহুপ্রকারে ঋদ্ধি-বিধির অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়। সে এক হইয়া বহুধা হইতে পারে, আবার বহুধা হইয়া এক। আবির্ভূত হইয়া বা তিরোহিত হইয়া কোনও প্রাচীব, প্রাকার বা পর্ব্বতের মধ্য দিয়া, যেন আকাশের মধ্য দিয়া যাইতেছে—এইরূপ অবাধে যাইতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে, যেন জলে ডুবিয়া আবার ভাসিয়া পৃথিবীব মধো,—যেন জলে,—ডুবিয়া আবাব ভাসিয়া উঠিতে পাবে। সে জলের উপর দিয়া জল না কাটিয়া চলিয়া যাইতে পারে, যেন মাটির উপর চলিতেছে। বদ্ধাসনে আকাশ দিয়া পাখী-শকুনের মত চলিয়া যাইতে পারে। এই যে চন্দ্রসূর্য্য এমন মহাশক্তিশালী ও মহাপ্রভবান্বিত তাহা হাত দিয়া ধরিয়া পরিমার্জ্জন করিতে পারে। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্বশরীরে ঘুরিয়া আসিতে পারে। ইহাকে ঋদ্ধির আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া বলে।

অন্যের মনোভাব দর্শন করিয়া চরিত্র-নিরূপণ কি? ইহাতে কেহ বাহ্যলক্ষণ দেখিয়া বলিতে পারে: "এই প্রকাবের তোমার মনোভাব; এইরকম তোমার মন; এই তোমার চিত্ত"। সে যতই বলুক না কেন, যাহা হইবার তাহাই হয়, অন্যথা হয় না। অপিচ ইহাও হইতে পারে যে কেহ বাহ্যলক্ষণ দেখিয়া বা মানুষের বা অমানুষের বা দেবতার কোনও শব্দ লক্ষ্য করিয়া এ সকল বলে না, কিন্তু বিতর্ক করিয়া বিচার করিয়া বা বিতর্ক-বিচারের শব্দ শুনিয়া এই বলে যে, "এই প্রকারের তোমার মনোভাব। এইরকম তোমার মন, এই তোমার চিত্ত"। সে যতই বলুক না কেন, সেইপ্রকারই হয়, অন্যথা হয় না।

পুনরপি কেহ যদি বাহ্যলক্ষণ দেখিয়া কিম্বা অন্যান্য উপায়ে ইহা বলিতে পারে…তথাপি সম্ভবতঃ সমাধিসম্পন্ন হইলে সে তাহার চিত্তদ্বারা অন্যের চিত্তের পরিচয় পায় এবং বলিতে পারে যে এই

লোকটির মনের গতি ও সংস্কার এইদিকে, যে অচিরাৎ এইদিকে তাহার মনের সংস্কার প্রয়োগ করিবে। এবং সে বহু বলিলেও তাহাই হয়, অন্যথা হয় না। ইহাকে বলে মনোভাব দর্শনে চরিত্র-নিরূপণের প্রক্রিয়া।

অনুশাসনের প্রক্রিয়া কিরূপ ?

এই প্রক্রিয়ায় কেহ এইরূপ শিক্ষা দেয় যে "এইরূপ বিতর্ক করিবে, এইরূপ করিবে না ; এইরূপ মনে করিবে, এইরূপ করিবে না ; এই অবস্থা ত্যাগ করিবে, এই অবস্থা গ্রহণ করিয়া তাহাতে বিহার করিবে"। ইহাকে বলে অনুশাসনের প্রক্রিয়া। এই তিনটি আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া।

[অং, ১, ১৭০]

[কিন্তু প্রথম দুইটি আশ্চর্য্য-অদ্ভুত-প্রদর্শন সম্বন্ধে এইরূপ বিরুদ্ধ-বাদ হইতে পারে :]

অবিশ্বাসী কোন ব্যক্তি অবিশ্বাস করিয়া কোনও বিশ্বাসীকে এইরূপ বলিতে পারে : ওহে, গান্ধারী নামে এক যাদুবিদ্যা আছে। তাহা দ্বারাই ঐ ভিক্ষু অনেকভাবে ঋদ্ধির প্রক্রিয়া অনুভব করায়। এক হইয়া বহু হয় (ইত্যাদি)। ঋদ্ধির প্রক্রিয়াগুলিতে আমি এই সকল আপদ দেখিয়া অস্থির হই, লজ্জিত হই, ইহার নিন্দা করি। এইরূপ 'তোমার মন এই, তোমার মনোভাব এইপ্রকার, তোমার চিত্ত এই' বলিয়া পরের চিত্ত অনুমান করার চাতুরী সম্বন্ধে অবিশ্বাসী কেহ অবিশ্বাস করিয়া কোনও বিশ্বাসীকে বলিতে পারে : 'ওহে, মানিক নামে একটি বিদ্যা আছে। ইহা দ্বারাই সেই ভিক্ষু অন্যের মন বলিতে পারে। বলে যে 'এই তোমার মন, এইপ্রকার তোমার মনোভাব, এই তোমার চিত্ত'। এই মন-বলায় আপদ আছে দেখিয়া আমি ইহাতে অস্থির হই, লজ্জিত হই, ইহার নিন্দা করি।

[দী, ১, ২১৩]

নিশ্চয়ই, আনন্দ, কি করিয়া ঋদ্ধি দ্বারা মনোময় দেহে বা চার মহাভূত গঠিত দেহে ব্রহ্মলোকে পৌঁছান যায়, আমি তাহা জ্ঞাত আছি। আনন্দ, তথাগতেরা আশ্চর্য্য-ধর্ম্ম-সম্পন্ন,—অদ্ভুত তথাগতেরা অদ্ভুত-ধর্ম্ম-সম্পন্ন। যে সময়ে তথাগত কায়ে চিত্ত বা চিত্তে কায় লইয়া সমাহিত হয় এবং কায়স্থ হইয়া সুখ ও লঘুতার সংজ্ঞায় (অনুভূতিতে) প্রবেশ করিয়া তাহাতে বিহার করে, সেই সময় তাহার শরীর লঘুতর ও মৃদুতর হয়, বেশী কর্ম্মঠ ও অধিকতর ভাস্বর হয়—ঠিক যেমন একটি লৌহপিণ্ড সারাদিন তপ্ত করিলে লঘুতর, মৃদুতব, কাজের বেশী উপযুক্ত ও অধিকতর ভাস্বর হয়। এইরকম যখন তথাগত চিত্তে কায় ও কায়ে চিত্ত লইয়া সমাহিত হয় এবং কায়স্থ হইয়া সুখ ও লঘুতার সংজ্ঞায় প্রবেশ করিয়া তাহাতে বিহাব করে, সেই সময়ে তাহার শরীর অল্প চেষ্টায় পৃথিবী হইতে আকাশে উঠিতে পারে। অনেক ভাবে তাহার নানাবিধ ঋদ্ধির অনুভূতি হয়,—এক হইয়া বহুধা হয়, বহু হইতে এক হয়; দৃশ্য কি অদৃশ্য হইয়া কোনও প্রাচীরের মধ্য দিয়া কি প্রাকারের কিম্বা কোনও পর্ব্বতের মধ্য দিয়া যাইতে পারে, যেন বাতাস কাটিয়া যাইতেছে। সে পৃথিবীর মধ্যে ডুবিয়া যায়, আবার উঠিয়া পড়ে যেন জলে আছে; সে জল না সরাইয়া জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায় যেন স্থলে আছে; সে পদ্মাসন হইয়া বাতাসের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, যেমন কোনও পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া চলিতেছে; এমন কি এই চন্দ্র-সূর্য্য যাহাদের এত তেজ ও এত মহিমা, তাহাও সে হাতে ধরিয়া তাহাতে হাত বুলায়। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত তাহার কায়-শক্তির প্রসার এবং আনন্দ, যেমন তুলা বা কার্পাস লঘুভাবে বাতাসে ওড়ে ও সহজেই পৃথিবী হইতে আকাশে উড়িয়া যায়, সেইরূপ, আনন্দ, যে সময়ে তথাগত চিত্তে কায় বা কায়ে চিত্ত দিয়া সমাহিত হয়,তখন তাহার কায়

সুখ ও লঘুতার সংজ্ঞায় প্রবেশ করিয়া তাহাতে বিহার করে, সেই সময়ে তথাগতের কায় অল্প চেষ্টায় পৃথিবী হইতে আকাশে উঠিয়া যায় এবং তিনি অনেক ভাবে নানাবিধ ঋদ্ধি অনুভব করেন।

[সং, ৫, ২৮২]

[একদা রাজগৃহে একজন প্রধান শ্রেষ্ঠী একটি বংশদণ্ডের মাথায় চন্দনকাঠের একটি ভাণ্ড রাখিয়া ঘোষণা করিয়াছিল যে কোনও ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ যাহার ধর্ম্মে পরিণাম লাভ হইয়াছে ও যে যোগবলে বলীয়ান্, সে ঐ ভাণ্ডটি নামাইয়া লইতে পারিবে এবং উহা তাহারই হইবে। ছয়জন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতা চেষ্টা করিয়া অসমর্থ হইলে পিণ্ডল ভরদ্বাজ নামে জনৈক ভিক্ষু সফলকাম হইলেন; রাজগৃহের সাধারণ লোক এই সংবাদ উচ্চ প্রশংসাধ্বনির সহিত গ্রহণ করিল। মাটি হইতে উঠিয়া ঐ পাত্রটি হস্তগত করিতে তাঁহার তিনবার রাজগৃহ ঘুরিতে হইয়াছিল এবং শ্রেষ্ঠীর অনুরোধে তিনি ঠিক শ্রেষ্ঠীর গৃহের পাশে নামেন। ভগবান্ জনতার উচ্চ কলরব শুনিয়া আনন্দকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আনন্দ উত্তরে বলিলেন, 'ভগবান্, পিণ্ডল ভরদ্বাজ প্রধান শ্রেষ্ঠীর পাত্রটি নামাইয়া আনিয়াছেন। সেইজন্য জনতা এই উচ্চ কলরব, মহা কলরব করিতেছে'। ইহা শুনিয়া ভগবান্ আয়ুষ্মান্ ভরদ্বাজকে এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন:]

"ভরদ্বাজ, ইহা সমীচীন নয়, ইহা উপযুক্ত নয়, ইহা ভিক্ষুর অকরণীয়, বিধিনিষিদ্ধ। একটা যৎসামান্য দারুপাত্রের জন্য গৃহীদিগকে মনুষ্যোত্তর ধর্ম্ম ও ঋদ্ধির বিস্ময়কর ব্যাপার দেখাইলে? যেমন কোনও স্ত্রীলোক একটি যৎসামান্য মাসক-মুদ্রার জন্য কৌপীন দেখায়, সেইরকম তুমি একটি যৎসামান্য দারুপাত্রের জন্য এই মনুষ্যোত্তর ধর্ম্ম ও ঋদ্ধির অশ্চর্য্য ব্যাপার গৃহীদের দেখাইয়াছ"।

তাহাকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া ভগবান্ ভিক্ষুদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "ভিক্ষুগণ, মনুষ্যোত্তর ধর্ম্ম ও ঋদ্ধির আশ্চর্য্য ব্যাপার গৃহীদের দেখাইতে যাইও না। যে এইরূপ দেখাইবে, তাহার 'দুষ্কৃত' নামক অপরাধ হইবে। এই দারুপাত্রটা ভাঙিয়া ফেল। খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া, ইহা ভিক্ষুদের অঞ্জন বানাইবার গুঁড়া করিবার জন্য দাও"।

[বি, ২, ১১১]

গ। মৈত্রী ও দ্বেষ

মৈত্রী, যাহা চিত্তবিমুক্তি, যখন অনুশীলন করা হয়—ভাবিত করা হয়, বহুল করা হয়, তাহাকে বাহন বা ভিত্তি করা হয়, তাহা অনুষ্ঠিত ও বর্দ্ধিত হয় ও সুষ্ঠুভাবে আরব্ধ হয়, তখন তাহা হইতে আটটি সার্থকতা আশা করা যায়। এই আটটি কি কি?

সুখী লোক নিদ্রাগত হয়, সুখী লোক জাগ্রত হয়-সে দুঃস্বপ্ন দেখে না, মানুষের প্রিয় হয়, দেবতারা তাহাকে রক্ষা করেন, অগ্নি কি বিষ কি শস্ত্র তাহার কাছে ঘেঁসিতে পারে না, সে দূরতর পৌঁছিতে না পারিলেও ব্রহ্মলোকগত হইতে পারে।

(গাথা) যে অসীম মৈত্রীকে ভাবিত করিতে পারে, সে মনোযোগী হইলে দেখিতে পাইবে যে তাহার সকল বন্ধন ক্ষয় হইতে হইতে শীর্ণ হইয়াছে। যদি পূতচিত্ত হইয়া সে একজন প্রাণীকেও ভালবাসে, তবে তাহাতেই মঙ্গল হয়। সকল প্রাণীকে যে মনের অনুকম্পা দেয়, তাহার পুণ্য প্রভূত হয়। সেই রাজর্ষিরা এই প্রাণীময় ধরণী জয় করিয়া অনেক যজ্ঞ করিয়াছেন। কিন্তু এইসব যজ্ঞ,—অশ্বমেধ, পুরুষমেধ,

যাম্যাপ্রাস, বাজপেয়, নিরর্গল,—যাহার চিত্ত মৈত্রীতে সুভাবিত হইয়াছে, তাহার মূল্যের ষোড়শাংশও নয়,—তাহা চন্দ্রালোকে তারাগণেব মত। সে হত্যা করে না, বা করায় না। সে অপহরণ করে না, বা অপহরণ করায় না; সর্ব্বভূতে মৈত্রী হেতু তাহার কিছুর প্রতি বৈরীভাব থাকে না।

[অং, ৪, ১৫০—১৫১]

ভিক্ষুগণ, আমি একথা বলিতেছি না যে সচেতনে কৃত ও সঞ্চিত কর্ম্মগুলি অজ্ঞাতে মুছিয়া যাইতে পারে, এই জন্মেরই হউক বা অপর জন্মের বা জন্মজন্মান্তরের। আমি তোমাদের একথা বলিতেছি না যে সচেতনভাবে কৃত এবং সঞ্চিত কর্ম্মগুলির দুঃখ অজ্ঞাতে শেষ হইয়া যাইবে।

ভিক্ষুগণ, যে আর্য্য শ্রাবক এইরূপ লোভহীন দ্বেষহীন হয়, মোহশূন্য এবং সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিমান্ হয়, সে তাহার মৈত্রীযুক্ত চিত্ত দ্বারা একদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করে। সেইরূপ দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ দিক্। সেইরূপ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তীর্যক্, সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায়। সে সকল জগৎ স্ফুরিত করিয়া রাখে,—বিপুল, মহান্, অপ্রমেয়, বৈরীহীন, দ্বেষহীন, মৈত্রীযুক্ত চিত্তের দ্বারা। তাহার এই প্রজ্ঞান আছে যে: 'পূর্ব্বে আমার এই চিত্ত গণ্ডীবদ্ধ ছিল। তাহা ভাবিত হয় নাই। এখন আমার এই চিত্ত অপ্রমেয়, সুভাবিত। আমি পূর্ব্বে গণ্ডীবদ্ধ ভাবে যাহা করিয়াছি, তাহা আর সেখানে নাই, তাহা সেখানে থামিয়া নাই'। এখন, ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর? যদি এই ভিক্ষুকুমার কৌমার্য্য হইতে মৈত্রী ও চিত্তবিমুক্তি ভাবিত করিয়া থাকে তবে কি সে কোনও পাপকর্ম্ম করিতে পারে?"

"ভন্তে, কখনও নয়।"

"যদি সে পাপকর্ম্ম না করিয়া থাকে, তবে সে দুঃখজনক কিছু স্পর্শ করিবে কি" ?

"ভন্তে, কখনও নয়"।

"যদি সে কোনও পাপাকর্ম্ম না করিয়া থাকে, দুঃখকে সে কেন স্পর্শ করিবে" ?

হে ভিক্ষুগণ, প্রাণীগণের মধ্যে স্ত্রীদেব বা পুরুষদের এই মৈত্রীই চিত্তবিমুক্তি ভাবিত করিতে হইবে। পুরুষ বা স্ত্রী এই দেহ লইয়া চলিয়া যাইতে পারে না। এই মর্ত্ত্যলোক চিত্তান্তর মাত্র। এই প্রজ্ঞান তাহার আছে: "পূর্ব্বে আমি এই কর্ম্মঠ শরীর দ্বারা যে পাপকর্ম্ম করিয়াছি, সকলই এখানে আমার অনুভব করিতে হইবে। তাহা (ভবিষ্যতের) অনুগামী হইবে না। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি হইলে অনাগামিতায় (অর্থাৎ সাধনাব শেষ স্তর যাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন নাই) লইয়া যায়,—সেই ভিক্ষুকে যাহার এখানকার প্রজ্ঞা আছে বটে কিন্তু ইহার পর যে বিমুক্তি তাহাতে সে পৌঁছায় নাই।

করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা সমন্বিত চিত্তের দ্বারা একদিক সে স্ফুরিত করে। এইরূপ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিক। (অতঃপর পূর্ব্ববৎ...'যে বিমুক্তি তাহাতে সে পৌঁছায় নাই' পর্য্যন্ত)।

[অং, ৫, ২৯৯-৩০১]

যেমন কোনও পরিবারে যেখানে অল্প স্ত্রীলোক কিন্তু বহু পুরুষ আছে, তাহাতে চোর বা ঘটিচোর সহজে ক্ষতি করিতে পারে না, সেইরূপ যে ভিক্ষুর চিত্তবিমুক্তি বা মৈত্রী ভাবিত হইয়াছে, বহুলীকৃত হইয়াছে, অমানুষেরা সহজে তাহার ক্ষতি করিতে পারে না। সুতরাং ভিক্ষুগণ, তোমরা এইভাবে নিজেদের শিক্ষা দিবে: 'চিত্তবিমুক্তি বা মৈত্রী

আমাদের দ্বারা ভাবিত হইবে, বহুলীকৃত হইবে, ইহা আমাদের বাহন হইবে, ভিত্তি হইবে, অধিক পরিমাণ হইবে ও সুসমারব্ধ হইবে'।

[সং, ২, ২৬৪]

সে বিহার করে,—মৈত্রযুক্ত চিত্তে চারিদিক্ স্ফুরিত করিয়া,—ঊর্দ্ধে, অধঃ, তির্য্যক্‌রেখায় সর্ব্বত্র, সমস্ত পৃথিবী তাহার বহুপ্রসারিত, বিপুল, অপ্রমেয়, বৈরীশূন্য, দ্বেষশূন্য ও মৈত্রীযুক্ত চিত্তদ্বারা স্ফুরিত করিয়া সর্ব্বলোকের জন্য, সকলের উদ্দেশে। সে জানে যে নীচ ও উন্নত উভয় প্রকারের প্রাণী আছে, কিন্তু এই সংজ্ঞা (পদবী বিভেদ) হইতে বাহিরে যাইবারও পথ আছে। এইরূপ জানিয়া, এইরূপ দেখিয়া, তাহার চিত্ত সকল আসব হইতে বিমুক্ত হয়। এই জ্ঞান হয় যে 'আমি বিমুক্তিতে মুক্ত হইলাম'। সে জানিতে পায় যে জন্ম তাহার ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য পর্য্যবসিত হইয়াছে, যাহা করণীয় ছিল তাহা করা হইয়াছে, ইহার পরে আর অন্য কিছু নাই। এইরূপ ভিক্ষুকে বলা হয় যে সে অন্তরে স্নাত হইয়াছে।

[ম, ১, ৩৮]

(গাথা) অন্যের দোষ সহজেই দেখা যায়, নিজের দোষ দেখিতে পাওয়াই দুষ্কর। অন্যের দোষগুলি লোক ভূষির মত ঝাড়িয়া বাহির করে, নিজের দোষ ঢাকিয়া ফেলে,—যেমন শঠ দাবা-খেলোয়াড় হাতের চাল ঢাকিয়া দেয়।

[ধ, ২৫২]

ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষ প্রতিরোধের পাঁচটি প্রকার আছে, যাহাদ্বারা সকল উৎপন্ন বিদ্বেষ প্রতিরোধ করা উচিত। এই পাঁচটি কি কি?

যে কোনও পুরুষের মনে বিদ্বেষ জন্মে, সে পুরুষের মৈত্রীভাব জাগাইতে হইবে,—করুণা ও উপেক্ষা জাগাইতে হইবে। যে কোনও

পুরুষের মনে বিদ্বেষ জন্মে, তৎপ্রতি তাহার অমনোযোগ আনিতে হইবে (অর্থাৎ তাহাকে এমন অবস্থায় আনিতে হইবে যে মনে দ্বেষ পোষণ না করে)। যে কোনও পুরুষেব মনে বিদ্বেষ জন্মে, সেই পুরুষকে মনে কবাইয়া দিতে হইবে যে যাহার কর্ম্ম সে নিজকর্ম্মের জন্য দায়ী, তাহাব ফলভোগী, সে কর্ম্মযোনি, কর্ম্মবন্ধু, কর্ম্মাশ্রয়ী। সে যে কর্ম্ম কবিবে, তাহার কল্যাণ বা পাপ তাহাতেই বর্ত্তিবে। এই পাঁচ প্রকাবের বিদ্বেষ-প্রতিবোধ।

[অং, ৩, ১৮৫-১৮৬]

(গাথা) ক্রোধকে ছেদন কব, যদি সুখে শয়ন কবিতে চাও ; ক্রোধকে ছেদন কবিলে, আব শোক থাকিবে না। ক্রোধ বিষমূল ও মধুবাগ্র,—ইহাব বধ আর্য্যেরা প্রশংসা কবেন। ইহাকে ছেদন কব,—শোচনা থাকিবে না।

[সং, ১, ৪৭]

(গাথা) অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ জয় করিতে হইবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতা, দান দ্বারা কার্পণ্য, এবং সত্য দ্বারা মিথ্যা-ভাষণ। [ধ, ২২৩]

(গাথা) যুদ্ধজয় বৈরী প্রসব করে। যে পরাজিত সে দুঃখে থাকে। কিন্তু যে শান্তমন হয়, সে জয়-পরাজয় উভয়ই ছাড়িয়া সুখে থাকে।

[সং, ১, ৮৩]

(গাথা) জয় দ্বারা বৈরীভাব উৎপন্ন হয়,—পরাজিত জন দুঃখ পায়। যে জন জয়-পরাজয় উভয়ই ত্যাগ করিয়া শান্ত হয় সেই সুখে থাকে।

[ধ, ২০১]

(গাথা) কোনও লোক পরস্বাপহরণ করিতে পারে—যাবৎ তাহাতে তাহার উপকার হয়। যখন অন্যে তাহার সম্পত্তি লুণ্ঠন করে, তখন সে লুণ্ঠিত হইয়া আবার লুণ্ঠন করে। যাবৎ পাপের ফল পরিপক্ক না হয়, সেই মূর্খলোক মনে করে, 'এইবার সুবিধা হইবে'। যখন পাপের ফল লাভ হয়, তখন সেই মূর্খ দুঃখে পড়ে। হন্তা আর একজন হন্তা পায়, বিজেতা তাহাকে জয় করার জন্য আর একজন পায়, আক্রোশশীল আক্রোশ পায়, রোষশীল রোষ পায়। এইরূপ কর্ম্ম-বিবর্ত্তনে লুণ্ঠনকারী লুণ্ঠিত হয়।

[সং, ১, ৮৫]

(গাথা) যে জোর করিয়া কোনও বিতর্কিত বিষয়ের সমাধান করিতে চায়, সে ধর্ম্মে স্থিত নয়। যে মেধাবী জন অর্থ এবং অনর্থ এই উভয়ের বিশ্লেষণ করিয়া ধর্ম্ম ও সাম্যের দ্বারা সেই বিষয়ের সমাধান করে, তাহাকেই ধর্ম্মের রক্ষক ও ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বলা যায়।

[ধ, ২৫৬-২৬৭]

(গাথা) কলহরত লোক দেখ! মারামারিতে ভয়ই জন্মে। আমি নিজে যে উদ্বেগ পাইয়াছি তাহা বর্ণনা করিব। অল্প জলে মাছের মতন লোকেদের আমি ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিয়াছি। পরস্পরের বিরোধ দেখিয়া আমার ভয় আসিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী যেন অসার হইয়া গেল, সকল দিক যেন কাঁপিতে লাগিল। আমি কোনও ভবনে যাইতে ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু যাইবার মত কোনও শূন্যস্থান দেখিলাম না। এই বিরোধই শেষ পর্য্যন্ত চলিবে দেখিয়া আমার

বিরক্তি হইল। তখন দেখিলাম সেখানে দুষ্প্রেক্ষ্য হৃদয়-ভেদকারী তীর। যে সেই তীরে বিদ্ধ হয়, সে সারাদিকে দৌড়াদৌড়ি করে; যে তীর ছোঁড়ে সে নিশ্চল থাকে,—দৌড়ায়ও না। [সূ, ৯৩৫-৯৩৯]

ঘ। রুগ্নের পরিচর্য্যা

"ভিক্ষুগণ, কোনও বিহারে কি কোনও পীড়াগ্রস্ত ভিক্ষু আছে"?

"হাঁ আছে, ভগবান্"।

"কি তাহার পীড়া"?

"সেই পায়ুষ্মান্ ভিক্ষুর উদরাময় হইয়াছে"।

"সেই ভিক্ষুর পরিচর্য্যার জন্য কেহ আছে কি"?

"না, ভগবান্"।

"অন্য ভিক্ষুরা কেন তাহার পরিচর্য্যা করে না"?

"ভগবান্, এই ভিক্ষু কোনও কর্ম্মের নয়। সেইজন্য এই ভিক্ষুকে কেহ পরিচর্য্যা করে না"।

"ভিক্ষুগণ, তোমাদেব মাতা নাই, তোমাদের পিতা নাই, কিম্বা পরিচারক কেহ নাই। তোমরা যদি পরস্পরের পরিচর্য্যা না কর, তবে কে তাহা করিবে? ভিক্ষুগণ, যে আমার পরিচর্য্যা করিবে, সে পীড়িতেরও পরিচর্য্যা করিবে"। [বি, ১, ৩০২]

ঙ। মাতা-পিতা

যে সকল স্থলে (পরিবারে) পুত্রদের মাতা-পিতারা আপন গৃহে পূজিত হন, তাহা ব্রহ্মার আবাসের মত। এই সকল কুল প্রাচীন

আচার্য্য কুলের মত। তাহা আহুতি পাইবার উপযুক্ত। ভিক্ষুগণ, মাতা-পিতাকে 'ব্রহ্মা' নামে বলা যাইতে পারে প্রাচীন আচার্য্য বলা যাইতে পারে। কি হেতু? কারণ মাতা-পিতা পুত্রদের জন্য অনেক কিছু করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাহাদের অভিভাবক, পোষক, এই সংসার তাঁহারা দেখাইয়া দেন।

(গাথা) মাতা-পিতা, 'ব্রহ্মা বা পূর্ব্বাচার্য্য' বলা হয়; তাঁহারা পুত্রদের আহুতি পাইবার উপযুক্ত, পূজা পাইবার উপযুক্ত, তাঁহারা অনুকম্পাশীল। বিজ্ঞেরা তাঁহাদেব নমস্কাব করিবে। অন্ন, পান, বস্ত্র, শয্যা, গাত্রমার্জ্জন, স্নান ও পদধাবন দ্বারা সৎকার করিবে।

এইরূপ মাতা-পিতাকে পরিচর্য্যা করিলে, পণ্ডিতেরা তাহাকে অত্রলোকে প্রশংসা করেন ও পরলোকে (পুত্রদের) স্বর্গ-লাভের আনন্দ হয়। [অং, ১, ১৩২]

ভিক্ষুগণ, এই চারটি সহানুভূতির বিষয়। কি কি চারটি? দান, প্রিয়বাক্য, উপকার করা এবং সকলের প্রতি সমান ব্যবহার।

(গাথা) দান, প্রিয়বাক্য, উপকার এবং সকলের প্রতি যথা-যোগ্য সমান ব্যবহার,—এই সহানুভূতির বিষয়গুলি চলমান রথের অশ্বস্বরূপ। যদি ইহা না থাকে, জন্মদাত্রী মাতা বা জন্মদাতা পিতা (তাঁহাদের) প্রাপ্য মান ও পূজা পাইবে না। যেহেতু পণ্ডিতেরা এই সকল সম্যক্ আবেক্ষণ করেন, তাঁহারা মহান্ আত্মা লাভ করেন ও লোকেদের প্রশংসার পাত্র হন্।

[অং, ২, ৩২]

(গাথা) যে ধনবান্ হইয়াও গত-যৌবন ও জীর্ণ মাতা ও পিতাকে ভরণপোষণ করে না,—যে সরোষ বাক্যে মাতা বা

পিতা, বা ভাই-ভগিনী বা শ্বশ্রূমাতাকে আঘাত করে, জানিও যে সে একটি চণ্ডাল।

[সূ, ১২৪, ১২৫]

(গাথা) ধর্ম্মের সহিত মাতা-পিতাকে ভরণ করিবে।

[সূ, ৪০৪]

চ। গৃহস্থদের পক্ষে ধর্ম্ম

(গাথা) গৃহস্থের নিয়ম এখন বলিতেছি,—যেরূপ কাজ শ্রাবকের পক্ষে সাধু। যতই সে (ধর্ম্মলাভে) ব্যাপৃত হউক না কেন, যাহা ভিক্ষুর ধর্ম্ম, তাহা সে পাইবে না।

কোনও প্রাণীকে সে (গৃহস্থ) যেন হত্যা না করে, হত্যা না করায় বা অন্যের প্রাণীহত্যার অনুমোদন না করে। স্থাবর ও জঙ্গম, সর্ব্বভূতের প্রতি সে যেন দণ্ড পরিত্যাগ করে।

তৎপর বুঝিতে বুঝিতে শ্রাবক অদত্তদান—তাহা কিঞ্চিৎ হউক বা কদাচিৎ হউক, যেন হরণ না করে কিম্বা হরণ অনুমোদন না করে। অদত্ত যাহা কিছু, সকলই যেন পরিত্যাগ করে।

ব্রহ্মচারীর অনুপযুক্ত সকল আচার যেন বর্জ্জন করে, যেমন বিজ্ঞলোক প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারের খাত বাঁচাইয়া চলে। ব্রহ্মচর্য্যে থাকা অসম্ভব হইলেও, সে যেন অন্যের স্ত্রীর সহিত অপচার না করে। সভায় বা পরিষদে গিয়া সে যেন কাহারও কাছে মিথ্যা না বলে, বা মিথ্যা না বলায় বা মিথ্যা বলার অনুমোদন না করে। যাহা অলীক, তাহা যেন সর্ব্বদা বর্জ্জন করে।

যে গৃহস্থের এই ধর্ম্ম রুচিকর হয়, সে যেন মদ্যপান না করে। কখনও নিজে পান না করে বা পান করা অনুমোদন না করে,—ইহার শেষে উন্মত্ততা আসে জানিয়া।

মূর্খলোকেরা মদ খাইয়া দুষ্কর্ম্ম করে, অন্য লোকদেরও প্রমত্ত করিয়া (দুষ্কর্ম্ম) করায়। এই পাপের আয়তন যেন সে বর্জ্জন করে। ইহা উন্মাদ করে, মোহাপন্ন করে, ইহা মূর্খেরই ঈপ্সিত।

প্রাণবধ করিবে না; অদত্তদান গ্রহণ করিবে না; মিথ্যা বলিবে না; মদ্যপ হইবে না; ব্রহ্মচর্য্যের পরিপন্থী মিথুন হইতে বিরত হইবে, রাত্রিতে খাইবে না, তাহা অকাল ভোজন।

মালা পরিবে না; সুগন্ধি ব্যবহার করিবে না; মাটির উপর খাট বিছাইয়া শুইবে। ইহাকে 'অষ্টাঙ্গিক উপোসথ' বলে। ইহা দুঃখান্তজ্ঞ বুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।...ধর্ম্মের সহিত মাতাপিতাকে বরণ করিবে এবং বণিক্ যেন ধর্ম্মানুসারে বাণিজ্য করে। যে গৃহস্থ অপ্রমাদের সহিত ইহার অনুবর্ত্তী হয়, সে নিজের প্রভায়ই দেবতাদের সান্নিধ্যে পৌঁছায়।

[সূ, ৩৯৩-৪০১, ৪০৪]

(গাথা) যে যথারূপ কাজ করে, নিজের বোঝা বহন করে, উদ্যোগী হয়, সে ধনলাভ করে, সত্যের দ্বারা কীর্ত্তিমান হয়। দানের দ্বারা মিত্রদের বাঁধিয়া রাখে। যাহারা গার্হস্থ্য জীবন ইচ্ছা করে এবং শ্রদ্ধার সহিত এই চারটি বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্—যথা সত্য, ধর্ম্ম, ধৃতি ও ত্যাগ,—তাহার পরে কোন অনুশোচনা করিতে হয় না।

দেখ, অন্যান্য শ্রমণ ব্রাহ্মণদেরও এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিও যে এ সংসারে সত্য, দম, ত্যাগ ও ক্ষান্তি হইতেও ভাল আর কিছু আছে কিনা।

[সূ, ১৮৭-১৮৯]

(গাথা) 'ভব' ও পরাভব (বৈভবনাশ) এই দুইটি কথা সুবিদিত। ধর্ম্মকামীর 'ভব' হয়। ধর্ম্মদ্বেষীর হয় পরাভব। অসৎলোকেরা যাহার প্রিয় এবং সৎলোকের সঙ্গে যাহার প্রীতি নাই,—অসৎধর্ম্ম যাহার রুচিকর—তাহার পরাভব আরম্ভ।
যে নিদ্রা বা সভা (জনসঙ্গম) হইতে ওঠে না, যে অলস ও ক্রোধশীল বলিয়া খ্যাত, তাহার পরাভব আরম্ভ।
যে সম্পদ্‌শালী হইয়াও গতযৌবন জীর্ণ মাতা কি পিতাকে ভরণ করে না,—তাহার পরাভবের আরম্ভ। যে শ্রমণদের বা ব্রাহ্মণদের বা অন্য পথচারীদের মিথ্যা বা বাক্য দ্বারা বঞ্চনা করে, তাহার পরাভবের আরম্ভ।
যে বিত্তশালী পুরুষ অনেক স্বর্ণ ও ভোজনের দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও একা সুস্বাদু আহার করে, তাহার পরাভবের আরম্ভ।
যে লোক তাহার জাতি, ধন ও বংশ সম্বন্ধে আত্মম্ভরী এবং যে নিজের জাতিকে তুচ্ছ করে তাহার পরাভবের আরম্ভ।
যে নারী সুরা পান ও অক্ষক্রিয়ায় ধূর্ত্তামি করে এবং যে তাহার লব্ধ দ্রব্য নষ্ট করে, তাহার পরাভবের আরম্ভ।
নিজের স্ত্রীতে অসন্তুষ্ট লোক, যাহাকে বেশ্যাদের সঙ্গে ও পরস্ত্রীদের সঙ্গে মিলিতে দেখা যায়, তাহার পরাভবেব আরম্ভ।
যখন কোনও অতীত-যৌবন পুরুষ তিম্বরুফলের মত স্তন-বিশিষ্টাকে (অর্থাৎ কিশোরী) (বিবাহ করিয়া) আনে এবং

তাহার জন্য ঈর্ষায় ঘুমাইতে পারে না, তাহার পরাভবেব আরম্ভ।

যখন কোনও মদ্যাসক্ত স্ত্রীলোক ও অমিতব্যায়ী পুরুষকে প্রভুত্বে স্থাপন করা হয়, তাহা পরাভবের আরম্ভ।

যখন ক্ষত্রিয়কুলজাত কেহ অল্পবিত্ত হইয়া বহু ধনের আকাঙ্ক্ষী হয় ও রাজত্ব প্রার্থনা করে, তখন পরাভাবের আরম্ভ।

এই সকল পরাভব এই লোকে পণ্ডিতব্যক্তি দেখিতে পান এবং আর্য্যদর্শনসম্পন্ন হইয়া তিনি মঙ্গলের জন্য ভজনা করেন।

[সূ, ৯২]

আর্য্যশ্রাবক দশরকম বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইয়া আর্য্যবৃদ্ধিতে বর্দ্ধিত হয়। সে সার গ্রহণকারী হয়, দেহের বর-গ্রহণকারী হয়। কোন্ দশটিতে?

সে ক্ষেত্রবস্তুতে (অর্থাৎ জমিজমায়) বাড়ে, ধনধান্যে বাড়ে, স্ত্রী-পুত্রে বাড়ে; দাস, কর্ম্মকার ও ভৃত্যে বাড়ে; চতুষ্পদে (অশ্ব, বলদ, গাভী ইত্যাদিতে) বাড়ে; শ্রদ্ধায়, শীলে ও শ্রুতিতে বাড়ে; ত্যাগে (অর্থাৎ দান-প্রাচুর্য্যে) বাড়ে; প্রজ্ঞায় বাড়ে।

(গাথা) ধনধান্যে যে এই সংসারে বৃদ্ধি পায়,—পুত্রে, পত্নীতে ও চতুষ্পদে; সৌভাগ্যবান্ হয়, যশস্বী হয়, মিত্রদের দ্বারা ও শাসকদের দ্বারা সম্মানিত হয়, যে এই সংসারে শ্রদ্ধায় ও শীলে বৃদ্ধিলাভ করে,—প্রজ্ঞায় এবং ত্যাগে (দানপ্রাচুর্য্যে) বাড়ে,—তাদৃশ বিচক্ষণ সৎপুরুষ ব্যক্তি দৃষ্টি ও ধর্ম্ম উভয়ে বৃদ্ধিলাভ করে। [অং, ৫, ১৩৭]

হে গৃহপতিগণ, যাহারা দুঃশীল হয়, শীল হইতে পতিত হয়, তাহাদের পাঁচরকমের অসোয়াস্তি। এ পাঁচটি কি কি? প্রথমতঃ এই যে দুঃশীল ও শীল হইতে পতিত গৃহপতির কর্ত্তব্যে অবহেলা হেতু

বহু সম্পত্তির নাশ হয়। পুনরপি এইরূপ দুঃশীল গৃহপতির কুখ্যাতি রটনা হইয়া ছড়াইয়া পড়ে—এইটি দ্বিতীয় অসোয়াস্তি। তৃতীয়তঃ, কোনও গৃহপতি শীল হইতে পতিত হইয়া দুঃশীল হইলে এবং কোনও পরিষদের সন্নিকটে গেলে—ক্ষত্রিয়-পরিষদ্, ব্রাহ্মণ-পরিষদ্, গৃহস্থ-পরিষদ্ বা শ্রমণ-পরিষদ্—দ্বিধার সহিত মুখচোরা হইয়া থাকিতে হয়।

পুনরপি দুঃশীল ব্যক্তি মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় কালপ্রাপ্ত হয়—এইটি চতুর্থ অসোয়াস্তি।

পুনরায় দুঃশীল ও শীল হইতে পতিত ব্যক্তি মৃত্যুর পরে কায়াভেদ হইলে দুর্গতি, বিনিপাত ও নিরয়ে পুনরুত্থান করে। এইটি পঞ্চম।

অপরপক্ষে হে গৃহপতিগণ, যে ব্যক্তি শীলবান্ ও শীলসম্পন্ন তাহার পাঁচটি সুফল হয়। এই পাঁচটি কি কি ?

যে শীলবান্ ও শীলসম্পন্ন সে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হওয়ায় বহু সম্পত্তি লাভ করে, এইটি প্রথম সুফল।

পুনরপি এইরূপ ব্যক্তির সুখ্যাতি প্রচারিত হয়। এইটি দ্বিতীয় সুফল।

তৃতীয়তঃ, এইরূপ শীলবান্ ও শীলসম্পন্ন ব্যক্তি কোনও পরিষদের সন্নিকটে গেলে,—ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বা গৃহপতি বা শ্রমণ-পরিষদ—সে মুখচোরা না হইয়া নিঃসঙ্কোচে যাইতে পারে।

পুনরপি শীলবান্ ও শীলসম্পন্ন ব্যক্তি মোহাচ্ছন্ন না হইয়া কালপ্রাপ্ত হয়। এইটি চতুর্থ সুফল।

পুনরপি শীলবান্ ও শীলসম্পন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর পর কায়াভেদ হইলে পুনরুত্থান করে সুগতির স্বর্গলোকে। এইটি পঞ্চম সুফল।

[বি, ১, ২২৭-২২৮ ; অং, ৩, ২৫২-২৫৩ ;
দী, ২, ৮৫-৮৬, ৩, ২৩৫-৩২৬ ; উ, ৮৬-৮৭]

সারিপুত্র, তুমি যত শ্বেতবস্ত্রধারী গৃহীদেব জান যাহাদের কর্ম্ম পাঁচটি শিক্ষাপদের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত এবং যাহারা ইচ্ছানুসারে, অনায়াসে, বিনা-ক্লেশে সেই চারটি ইহলভ্য (দৃষ্টধর্ম্ম) সুখে বিহার করে যাহা চিত্তসম্বন্ধীয়,—তাহারা ইচ্ছা হইলে নিজের কাছে নিজে এইরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতে পারে: "নিরয় আমার জন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে; তির্য্যক-যোনিতে পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা ক্ষয় হইয়াছে; পিতৃলোক ক্ষয় হইয়াছে; অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত ক্ষয় হইয়াছে; আমি শ্রোতাপন্ন হইয়াছি; আমার বিনিপাত-হীন নিয়ত, সম্বোধি-পবায়ণ।—কোন্ পাঁচটি শিক্ষাপাদের দ্বাবা তাহার কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়?

এতৎসম্বন্ধে, সারিপুত্র, আর্য্যশ্রাবকের প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হইতে হয়, অদত্তদান গ্রহণ হইতে বিরত হইতে হয়, কাম বিষয়ে অসৎ-আচবণ হইতে বিরত হইতে হয়, মিথ্যাকথন হইতে বিরত হইতে হয়, সুরা মৈরেয় ও মদ্যে যে অনবধানতার অবস্থা হয় তাহা হইতে বিরত হয়। ইহাতে সে এই পাঁচটি শিক্ষাপদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?

এতৎসম্বন্ধে, সারিপুত্র, আর্য্যশ্রাবকের প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হইতে হয়, অদত্তদান গ্রহণ হইতে বিরত হইতে হয়, কাম বিষয়ে অসৎ-আচরণ হইতে বিরত হইতে হয়, মিথ্যাকথন হইতে বিরত হইতে হয়, সুরা মৈরেয় ও মদ্যে যে অনবধানতার অবস্থা হয় তাহা হইতে বিরত হইতে হয়। ইহাতে সে পাঁচটি শিক্ষাপদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মী হইতে পারে।

ইহলভ্য চিত্তসম্বন্ধীয় সুখবিহার যাহা ইচ্ছানুসারে অনায়াসে বিনা-ক্লেশে সুপ্রাপ্য হয়, তাহার চারটি (প্রণালী) কি কি?

এতৎসম্বন্ধে, সারিপুত্র, আর্য্যশ্রাবকের বুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসান্বিত হইতে হয় এই ভাবিয়া যে তিনি ভগবান্, অর্হৎ, সম্যক্-

সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচার সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, পুরুষদমনে অতুলনীয় সারথি, দেবমনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান্। ইহলভ্য চিত্তসম্বন্ধীয় সুখবিহার যাহা অবিশুদ্ধ চিত্তের বিশুদ্ধির জন্য, অপরিষ্কৃত চিত্তের পরিষ্করণের জন্য অধিগত করিতে হইবে—তাহা প্রথম প্রণালী।

পুনশ্চ, সারিপুত্র, যদি কোনও আর্য্যশ্রাবক ধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসান্বিত হইয়া মনে করে যে ধর্ম্ম ভগবানেব দ্বারা সুষ্ঠুরূপে বিবৃত হইয়াছে; ইহা প্রত্যক্ষ, কালাতীত, দৃষ্টিমাত্রেই প্রতিভাত, ইহা সম্মুখের দিকে লইয়া যায় এবং ইহা প্রত্যেক বিজ্ঞব্যক্তির বেদিতব্য—ইহলভ্য চিত্তসম্বন্ধীয় সুখবিহার··· (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)···কবিতে হইবে তাহাব দ্বিতীয় প্রণালী।

পুনশ্চ, সাবিপুত্র, যদি কোনও আর্য্যশ্রাবক সঙ্ঘে সম্পূর্ণ বিবামান্বিত হইয়া মনে করে যে ভগবানের শ্রাবক-সঙ্ঘ ঠিকভাবে চলিয়াছে, সমীচীন ভাবে চলিয়াছে, ঋজুভাবে চলিয়াছে, ন্যায়-পথে চলিয়াছে—যেমন এই চার পুরুষ-যুগল ও অষ্টসংখ্যক পুরুষেরা (অর্থাৎ যাহাবা অর্হত্বের চার স্তরে আছে ও তাহার ফললাভ করিয়াছে)। ভগবানেব এই শ্রাবকসঙ্ঘ সম্মানের, আতিথ্যের, দাক্ষিণ্য পাইবার, কৃতাঞ্জলিবদ্ধ প্রণতি পাইবাব যোগ্য।—ইহা এই সংসারে অতুলনীয় পুণ্যক্ষেত্র। ইহা সুখবিহারের···(ইত্যাদি) তৃতীয় প্রণালী।

পুনশ্চ, সারিপুত্র, যদি কোনও আর্য্যশ্রাবক আর্য্যজনের প্রিয় শীল সমন্বিত হয়, যাহা অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অমল, অকলুষ, মুক্তি-দায়ী, বিজ্ঞজনের প্রশংসিত, অমলিন এবং যাহা সমাধি সম্বর্ত্তক। ইহা সুখবিহারের···(ইত্যাদি) চতুর্থ প্রণালী।

[অং, ৩, ২১১-২১৩]

[পোটল্য নামে জনৈক গৃহপতি গৌতমকে জানায় যে সে গৃহস্থের

সমস্ত আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছে। গৌতম তাহাকে এই বলেন :]

গৃহস্থ, তুমি যাহাকে আচাব-ব্যবহার বল তাহা এক জিনিষ, কিন্তু আর্য্যের বিনয়ে আচার-ব্যবহার অন্য। আর্য্যের বিনয়ে এই আটটি নিয়ম পালনে ব্যবহারের উচ্ছেদ হয়, যথা অপ্রাণপাত—নীতি গ্রহণ করিয়া প্রাণীবধ পরিত্যাগ করিবে ; সত্যবাচনের নীতি গ্রহণ করিয়া মিথ্যাবাদ পরিহার করিবে ; দত্তদানের নীতি গ্রহণ করিয়া অদত্তদান পরিহার করিবে ; অপিশুন বাক্যের নীতি গ্রহণ করিয়া পিশুনবাক্য গ্রহণ করিবে ; আলোভের নীতি গ্রহণ করিয়া গৃধ্নুতা বর্জ্জন করিবে ; অনিন্দা ও অক্রোধের নীতি গ্রহণ করিয়া নিন্দা ও রোষ পরিহার করিবে ; অক্রোধের নীতি গ্রহণ করিয়া ক্রোধ পবিহার করিবে ; অনভিমানের নীতি গ্রহণ করিয়া অভিমান বর্জ্জন করিবে। হে গৃহপতি, এই আটটি নিয়ম যাহা আমি বিস্তার না করিয়া সংক্ষেপে বলিলাম তাহাই আর্য্যের বিনয়ে 'ব্যবহার-সমুচ্ছেদ' সম্বর্ত্তন করে। আমি যে বলিলাম অ-প্রাণীবধের নীতি গ্রহণ করিয়া প্রাণীবধ ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার অর্থ এইরূপ : ধর একজন আর্য্য চিন্তা করে: 'যে সকল বন্ধনের জন্য আমি প্রাণপাতকারীদের মধ্যে একজন হইয়াছি, আমি সেই সব বন্ধন উচ্ছেদ করিতে প্রস্তুত, কারণ যদি আমি বাস্তবিক প্রাণপাতকারীদের মধ্যে একজন হইতাম, তবে আমার আত্মাই আমাকে ভৎ'সনা করিত, বিজ্ঞ লোকেরা ইহা জানিয়া আমার নিন্দা করিত এবং মরণের পর দেহভেদ হইলে প্রাণপাত করার জন্য দুর্গতির আশঙ্কা হইত। ইহা আমার একটি বন্ধন একটি অন্তরায় হইত—এই প্রাণপাত। কিন্তু প্রাণপাত হইতে বিরত যাহারা তাহাদের এই দহনকারী মারাত্মক আসবগুলি আসে না'।

[অন্যান্য বিষয়গুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে একই কথা]

হে গৃহপতি, ইহা যেমন একটি ক্ষুধায় দুর্ব্বল কুকুর কষাইখানার কাছে গেল ; তাহাকে এ অবস্থায় দেখিয়া গোঘাতক বা তাহার নীচস্থ ব্যক্তি মাংসহীন, রক্তমাখা ছোট করিয়া কাটা একখানা হাড় ছুঁড়িয়া দিল।—তুমি কি মনে কর যে এই হাড়খানিতে কুকুরটির ক্ষুধা মিটিয়া যাইবে ? গৃহপতি, একজন আর্য্যশ্রাবক এই চিন্তা করে : 'ভগবান্ কামগুলিকে অস্থির সহিত তুলনা করিয়াছেন,—সেগুলি বহুদুঃখকর, বহুক্লেশকর, বহু বিপত্তি তাহাতে। যথাভূত সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা তাহা দেখিয়া ও যে উপেক্ষা নানা ভাব হইতে আসে ও নানা ভাবের উপর নির্ভর করে তাহা সরাইয়া দিয়া সে সেইরূপ উপেক্ষা ভাবিত করে যাহা একত্ব হইতে আসে ও একত্বের উপর নির্ভর করে এবং যাহাতে পার্থিব বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ হইয়া নিরুদ্ধ হয়।...এই পর্য্যন্ত, ওহে গৃহপতি, আর্য্যের বিনয়ে ব্যবহারের সমুচ্ছেদ হইয়া থাকে।

[ম, ১, ৩৬০-৩৬৭]

সেইজন্য, কুমারীগণ, তোমাদের এইরূপ শিক্ষণীয় : 'আমাদের মঙ্গলকামী হিতৈষী অনুকম্পা-পরায়ণ মাতাপিতা অনুকম্পা করিয়া যে ভর্ত্তা দিবেন, তাহার জন্য পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিব, পরে শয়ন করিব, খুসী হইয়া সকল কাজ করিব, প্রীতিকর ভাবে সকল ব্যবস্থা করিয়া ও প্রিয়বাদিনী হইয়া'। এইভাবে কুমারীগণ, তোমাদের শিক্ষিত হওয়া উচিত।

তাহার পর, কুমারীগণ, ইহা শিক্ষা করা উচিত যে, যাঁহারা স্বামীর গুরুজন, মাতা, পিতা বা শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা, তাহাদের শ্রেষ্ঠ মনে করিতে হইবে, গৌরবদান করিতে হইবে, মান্য করিতে হইবে, পূজা করিতে হইবে, এবং তাঁহারা আসিলে তাঁহাদিগকে আসন ও জল

আগাইয়া দিতে হইবে। এইভাবে কুমারীগণ, তোমাদের শিক্ষিত হইতে হইবে।

এবং কুমারীগণ, অতঃপর ইহাও শিখিতে হইবে: 'ভর্ত্তার যে আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম্ম (অর্থাৎ গৃহ-শিল্প) আছে, উর্ণেরই হউক বা কাপাসেরই হউক,—তাহাতে দক্ষ ও অনলস হইব,—তাহার প্রণালী বুঝিয়া লইয়া, কি প্রকারে তাহা করিতে হয় ও কি প্রকারে বন্দোবস্ত করিতে হয়"। এইভাবে, কুমারীগণ, তোমাদের শিক্ষিত হইতে হইবে।

তৎপর, কুমারীগণ, ইহাও শিক্ষা করিতে হইবে: 'ভর্ত্তার গৃহে বা বাহিরে যে সকল দাস বা বার্ত্তাবহ বা কর্ম্মচারী আছে, তাহাদের কৃতকর্ম্ম হইবার জন্য কতখানি করা হইয়াছে ও তাহাদের অকৃত কর্ম্ম হইতে কতখানি করা হয় নাই তাহা জানিব। অসুস্থ ব্যক্তিদের কতটুকু বল আছে ও কতখানি দুর্ব্বলতা তাহা জানিব। প্রত্যেকের অংশ অনুসারে খাদনীয় ও ভোজনীয় দ্রব্য ভাগ করিয়া দিব। কুমারীগণ, তোমাদের এইভাবে শিক্ষিত হইতে হইবে।

কুমারীগণ, এই পঞ্চধর্ম্ম সমন্বিত স্ত্রীলোকরা কায়-ভেদ হইলে মৃত্যুর পর মনোরম-কায় দেবতাদের সঙ্গ পাইয়া থাকে।

[অং, ৩, ৩৭-৩৮]

হে ব্রাহ্মণ, ভোগ ক্ষত্রিয়ের ইপ্সিত; তাহার মনঃসংযোগ প্রজ্ঞায়; বলে তাহার অধিষ্ঠান; পৃথিবীজয়ে তাহার আধিপত্যের সমাপ্তি।

ব্রাহ্মণের ইপ্সিত ভোগ বা ধনসম্পত্তি, তাহার মনঃসংযোগ প্রজ্ঞায়; মন্ত্রে তাহার অধিষ্ঠান; যজ্ঞে তাহার অভিনিবেশ; ব্রহ্মলোকে তাহার সমাপ্তি।

গৃহপতির ইপ্সিত ধন; তাহার মনঃসংযোগ প্রজ্ঞায়; শিল্পে

(craft) তাহার অধিষ্ঠান ; কর্ম্মে তাহার অভিনিবেশ, নৈষ্ঠিক কর্ম্মে তাহার সমাপ্তি।

স্ত্রীলোকের ইপ্সিত পুরুষ ; অলঙ্কারে তাহার মনঃসংযোগ ; তাহার সঙ্কল্প পুত্রলাভ ; সপত্নী না-থাকা তাহার ইচ্ছা ; আধিপত্য পাওয়া তাহার বাসনার শেষ।

চোরের ইপ্সিত অপহরণ ; চুরির দিকে তাহার মন ; অধিষ্ঠান তাহার সার্থে (caravan) ; অন্ধকারে তাহার অভিনিবেশ ; সমাপ্তি তাহার অদর্শনে (কেহ না দেখিতে পায় এমনভাবে পলায়নে)।

শ্রমণের ইপ্সিত ক্ষান্তি ও সংযম ; মনঃসংযোগ প্রজ্ঞায় ; তাহার অধিষ্ঠান শীলে ; মনের গতি অকিঞ্চনতার দিকে ; পরিসমাপ্তি নির্ব্বাণে।

[অং, ৩, ৩৬৩]

ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্ম্মে সমন্বিত হইয়া গৃহপতি তপুস্স তথাগতে নিষ্ঠাবান্ হইয়াছে। অমৃত দেখিতে পাইয়াছে এবং অমৃতে সত্যানুভব করিয়া চলিতেছে। এই ছয়টি ধর্ম্ম কি কি?—বুদ্ধে অচল বিশ্বাস, ধর্ম্মে অচল বিশ্বাস, সংঘে অচল বিশ্বাস এবং আর্য্য শীল, আর্য্য জ্ঞান, আর্য্য বিমুক্তি।

[অন্যান্য গৃহপতি ও উপাসক সম্বন্ধেও এই কথাই ইহার পর বলা হইয়াছে।] [অং, ৩, ৪৫০-৪৫১]

ছ। জাতি-বিচার

মহাশয়, এই চারিটি বর্ণ আছে—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র। ইহার মধ্যে দুইটি,—ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ—অগ্রণী বলিয়া আখ্যাত। যেহেতু এই দুই বর্ণের লোকদের প্রতি অভিবাদন, পশ্চাৎ-উত্থান

(অর্থাৎ তাহারা আসন হইতে উঠিবার পর আসন ত্যাগ), অঞ্জলিকরণ ও অন্যান্য সম্মানসূচক কর্ম্ম করিতে হয়।

পাঁচটি গুণের জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত,—শ্রদ্ধা, সুস্থতা, সাধুতা, শক্তিমত্তা ও প্রজ্ঞা। চার বর্ণের লোকেরাই এই পাঁচ গুণ সমন্বিত হইতে পারে এবং তাহা বহুকাল তাহাদের হিতকর ও সুখদায়ী হয়। এ সম্বন্ধে আমি বলি না যে এই চেষ্টায় (বর্ণগুলির মধ্যে) কোনও বিশেষত্ব বা প্রভেদ আছে। যেমন দুইটি পোষা হাতী কি ঘোড়া কি গরু থাকে যাহাদের ভাল করিয়া পোষ মানান হইয়াছে এবং অন্য দুইটি হাতী বা ঘোড়া বা গরু থাকে যাহাদের তেমন পোষ মানান হয় নাই। প্রথম জোড়া ভালভাবে পোষ মানিয়াছে এবং ভাল পোষা জন্তুর কাজ করিতেছে, দ্বিতীয় জোড়া তাহা করে না। এই ভাবে, ইহা অসম্ভব যে শ্রদ্ধা, স্বাস্থ্য, সাধুতা, খলতা-হীনতা শক্তিমত্তা এবং প্রজ্ঞা দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহা এই গুণবর্জ্জিত কেহ পাইতে পারে। চতুর্বর্ণের যাহারা চেষ্টার যোগ্য, এই সকল গুণ-সম্পন্ন তাহাদের চেষ্টা সম্যক্ হইলে তাহার মধ্যে কোনও বিশেষত্ব নাই কারণ ইহা বিমুক্তি দ্বারা বিমুক্তি। যেমন চারজন লোক থাকে,—একজন একটি শুষ্ক ছাঁটা-ডাল লইয়া, একজন শালগাছের শুষ্ক ডাল লইয়া, একজন আমগাছের শুষ্ক ডাল লইয়া এবং চতুর্থজন ডুমুর গাছের শুষ্ক শাখা লইয়া প্রত্যেকে তাপ বাহির করিবার জন্য আগুন জ্বালিতে সচেষ্ট হয়। তবে কি এই নানা গাছের জ্বালানো আগুন শিখায়, বর্ণে ও আভায় নানা রকমের হইবে? সেই রকম বীর্য্য হইতে যে তেজ উত্থিত হয় এবং সুপ্রতুলভাবে যাহা চেষ্টা দ্বারা জন্মান যায় তাহাতে কোনও প্রভেদ নাই। কারণ তাহা বিমুক্তি দ্বারা বিমুক্তি।

[ম, ২, ১২৮-১৩০]

[কতিপয় শ্রমণ ব্রাহ্মণ শুনিতে পায় যে শ্রমণ গৌতম চারবর্ণেরই বিশুদ্ধতা প্রচাব করিতেছেন। তাহা শুনিয়া তাহারা অশ্বল্যায়ন নামে একজন ব্রাহ্মণ যুবককে গৌতমের যুক্তি খণ্ডন করিতে পাঠাইল। অশ্বল্যায়ন গৌতমেব সমীপে গেলে তাহাদের এই কথোপকথন হইল :]

ভো গৌতম, ব্রাহ্মণেরা এই বলে যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, অন্য সকল বর্ণ হীন। ব্রাহ্মণেবাই শুক্ল বর্ণ, অন্য সব কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণেরাই শুদ্ধ হয়, অব্রাহ্মণেরা নয়। ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মের পুত্র,—তাহার ঔরস হইতে, মুখ হইতে জাত, ব্রহ্মা দ্বাবা নির্মিত, ব্রহ্মাব উত্তবাধিকারী। এ বিষয়ে, গৌতম, আপনি কি বলেন ?"

"অশ্বল্যায়ন, ইহা দেখা যায় যে ব্রাহ্মণদেব মধ্যে ব্রাহ্মণীরা বজস্বলা হয়, গর্ভিণী হয়, প্রসব করে, স্তন্যপান করায়। তবু এই ব্রাহ্মণেরা অন্য সকলেব মত স্ত্রীযোনিজাত হইয়া বলিতে পারে যে তাহারা শ্রেষ্ঠ বর্ণ, ব্রহ্মার মুখজাত ইত্যাদি"।

"আপনি যাহা কিছু বলিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণরা এইরূপ মনে করে"।

"তুমি একথা শুনিয়াছ কি যে যোন-কম্বোজ ও অন্যান্য প্রত্যন্ত প্রদেশে দুইটি মাত্র বর্ণ আছে,—আর্য্য এবং দাস—এবং আর্য্য হইয়া দাস হইতে পারে এবং দাস হইয়া আর্য্য হইতে পারে" !

"হাঁ ভক্তে, আমি ইহা শুনিয়াছি। কিন্তু আপনি, গৌতম, যাহা কিছু বলিলেও, ব্রাহ্মণরা এইরূপ মনে করে যে ব্রাহ্মণরা শ্রেষ্ঠ বর্ণ··· (ইত্যাদি)"।

"তুমি কি মনে কর অশ্বল্যায়ন ?—ক্ষত্রিয় হইয়া যদি কেহ প্রাণঘাতী, অদত্তদানগ্রহণকারী, কামাপচারী, মিথ্যাবাদী, পশুন-বাক্,

পিশুন-বাক্, বাচাল, লোভী, বিদ্বিষ্টচিত্ত, মিথ্যাদৃষ্টিধারী হয়, তবে সে মরণের পর দেহ-ভেদ হইলে কি অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নিরয়ে যাইবে না ? বৈশ্য কি যাইবে না ? শূদ্র কি যাইবে না ? ব্রাহ্মণই কি কেবল যাইবে না" ?

"না, গৌতম। এইরূপ হইলে কোনও ক্ষত্রিয় ঐ দশাপন্ন হইবে, —ব্রাহ্মণও, বৈশ্যও এবং শূদ্রও। প্রকৃতপক্ষে সকলবর্ণের লোকেরাই যাহারা প্রাণঘাতী ইত্যাদি হয় তাহারা…(ইত্যাদি) যাইবে। কিন্তু গৌতম এইরূপ বলিলেও এমন ব্রাহ্মণ আছে যাহারা মনে করে যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ…ইত্যাদি"।

"তুমি কি মনে কর, অশ্বল্যায়ন ?—যদি কোনও ব্রাহ্মণ প্রাণীঘাত হইতে, অদত্তদান গ্রহণ হইতে, কামাপচার হইতে, প্রগল্ভতা হইতে বিমুখ হয় ও বিদ্বেষহীনচিত্ত ও সম্যক্‌দৃষ্টিধারী হয়, তবে সে মরণের পর কায়াভেদ হইলে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে, ব্রাহ্মণই কেবল হইবে, কোনও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্র নয়" ?

"না, গৌতম। যদি ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ, কি বৈশ্য, কি শূদ্র এই রকমের হয়, তবে চতুর্বর্ণের যে কেহ সুগতিতে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে। তথাপি কোন কোন ব্রাহ্মণেরা মনে করে যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ…ইত্যাদি"।

"তুমি কি মনে কর, অশ্বল্যায়ন ?—এই প্রদেশে কেবল একজন ব্রাহ্মণই বৈরীভাবহীন, দ্বেষহীন, মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত ভাবিত করিতে পারে, —কোনও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্র পারে না।"

"না গৌতম, সকলবর্ণের লোকেরাই তাহা করিতে পারে। তথাপি আপনার এ সকল কথা বলা সত্ত্বেও এমন ব্রাহ্মণরা আছে যাহারা মনে করে যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ…ইত্যাদি"।

"তুমি কি মনে কর, অশ্বল্যায়ন?—কেবলমাত্র একজন ব্রাহ্মণই গাত্র-মার্জ্জন দ্রব্য লইয়া নদীতে গিয়া শরীবের ধূলামাটি সাফ করিতে পাবে—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র পারে না?

"না, গৌতম। চতুর্বর্ণেব সকল লোকেরাই তাহা করিতে পারে। তথাপি আপনি এসকল কথা বলা সত্ত্বেও এমন ব্রাহ্মণরা আছে যাহারা মনে কবে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ···ইত্যাদি"।

"এখন ধব যে একজন অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় বাজা নানাজাতি হইতে একশত লোক একত্র করিয়া তাহাদের বলেন: 'এস, মহোদয়গণ, তোমাদের মধ্যে যাহারা ক্ষত্রিয়কুলে, ব্রাহ্মণকুলে বা রাজবংশে উৎপন্ন তাহারা শালের, কোনও সুগন্ধি বৃক্ষের বা চন্দনের বা পদ্মের উত্তম জ্বালানি কাঠ লইয়া তাপ জন্মাইবার জন্য আগুন জ্বালাও'। তুমি কি মনে কর, অশ্বল্যায়ন, এই লোকেদের তাপ দিবার জন্য রশ্মিমান্ বর্ণময় ভাস্বর করিয়া অগ্নি জ্বালিবার সাধ্য হইবে না, তাহাতে জ্বালানি যাহাই হউক না কেন। কিন্তু কোনও হীনকুলে জাত ব্যক্তি—চণ্ডাল কুলের বা নিষাদকুলের, কি চাটাই-কার কুলের অথবা রথকার কুলের বা পুক্কুস কুলের,—আগুন জ্বালায় ও তাপ জন্মায় এবং সে যদি তাহার জ্বালানি-দ্রব্য কোনও কুকুরের বা শূকরের খানা হইতে, ধোপার ভাটি হইতে বা এরণ্ড কাঠ হইতে আনিয়া থাকে, তবে কি আগুনের রশ্মি কি বর্ণ কি উজ্জ্বলতা থাকিবে না এবং তাহাদ্বারা কি আগুনের কাজ হইতে পারিবে না"?

"না, গৌতম। রশ্মি, বর্ণ ও উজ্জ্বলতা সমেত সকল আগুন দিয়াই আগুনের কাজ হয়, তাহা যে কুলের লোকই উৎপাদন করুক এবং যে কোনও প্রকার জ্বালানি দিয়াই হউক। কিন্তু আপনি এ সকল বলা সত্ত্বেও এমন ব্রাহ্মণ আছে যাহারা মনে করে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ···ইত্যাদি"।

"ধর, অশ্বল্যায়ন, দুইজন ব্রাহ্মণ যুবক--যাহারা সহোদর ভাই—একজন (ব্রাহ্মণের) শাস্ত্রে পণ্ডিত, পারদর্শী; অন্যজন অশিক্ষিত, অপণ্ডিত। শ্রাদ্ধে বা পায়স-বিতরণে কাহাকে প্রথম খাওয়াইতে হইবে—যজ্ঞে বা নিমন্ত্রণে"?

"পণ্ডিত ও পারদশী ব্রাহ্মণটিকে, কারণ অপণ্ডিত ও অশিক্ষিত লোককে ভোজ দিলে কোন্ মহাফল হয়"?

"কিন্তু ধর, সেই পণ্ডিত ও পারদর্শী ব্রাহ্মণ যুবক দুঃশীল, পাপাচারী হয় এবং অশিক্ষিত ও অপণ্ডিত যুবকটি শীলবান্ ও কল্যাণধর্ম্মী হয়। ইহাদের দুইজনের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা কাহাকে প্রথম ভোজন করাইবে"?

"সেই শীলবান্, কল্যাণধর্ম্মী যুবককে, কারণ দুঃশীল ও পাপাচারী লোককে ভোজ দিলে কোন্ মহাফল হয়"?

"দেখ অশ্বল্যায়ন, প্রথম তুমি জাতির কথা বলিয়াছ, তাহা হইতে মন্ত্রের কথায় আসিয়াছ, আবার তাহা হইতে চতুর্বর্ণের শুদ্ধির কথায় ফিরিয়া আসিয়াছ এবং আমি এই শুদ্ধির কথাই প্রচার করিতেছি"।

[ম, ২, ১৪৮-১৫৪]

জ। দেবগণ

"ওহে গৌতম, দেবতারা আছেন কিনা আমাকে ঠিক করিয়া বল"।

"ভরদ্বাজ, দেবতারা আছেন কি নাই—ইহা আমার বিদিত কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছ? হাঁ, নিশ্চয়ই দেবতারা আছেন"।

"গৌতম, এ কথা কি অসার ও মিথ্যা নয়"?

"ভরদ্বাজ, দেবতারা আছেন। যদি কেহ প্রশ্নের উত্তরে বলে যে,

দেবতারা আছেন অথবা বলে যে ইহা আমার নিশ্চয় জানা আছে—তবে বিজ্ঞ লোকেরা এই সিদ্ধান্তই করিবেন যে দেবতারা আছেন" !

"ইহা আপনি প্রথমেই ব্যাখ্যা করেন নাই কেন" ?

"এইজন্য যে ইহা সকল প্রধান লোকেরাই এজগতে স্বীকার করিয়াছেন যে দেবতারা আছেন"। [ম, ২, ২১২—২১৩]

"ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের গন্ধর্ব্ব-দেহধারী দেবতাদের কথা বলিব। তোমরা শুনিও। গন্ধর্ব্ব-দেহধারী দেব কাহারা? ভিক্ষুগণ, মূলেব গন্ধে বাস করে এইরূপ দেবতারা আছে, —যথা বৃক্ষের সাবের গন্ধে··· 'ফেগ্গু'র (সারের সঙ্গে যেরকম কাঠ থাকে)···গন্ধে, বল্কলের গন্ধে··· বসের গন্ধে···পাতার গন্ধে···ফুলেব গন্ধে···ফলের গন্ধে···ফলের রসের গন্ধে···গন্ধের গন্ধে। এই দেবগণকে গন্ধর্ব্ব-দেহধারী বলে"।

"ইহার কি কারণ, কি হেতু?—যে এখানকার কেহ মরণের পর দেহ-ভেদ হইলে গন্ধর্ব্ব-দেহধারী দেবতার সঙ্গী হইয়া পুনর্জন্ম পায়"।

"এই বিষয় সম্বন্ধে ইহা বলা যায় যে কেহ যদি কায়ে, বাক্যে ও মনে সুচবিত হইয়া চলে, সে শুনিতে পায় যে গন্ধর্ব্ব-দেহধাবী দেবগণ দীর্ঘায়ু, সুন্দর বর্ণের ও অত্যন্ত সুখী। তখন তাহার এই মনে হয় যে 'আহা! আমি যদি মরণেব পরে কায়া-ভেদ হইলে এই গন্ধর্ব্ব-দেহধারী দেবতাদের সঙ্গী হইয়া পুনর্জন্ম পাইতাম!' সে মূলগন্ধগুলির দাতা হয়। যে সারগন্ধে অধিষ্ঠিত দেবতাদের সঙ্গী হইয়া পুনর্জন্ম পাইতে চায়, সে সারগন্ধের দাতা হয় (···এইরূপ গন্ধের গন্ধ দাতা হওয়া পর্য্যন্ত।) পুনশ্চ কোনও ভিক্ষু ভগবান্‌কে প্রশ্ন করে, 'ভন্তে, ইহার কারণ কি ইহার কি হেতু যে এখানকার কেহ মরণের পর কায়া-ভেদ হইলে মূলগন্ধে অধিষ্ঠিত দেবতাদের সঙ্গী হইয়া পুনর্জন্ম লয়" ?

"এই সম্বন্ধে এই যে, কেহ কায়ে, বাক্যে, মনে সুচরিত হইয়া চলে,

সে শুনিতে পায় যে মূলগন্ধবাসী দেবতারা দীর্ঘায়ু, সুন্দর বর্ণের ও অত্যন্ত সুখী। তখন তাহার এই মনে হয় 'আহা! আমি যদি মরণের পর কায়া-ভেদ হইলে এই মূলগন্ধবাসী দেবতাদের সঙ্গী হইয়া পুনর্জন্ম পাইতাম'! সে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মাল্য, গন্ধ, বিলেপন (গায় মাখিবার দ্রব্য), শয্যা, শয়নগৃহ, প্রদীপ ও প্রদীপ জ্বালিবার উপকরণ দান করে। সে মরণের পর কায়া-ভেদ হইলে মূল-গন্ধে অধিষ্ঠিত দেবতাদের সঙ্গী হইয়া পুনর্জন্ম পায়। (এই প্রকার ইচ্ছা-অনুসারে নানাগন্ধের দেবতারা সঙ্গী পুনর্জন্ম পায়।)"

[সং, ৩, ২৫০-২৫৩]

(গাথা) যে প্রদেশে পণ্ডিতজাতীয় লোক বসতি বানায়,
সে সেখানে শীলবান্ ব্রহ্মচারীদের ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ
করে; সেখানে যে সকল দেবতা আছেন তাঁহাদের দক্ষিণা
দেন, তাহা দ্বারা পূজিত ও মানিত হইয়া, তাঁহারা (দেবতারা)
পূজা করেন ও মানদান করেন।
যেহেতু তাঁহারা (দেবতারা) তাহার জন্য মাতার ঔরস-
পুত্রের তুল্য অনুকম্পা বোধ করেন, সেইজন্য সেই দেবতাদের
অনুকম্পিত লোক সকল সময় শুভ দেখিতে পায়।

[দী, ২, ৮৮]

কুলপুত্র মহানাম তাহার শ্রমলব্ধ সম্পদের দ্বারা সেই দেবতাদের, যাহারা তাহার বলি গ্রহণের উপযুক্ত, সৎকার করে, গৌরবদান করে, মান্য করে, পূজা করে। সেইজন্য দেবতারা তাহার প্রতি অনুকম্পা-পরবশ হন ও বলেন: চিরঞ্জীবী হও, দীর্ঘ আয়ু ধারণ কর"। দেবতাদের অনুকম্পাপ্রাপ্ত কুলপুত্র মহানাম বৃদ্ধিই পাইবে, তাহার ক্ষতি হইবে না।

[অং, ৩, ৭৭]

ঋ। যজ্ঞ

(ভগবান্ মাঘকে বলিলেন)

(গাথা) মাঘ, তুমি যজ্ঞ কর, এবং সেই সঙ্গে চিত্তকে সর্ব্ববিধ-ভাবে নির্ম্মল কর। যজমানেব কাছে যজ্ঞ অবলম্বন মাত্র। ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া সে দ্বেষ ত্যাগ করে। বীতরাগ হইয়া দ্বেষ দূর করিয়া তখন সে মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত অপ্রমেয়ভাবে ভাবিত করে,—দিবারাত্রি ধরিয়া সকল দিকে সতত তাহা স্ফুরিত কবে।

মাঘ, যে এই তিন বিধিতে যজ্ঞ সম্পাদন করে, সে দক্ষিণা-প্রাপ্তির উপযুক্ত ব্যক্তিদের তাহা দিয়া যেন (যজ্ঞফল) পূর্ণ করে। এইরূপ যজ্ঞ করিলে সকল যাচ-যোগেরা (অর্থাৎ দক্ষিণাপ্রাপ্তির উপযুক্ত যাচকেরা) ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়,—এই আমি বলিতেছি।

[সূ, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৯]

(গাথা) সুতরাং, হে ব্রাহ্মণ, কর্ণপাত কর। আমি তোমাকে ধর্ম্মদেশনা করিব : জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আচরণের কথা জিজ্ঞাসা কর। কাষ্ঠ হইতেই আগুন জ্বলে, তেমন নীচকুল হইতেই ওঠে ধৃতিমান্ মুনি, যে দৃঢ়গতি কিন্তু হ্রীদ্বারা সংযত।

যে সত্যের বশ, যে দম লাভ করিয়াছে, যে বিদ্যার অন্তে গিয়াছে, যে ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিয়াছে,—এমন লোককেই যথাকালে পুণ্যাপেক্ষী যাজ্ঞিকের হব্য অর্পণ করা উচিত।

যাহারা কামগুলি ত্যাগ করিয়া গৃহশূন্য হইয়া বিচরণ করে, যাহাদের আত্মা সুশান্ত, যাহারা তন্তুবায়ের মাকুর মত ঋজু,—

এমন লোকদেরই যথাকালে পুণ্যাপেক্ষ। যাজ্ঞিকের হব্য অর্পণ করা উচিত।

যাহারা বীতরাগ, সুসংযত-ইন্দ্রিয়, রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত চন্দ্রের মত—এমন লোকদেরই ···(পূর্ব্ববৎ) করা উচিত।

যাহারা অনাসক্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে, সর্ব্বদা স্মৃতিমান্ হইয়া, 'আমার' এই বোধ বর্জ্জন করিয়া—এমন লোকদেরই ···(পূর্ব্ববৎ)।

যে কামগুলি ত্যাগ করিয়া বিজয়ীর মত চলে; জন্মমরণের শেষ পর্য্যন্ত জানিয়াছে, পরিনির্ব্বাপিত, হ্রদের মত শীতল,—সেই অবস্থাগত অর্হৎ (যজ্ঞের) পুরোভাগ পাইবার যোগ্য।

সমানলোকের সহিত সমভাবাপন্ন, বিষম লোক হইতে দূরে, অনন্তপ্রজ্ঞার অধিকারী, এখানকার বা ওখানকার কিছুতে মালিন্য প্রাপ্ত হয় নাই,—সেই অবস্থাগত···(পূর্ব্ববৎ)।

যাহার কোনও মায়া নাই বা মান নাই, যে বীতলোভ এবং 'মন'-ভাব ও আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্ত, ক্রোধহীন, আত্মাতে সম্পূর্ণভাবে শান্ত, সেই ব্রাহ্মণ যে শোকের মালিন্য দূর করিয়াছে—এই অবস্থাগত···(পূর্ব্ববৎ)।

যে মন হইতে সকল ত্রিবেশন (অর্থাৎ আসক্তি স্থল) দূর করিয়াছে, পরিগ্রহে (অর্থাৎ পর হইতে কিছু গ্রহণ করায়) যে কোনও শান্তি পায় না, এখানে কি ওখানে যাহার কোনও বন্ধন নাই—সেই অবস্থাগত······(পূর্ব্ববৎ)।

যে সমাহিত হইয়া (সংসারের) প্লাবন উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং পরম দৃষ্টি দ্বারা ধর্ম্মকে জানিয়াছে, সেই ক্ষীণাসব অন্তিম দেহধারী, সেই অবস্থাগত······(পূর্ব্ববৎ)।

যাহার ভবাসবগুলি এবং সকল পরুষ বাক্য বিনাশ পাইয়াছে, অস্ত হইয়াছে এবং আর বর্ত্তমান নাই, বিদ্বান্, সর্ব্বতোভাবে মুক্ত,—সেই অবস্থাগত······(পূর্ব্ববৎ)।

যে সংজ্ঞাতীত ও যাহার কোনও সংজ্ঞা নাই, যে মানী লোকদের মধ্যে অমানী, যে দুঃখ কি ও তাহাব ক্ষেত্র ও বস্তু কি তাহা জানিয়াছে,—সেই অবস্থাগত·· (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)।

যে আকাঙ্ক্ষা আশ্রয় করিয়া থাকে না, যে নিঃসঙ্গতাদর্শী যে অন্য লোকেব জ্ঞান ও দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছে, যে নিরবলম্ব—সেই অবস্থাগত······(পূর্ব্ববৎ)।

পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া যে সকল ধর্ম্ম (অর্থাৎ প্রকৃতিগত উপাদানগুলি) বিনষ্ট করিয়াছে, শেষ করিয়াছে, তাহা আর বিদ্যমান নাই, যে শান্ত, যে আসক্তি হইতে মুক্ত,—সেই অবস্থাগত······(পূর্ব্ববৎ)।

যে সংযোজনের (অর্থাৎ সংসারের সহিত বন্ধনের) জন্ম ও শেষপর্য্যন্ত ক্ষয় দেখিয়াছে, যে রাগের অশেষ পথগুলি দূর করিয়াছে, যে শুদ্ধ, নির্দোষ, বিমল, দাগ-শূন্য, সেই অবস্থাগত··· (পূর্ব্ববৎ)।

যে আত্মাদ্বারা আত্মাকে দেখে না, যে সমাহিত, ঋজুপথাবলম্বী, স্থিতাত্ম, যে লোভহীন, বাধাহীন, শঙ্কাহীন···সেই অবস্থাগত ···(পূর্ব্ববৎ)।

যাহার মোহের কোনও অবকাশ নাই, যে সকলধর্ম্মে জ্ঞানদর্শী, যে অন্তিম শরীর ধারণ করে (অর্থাৎ যাহার পুনর্জন্ম নাই) যে সেই অনুত্তর মঙ্গল সম্বোধি পাইয়াছে (ব্যক্তির শুদ্ধি এই পর্য্যন্তই হয়)—সেই অবস্থাগত···(পূর্ব্ববৎ)।

গাথাপাঠে যাহা পাওয়া যায় তাহা আমার ভোজ্য নয়। যাহারা সম্যক্ দর্শন করেন তাহাদের ইহা ধর্ম্ম নয়। বুদ্ধেরা গাথাপাঠে যাহা পাওয়া যায় তাহা পরিহার করেন। ব্রাহ্মণ, যেখানে ধর্ম্ম বিদ্যমান, সেখানে ইহাই নিয়ম।

কোনও পুরুষোত্তম মহর্ষিকে যিনি সকল আসব ক্ষয় করিয়াছেন, যিনি সকল উদ্বেগ হইতে শান্ত হইয়াছেন, তাঁহার কাছে অন্ন-পানীয় উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। পুণ্যাপেক্ষীর তিনিই উপযুক্ত ক্ষেত্র।

যাহার সকল বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে,
যাহার চিত্ত অনাবিল,
যে সকল কাম হইতে মুক্ত,
যাহার সকল জড়তা দূর হইয়াছে
যাহারা সীমায় রহিয়াছে—তাহাদের নেতা,
জন্মমরণে যিনি বিশেষজ্ঞ,
মৌন-সম্পন্ন মুনি—তাদৃশ লোক যিনি যজ্ঞে আসিয়াছেন,—তাঁকে ভ্রূযুগ মিলাইয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিবে এবং তাঁহাকে অন্ন-পানীয় দ্বারা পূজা করিবে—ইহাতে দক্ষিণা মহাফল হয়।

[সু, ৪৬২-৪৭৮, ৪৮০-৪৮১, ৪৮৩-৪৮৫]

(গাথা) কেহ মাসের পর মাস শতবর্ষ ধরিয়া সহস্র যাগ করিলেও, যদি, যাঁহার আত্মা ভাবিত হইয়াছে তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তও পূজা করে, তবে সেই পূজা তাহার শতবর্ষের যাগ হইতে শ্রেয়তর।

যে শতবৎসর ধরিয়া বনে যজ্ঞীয় অগ্নির সেবা করে, যদি,

যাঁহার আত্মা ভাবিত হইয়াছে তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তও যদি পূজা করে, তবে সেই পূজা শতবর্ষের আহুতি হইতে শ্রেয়তর।

[ধ, ১০৬-১০৭]

(গাথা) ভাবিও না, ব্রাহ্মণ, যে (যজ্ঞের জন্য) কাঠ সংগ্রহ করিলেই শুদ্ধি আসে। ইহা বাহ্য। পণ্ডিতেরা বলেন, যে বাহিরের শুদ্ধি ইচ্ছা করে সেও তাহা দ্বারা শুদ্ধি পায় না। আমি (যজ্ঞের জন্য) কাষ্ঠ পোড়ান ছাড়িয়াছি,—আমি আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে জ্বলিতেছি। আমার এ নিত্য-অগ্নি, নিত্য-সংগৃহীত। আমি অর্হৎ,—ব্রহ্মচারী। ব্রাহ্মণ, তোমার সমিধভার কেবল মান, ধূমক্রোধ, ভস্মগুলি মিথ্যাবচন। জিহ্বাই স্রুজা (ঘৃতাহুতি দিবার চামচ), হৃদয়ই জ্যোতিঃস্থান, পুরুষের সুসংযত আত্মাই জ্যোতি। ধর্ম্ম হ্রদস্বরূপ, শীল ইহার তীর্থ (স্নানের ঘাট),—ইহা অনাবিল, সদ্‌লোকের দ্বারা ইহা প্রশংসিত, যেখানে জ্ঞানী ব্যক্তি স্নান করিতে আসেন এবং পরিচ্ছন্ন দেহে পারে তরণ করেন। ধর্ম্ম সত্য স্বরূপ,—সংযম ব্রহ্মচর্য্য। মধ্যমপথ ধরিয়া, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। যাহারা উন্নত-মনা তাহাদের নমস্কার কর (শ্রদ্ধা অর্পণ কর)। যে তাহা করে, সেই লোককে আমি বলি 'ধর্ম্মসারী'।

[সং, ১, ১৬৯]

হে ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের পূর্ব্বে যে অগ্নি স্থাপন করে, যূপকাষ্ঠ তোলে, সে তিনটি শস্ত্র উঠায়, যাহা অসৎ,—যাহা দুঃখ উদ্রেক করে ও ফলে দুঃখ দেয়। এই তিনটি কি?—কায়-শস্ত্র, বাক্য-শস্ত্র ও মনঃ-শস্ত্র।

ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের সময় যে লোকটি পূর্ব্বেই অগ্নিস্থাপন করে ও যূপকাষ্ঠ উঠায়, সে চিত্তে এইভাব তোলে ঃ "যজ্ঞার্থে এতগুলি ঋষভ বধ করা হউক্, এতগুলি ষাঁড়, এতগুলি অজ, এতগুলি হরিণ ও অন্যান্য পশু। সে পুণ্য করিতেছে মনে করিয়া অপুণ্য করে ; সে কুশল করিতেছে ভাবিয়া অকুশল করে ; সুগতির পথ খুঁজিতেছে ভাবিয়া সে দুর্গতির পথ খোঁজে। ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের পূর্ব্বেই যে অগ্নিসংযোগ করে ও যূপকাষ্ঠ তোলে, সে প্রথমতঃ এই মনঃ-শস্ত্র উঠায়, যাহা অসৎ, দুঃখ-উদ্রেককারী ও দুঃখ-ফল।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের পূর্ব্বেই যে এই প্রকার বলে যে এতগুলি ঋষভ হত্যা কর, এতগুলি ষাঁড়···(ইত্যাদি অন্যান্য পশু), সে পুণ্য করিতেছে ভাবিয়া···(পূর্ব্ববৎ)। ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের পূর্ব্বেই যে অগ্নি-স্থাপন করে, যূপকাষ্ঠ তোলে সে দ্বিতীয়তঃ এই 'বাক্য-শস্ত্র' উঠায় যাহা······(পূর্ব্ববৎ)।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের পূর্ব্বে যে অগ্নিস্থাপন করে, যূপকাষ্ঠ তোলে সে স্বয়ং প্রথমে এই কার্য্যটি সমারব্ধ করে এই বলিয়া যে এতগুলি ঋষভ···(ইত্যাদি পশু)। সে পুণ্য করিতেছে···(পূর্ব্ববৎ)। ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের পূর্ব্বেই যে অগ্নিস্থাপন করে, যূপকাষ্ঠ তোলে, তৃতীয়তঃ এই 'কায়-শস্ত্র' উঠায়, যাহা···(পূর্ব্ববৎ)। এই তিনটি অসৎকর্ম্মের শস্ত্র,—দুঃখ-উদ্রেককারী ও দুঃখ-ফল।

ব্রাহ্মণ, এই তিনটি অগ্নি ত্যাগ করিতে হইবে, বর্জ্জন করিতে হইবে, —তাহার সেবা করিবে না। এই তিনটি কি কি? রাগের (আসক্তির) অগ্নি, দ্বেষের অগ্নি ও মোহের অগ্নি। কি হেতু ইহাদের ত্যাগ করিতে হইবে, বর্জ্জন করিতে হইবে এবং তাহাদের সেবা করা

অনুচিত ? মন রাগে (দ্বেষে বা মোহে) অভিভূত হইলে, সে কায়ে, বাক্যে ও মনে দুশ্চরিত কর্ম্ম করে এবং তাহাতে মরণের পর দেহ-ভেদ হইলে সে পুনরুত্থান করে অপায়ে, দুর্গতিতে, নিরয়ে। সুতরাং এই তিনটি অগ্নি ত্যাগ করিতে হইবে, বর্জ্জন করিতে হইবে,—তাহার সেবা করিবে না।

ব্রাহ্মণ, তিনটি অগ্নি আছে যাহা শ্রদ্ধা করিলে, গৌরবদান করিলে, মান্য করিলে, পূজা করিলে সম্যক্ সুখ তাহাকে ঘিরিয়া রাখে। কোন্ তিনটি ?—পূজ্যজন অগ্নিস্বরূপ, গৃহপতি অগ্নিস্বরূপ, দাক্ষিণ্যপ্রাপ্তির উপযুক্ত জন অগ্নিস্বরূপ।

পূজ্যজন অগ্নিস্বরূপ—ইহা কি ?

ব্রাহ্মণ, বিবেচনা কর, যে মাতাপিতাকে সেইরূপ করে (অর্থাৎ শ্রদ্ধা করে, মান্য করে ইত্যাদি), সে ঐ প্রথম অগ্নির সেবা করে। ইহা বলিতেছি কেন ? কারণ ইহা হইতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। সুতরাং, ব্রাহ্মণ, এই অগ্নি মান্য, পূজিত (ইত্যাদি)···হইলে সম্যক্-সুখ তাহাকে ঘিরিয়া থাকে।

গৃহপতি অগ্নিস্বরূপ—ইহা কি ?

বিবেচনা কর, ব্রাহ্মণ, পুত্র, দারা, দাস, বার্ত্তাবাহী, কর্ম্মচারীদের মান্য করা···(ইত্যাদি) দ্বিতীয় অগ্নির সেবা করা। গৃহপতি স্বরূপ অগ্নিকে মান্য করিলে (ইত্যাদি)···সম্যক্-সুখ তাহাকে ঘিরিয়া থাকে।

দাক্ষিণ্য-প্রাপ্তির উপযুক্ত জন অগ্নিস্বরূপ—ইহা কি ?

বিবেচনা কর, ব্রাহ্মণ, সেই শ্রমণব্রাহ্মণেরা যাহারা মদ-প্রসাদ হইতে বিরত, ক্ষান্তি ও সংযমে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মাকে দমন করে, আত্মাকে শান্ত করে, আত্মাকে পরিনির্ব্বাণে লইয়া যায়—দাক্ষিণ্য-

প্রাপ্তির উপযুক্ত অগ্নিস্বরূপ ইহারা। এই অগ্নিকে মান্য পূজিত··· (ইত্যাদি) করিলে সম্যক্‌সুখ তাহাকে ঘিরিয়া থাকিবে।

[অং ৪, ৪২-৪৫]

না, হে ব্রাহ্মণ, আমি সকল যজ্ঞেরই প্রশংসা করি না এবং সকল যজ্ঞেরই অপ্রশংসা করি না। আমি সেইরূপ যজ্ঞের প্রশংসা করি না যাহাতে গোবধ হয়, পাঁঠা বধ হয়, কুক্কুট বা শূকর বধ হয়, বিবিধ প্রাণীর প্রাণহত্যা হয়। কিন্তু যেরূপ যজ্ঞে প্রাণীহত্যা হয় না তাহা প্রশংসা করি বটে, যথা নিত্যদান, গোষ্ঠির হিতার্থে যজ্ঞ, ইত্যাদি। ইহার কি হেতু? কারণ এইরূপ নিরারম্ভ (যাহাতে প্রাণীবধ হয় না) যজ্ঞে অর্হতেরা এবং যাঁহারা অর্হৎ-মার্গগামী তাঁহারা একত্রিত হন্।

(গাথা) অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, শয্যাপ্রাস (যজ্ঞবিশেষ), বাজপেয়, নিরর্গল (যজ্ঞবিশেষ)—যাহাতে প্রাণীহত্যা হয়, তাহা কখনও মহাফল হয় না। যেখানে পাঁঠা, গরু, ইত্যাদি বিবিধ প্রাণী বধ করা হয়, সেখানে মহর্ষিরা, যাঁহারা সৎপথে বিচরণ করেন,—গমন করেন না। কিন্তু যে যজ্ঞে প্রাণীবধ হয় না, যাহা গোষ্ঠির মঙ্গলের জন্য করা হয় এবং যেখানে পাঁঠা বা গরু বা বিবিধ জন্তুর হনন হয় না—এই রকমের যজ্ঞে মহর্ষিরা, যাঁহারা সৎপথে বিচরণ করেন—তাঁহারা গিয়া থাকেন। মেধাবীরা এইরূপ যজ্ঞ করিবেন। এইরূপ যজ্ঞ মহাফল। ইহাই যজমানের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ও নিষ্পাপ। ইহা বিপুলভাবে হয় এবং দেবতারাও ইহাতে প্রসন্ন হন্।

[অং, ২, ৪২-৪৩]

ঞ। পশুদের প্রতি ব্যবহার

ভিক্ষুগণ, যদি কোনও ভিক্ষু এই চারটি সর্পকুলের উপর চিত্তদ্বারা মৈত্রী প্রভাবিত করিতে পারে, তবে তাহার সর্প-দংশনে কালান্ত হইবে না। আমি তোমাদের এই চারটি সর্পকুলকে চিত্তদ্বারা মৈত্রী প্রভাবিত করিতে বলিতেছি,—আত্মতৃপ্তির জন্য, আত্মরক্ষার জন্য, আত্ম-প্রত্যয়ের জন্য।

(গাথা) বিরূপাক্ষেরা (সর্পকুল) আমার মিত্র; ইরাপথেরা আমার মিত্র; 'ষষ্ঠ-পুত্রেরা' আমার মিত্র; 'কন্যাগোতমেরা আমার মিত্র; পদহীনেরা আমার মিত্র; দ্বিপদেরা আমার মিত্র; চতুষ্পদেরা আমার মিত্র; বহুপদেরা আমার মিত্র; পদহীনেরা যেন আমাকে হিংসা করে না; দ্বিপদেরা যেন আমাকে হিংসা করে না; চতুষ্পদেরা যেন আমাকে হিংসা করে না; বহুপদেরা যেন আমাকে হিংসা করে না; সকল সত্ত্ব, সকল প্রাণী, সর্ব্বভূত ও সর্ব্ববস্তু,—সকলে আমার শুভ ইচ্ছা করুক, পাপ ইচ্ছা যেন না হয়।

[অং, ২, ৭২-৭৩]

ভিক্ষুগণ, তোমরা ঐ মৎস্যব্যবসায়ীকে দেখিতেছ যে মৎস্য বধ করিয়া করিয়া এখন জালটি বিক্রী করিতেছে?

ভিক্ষুগণ, আমি কখনও এমন দেখি নাই বা শুনি নাই যে কোন মৎস্যব্যবসায়ী মাছ বধ করিয়া করিয়া তাহার জাল বিক্রী করিয়া সেই কর্ম্মের দ্বারা, সেই উপজীবিকার দ্বারা হস্তীতে, অশ্বে, রথে বা যানে চলিতে পারিয়াছে অথবা ভোজ্য-পাত পাইয়াছে বা অপর্য্যাপ্ত অর্থলাভ

করিয়াছে।—ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে সে মৎস্য বধ করে বা বধের জন্য আনে। গো-ঘাতক (কসাই) যে গরু, ভেড়া, শূকর, মৃগ বা অন্য বন্যজন্তু মারিয়া তাহা বিক্রী করে, তাহার সম্বন্ধেও একই কথা। যেহেতু সে পাপ-মনে তাহাদের বধ হইতে বা বধের জন্য আনীত হইতে দেখে, সে কখনও হস্তীতে বা অশ্বে··· (ইত্যাদি) অর্থলাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃ ভিক্ষুগণ, যে পাপ মনে পশুদের বধ বা বধের জন্য আনীত হইতে দেখে সে কখনও হস্তীতে··· (ইত্যাদি) অর্থলাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু কেহ পাপ-মনে কোনও মনুষ্যের বধ বা বধের জন্য আনীত হওয়া দেখিলে, তাহা বহুকালের জন্য অহিতের ও দুঃখের কারণ হইবে। দেহভেদ হইলে মরণের পর সে অপায়ে দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নিরয়ে যাইবে।

[অং, ৩, ৩০১]

অনেক পর্য্যায়েই, ভিক্ষুগণ, আমি তির্য্যক্-যোনির কথা বলিতে পারিতাম, কিন্তু আমি এই পর্য্যন্তই বলিতেছি। ভিক্ষুগণ, বিস্তৃতভাবে তির্য্যক্-যোনির দুঃখ বিবৃত করা সহজ নয়। [ম, ৩, ১৬৯]

যে মূর্খ মনুষ্যগণ, কি করিয়া তোমরা পৃথিবী খনন কর বা খনন করাও? লোকেরা মনে করে এই পৃথিবী জীবসঙ্গী (অর্থাৎ বহু জীবের আধার)। যে কোনও ভিক্ষু ইহা খনন করিবে বা খনন করাইবে তাহার 'পাচিত্তিয়' (অর্থাৎ যাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন) অপরাধ হইবে।

[বি, ৪, ৩২]

হে মূর্খ মনুষ্যগণ, কি করিয়া তোমরা বৃক্ষ ছেদন কর বা করাও? লোকেরা বৃক্ষকে জীবসঙ্গী মনে করে। যে তাহার বিনাশ করিবে তাহার 'পাচিত্তিয়' অপরাধ। [বি, ৪, ৩৪]

যে কোনও ভিক্ষু জ্ঞাতসারে কোনও জীবের প্রাণহানি করিবে তাহার 'পাচিত্তিয়' অপরাধ।

[বি, ৪, ১২৪]

যে কোনও ভিক্ষু জ্ঞাতসারে যাহাতে প্রাণী আছে এমন জল ব্যবহার কবিবে, তাহার 'পাচিত্তিয়' অপবাধ।

[বি, ৪, ১২৫]

যে কোনও ভিক্ষু জ্ঞাতসারে তৃণ কিম্বা মৃত্তিকার উপর যাহাতে প্রাণী আছে জল সিঞ্চন করিবে বা করাইবে তাহার 'পাচিত্তিয়' অপরাধ।

[বি, ৪, ৪৯]

তিন প্রকার মৎস্য মাংস বিশুদ্ধ (অর্থাৎ আহারযোগ্য)—যাহা দৃষ্ট হয় নাই (অর্থাৎ যাহাতে প্রাণীহত্যা দেখিতে হয় নাই), যাহা শ্রুত হয় নাই (অর্থাৎ প্রাণীহত্যার বর্ণনা শোনা হয় নাই) এবং যাহা সন্দেহ করা হয় নাই (অর্থাৎ ভিক্ষুর আহারের জন্যই বধ কবা হইয়াছে ইহা সন্দেহ করা হয় নাই)।

[বি, ৩, ১৭২]

যদি কেহ মানুষের মাংস ভোজন করে, তাহার বিষম অপরাধ (থুল্লচ্চয়—স্থূল+অত্যয়) কোনও ভিক্ষু হস্তীর, অশ্বের, কুকুরের, সর্পের, ব্যাঘ্রের, তরক্ষের (Hyena) বা ঋকের মাংস (দুর্ভিক্ষের সময়ও) আহার করিবে না। করিলে তাহা 'দুষ্কৃত' নামক অপরাধ।

[বি, ১, ২১৮-২২০]

অধ্যায় ৫—বিবর্ত্তন

ক। বিবর্ত্ত-বাদ

ভিক্ষুগণ, শ্রমণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ কেহ আংশিকরূপে শাশ্বত-বাদী, কেহ কেহ আংশিকরূপে অশাশ্বতবাদী। আত্মার ও সংসারের আংশিক শাশ্বততা বা আংশিক অশাশ্বততা তাঁহারা চারটি বস্তুদ্বারা প্রতিপন্ন করেন। কি বিষয় লইয়া তাঁহারা ইহা করেন ?

ভিক্ষুগণ, দীর্ঘকাল অতীত হইলে পর কখনও কোনওকালে এমন সময় হয় যখন এই ভূলোক সম্বর্ত্তিত হয়। ভূলোক সম্বর্ত্তমান হওয়ায় প্রাণীরা বহু অংশে ভাস্বর হইয়া সম্বর্ত্তিত হয়। তাহাতে তাহারা মনোময়, প্রীতি-ভোগী, স্বয়ং-প্রভ, অন্তরীক্ষ-চারী হইয়া শোভাসম্পন্ন হইয়া বহুকাল দীর্ঘকাল থাকে।

সেখানে বহুকাল একা থাকিয়া তাহার অতৃপ্তি ও অস্থিরতা উৎপন্ন হয়,—এই ভাবিয়া যে অন্য সত্ত্বেরাও এই অবস্থায় আসিবে। তখন অন্যতর কোনও কোনও সত্ত্ব তাহাদের আয়ুক্ষয় ও পুণ্যক্ষয়ের জন্য ভাস্বর-কায়া ছাড়িয়া ব্রহ্ম-বিমানে (অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে) উঠিবে,—সেই সত্ত্বের সাহচর্য্যে। তাহারাও মনোময়…(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ) দীর্ঘকাল থাকে।

সুতরাং ভিক্ষুগণ, প্রথম যে সত্ত্বটি সেখানে উঠিল তাহার মনে এই হইল : “আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, বিজয়ী, অবিজিত, সর্ব্বদ্রষ্টা ; সকলে আমার বশে, আমি ঈশ্বর, কর্ত্তা, বিধানকর্ত্তা, শ্রেষ্ঠ, বিধাতা, প্রভু, ভূত-ভব্য সকলের পিতা। আমাদ্বারাই এই সকল সত্ত্বের নির্ম্মাণ। ইহার কি হেতু ? পূর্ব্বে আমার এই মনে হইয়াছিল : অহো, অন্য সত্ত্বেরাও যেন এই অবস্থায় আসে ! আমার মনে এই প্রতিজ্ঞা জাগায়

এই সত্ত্বেরা এই অবস্থায় আসিয়াছে। ইতঃপর যাঁহাবা আমার পর উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের এই মনে হইয়াছে যে এই ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, বিজয়ী···ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ···ভূত-ভব্য সকলের পিতা। এই ব্রহ্মদ্বারাই আমরা নির্ম্মিত হইয়াছি। তাহার হেতু কি? এই যে আমরা দেখিতে পাই যে এই ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন ও আমরা তাহার পরে উৎপন্ন হইয়াছি।

কিন্তু, ভিক্ষুগণ, কোনও কোনও সত্ত্ব সেই শ্রেণী হইতে এই অবস্থায় আসে ও আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হয়। এইরূপ করিলে···যখন তাহার চিত্ত সমাধিস্থ থাকে, তখন সে তাহার পূর্ব্বের নিবাস স্মরণ করিতে পারে,—ইহার অধিক স্মরণে আনিতে পারে না। তাহার এইরূপ মনে হয়: "সেই ব্রহ্মাই মহাব্রহ্মা, যে বিজয়ী··· (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)। তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয়-ধর্ম্মা হইয়া শাশ্বতকাল সেখানে স্থিতি করেন। কিন্তু আমরা যাহারা ব্রহ্মের দ্বারা নির্ম্মিত ও এই অবস্থায় আসিয়াছি, অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু,—এই লোক ছাড়িয়া যাইতে স্বভাবতঃ বাধ্য।

ভিক্ষুগণ, এই প্রথম স্থানে পৌঁছিয়া কোন কোনও শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই প্রতিপন্ন করিতে চায় যে আত্মা ও সংসার আংশিক শাশ্বত, আংশিক অশাশ্বত।

ভিক্ষুগণ, দ্বিতীয়তঃ একদল দেবতা আছেন, যাঁহাদের 'ক্রীড়া-দুষ্ট' বলা হয়। তাঁহারা হাস্য-ক্রীড়া-ইন্দ্রিয় সুখে ব্যাপৃত বহুকাল পর্য্যন্ত থাকেন। এইজন্য তাঁহাদের স্মৃতি-ভ্রংশ হয় এবং স্মৃতি ভ্রংশ হইলে সেই দেবতারা তাঁহাদের সেই কায়া ত্যাগ করেন। কিন্তু এই প্রকারও হইতে পারে যে অন্য কোনও সত্ত্ব সেই কায়া পরিত্যাগ করিয়া এই অবস্থায় আসে ও আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হয়। যখন সে

এই অবস্থায় আসিয়াছে তখন সে পূর্ব্ব-নিবাস স্মরণ করে, তাহার বেশী স্মরণ করিতে পারে না। সে এই মনে করে : 'যে সকল শ্রদ্ধাস্পদ দেবতারা 'ক্রীড়া-দুষ্ট' নয়, তাঁহারা বহুকাল পর্য্যন্ত হাস্য-ক্রীড়া-ইন্দ্রিয়-সুখে ব্যাপৃত হইয়া থাকেন না। এই কারণে তাঁহাদের স্মৃতি-ভ্রংশ হয় না; যেহেতু তাঁহাদের স্মৃতি-ভ্রংশ হয় না, তাঁহারা সেই কায়া ত্যাগ করেন না। তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শ্বাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয়, শাশ্বতকাল তাঁহারা সেইখানেই থাকিবেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাহারা হাস্য-ক্রীড়া-ইন্দ্রিয়সুখে বহুকাল ব্যাপৃত, তাহাদের স্মৃতি-ভ্রংশ হয়। এবং আমরা এই কায়া ত্যাগ করি এবং এই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাই। আমরা অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু,—এই লোক ছাড়িয়া যাইতে স্বভাবতঃই বাধ্য।

ইহাই দ্বিতীয় স্থান যেখানে পৌঁছিয়া কোনও কোনও শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ইহা প্রতিপন্ন করেন যে আত্মা এবং সংসার আংশিক শাশ্বত, আংশিক অশাশ্বত।

ভিক্ষুগণ, তৃতীয়তঃ 'মন-দুষ্ট' নামে দেবতারা আছে। তাহারা বহুকাল একে অন্যের মনোভাব অনুমান করিয়া পরস্পরের প্রতি দুষ্ট-চিত্ত,—তাহারা ক্লান্তকায়, ক্লান্তচিত্ত। সেই দেবতারা তাহাদের সেই কায়া পরিত্যাগ করিবে।

ইহাই তৃতীয় স্থান যেখানে পৌঁছিয়া কোনও কোনও শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ইহা প্রতিপন্ন করেন যে আত্মা ও সংসার আংশিক শাশ্বত, আংশিক অশাশ্বত।

ভিক্ষুগণ, চতুর্থতঃ কোনও কোনও শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আছে, যাহারা তার্কিক ও অনুসন্ধানী। তাহারা তাহাদের অনুসন্ধান-অনুযায়ী তর্ক-পর্য্যায়ের দ্বারা বিস্তারিত স্ব-রচিত দর্শন হইতে এইরূপ বলে :

"যাহাকে চক্ষু কি ঘ্রাণেন্দ্রিয় কি জিহ্বা কি কায় বলা হয়,—এই আত্মা অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু যাহাকে চিত্ত কি মন কি বিজ্ঞান বলে,—সেই আত্মা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয় ; তাহা শাশ্বতকালের মত থাকিবে"।

ভিক্ষুগণ, ইহা চতুর্থস্থান যেখানে পৌঁছিয়া কোনও কোনও শ্রমণ কি ব্রাহ্মণ যাহার একাংশ শাশ্বতবাদী, একাংশ অশাশ্বতবাদী প্রতিপন্ন করেন যে আত্মা এবং লোক (সংসার) একাংশে শাশ্বত ও একাংশে অশাশ্বত।

ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বেই ইহা জানিয়াছেন যে এইভাবে গৃহীত, এইভাবে মুষ্টিগত করা এই সকল দৃষ্টিস্থানের (speculative doctrines) এইরূপ গতি, এইরূপ ভবিষ্যৎ অবস্থা,...ইহা পূর্ব্বেই জানিয়া তথাগত এ সকলের উপর কোনও জোর দেন না। নির্ব্বাণ কি তাহা জানিয়া, বেদনাগুলির উদয় ও বিলোপ জানিয়া, তাহার আস্বাদ ও তাহার বিপত্তি জানিয়া এবং তাহা হইতে নিঃসরণের (উপায়) যথাভূতরূপে জানিয়া,—হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অনবশেষে ('অনুপাদ'—অর্থাৎ জীবনের কোন কিছু অবশিষ্ট না রাখিয়া) বিমুক্ত।

[দী, ১, ১৭-২২]

খ। মানবসমাজের একত্ব

(ভগবান্ বলিলেন :)

(গাথা) বশিষ্ঠ, তোমাকে আমি আনুপূর্ব্বিক ও যথাযথভাবে প্রাণীদের জাতি-বিভাগ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব। কারণ

জাতিরা ভিন্ন-ভিন্ন। তৃণ ও বৃক্ষ দেখ। তাহাদের বিচার-বুদ্ধি নাই, তবু তাহাদের জাতির লক্ষণ আছে, কারণ জাতি বিভিন্ন। তৎপর কীট-পতঙ্গ, যাবৎ পিপীলিকা, তাহাদেরও জাতির লক্ষণ আছে।...সেইরকম ক্ষুদ্র বৃহৎ চতুষ্পদ জন্তুরা... সরীসৃপ, সাপ ও অন্যান্য দীর্ঘ-পৃষ্ঠ জীবগুলি...তারপর মৎস্য ও জীব যাহা জলে থাকে...পাখী ও পক্ষশালী বিহঙ্গম—সকলেরই জাতি অনুসারে লক্ষণ আছে,—প্রত্যেকেরই এই জাতি-লক্ষণ আছে। এই রকম মানুষেরও আছে। তাহা (যদিও) বহুতর নয়। না কেশে, শীর্ষে, বর্ণে, বা না চক্ষে, মুখে, নাসিকায়, ওষ্ঠে বা ভূরুতে,—না গ্রাবায়, জঘনে, উদরে বা পৃষ্ঠে,—না নিতম্বে, বক্ষস্থলে বা জননেন্দ্রিয়ে,—না হস্তে না পদে, অঙ্গুলিতে বা নখে,—না উরুতে না জঙ্ঘায় না বর্ণে না কণ্ঠস্বরে,—যেমন অন্যান্য জাতিতে হয়—সেইরকম জাতি-লক্ষণ নাই। মানুষের শরীরে এমন কিছু (জাতি-বিভাগের) হেতু পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা নামে মাত্র ধরা হয়।

[সু, ৬০০-৬১১]

অধ্যায় ৬। নানাবিষয়ক শিক্ষা

ক। হেতুবাদ

আমি তোমাদের এই ধর্ম্মদেশনা করিব : উহা হইলে, ইহা হইবে, উহা উৎপন্ন হইলে, ইহা হইবে ; উহা না হইলে, ইহা হইবে না ; উহার নিরোধ হইলে, ইহার নিরোধ হইবে। (ইহা প্রতীত্য-সমুৎপাদের মূল কথা।)

[ম, ২, ৩২]

যে প্রতীত্য-সমুৎপাদ দেখিতে পায়, সেই ধর্ম্ম দেখে। যে ধর্ম্ম দেখিতে পায়, সেই প্রতীত্য-সমুৎপাদ (uprising by way of cause) দেখে।

[ম, ১, ১৯০-১৯১]

গভীব এই প্রতীত্য-সম্যুৎপাদ (হেতু হইতে সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি) এবং গভীর-দর্শন। এই ধর্ম্মের অনন্নুবোধের জন্য, অপ্রতিভেদের জন্যই বর্ত্তমানকালে লোকেরা সূত্রের কীলকের মত জড়াইয়া গিয়া, মুঞ্জ কি বব্বজ ঘাসের মত মরকে ছাইয়া গিয়া অপায়, দুর্গতি, নিপাত ও সংসার অতিবর্ত্তন করিতে পারিবে না।

[দী, ২, ৫৫]

ভিক্ষুগণ, প্রতীত্য-সমুৎপাদ কি ? অবিদ্যাপেক্ষী সংস্কারগুলি ; সংস্কারাপেক্ষী ; বিজ্ঞান ; বিজ্ঞানাপেক্ষী নাম-রূপ, নাম-রূপাপেক্ষী ছয়টি আয়তন ; ষড়ায়তনাপেক্ষী স্পর্শ ; স্পর্শাপেক্ষী বেদনা ; বেদনাপেক্ষী তৃষ্ণা ; তৃষ্ণাপেক্ষী উপাদান (আঁকড়াইয়া থাকা) ; উপাদানাপেক্ষী ভব (হওয়া); ভবাপেক্ষী জন্ম ; জন্মাপেক্ষী জরা-মরণ (যাহা) শোক-তাপ দুঃখ-অশান্তি রোদন-সম্ভূত হয়। এইরূপ

সমগ্র দুঃখ-খণ্ডের উদয় হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলে 'সমুৎপাদ'। অবিদ্যার অশেষ-অবসান ও নিরোধ হইতে সংস্কারের নিরোধ হয়। সংস্কার-নিরোধ হইতে বিজ্ঞান-নিরোধ ; বিজ্ঞান-নিরোধ হইতে নামরূপ-নিরোধ ; নামরূপ-নিরোধ হইতে ষড়ায়তন-নিরোধ ; ষড়ায়তন-নিরোধ হইতে স্পর্শ-নিরোধ ; স্পর্শ-নিরোধ হইতে বেদনা-নিরোধ ; বেদনা-নিরোধ হইতে তৃষ্ণা-নিরোধ ; তৃষ্ণা-নিরোধ হইতে উপাদান-নিরোধ ; উপাদান-নিরোধ হইতে ভব-নিরোধ ; ভব-নিরোধ হইতে জন্ম-নিরোধ; জন্ম-নিরোধ হইতে জরা-মরণ ও শোক-তাপ-দুঃখ-অশান্তি-রোদন নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে এই সমগ্র দুঃখ-খণ্ডের নিবোধ হয়।

[সং, ২, ১-২]

ভিক্ষুগণ, জরা-মরণ কি ?

এই বা ঐ প্রাণী-বিভাগে এই বা ঐ প্রাণী জরায় জীর্ণ হইতেছে, দাঁত পড়িতেছে, চুল পাকিতেছে, ত্বক্ বলিচিহ্নিত হইতেছে, আয়ুসংক্ষেপ হইতেছে, ইন্দ্রিয়গুলি অন্তিম অবস্থায় আসিয়াছে ইহাকে জরা বলে।

এই বা ঐ প্রাণীবিভাগে এইটি বা ঐটি প্রাণীর (দেহ হইতে) বিচ্যুতি, দেহ-ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু পাইয়া মরণ, কাল-ক্রিয়া, স্কন্ধগুলির ভেদ, কলেবর বিক্ষেপ—ইহাকে বলে মরণ। ইহাই জরা, আর ইহাই মরণ। ভিক্ষুগণ ইহাকে বলে জরামরণ।

তবে, জন্ম কি ? এই বা ঐ প্রাণীবিভাগে এইটি বা ঐটি প্রাণী জন্ম লয়, সঞ্জাত হয়, (মাতৃ-গর্ভে) প্রবেশ করিয়া বাহির হইয়া আসে, স্কন্দগুলি প্রাতুর্ভাবে এবং (ইন্দ্রিয়ের) আয়তনগুলি লাভ করিয়া,—ইহাকে বলে জন্ম।

ভিক্ষুগণ, ভব কি ? এই তিন প্রকারের ভব (Becoming) আছে,—কামভব, রূপভব ও অরূপভব। ভিক্ষুগণ, উপাদান (gras-

ping) কি ? চার রকমের উপাদান আছে,—কাম আঁকড়াইয়া ধরা, কোনও নিয়ম বা আচার আঁকড়াইয়া ধরা, আত্মা-বাদ আঁকড়াইয়া ধরা। ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণা (craving) কি ? তৃষ্ণার ছয়প্রকার বিভাগ আছে,—রূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, রস-তৃষ্ণা, স্পর্শযোগ্য বস্তুর তৃষ্ণা ও ধর্ম্ম-তৃষ্ণা (অর্থাৎ চিত্তের অবস্থা বিশেষের জন্য তৃষ্ণা)। ভিক্ষুগণ, বেদনা (feeling) কি ? ছয় রকম বেদনা আছে,—চক্ষুর সংস্পর্শে যে বেদনা হয়, কর্ণের সংস্পর্শে যাহা হয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে যাহা হয়, জিহ্বার সংস্পর্শে যাহা হয়, দেহের সংস্পর্শে যাহা হয়, মনের সংস্পর্শে যাহা হয়।

ষড়ায়তন কি ? ইহা চক্ষুর, কর্ণের, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, জিহ্বার, শরীরের ও মনের। নাম-রূপ কি ?—বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, স্পর্শ ও মনে ধারণ। এ সকলকে বলে নাম। চারটি মহাভূত (elements)—এবং এই চারটি মহাভূত হইতে যাহা উৎপাদিত,—তাহাকে বলে রূপ। ঐগুলি নাম,—এইগুলি রূপ ; (একসঙ্গে) নামরূপ। বিজ্ঞান (consciousness) কি ? ইহার ছয়টি প্রকার আছে ;—চক্ষু-বিজ্ঞান, কর্ণ-বিজ্ঞান, ঘ্রাণেন্দ্রিয়-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান। ইহাকে, ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞান বলে। সংস্কার (construction) কি ? তিন রকম সংস্কার আছে,—কায়-সংস্কার, বাক্য-সংস্কার ও চিত্ত-সংস্কার। ইহাদের, ভিক্ষুগণ, সংস্কার বলে। অবিদ্যা (Ignorance) কি ? দুঃখ এবং দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ নিরোধগামী পন্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা,—ইহাকেই, ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা বলে। [সং, ২-৪]

অবিদ্যার উদয় হইতে সংস্কারের উদয় ; অবিদ্যা-নিরোধ হইতে সংস্কার-নিরোধ। এই আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ সংস্কার-নিরোধ-গামী পথ, অর্থাৎ সম্যক্-দৃষ্টি, সম্যক্-সঙ্কল্প, সম্যক্-বাক্, সম্যক্-কর্ম্ম, সম্যক্-জীবিকা,

সম্যক্-চেষ্টা, সম্যক্-স্মৃতি ও সম্যক্-সমাধি। যেহেতু আর্য্যশ্রাবক এই হেতু পরম্পরা জানে, এবং এইভাবে ইহার উদয়, এইভাবে ইহার নিরোধ তাহা জানে, হেতু-নিরোধগামী পথ জানে, তাহাকে আর্য্যশ্রাবক বলা হয়, যে সত্যমতাবলম্বী, দৃষ্টি-সম্পন্ন,—যে এই সদ্ধর্ম্মে আসিয়াছে, এই সদ্ধর্ম্ম দর্শন করিয়াছে এবং শিক্ষা ও জ্ঞান দ্বারা ধর্ম্মস্রোতে পৌঁছিয়াছে এবং আর্য্যের তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছে, অমৃতের দ্বারে আঘাত করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

[সং, ২, ৪৩]

জন্মের উদয় হইতে জরা-মরণের উদয় হয়। জন্মের নিরোধ হইতে জরা-মরণের নিরোধ হয়। এই আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গই জরা-মরণ নিরোধগামী পথ। অর্থাৎ সম্যক্-দৃষ্টি···(ইত্যাদি)। যেহেতু আর্য্য-শ্রাবক জরা-মরণকে এইভাবে জানে,—এইভাবে যে তাহাদের উদয়, এইভাবে নিরোধ, এই তাহার নিরোধগামী পথ জানে,—ভিক্ষুগণ, ইহাতে তাহার ধর্ম্মজ্ঞান। এই ধর্ম্ম যাহা অকালিক, যাহা তাহার দৃষ্ট হইয়াছে, বিদিত হইয়াছে, যাহা সে প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাতে সে নিমগ্ন হইয়াছে,—ইহা হইতে সে অতীত-অনাগতের জ্ঞান পায়। অতীত কালের যে কোনও শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জরা-মরণ—তাহার উদয়, নিরোধ ও নিরোধগামী পথ সম্পূর্ণভাবে বুঝিয়াছে—যেমন আমি এখন বুঝিয়াছি,—এবং যে কোন শ্রমণেরা বা ব্রাহ্মণেরা অনাগতকালে জরা-মরণ, তাহার উদয়, তাহার নিরোধ এবং নিরোধগামী পথ—এইভাবে, আমি এখন যেমন বুঝিতেছি, সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিবে,—তাহাদের অন্বয়ে (সম্বন্ধ-পরম্পরায়) জ্ঞান। যেহেতু, ভিক্ষুগণ, আর্য্য-শ্রাবকের এই দুইটি জ্ঞান,—ধর্ম্মে জ্ঞান ও এই অন্বয়ে জ্ঞান—পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কার হয়, সেই হেতু তাহাকে (সদ্ধর্ম্মে) দৃষ্টিসম্পন্ন বলে ও

দর্শনসম্পন্ন বলে। সে এই সদ্ধর্ম্মে আসিয়াছে, এই সদ্ধর্ম্ম দেখিয়াছে, শিক্ষা ও জ্ঞানে সমন্বিত হইয়াছে এবং ধর্ম্মের স্রোতে পৌঁছিয়াছে, আর্য্যোচিত তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে এবং অমৃতের দ্বারে আঘাত করিয়া দাঁড়াইয়াছে। [সং ২, ৫৭-৫৮]

খ। আত্মা

আত্মাই আত্মার প্রভু (নাথ)। ইহার উপরে আর কে প্রভু থাকিতে পারে? [ধ, ১৬০]

আত্মাই আত্মাতে নাই।

[ধ, ৬২]

(গাথা) ধীর ব্যক্তি 'যে সকল দৃষ্টি হইতে বিযুক্ত হইয়াছে যে সংসারের মালিন্যের দাগ পায় না এবং তাহার আত্মাও তাহাকে নিন্দা করে না।

[সূ, ৯১৩]

(গাথা) উভয় অন্তের (extremes) জন্য ইচ্ছা তাহার সরাইয়া দিতে হইবে এবং যাহাতে তাহার আত্মা তাহাকে নিন্দা করে তাহা সে করিবে না।

[সূ, ৭৭৮]

আত্মাকে প্রিয় জানিয়া, ইহাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিতে হইবে।

[ধ, ১৫৭]

(গাথা) আত্মা দ্বারাই আত্মাকে উত্তোলন কর,—আত্মা-দ্বারাই আত্মাকে সংযত কর। যে ভিক্ষু আত্মাদ্বারা রক্ষিত হইয়া মতিমান্ হইবে, সে সুখে বিহার করিবে।

আত্মাই আত্মার প্রভু (নাথ); আত্মাই আত্মার গতি। কোনও বণিক্ যেমন ভদ্র (অর্থাৎ সু-জাত ও তেজীয়ান্) অশ্বকে সংযত করে। [৪, ৩৭৯-৩৮০]

(গাথা) রূপ ফেনপিণ্ডের মত ঃ বেদনা (feelings) বুদ্বুদের মত ; সংজ্ঞা (perception) মরীচিকার মত ; সংস্কারগুলি কদলীবৃক্ষের মত ; বিজ্ঞান (consciousness) মায়ার মত ; যিনি সূর্য্যের বন্ধু (স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধ), তিনি এইরূপ বলিয়াছেন।

কেহ ইহার গবেষণা যে কোনও ভাবেই করুক, গভীরভাবে ইহার পরীক্ষা করুক,—ইহা রিক্ত, শূন্যই (প্রতীয়মান) হয়। বহু প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিরা যেমন দেশনা করিয়াছেন, এই কায়া হইতে আরম্ভ করিয়া সকল রূপই এই তিনটি ধর্ম্ম-বর্জ্জিত— আয়ু, উষ্ণতা ও বিজ্ঞান (চেতনা)। দেখ, রূপকে ছাড়িতে হইবে। যখন কায়া ত্যাগ করা হয়, ত্যক্ত হইয়া তাহা পড়িয়া থাকে, চেতনাহীন, অন্য প্রাণীর খাদ্য। ইহার এই প্রকারই বিস্তার,—ইহা মায়া, মূর্খদের আলোচনার বিষয়। এই বধকারীরা (অর্থাৎ মায়ার) আখ্যান দেওয়া হইল,— ইহার মধ্যে কোন সার নাই।

আরদ্ধবীর্য্য ভিক্ষুর 'স্কন্ধে' (জীবনের উপাদানগুলিতে) মনঃসংযোগ করা উচিত,—দিবারাত্রি, দিনের পর দিন। সম্প্রজ্ঞান ও মনোযোগী হইয়া সে যেন সকল বন্ধন ফেলিয়া দেয়, আত্মশরণ হয়,—এমনভাবে চলে যেন তার শিরস্ত্রাণে আগুন ধরিয়াছে,—যে পথ হইতে চ্যুতি নাই, সেই পথ বাছিয়া। [সং, ৩, ১৪২-১৪৩]

বৃহৎ আত্মা

(গাথা) যোগ হইতে জ্ঞান জাত হয় ; যোগ কমিলে জ্ঞানও কমিয়া যায়। ভব ও বিভবের এই দ্বিধাপথ জানিয়া লোক আত্মাকে সেই ভাবে স্থিত কবিবে যাহাতে জ্ঞান প্রবর্দ্ধিত হইতে পারে।

[ধ, ২৮২]

[পরিব্রাজক ব্যসগোত্র ভগবান্‌কে এইরূপ বলিলেন :]

'হে গৌতম, আত্মা বলিয়া কিছু আছে কি ?"

এই কথা বলায় ভগবান্ তূষ্ণীম্ভূত হইলেন।

"তবে কি, হে গোতম, আত্মা নাই ?" দ্বিতীয়বারও ভগবান নীরব রহিলেন।

তখন পবিব্রাজক ব্যসগোত্র আসন হইতে উত্থান করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাঁহাব গমনের কিছুকাল পরে আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবান্‌কে এই বলিলেন : "কেন, ভগবন্, আপনি ব্যসগোত্রের প্রশ্নেব উত্তর দিলেন না" ?

"পরিব্রাজক ব্যসগোত্র 'আত্মা আছে কিনা' এই প্রশ্ন করিলে যদি উত্তর দিতাম যে 'আত্মা আছে', ইহা, আনন্দ, যে শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা শাশ্বতবাদী তাহাদের পক্ষ লইয়া বলা হইত। যদি পরিব্রাজক ব্যস-গোত্র 'আত্মা নাই' বলিলে উত্তর দিতাম যে 'আত্মা নাই', তবে যে শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা উচ্ছেদবাদী তাহাদের পক্ষ লইয়া বলা হইত। যদি, আনন্দ, পরিব্রাজক ব্যসগোত্রের 'আত্মা আছে' এই কথার উত্তরে বলিতাম যে 'আত্মা আছে', ইহা আমার 'সকল ধর্ম্ম অনাত্ম' এই জ্ঞানের অনুলোম হইত কি ?

"না, তাহা হইত না।"

"যদি আমি, আনন্দ, পরিব্রাজক ব্যসগোত্র 'আত্মা নাই' বলিলে উত্তর দিতাম যে আত্মা আছে, তবে ইহা কি আমার 'সকল ধর্ম্ম অনাত্ম' এই জ্ঞানের অনুলোম হইত কি ?

"না, হইত না।"

"যদি আমি, আনন্দ, পরিব্রাজক ব্যসগোত্রের প্রশ্নের উত্তরে 'আত্মা নাই' বলিতাম, এই মোহাপন্ন পরিব্রাজক ব্যসগোত্র আরও মোহাপন্ন হইত (এই ভাবিয়া) "আমার কি পূর্ব্বে আত্মা ছিল না ? এখন (দেখিতেছি) আত্মা নাই।

[সং, ৪, ৪০০-৪০১]

ঠিকই বলিয়াছ, সারিপুত্র—ঠিকই বলিয়াছ। এই সর্ব্বত্রই ব্রহ্মচর্য্য, অর্থাৎ বন্ধুত্ব, সহায়তা, ঘনিষ্ঠতা। যে ভিক্ষুর এই সব আছে তাহার কাছে এই প্রত্যাশা করা যায় যে সে আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গ ভাবিত করিবে, তাহাকে বহুল করিবে।

...আমারও, সারিপুত্র, বান্ধবতা আছে যাহার ফলে জন্মধর্ম্মী প্রাণীর জন্ম হইতে মুক্তি হয়, জরাধর্ম্মী প্রাণীরা জরা হইতে মুক্ত হয়, মরণ-ধর্ম্মী প্রাণীরা মরণ হইতে মুক্ত হয়, এবং যাহারা শোক পরিবেদনা, দুঃখ ও নৈরাশ্যের অধীন তাহারা তাহা হইতে মুক্ত হয়।

[সং, ৫, ৩]

আমি এই কল্যাণমিত্রতা (অন্যের সহিত বান্ধবতা) ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্ম দেখিতে পাইনা যাহা দ্বারা অষ্টাঙ্গমার্গ উৎপন্ন না হইলে, উৎপন্ন হইতে পারে অথবা উৎপন্ন হইলে সম্পূর্ণভাবে ভাবিত হইতে পারে।

[সং, ৫, ৩৫]

যেমন অরুণোদয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বগামী, পূর্ব্ব-চিহ্ন, সেইরূপ কল্যাণমিত্রতা ভিক্ষুদের সপ্ত-বোধ্যঙ্গের উদয়ের পূর্ব্বগামী, পূর্ব্ব-চিহ্ন।

[সং, ৫, ১০১]

সকল বাহিরের অঙ্গগুলি বিবেচনা করিয়া, আমি এমন এক অঙ্গও দেখিতে পাই না যাহাতে সপ্ত-বোধ্যঙ্গের উৎপত্তি হইতে পারে—যাহা এই কল্যাণমিত্রতার মত।

[সং, ৫, ১০২]

(গাথা) এখন তুমি পাণ্ডুবর্ণ পলাশের মত হইয়াছ; যমের অনুচরেরা তোমার জন্য উপস্থিত হইয়াছে; যাত্রাপথের মুখে তুমি দাঁড়াইয়াছ, তথাপি তোমার পাথেয় নাই।

তুমি আপন আত্মাকে দীপ করিয়া লও; ক্ষিপ্র আয়াস কর, পণ্ডিত হও। তোমার মলগুলি নিষ্কাশিত হইলে, তুমি নির্ম্মল হইলে, দেবগণের আর্য্যভূমিতে আসিতে পারিবে।

এখন তুমি বয়ঃশেষে উপনীত, যমের সমীপে চলিয়াছ, মধ্যে কোথায়ও বিশ্রামের স্থান নাই ও পাথেয়ও নাই।

আত্মাকে দীপ কর; ক্ষিপ্র আয়াস কর, পণ্ডিত হও। তোমার মলগুলি নিষ্কাশিত হইলে, তুমি নির্ম্মল হইলে, আবার জন্ম ও জরার মধ্যে আসিবে না।

[ধ, ২৩৫-২৩৮]

আনন্দ, ভিক্ষুসংঘ কি আমার কাছে এই প্রত্যাশা করে যে আমি সঙ্ঘ সম্বন্ধে কিছু আদেশ না দিয়া পরিনির্ব্বাণ গত হইব না? আনন্দ, আমি বাহির ও ভিতরে প্রভেদ না করিয়া ধর্ম্মের দেশনা করিয়াছি। তথাগতের ধর্ম্মে আচার্য্য-মুষ্টি নাই (অর্থাৎ শিক্ষক যেমন কিছুটা বলেন ও কিছুটা হাতে রাখেন, এই ধর্ম্মদেশনা সেরূপ নয়)। অবশ্য

যাহার ইহা মনে হয় যে আমি ভিক্ষুসঙ্ঘকে চালাইব অথবা ভিক্ষুসঙ্ঘ আমার উপর নির্ভর করে, সেই ভিক্ষুসঙ্ঘ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার বলিতে পারে। তবে, আমি কেন ভিক্ষুসঙ্ঘ সম্বন্ধে এরূপ বলিতে যাইব? আনন্দ, আমি এখন জীর্ণ হইয়াছি, মহাবৃদ্ধ হইয়াছি, বয়সের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছি। আমার আশী বৎসর হইতে চলিল। যেমন, আনন্দ, একখানা জর্জর শকট জোড়াতালি দিয়া চালাইতে হয়, তথাগতের শরীরও, মনে হয়, জোড়াতালি দিয়াই চলিতে পারে। আনন্দ, তথাগতের শরীর সেই সময়েই অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ হয় যখন নিমিত্তের চিন্তা মন হইতে সরাইয়া সকল বেদনা নিরোধ করিয়া অনিমিত্ত (অর্থাৎ কোন বিষয়ের কি কারণ তাহা লইয়া চিত্ত-বিক্ষেপ না করিয়া) চেতঃ সমাধিপ্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন।

সেইজন্য বলি, আনন্দ, তোমরা আত্ম-দীপ হইয়া চল,—আত্ম-শরণ, অনন্য-শরণ, ধর্ম্ম-দীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্য-শরণ।

আনন্দ, ভিক্ষু কিরূপে আত্ম-দীপ, আত্ম-শরণ এবং ধর্ম্ম-দীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া বিহার করিতে পারে? (বলিতেছি:) এই শাসনে স্থিত ভিক্ষু যখন কায়াতে কায়াই দেখিতে পায়, বেদনায় বেদনাই দেখে, চিত্তে চিত্তই দেখে,—বীর্য্যবান্, বিবেচনাশীল ও স্মৃতিমান্ হয়,—মনে কোনও দুষ্ট চিন্তা রাখে না,—এইরূপ ভিক্ষুই আত্ম-দীপ, আত্ম-শরণ এবং ধর্ম্ম-দীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া বিহার করে।

আনন্দ, বর্ত্তমান সময়ে অথবা আমার অত্যয়ের পর যাহারা আত্ম-দীপ, আত্ম-শরণ, অনন্য-শরণ এবং ধর্ম্ম-দীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া বিহার করিবে ও যাহারা এই শিক্ষা কামনা করিবে তাহারাই আমার ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী হইবে।

[দী, ২, ১০০-১০১]

ভিক্ষুগণ, তোমরা আত্ম-দীপ হইয়া চল,—আত্ম-শরণ, অনন্য-শরণ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্য-শরণ। যাহারা আত্ম-দীপ হইয়া চলে,—আত্ম-শরণ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্য-শরণ,—তাহাদের সকল বিষয়ের জনম-স্থান পরীক্ষা করিতে (এই চিন্তা করিয়া) "জন্ম কি? শোক, পরিবেদনা, দুঃখ, বৈরাগ্য কোথা হইতে উৎপত্তি" ?

তবে ভিক্ষুগণ, ইহাদের উৎপত্তি কোথা হইতে ?

এ সম্বন্ধে এই যে শ্রুতিহীন সাধারণ লোক, আর্য্যদের না দেখিয়া, তাহাদের ধর্ম্মে পারদর্শী না হইয়া, শিক্ষিত না হইয়া, সৎপুরুষদের দেখিতে না পাইয়া, তাহাদের ধর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ না করিয়া, তাহাতে শিক্ষা না পাইয়া, রূপকেই আত্মা ভাবিয়া দেখে অথবা আত্মার রূপ আছে মনে করে, অথবা রূপ আত্মায় আছে বা রূপে আত্মা আছে। কিন্তু ব্যক্তির রূপ বদলাইয়া যায়, অন্যপ্রকার হয় এবং তাহা হইতে শোক, পরিবেদনা, দুঃখ, নৈরাশ্য ঘটে। কিন্তু শিক্ষিত আর্য্যশ্রাবক ভাবে যে পূর্ব্বে এবং এখনও সকল রূপ অনিত্য, দুঃখজনক, পরিবর্ত্তনশীল। সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা ইহা যথাভূতভাবে দেখিলে তাহার শোক, পরিবেদনা, দুঃখ ও নৈরাশ্য কমিয়া যায়। সেই সব কমিয়া যাওয়ায় সে উদ্বিগ্ন হয় না। সে অনুদ্বিগ্ন হইয়া সুখে বিহার করে এবং যে এইভাবে বিহার করে তাহাকে বলা হয় যে সে সেই বিষয়ে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে।

(বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে একই কথা)

[সং, ৩, ৪২-৪৩]

[সারিপুত্রের মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ আনন্দের প্রতি ভগবানের উপদেশ]

আনন্দ, আমি কি তোমাকে পূর্ব্বে বলি নাই যে যাহা কিছু প্রিয়

ও মনোজ্ঞ সকলই নানাভাব হয়, বিনাভাব, অন্যভাব হয়। যাহা কিছু জাত, ভূত, সংস্কারাপন্ন, ধ্বংসশীল তাহা যেন ধ্বংস না হয়—একথা কি করিয়া বলিতে পার?

—এ অবস্থা হইতে পারে না।

—আনন্দ, যেমন বৃহৎ, সুস্থিত, সারবান্ বৃক্ষের একটি বৃহৎ খণ্ড পড়িয়া যায়, সেইরূপ সারিপুত্র বৃহৎ, সুস্থিত, সারবান্ ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে (বিচ্ছিন্ন হইয়া) পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। তবে, আনন্দ, কিজন্য ইহা বলা সম্ভব যে যাহা জাত, ভূত, সংস্কারাপন্ন, ধ্বংসশীল তাহার ধ্বংস হইবে না,—একথা কি করিয়া বলিতে পার? এ অবস্থা হইতে পারে না।

সেইজন্য, আনন্দ, আত্ম-দীপ হইয়া বিহার কর;—আত্ম-শরণ, অনন্য-শরণ, ধর্ম্ম-দীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্য-শরণ। কি করিয়া আনন্দ, এইরূপ ব্যবহার করিতে পার? এ সম্বন্ধে এই যে, ভিক্ষু কায়াতে কায়া দেখিয়াই বিহার করে,—ওজস্বী, সম্প্রজ্ঞান, স্মৃতিমান্ হয়, পৃথিবীতে লোভ ও অসন্তুষ্টি সংযত করিবার জন্য। এইভাবে, আনন্দ, ভিক্ষু আত্ম-দীপ, আত্ম-শরণ, অনন্য-শরণ, ধর্ম্ম-দীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্য-শরণ, হইয়া বিহার করিতে পারে। যাহারাই এইরূপ হয়, এখন কিংবা আমার অত্যয়ের পরে, যাহারা আত্ম-দীপ, আত্ম-দীপ, আত্ম-শরণ, অনন্য-শরণ, ধর্ম্ম-দীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া বিহার করিবে, তাহাদের মধ্যে যাহারা শিক্ষাকামী তাহারা অমৃতের অগ্রভাগে থাকিবে।

[সং, ৫, ১৬২-১৬৩]

ভিক্ষুগণ, আমার এই পরিষদ্ (ভিক্ষুদের সভা) বাস্তবিক শূন্য বলিয়া মনে হইতেছে। সারিপুত্র ও মুদগল্যায়নের পরিনির্ব্বাণের পর

আমার এই পরিষদ শূন্যই হইয়াছে। যেদিকে সারিপুত্র ও মুদগল্যায়ন বিহার করিতেছে, তাহা দৃষ্টির বাহিরে।

ভিক্ষুগণ, যাহারা অতীতকালে অর্হৎ হইয়াছিলেন, সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই ভগবানদেরও আমার যেমন সারিপুত্র ও মুদ্‌গল্যায়ন সেইরূপ শ্রাবকযুগল ছিল। যাঁহারা অনাগতকালে অর্হৎ হইবেন, সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন, সেই ভগবানদেরও ইহার পর আমার যেমন সাবিপুত্র ও মুদ্‌গল্যায়ন সেইরূপ শ্রাবকযুগল হইবে।

ভিক্ষুগণ, ইহা শ্রাবকদের আশ্চর্য্য-ধর্ম্ম, অদ্ভুত-ধর্ম্ম, যে তাহারা শাস্তার নিয়ম অনুসারে চলে, তাহাদের শাসন মান্য করিয়া চলে। তাহারা চার পরিষদের (ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাদের) প্রিয়পাত্র হয়, তাহাদের কাছে মনোজ্ঞ হয় ও মান পায় ও যেবকম হওয়া উচিত তাহা হয়। ভিক্ষুগণ, তথাগতের ইহা অদ্ভুত গুণ, আশ্চর্য্য-গুণ, যে এইরূপ শ্রাবকযুগল পরিনির্ব্বাণ পাইলে তথাগতের শোক বা পরিবেদনা নাই। এ সম্বন্ধে এই যে, যাহা জাত হইয়াছে, ভূত হইয়াছে, সংস্কারাপন্ন হইয়াছে ও যাহা ধ্বংসধর্ম্মী তাহা সম্বন্ধে একথা কি করিয়া বলা সম্ভব যে তাহার ধ্বংস হইবে না। এমন অবস্থা হইতে পারে না। ভিক্ষুগণ, যেমন একটি বৃহৎ, সুস্থিত, সারবান্ বৃক্ষের বড় বড় কাণ্ড পড়িয়া যায়, সেই রকমই সারিপুত্র ও মুদগল্যায়ম এই বৃহৎ, সুস্থিত, সারবান্ ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে (বিচ্ছিন্ন হইয়া) পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে একথা কি করিয়া বলা সম্ভব যে যাহা জাত, ভূত, সংস্কারাপন্ন ও ধ্বংসশীল তাহার ধ্বংস না হয়? এ অবস্থা হইতে পারে না। সুতরাং, আনন্দ, তোমরা আত্ম-দীপ হইয়া, আত্ম-শরণ, অনন্য-শরণ, ধর্ম্ম-দীপ, ধর্ম্ম-শরণ অনন্য-শরণ হইয়া বিহার কর।

[সং, ৫, ১৬৪]

ক্ষুদ্র আত্মা

(গাথা) স্বকর্ম্ম দ্বারাই পাপ করা হয়, স্বকর্ম্মেই ক্লেশ পাইতে হয়। আবার আপনার দ্বারাই অকৃতপাপ হওয়া যায় ও শুদ্ধ হওয়া যায়। শুদ্ধি ও অশুদ্ধি—ইহা নিজের উপর নির্ভর করে। কেহ অপরকে শুদ্ধি দিতে পারে না।

[ধ, ১৬৫]

পাপ আত্মকৃত, আত্মজ, আত্ম-সম্ভব।

[ধ, ১৬১]

স্বয়ং সংযত হইলে অন্যকে সংযত করা যায়।
কিন্তু নিজেকে সংযত করা কঠিন।

[ধ, ১৫৯]

যাহারা কায়ে, বাক্যে ও মনে দুশ্চরিত ব্যবহার করে, তাহাদের আত্মা হয় অপ্রিয়। 'আত্মা আমাদের প্রিয়'—তাহারা একথা বলিলেও, আত্মা তাহাদের প্রিয় নয়। তাহার হেতু কি? যে অপ্রিয় কাজ অপ্রিয়ের প্রতি করা হয়, তাহাই তাহারা নিজ আত্মার প্রতি করে। সুতরাং আত্মা তাহাদের অপ্রিয়। কিন্তু যাহারা কায়ে, বাক্যে, মনে সুচরিত ব্যবহার করে, তাহাদের কাছে আত্মা প্রিয়। তাহারা যদি একথাও বলে যে 'আত্মা আমাদের প্রিয় নয়', তথাপি আত্মা তাহাদের প্রিয়। কি হেতু? কারণ প্রিয় প্রিয়ের প্রতি যাহা করে, তাহারা নিজ আত্মার প্রতি তাহা করে। সুতরাং তাহাদের আত্মা প্রিয়।

কাহার আত্মা সুরক্ষিত, কাহার আত্মা অরক্ষিত? যাহারা কায়ে, বাক্যে, মনে দুশ্চরিত ব্যবহার করে, তাহাদের আত্মা সুরক্ষিত নয়। যদি হস্তীযুথ, বা অশ্বযূথ বা রথশ্রেণী বা পদাতি-বাহিনী দ্বারাও তাহাদের রক্ষা করা হয়, তাহাদের আত্মা অরক্ষিত থাকে। কি হেতু? এইজন্য

যে বাহির হইতে রক্ষা—ইহা আভ্যন্তরীণ রক্ষা নয়। সুতরাং ইহাদের আত্মা অরক্ষিত থাকে।

যাহারা কায়ে, বাক্যে, মনে সুচরিত ব্যবহার করে, তাহাদের আত্মা সুরক্ষিত। যদি হস্তীযূথ, বা অশ্বযূথ বা রথশ্রেণী বা পদাতি-বাহিনী দ্বারাও তাহাদের রক্ষা করা হয়, তাহাদের আত্মা রক্ষিতই থাকে। কি হেতু?—এইজন্য যে ইহা বাহির হইতে রক্ষা, ইহা আভ্যন্তরীণ রক্ষা নয়। সুতরাং তাহাদের আত্মা সুরক্ষিত থাকে।

(গাথা) সমস্ত বিশাল জগৎ আমরা যদি চিন্তা করিয়া দেখি
আত্মা হইতে প্রিয় কিছু পাইব না। যেহেতু অন্যের কাছে
আত্মা এত প্রিয়, আত্মাকে যে প্রিয় মনে করে, সে যেন অন্য
কোনও প্রাণীর ক্ষতি না করে।

[সং, ১, ৭১]

ভিক্ষুগণ, দৈহিক রূপ অনাত্ম (অর্থাৎ 'স্ব' নহে)। যদি তাহা 'স্ব' হইত তবে তাহা ব্যাধিগ্রস্ত হইত না এবং লোক এই বলিবার সুযোগ পাইত যে আমার রূপ আমার জন্য এই প্রকার হউক। কিন্তু যেহেতু রূপ 'স্ব' নয়, সেইজন্য ইহা ব্যাধিগ্রস্ত হয় ও কাহারও ইহা বলিবার সুযোগ হয় না যে আমার রূপ এই প্রকার হউক বা এই প্রকার যেন হয় না।

বেদনা অনাত্ম,···সংজ্ঞা অনাত্ম···সংস্কার অনাত্ম···বিজ্ঞান অনাত্ম।

বিজ্ঞান (consciousness) যদি 'স্ব' হইত, তবে ইহা ব্যাধিগ্রস্ত হইত না এবং ইহা বলিবার সুযোগ হইত যে আমার বিজ্ঞান এই প্রকার হউক বা এই প্রকার যেন না হয়। যেহেতু বিজ্ঞান 'স্ব' নহে, সেইহেতু ইহা ব্যাধিগ্রস্ত হয় এবং ইহা কাহারও বলিবার সুযোগও হয় না যে আমার বিজ্ঞান এই প্রকার হউক বা এই প্রকার যেন হয় না।

এখন প্রশ্ন এই, ভিক্ষুগণ, দৈহিক রূপ নিত্য কি অনিত্য?

"ভগবন্, অনিত্য।"

"যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখ না সুখ?"

"ভগবন্—তাহা দুঃখ।"

"তবে যাহা অনিত্য, দুঃখকর, পরিবর্ত্তনশীল তাহাকে এইভাবে বিবেচনা করা কি ঠিক যে ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার 'স্ব'?"

"ইহা ঠিক নয়।"

(বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ প্রশ্নোত্তর)

সুতরাং, হে ভিক্ষুগণ, যে কোনও প্রকার রূপই হউক—অতীত, অনাগত বা বর্ত্তমান,—অন্তরের কি বাহিরের.—স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা মহৎ,—দূরে বা নিকটে,—সকল রূপই সম্যক্ প্রজ্ঞার সহিত যথাভূত-ভাবে এইরূপ দ্রষ্টব্য যে ইহা আমার নহে, ইহা আমি নয়, ইহা আমার 'স্ব' নয়। (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহা পুনরুক্ত)।

হে ভিক্ষুগণ, ইহা দেখিয়া শিক্ষিত আর্য্যশ্রাবক রূপ হইতে বীতরাগ হয়, বেদনা হইতে, সংজ্ঞা হইতে, সংস্কার হইতে, বিজ্ঞান হইতে। এইরূপ বীতরাগ হইলে সে বিরাগী হয়। বিরাগ হইলে বিমোক্ষ-প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বিমুক্ত ব্যক্তির এই জ্ঞান হয় যে আমার জন্ম ক্ষয়িত হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, যাহা করণীয় করা হইয়াছে, এই অবস্থা হইতে অপর কিছু নাই।

[বি, ১, ১৩]

রূপ অনিত্য। যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখকর। যাহা দুঃখ, তাহা অনাত্ম। যাহা অনাত্ম, তাহা আমার নয়, আমার আত্মা নয়। সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা যথাভূতভাবে ইহা জ্ঞাত হইয়া ধরিতে হইবে। এবং সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা ইহাকে যথাভূতভাবে দেখিলে মন আসবগুলিতে

অনাসক্ত হইয়া লোভহীন হইয়া তাহা হইতে মুক্ত হয়। ইহা হইতে মুক্ত হওয়ায় সে সুস্থির হয়, এই স্থিত অবস্থা হইতে সে সন্তুষ্টি লাভ করে, সন্তুষ্টি হওয়ায় সে উদ্বিগ্ন হয় না; অনুদ্বিগ্ন হইয়া সে পরিনির্ব্বাণ লাভ করে এবং সে জ্ঞাত হয় যে তাহার জন্মের ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যে সমাপন্ন হইয়াছে, যাহা করণীয় ছিল করা হইয়াছে, ইহার অতীত আর কিছু নাই।

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও একই কথা।

[সং, ৩, ৪৪-৪৫]

অজ্ঞতর ভিক্ষুরা এই বিপরীত তর্ক তুলিতে পারে: যদি বল রূপ অনাত্ম, বেদনা, (···ইত্যাদি) অনাত্ম, তবে অনাত্মকৃত কর্ম্মগুলি কোন্ আত্মার সহিত সম্বন্ধ? ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে প্রতীত্য বিবৃত করিয়াছি।

রূপ ইত্যাদি অনিত্য, দুঃখকর, পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং যথাযথ-ভাবে ইহা দেখা উচিত যে কোনও রূপ ইত্যাদি আমার নয়, আমি তাহা নই, তাহা আমার আত্মা নয়।

[ম, ৩, ১৯]

ভিক্ষুগণ সকলই জ্বলিয়া যাইতেছে। এই সকল কি কি যাহা জ্বলিয়া যাইতেছে? চক্ষু জ্বলিয়া যায়, রূপগুলি জ্বলিয়া যায়, চক্ষুজাত বিজ্ঞান জ্বলিয়া যায়, চক্ষুর সংস্পর্শ জ্বলিয়া যায়, অর্থাৎ চক্ষুর সংস্পর্শে যাহা কিছু অনুভব করিবার,—সুখেরই হউক্, কি দুঃখেরই হউক্, কিম্বা অ-সুখদুঃখের হউক্, তাহাও জ্বলিয়া যায়। কিসে জ্বলিয়া যাইতেছে? আমি বলি, রাগের অগ্নিতে, দ্বেষের অগ্নিতে, মোহের অগ্নিতে,—জ্বলিতেছে জন্ম-জরা-মরণ, শোক-রোদন, দুঃখ-নিরাশার যন্ত্রণায়।

শ্রোত্র জ্বলিয়া যাইতেছে, শব্দ জ্বলিয়া যাইতেছে···নাসিকা জ্বলিয়া

যাইতেছে, গন্ধ জ্বলিয়া যাইতেছে···জিহ্বা জ্বলিয়া যাইতেছে, স্বাদ জ্বলিয়া যাইতেছে,···দেহ জ্বলিয়া যাইতেছে, স্পর্শনীয় বস্তু জ্বলিয়া যাইতেছে···মন জ্বলিয়া যাইতেছে, মনের অবস্থাগুলি জ্বলিয়া যাইতেছে···মনের বিজ্ঞান (consciousness) জ্বলিয়া যাইতেছে, মনের স্পর্শ জ্বলিয়া যাইতেছে, যাহার অর্থ এই যে মনের সংস্পর্শে যাহা প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভূত হয়,—মনের বিজ্ঞান তাহা সুখের কি দুঃখের কি অসুখদুঃখের হউক,—তাহাও জ্বলিয়া যাইতেছে? আমি বলি রাগের অগ্নিতে, দ্বেষের অগ্নিতে, মোহের অগ্নিতে, জলিতেছে জন্ম-জরা-মরণ, শোক-রোদনের, দুঃখ-নিরাশার যন্ত্রণায়।

ভিক্ষুগণ, শিক্ষিত আর্য্যশ্রাবক ইহা দেখিয়া এই সকল ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, যাহা আমি 'জ্বলিতেছে' বলিয়াছি, তাহা হইতে বিরূপ হয়। তাহাতে তাহার বিরাগ জন্মে, বিরাগ হইতে বিমুক্তি, বিমুক্তি হইতে 'আমি যে বিযুক্ত' এই জ্ঞান হয়; জন্মের ক্ষয় হয়; ব্রহ্মচর্য্য যাপিত হয়, যাহা কিছু করণীয় কৃত হয়; এই উদ্দেশ্যলাভের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

[বি, ১, ৩৪]

'সমুদ্র! সমুদ্র!'—পাণ্ডিত্যহীন সাধারণ লোক বলিয়া থাকে। এ সমুদ্র আর্য্যের বিনয়-সমুদ্র নয়,—সে মহা জলরাশি, মহা অর্ণব।

ভিক্ষুগণ, চক্ষু পুরুষের সমুদ্র,—তাহার বেগ রূপময়। যে সেই রূপময় বেগ সহিতে পারে, তাহাকে বলা হয় সে একজন ব্রাহ্মণ যে উর্ম্মিময়, আবর্ত্তময়, মকর-রাক্ষস-অধ্যুষিত চক্ষুসমুদ্র তীর্ণ হইয়া পারগত হইয়াছে ও স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নাসিকা মানুষের সমুদ্র স্বরূপ···তাহার বেগ গন্ধময়···(ইত্যাদি), শ্রোত্র মানুষের সমুদ্র স্বরূপ···তাহার বেগ শব্দময়···(ইত্যাদি),

জিহ্বা মানুষের সমুদ্র স্বরূপ…তাহার বেগ রসময়…(ইত্যাদি), দেহ মানুষের সমুদ্র স্বরূপ…তাহার বেগ ধর্ম্মময়…(ইত্যাদি), মন মানুষের সমুদ্র স্বরূপ…তাহার বেগ ধর্ম্মময় (অর্থাৎ নানা অবস্থাময়)। যে সেই ধর্ম্মবেগ সহিতে পারে, তাহাকে বলা হয় একজন ব্রাহ্মণ যে এই উর্ম্মিময়, আবর্ত্তময়, মকর-রাক্ষস অধ্যুষিত মনঃসমুদ্র তীর্ণ হইয়া পারগত হইয়াছে ও স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

(গাথা) যে এই মকর-রাক্ষস-অধ্যুষিত উর্ম্মিভয়পূর্ণ দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে জ্ঞানী, এবং ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিয়াছে। তাহাকে বলে লোকান্তগত, পারগত।

[সং, ৪, ১৫৭]

ভিক্ষুগণ, পর্ব্বতরাজ হিমালয়ে কতগুলি দেশ আছে, যাহা দুর্গম ও বিষম, যেখানে মর্কট বা মানুষ বিচরণ করে না। হিমালয়ে আরও দুর্গম ও বিষম দেশ আছে যেখানে মর্কটেরাই বিচরণ করে, মানুষ করে না। হিমালয়ে সমতল ও রমণীয় ভূমিভাগও আছে যেখানে মর্কট-মানুষ উভয়েই বিচরণ করে। সেইখানে একজন ব্যাধ মর্কটদের চলিবার পথে মর্কট ধরিবার জন্য (আলকাত্‌রা) লেপিয়া একটি ফাঁদ পাতে। সেখানে যে মর্কটরা মূর্খ, বা লোভী জাতীয় নয়, তাহারা লেপের ফাঁদ দেখিয়া তাহা দূর হইতে ত্যাগ করিয়া যায়। যে মর্কট মূর্খ বা লোভী, সে সেই লেপের ফাঁদের কাছে যাইয়া এক হাত দিয়া তাহা ধরে ও তাহাতে বদ্ধ হইয়া যায়। তাহার পর 'আমি হাত ছাড়াইয়া নিব' ভাবিয়া তাহা অন্য হাত দিয়া ধরে এবং তাহাও বদ্ধ হইয়া যায়। 'দুই হাতই ছাড়াইয়া নিব' ভাবিয়া সে এক পা দিয়া ধরে এবং তাহাও বদ্ধ হইয়া যায়। উভয় হাত ও পা ছাড়াইয়া নিবে ভাবিয়া সে দ্বিতীয় পা দিয়া ধরে এবং তাহাও বদ্ধ হইয়া যায়। উভয়

হাত ও উভয় পা ছাড়াইয়া নিবে ভাবিয়া মুখ দিয়া ধরে এবং তাহাও বদ্ধ হইয়া যায়।

সেই মর্কটটি এই পাঁচভাবে বদ্ধ হইয়া শুইয়া পড়ে ও চিৎকার করিতে থাকে,—ভাগ্য বিপর্য্যয়ে ও সর্ব্বনাশে পড়িয়া ও ব্যাধের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে হইবে ভাবিয়া। সেই ব্যাধ তাহাকে ভাগ ভাগ করিয়া একটি কয়লার চুলায় চাপাইয়া সেইখানেই খাইবার জন্য প্রস্তুত করে এবং তার পর যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যায়। এইরূপই তাহার হয়, যে অন্য গোচারণ ভূমিতে যায়—যাহা পরকীয় সম্পত্তি। সুতরাং, ভিক্ষুগণ, তোমরা এই রকম বিচরণ করিও না। যাহারা তাহা করে মার তাহাদের কাছে আসে ও তাহাদের পাইয়া বসে। এই পরকীয় বিষয় ভুল গোচারণ ভূমি কি? ইহা পঞ্চকামগুণ। এই পাঁচটি কি কি?—চক্ষুগ্রাহ্য রূপ, শ্রোত্রগ্রাহ্য শব্দ, নাসিকাগ্রাহ্য গন্ধ, জিহ্বাগ্রাহ্য রস, দেহগ্রাহ্য স্পর্শ,—যাহা সকলই কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোদ্দীপক, কামসংহত। ইহাই সেই পরকীয় বিষয়, ভুল গোচারণ। ভিক্ষুগণ, সেই গোচারণে যাও যাহা তোমার নিজের, নিজের বিষয়, কারণ তাহা করিলে মার তোমার কাছে আসিতে পারিবে না, মার তোমাকে পাইয়া বসিতে পারিবে না। এবং ভিক্ষুর গোচারণ, তাহার বিষয় কি? ইহা চারটি স্মৃতিপ্রস্থান। এ চারটি কি কি? এ সম্বন্ধে এই যে যে ভিক্ষু ওজস্বী, সম্প্রজ্ঞান, স্মৃতিমান্ হইয়া কায়ায় কায়া, বেদনায় বেদনা, চিত্তে চিত্ত, ধর্ম্মসমূহে ধর্ম্ম দেখিয়া (অর্থাৎ এ সকলের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া) বিহার করে, যাহাতে সে লোভ ও সংসারে নৈরাশ্য সংযত করিতে পারে,—ইহাই ভিক্ষুর গোচারণভূমি, তাহার নিজের বিষয়।

[সং, ৫, ১৪৮-১৪৯]

যেখানে মানুষ জন্ম নেয় না, বৃদ্ধ হয় না, মরে না, মৃত্যুর পর আর উৎপন্ন হয় না,—গমন করিয়া করিয়া সেই লোকের অন্ত মানুষ জানিতে পারে, বা ধরিতে পারে, বা পাইতে পারে, এমন কথা আমি বলি না।...কিন্তু একথাও আমি বলি না যে সেই লোকান্তে না পৌঁছিয়া দুঃখের শেষ করা যায়। কারণ আমি নির্দেশ করি যে এই লোকের উদয়, নিরোধ ও নিরোধগামী পথ এই চার হাত-পরিমাণ কলেবরে সংজ্ঞায় (perception) ও চিন্তায় বিদ্যমান আছে।

(গাথা) গমনদ্বারা লোকের অন্ত কখনও পাওয়া যায় না।
কিন্তু লোকান্ত না পাইলে দুঃখ হইতে মুক্তি হয় না। সেইজন্য
লোকবিদ্ লোকান্তকারা হইতে হইবে। লোকান্ত কি জানিয়া
শান্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যে বাস করুক। এই লোক বা পরলোক
তাহার ইপ্সিত নয়।

ভিক্ষুরা বুঝিতে না পারিয়া আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিল 'গোতম কি অর্থে ইহা বলিতেছেন।' আনন্দ উত্তর করিল ঃ

"ভগবান্ জ্ঞাত হইয়া জানেন, দেখিয়া চেনেন। তিনি চক্ষুভূত, জ্ঞানভূত, ধর্ম্মভূত, ব্রহ্মভূত, তিনি বক্তা, প্রবর্ত্তক, উদ্দেশ্যের দিকে নিয়া যান, অমৃত দান করেন। তিনি ধর্ম্মস্বামী, তথাগত। (ভিক্ষুরা বুঝিতে না পারিয়া ইহার আরও ব্যাখ্যা প্রার্থনা করিলে আনন্দ বলিল ঃ) যাহা দ্বারা এই পৃথিবীতে লোকসংজ্ঞা জন্মে, আর্য্যের বিনয়ে তাহাকেই 'লোক' বলা হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, দেহদ্বারা লোকেরা এই পৃথিবীর সংজ্ঞা পায়, ধারণা পায়। আর্য্যের বিনয়ে ইহার প্রত্যেকটিকেই 'লোক' বলা হয়। (গোতম এই ব্যাখ্যা অনুমোদন করিলেন।)

[সং, ১, ৬১-৬২]

ভিক্ষুগণ, ধর চারজন দৃঢ়শক্তিমান ধনুর্দ্ধর যাহারা শিক্ষিত, সুদক্ষ, ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী চারদিকে দাঁড়াইয়াছে। তখন একজন লোক উপস্থিত হইয়া বলিল: "এই চারজন ধনুর্দ্ধর চারদিক হইতে যে তীর ছুঁড়িতেছে, সেই তীরগুলি আমি ধরিব ও মাটিতে পড়িবার আগেই সংগ্রহ করিয়া আনিব।" তোমরা, ভিক্ষুগণ, কি মনে কর? তাহাকে একজন ক্ষিপ্রতাশালী ব্যক্তি যাহার ক্ষিপ্রতা চরমে আসিয়াছে—এই বলিলেই কি যথেষ্ট হয়? এখন, সেই লোকটির, যাহার ক্ষিপ্রতা যাহা চন্দ্র সূর্য্যের গতির মত ও যে দেবতারা চন্দ্রসূর্য্যের আগে ধাবমান হইতে পারে,—তাহা হইতেও শীঘ্রতর, আয়ু-সংস্কার ক্ষয় হয়। সুতরাং তোমরা এই শিখিয়া লইও; অপ্রমত্তভাবে আমরা বিহার করিব।

[সং ২, ২৬৫-২৬৬]

(গাথা) হে মোঘরাজ, এই পৃথিবীকে শূন্য দেখিবে। সর্ব্বদা স্মৃতিমান্ হইয়া আত্ম সম্বন্ধে (মিথ্যা) দৃষ্টিগুলি উচ্ছেদ করিবে। এইভাবেই মৃত্যু-তীর্ণ হইতে পারিবে। এবং এই ভাবে পৃথিবীকে দেখিলে, মৃত্যুরাজ তোমাকে দেখিতে পাইবে না।

[সু, ১১১৯]

(গাথা) যাহা তৌল করা যায় ও যাহার তৌল হয় না (ponderable and imponderable), সেই সংস্কারের সম্ভাবনাগুলি মুনি বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি সমাহিত হইয়া আধ্যাত্মিক আনন্দ পাইয়া আত্ম-সম্ভবের কবচকে বিদারিত করিয়াছেন। [দী, ২, ১০৭]

(গাথা) অন্য হইতে শুদ্ধি পাইয়াছে এমন কথা কোনও ব্রাহ্মণ বলে না। সে শীলবান্ হইয়া দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুভূত

হইলেও সে পুণ্য বা পাপের দ্বারা চিহ্নিত নয়। আত্মজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া সে এই সংসারে কর্ম্মবিরত হয় ও কর্ম্মফললাভী হয় না। আত্মজ্ঞান পরিহার করতঃ অলোভী হইয়া, সে জ্ঞানেও আশ্রয় লয় না। ভিন্ন সত্যবলম্বীদের মধ্যে সে কোনও পক্ষ লয় না। এমন কি সে কোনও দৃষ্টিতেও প্রত্যয় স্থাপন করে না।

[সূ, ৭৯০-৮০০]

আমি যে 'এই আমি নই', ইহা উপলব্ধি করাই বিমুক্তি।

[উ, ৭৪]

'আমি আছি'—এই সংজ্ঞা পরিহার করিয়া।

[ম, ১, ১৩৯]

যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখকর ; যাহা দুঃখকর, তাহা অনাত্মা ; যাহা অনাত্ম, তাহা আমার নয়, তাহা আমি নই, তাহা আমার আত্মা নয়। ...সেই অর্হতেরা বাস্তবিক সুখী,—অহং চিন্তা তাহাদের উৎপাটিত হইয়াছে, অবিদ্যার জাল ছিন্ন হইয়াছে।

[সং ৩, ৮৩]

যখন 'আমি এই' এই চিন্তা উচ্ছিন্ন হয়, তখন ভিক্ষুর আর জ্বালা থাকে না।

[অং, ২, ২১৬]

(গাথা) অনিত্যকে নিত্য, সুখকে দুঃখ, অনাত্মাকে আত্মা, অশুভকে শুভ,—এই বোধ মিথ্যাদৃষ্টিগত, ক্ষিপ্রচিত্ত, সংজ্ঞা-শূন্য লোকের হয়।...তাহারা সংসারের পথে বিচরণ করে, জন্মমৃত্যুর পথে।

[অং ২, ৫২]

(গাথা) যে শ্রুতধর্ম্ম দর্শন করিয়াছে ও তুষ্ট হইয়াছে তাহার নিঃসঙ্গতা (solitude) সুখের ও সেই সহৃদয়তা সুখের যাহা পৃথিবীতে কোনও প্রাণীর ক্ষতি করে না। সেই বিরাগ সুখের যাহা পার্থিব সমস্ত বাসনার অতিক্রান্ত হইয়াছে। আত্মবোধের শ্লাঘা দমন,—ইহাই পরম সুখ।

[বি, ১, ৩]

সংসারের এই লোকেরা আমি কর্ত্তা এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য কেউ কর্ত্তা এই ভাবান্বিত হইয়া একথা বুঝিতে পারে না ও ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। যে ইহাব মর্ম্ম প্রথমেই দেখিতে পায় তাহার এই ধারণা আসে না যে আমি করিতেছি বা অন্য কেহ করিতেছে।

(গাথা) এই লোকেরা অভিমানযুক্ত হইয়া, অভিমানের বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ক্রিয়াকেই তাহাদের ভ্রান্তদৃষ্টিগত করিয়া সংসারকে অতিবর্ত্তন করিতে পারে না।

[উ, ৭০]

রাহুল, যে কোনও রূপ, যে কোনও বেদনা, যে কোনও সংজ্ঞা, সংস্কার বা বিজ্ঞান, অতীতের, ভবিষ্যতের বা বর্ত্তমানের হউক না কেন, আধ্যাত্মিক হউক বা বাহ্য হউক, স্থূল হউক কি সূক্ষ্ম হউক, হীন হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, দূরে হউক কি নিকটেই হউক, যথাভূতভাবে সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা দেখিলে (বলিতে হয়) 'ইহা আমার নয়, ইহাতে আমি নাই, ইহা আমার আত্মা নয়'। এই ভাবে জানিলে, এইভাবে দেখিলে, এই বিজ্ঞানময় (conscious) কায়ে এবং ইহার বাহিরের সকল চিহ্নে এই ধারণা হয় না যে আমি কর্ত্তা, আমার কর্ত্তৃত্ব, কোনও অন্তর্নিহিত 'অহং' ভাব।

[সং, ২, ২৫২]

ভগবান্, কি করিয়া একজন যে জানিতে পায়, দেখিতে পায়, তাহার বিজ্ঞানময় (conscious) কায়া এবং তাহার সকল বাহ্য চিহ্নগুলি সম্বন্ধে এই চিন্তা মন হইতে দূর হইতে পারে যে আমি কর্ত্তা, আমার কর্ত্তৃত্ব এই অন্তর্নিহিত 'অহং' ভাব,—যাহা দ্বারা মন সকল পার্থক্যবোধ অতিক্রম করিয়া শান্ত ও বিমুক্ত হইতে পারে ?

রাহুল, যে কোনও রূপ, যে কোনও বেদনা, যে কোনও সংজ্ঞা সংস্কার বা বিজ্ঞান, অতীতের···(পূর্ব্ববৎ) যদি সে এই চিন্তা করে যে 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা নই, ইহা আমার আত্মা নয়', তবে সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা এইরূপ··· (পূর্ব্ববৎ) দেখিলে অনুপাধি (অর্থাৎ পরজন্মের ভিত্তিস্বরূপ কিছু না রাখিয়া) বিমুক্তি লাভ করে।

[সং, ৩, ১৩৬-১৩৭]

ভিক্ষুগণ, সকল ধর্ম্মে সার্ব্বভৌমিক অনাত্ম-সংজ্ঞার প্রতিষ্ঠা করিতে এই ছয়টি সুবিধার বিবেচনাই যথেষ্ট। এই ছয়টি কি ? ইহা ভাবনা করা : আমি সমস্ত পৃথিবীর প্রতি আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইব ; আমি কর্ত্তা— এই ভাব নিরুদ্ধ করিব, অসাধারণ (অর্থাৎ যাহা সাধারণের লভ্য নয়) জ্ঞান সমন্বিত হইব ; কিসের কি হেতু তাহা শুদ্ধভাবে জানিব,—এবং সকল বস্তু সমুৎপন্ন হওয়ার হেতু ও তাহাদের ধর্ম্ম।

[অং, ৩, ৪৪৪]

হে আনন্দ, হইতে পারে যে কোনও ভিক্ষু এইরূপ সমাধিলাভ করে যে তাহার এই সচেতন দেহ সম্বন্ধে বা তাহার বাহ্যলক্ষণগুলি সম্বন্ধে এই ধারণা আসে না যে আমি কর্ত্তা বা আমার ইহাতে কর্ত্তৃত্ব বা কোনওরূপ অহংভাব,—যে এই চেতোবিমুক্তি প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ করে, সে তাহাতেই (সেই অবস্থায়) বিহার করিতে পারে, কারণ এ অবস্থায় ভিক্ষুর মনে হইবে—এই ত শান্তি, ইহাই শ্রেষ্ঠ যেহেতু সকল সংস্কার

ক্ষান্ত হয় এবং সকল উপাধির (অর্থাৎ পুনর্জন্মের কারণের) অবসান হয়, তৃষ্ণার এবং নির্ব্বাণের নিরোধকারী সকল আসক্তির ক্ষয় হয়।

[অং, ১, ১৩২-১৩৩]

গ। কর্ম্ম ও পুনর্জন্ম

হে তপস্বী, তথাগতের 'শাস্তি, শাস্তি' (অর্থাৎ কোন্ কার্য্যে কি শাস্তি হইবে) নির্দ্দেশ করা অভ্যাস নয়। তথাগতের অভ্যাস 'কর্ম্ম, কর্ম্ম' নির্দ্দেশ করা। কোনও পাপ কর্ম্ম করিবার তিনটি প্রকার নির্দ্দেশ আমি করিতে পারি,—কায়-কর্ম্ম, বাক্য-কর্ম্ম ও মনঃ-কর্ম্ম। কায়-কর্ম্ম এক প্রকার, বাক্য-কর্ম্ম অন্য প্রকার ও মনঃ-কর্ম্ম আর একটি প্রকার। এই যে তিন প্রকার কর্ম্ম আমি বিভাগ করিলাম, বিশেষ করিলাম, তাহার মধ্যে মনঃ-কর্ম্ম দ্বারা পাপ-কর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা দোষজনক। কায়-কর্ম্ম ও বাক্য-কর্ম্ম এরূপ নয়।

[ম, ১, ৩৭৩]

ভিক্ষুগণ, কর্ম্ম সমুদায়ের নিদান এই তিনটি। কোন্ তিনটি? লোভ, দ্বেষ, মোহ—ইহার প্রত্যেকটি একটি নিদান। লোভে পড়িয়া যে কর্ম্ম করা হয়, যাহা লোভজ, লোভোৎপন্ন, তাহার নিদান লোভে। যখন তাহার আত্ম-ভাব আসে, তখন সেই কর্ম্ম পরিপক্ক হইলে তখন তাহার ফল-ভোগ হয়,—এ জন্মেই হউক বা পরে জন্মজন্মান্তরেই হউক। দ্বেষজ ও মোহজ কর্ম্ম সম্বন্ধে একই কথা।

[অং, ১, ১৩৪]

ভিক্ষুগণ, কর্ম্মের নিদান কি, ইহার পার্থক্য কি কি, ইহার ফল কি, ইহার নিরোধ কি ও নিরোধগামী পন্থা কি, তাহা জানিতে হইবে।

আমি এই বলি যে চেতনাই কর্ম্ম। চেতনায় (প্রথমতঃ) গ্রহণ করিয়া, লোক কায়, বাক্য ও মন দ্বারা তাহা করে। 'স্পর্শ' (contact) কর্ম্মের নিদান যাহা হইতে ইহা সম্ভবে। কর্ম্মের পার্থক্য এইরূপ: এমন কর্ম্ম আছে যাহা নিরয়ে অনুভূত হইবে; এমন কর্ম্ম আছে যাহা তির্য্যক্ যোনিতে (অর্থাৎ পরজন্মে মনুষ্যেতর প্রাণী হইয়া) অনুভূত হইবে পিতৃলোকে, মনুষ্যলোকে বা দেবলোকে। কর্ম্মের বিপাক (ফল) তিন প্রকার। বর্ত্তমানেই তাহা ফলিতে পারে, অথবা অপর জন্মপরম্পরায়। কর্ম্মের নিরোধ বস্তুতঃ স্পর্শের নিরোধ। এই আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গই কর্ম্মনিবোধগামী পন্থা। এবং আর্য্যশ্রাবকের কর্ম্ম ও তাহার নিদানের ও কর্ম্মসমূহের পার্থক্য, ফল, নিরোধ, নিরোধগামী পন্থা পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইলে তাহাব এই জ্ঞান জন্মে যে এই অন্তর্ভেদকারী ব্রহ্মচর্য্যই কর্ম্ম-নিরোধ।

[অং, ৩, ৪১৫]

(গাথা) জাতি হিসাবে কেহ ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ হয় না। কর্ম্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়, কর্ম্ম দ্বারাই অব্রাহ্মণ হয়। কর্ম্ম দ্বারাই কৃষক হয়, কর্ম্ম দ্বারাই শিল্পকার হয়। কর্ম্ম দ্বারাই বণিক্ হয়, কর্ম্ম দ্বারাই ভৃত্য হয়, কর্ম্ম দ্বারাই চোব হয়, কর্ম্ম দ্বারাই যোদ্ধা হয়, কর্ম্ম দ্বারাই যাজক হয়,—এমন কি রাজাও কর্ম্ম দ্বারাই হয়। পণ্ডিত লোকেরা এই কর্ম্মকে যথাযথভাবে দেখে না। তাহারা প্রতীত-সমুৎপাদদর্শী, কর্ম্মফল সম্বন্ধে পারদর্শী। পৃথিবী কর্ম্ম দ্বারা অবর্জ্জিত হয়, মনুষ্যেরাও হয় কর্ম্ম দ্বারা। চলমান রথের চক্রদণ্ডের মত সকল প্রাণী কর্ম্মে বদ্ধ। তপের দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা, সংযমের দ্বারা ও দমের দ্বারা লোক ব্রাহ্মণ হয়।

ইহাই উত্তম ব্রাহ্মণ্য।

[সূ, ৬৫০-৬৫৫]

(গাথা) প্রত্যেক জাত পুরুষের মুখে একখানা কুঠার জন্মে ; যাহা দ্বারা মূর্খলোক কটু কথা দ্বারা নিজকে নিজে ছেদন করিতে পারে। যে নিন্দার্হ লোককে প্রশংসা করে বা প্রশংসার্হ লোককে নিন্দা করে, সে মুখে কতগুলি (অক্ষের) বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখে। তাহা হইতে সুখ উৎপন্ন হয় না। এই অক্ষ বীজে যে ধনের ক্ষতি হয়, তাহা অল্পমাত্র ক্ষতি। যাহার মন সুগত লোকের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়, তাহার আপন আত্মার সহিত সর্ব্বস্ব ক্ষতি হয়, ও ইহা বৃহত্তর ক্ষতি।

শত সহস্র নিরয়বাস-কালের ছত্রিশ এবং পাঁচ সংখ্যক নিরয়বাস হইবে তাহার যে বাক্যে ও মনে পাপসঙ্কল্প করিয়া আচার্য্যদের নিন্দা করার ফলে নিরয়প্রাপ্ত হইবে।

যে মিথ্যাবাদী এবং যে কিছু করিয়া 'করি নাই' বলে, এই দুইলোক হীনকর্ম্ম ফলে পরলোকে সমান হইবে।

যে এমন নির্দোষ লোকের ক্ষতি করে, যে শুদ্ধ ও মালিন্যহীন, সেই মূর্খের পাপ প্রতিবাত ক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম ধূলির মত তাহার দিকেই ফিরিয়া আসে।

যে লোভী প্রকৃতির সে বাক্য দ্বারা অন্যের বিরুদ্ধে বলে। সে অশ্রদ্ধেয়, হীন, নীচ-মনা, মাৎসর্য্যপর ও অন্যের কুৎসায় নিযুক্ত।

ওহে দুর্মুখ, মিথ্যাচারী, সত্যধ্বংসকারী, পাপী, দুষ্কৃতকারী, অপজাত, মানুষের মধ্যে সর্ব্বনিম্নে, দুঃখের বীজ স্বরূপ, এখানে তুমি বহুকথা বলিও না। তুমি নিরয়ের যোগ্য।

তুমি অহিত করিবার জন্য ধূলি (অর্থাৎ লোকের অপবাদ) ছড়াও, সৎলোকেরা (তোমাব মতন) অপকার্য্যকারীকে ঘৃণা করে। তুমি বহু দুরাচার করিয়া চিরকাল সেই পাপরাজ্যে গিয়াছ।

কাহারও কর্ম্ম নাশ পায় না—বরং তাহার উপর স্বামিত্ব (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব) লাভ করে। মূর্খ দুবাচারী পরলোকে নিজেদের দুঃখে পতিত দেখে।

সুতরাং শুচি প্রীতিকর সাধু গুণগুলি দিয়া বাক্য ও মন সতত রক্ষা করিবে।

[সূ ৬৫৭-৬৬৬, ৬৭৮]

[জনৈক ব্রাহ্মণ গোতমকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—]

হে গোতম, আমি এই মত প্রকাশ করি ও এই আমার দৃষ্টি : আত্ম-কার (আত্ম-কর্ত্তৃত্বে কর্ম্ম) কিছু নাই, পর-কারও (অন্য কর্ত্তৃত্বে কর্ম্ম) নাই।

(গোতমের উত্তর) ব্রাহ্মণ, আমি এই মতবাদ, এই দৃষ্টি কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই। কি করিয়া কেহ এক পা সামনে যাইতে পারে বা এক পা পশ্চাতে যাইতে পারে, তবু বলিতে পারে যে আত্ম-কার কিছু নাই বা পর-কার কিছু নাই। তুমি কি মনে কব ব্রাহ্মণ? আরম্ভ বলিয়া কিছু আছে কিনা।

(ব্রাহ্মণ) হাঁ বটে।

(গোতম) যদি তাহা হয়, তবে কোনও লোক কর্ম্ম আরম্ভ করে, ইহা বোঝা যায় কিনা ?

(ব্রাহ্মণ) হাঁ, তাহা বটে।

(গোতম) তবে, ব্রাহ্মণ, যদি আরম্ভ থাকে এবং লোকে আরম্ভ

করে বলিয়া বোঝা যায়, তবে ইহাই ত পৃথিবীতে আত্ম-কার বা পর-কার। তুমি কি মনে কর, ব্রাহ্মণ, এক পাশে যাওয়া, সম্মুখে যাওয়া, থামিয়া যাওয়া, দণ্ডায়মান থাকা এবং কোনও গন্তব্যের দিকে চলিয়া যাওয়া—এই সব আছে কিনা ?

(ব্রাহ্মণ) হাঁ, তাহা বটে।

(গোতম) তবে, ব্রাহ্মণ, যদি আরম্ভ থাকে এবং লোকে আরম্ভ করে বলিয়া বোঝা যায়, তবে ইহাই ত পৃথিবীতে আত্ম-কার বা পর-কার। তুমি কি মনে কর, ব্রাহ্মণ, এক পাশে যাওয়া, সম্মুখে যাওয়া, থামিয়া যাওয়া, দণ্ডায়মান থাকা এবং কোনও গন্তব্যের দিকে চলিয়া যাওয়া—এই সব আছে কিনা ?

(ব্রাহ্মণ) হাঁ, তাহা বটে।

(গোতম) যদি তাহা হয় তবে এই বোঝা যায় কিনা যে লোকেরাই তাহা করে।

(ব্রাহ্মণ) হাঁ, তাহা বটে।

(গোতম) তবে, ব্রাহ্মণ, যেহেতু একপাশে যাওয়া, সম্মুখে যাওয়া, থামিয়া যাওয়া, দণ্ডায়মান থাকা, কোনও গন্তব্যের দিকে চলিয়া যাওয়া—এই সব আছে এবং লোকেরাই তাহা করে এই বোঝা যায়, তবেই এই পৃথিবীতে আত্ম-কার ও পর-কার আছে। তোমার মতবাদ ও দৃষ্টি আমি কখনও শুনি নাই, দেখিও নাই। বল ত তুমি, কিরূপে কেহ এক পাশে বা সম্মুখে যাইতে পারে (ইত্যাদি) এবং তথাপি বলিতে পারে যে আত্ম-কার নাই, পর-কার নাই ? [অং, ৩, ৩৩৭-৩৩৮]

হে ভিক্ষুগণ, চারটি আর্য্যসত্যের বোধ ও অন্তর্প্রবেশের অভাবে আমার ও তোমাদের এই দীর্ঘপথে ধাবিত, প্রসৃত হইতে হয়। এই চারটি কি কি ?

ভিক্ষুগণ, দুঃখ সম্বন্ধে আর্য্যসত্য, দুঃখের উদ্ভব সম্বন্ধে আর্য্যসত্য, দুঃখের নিরোধ সম্বন্ধে আর্য্যসত্য, দুঃখের নিরোধগামী পন্থা—এই চার সত্যের বোধ ও অন্তর্প্রবেশের অভাবে আমার ও তোমাদের এই দীর্ঘ-পথে ধাবিত ও প্রসৃত হইতে হয়। কিন্তু এই চারটি সত্যের বোধ হইলে, তাহাতে অন্তর্প্রবেশ হইলে, ভব-তৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ভব-স্পৃহা ক্ষীণ হইয়া যায়,—এবং তখন আর পুনর্ভব হইতে হয় না।

[দী, ২, ৯০]

ভিক্ষুগণ, ধারণাতীত এই সংসার (জন্ম হইতে জন্মান্তরে সরিয়া যাওয়া—এই অর্থে)। এই অবিদ্যায় বাধাপ্রাপ্ত তৃষ্ণায় আবদ্ধ জীবদের জন্ম হইতে জন্মান্তরে ধাবমান হওয়ার আরম্ভ কোথায় কেহ জানে না। ভিক্ষুগণ, যেমন কেহ জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) কতগুলি তৃণ, কাষ্ঠ, শাখা, পলাশ ছিঁড়িয়া লইয়া একসঙ্গে করিয়া চার-চাব আঙ্গুল পরিমাণ পিণ্ড বানাইয়া (এই বলিয়া) নিঃক্ষেপ করে যে 'এই আমার মাতা, এই আমার মাতামহী', এই তৃণ, কাষ্ঠ, শাখা, পলাশগুলি ফুরাইয়া শেষ হইয়া যাইবে, তবু তাহার মাতা, মাতামহী, ইত্যাদি শেষ হইবে না। অথবা যদি কেহ এই মহাপৃথিবীকে কোন ফলের আঁঠির মাপে (ছোট ছোট) পিণ্ড করিয়া নিঃক্ষেপ করে এই বলিয়া যে 'এই আমার পিতা, এই আমার পিতার পিতা' ইত্যাদি, এই সমস্ত মহাপৃথিবী ক্ষয় হইয়া যাইবে, তবু তাহার পিতা ও তাহার পিতাগণের আর শেষ হইবে না।

এখন কোনটি বহুতর? তুমি এই যে বহুকাল ধরিয়া সংসারে ধাবমান হইয়া যাহারা মনোমত নয় তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া যাহারা মনোমত তাহাদের ছাড়িয়া ক্রন্দন ও রোদন করিতেছ, সেই অশ্রুপাত না চার মহাসমুদ্রের জল? সংসারে ধাবমান হইয়া যে অশ্রুপাত করিতেছ তাহাই বহুতর। দীর্ঘকাল তুমি মাতার, পুত্রের, দুহিতার

মৃত্যু দেখিয়াছ, আত্মীয়গণের সর্ব্বনাশ, অর্থনাশ, রোগে বিনাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছ,—এ সবের হেতু কি? হেতু এই যে এই সংসারে আরম্ভ ধারণাতীত……

কল্প দীর্ঘ। এত বৎসর, এত শত বৎসর, এত সহস্র বৎসর বলিয়া তাহার পরিমাপ করা সহজ নয়। কিন্তু একটি উপমা দিয়া তাহা বলা যায়। ধর, গঙ্গানদী—কোথায় ইহার উৎপত্তিস্থল ও কোথায় ইহা সমুদ্রে পড়ে। এই দুয়ের মধ্যে কত বালুকা আছে, তাহার সংখ্যা করা সহজ নয়,—এতগুলি, এত শত, এত সহস্র, এত শত সহস্র। ইহারও অধিকসংখ্যক যতগুলি কল্প গত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা সুকর নয় —এতগুলি কল্প, এত শত, এত শত সহস্র। ইহা কেন? কারণ ধারণাতীত এই সংসারের আরম্ভ। এই অবিদ্যায় বাধাপ্রাপ্ত তৃষ্ণায় আবদ্ধ জীবদের জন্ম হইতে জন্মান্তরে ধাবমান হওয়ার আরম্ভ কোথায় কেহ জানে না।

ভিক্ষুগণ, এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোন সময়ে কেহ মাতা কি পিতা, ভ্রাতা কি ভগ্নী, পুত্র কি দুহিতা হয় নাই, এমন কোনও একজনকে পাওয়া সুকর নয়। কেন তাহা? কারণ, ভিক্ষুগণ, ধারণাতীত এই সংসারের আরম্ভ…(ইত্যাদি)। এইভাবে, ভিক্ষুগণ, তোমরা দীর্ঘকাল দুঃখ (ইত্যাদি) পাইয়াছ ও এই শ্মশানভূমি বাড়িয়া চলিয়াছে।

[সং, ২, ১৭৮ সংক্ষিপ্ত]

ভিক্ষুগণ, যাহাকে 'চিত্ত' বলা হয় বা 'মন' বা 'বিজ্ঞান', পাণ্ডিত্য-হীন সাধারণ লোক তাহাই ধরিয়া থাকে। 'আমার' বলিয়া তাহাতেই আসক্ত হয়, (এই ভাবিয়া যে) 'ইহাই আমার, ইহা আমিই, ইহা আমার আত্মা'। বরং চিত্তকে আত্মা বলিয়া না ধরিয়া সাধারণ লোকেরা যদি কায়ার দিকে উপগত হইত। তাহার হেতু কি?

ভিক্ষুগণ, দেখা যায় যে এই কায়া একবৎসর, কি দুই বৎসর কি তিন, চার, পাঁচ, দশ, বিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বা শত বৎসর, কি তাহারও অধিক, থাকে। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, এই যাহাকে চিত্ত বা মন বা বিজ্ঞান বলা হয় তাহা দিবারাত্র এক হইয়া উৎপন্ন হয় আবার অন্য হইয়া থামে। একটি মর্কট যেমন বনে বা পর্ব্বতপার্শ্বে চরিয়া বেড়াইবার সময় কোনও শাখা ধরে ও তাহা ছাড়িয়া দিয়া অন্য একটি ধরে, সেইরকম চিত্ত বা মন বা বিজ্ঞান বলা হয় দিনরাত্রি এক হইয়া উৎপন্ন হয় ও অন্য হইয়া থামে।

[সং, ২, ৯৪]

[কৈবর্ত্তের পুত্র শাস্তি এই দৃষ্টি উপস্থিত করিয়াছিল যে 'এই বিজ্ঞানই ধাবিত হয়, সংসরিত হয়, অন্য কিছু নয়']

ভিক্ষুগণ, অনেক পর্য্যায়ে তোমাদের একথা বলিয়াছি যে বিজ্ঞান হেতু-সম্ভূত। হেতু ব্যতীত বিজ্ঞান সম্ভবে না; যে নির্দ্দিষ্ট হেতু হইতে যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই হেতু অনুসারেই তাহার (বিজ্ঞানের) সংজ্ঞা হইয়া থাকে। চক্ষু হইতে যদি রূপের বিজ্ঞান জন্মে, তাহাকে চক্ষু-বিজ্ঞান সংজ্ঞা দেওয়া হয়; যদি শ্রোত্র হইতে শব্দের বিজ্ঞান জন্মে, তাহাকে শ্রোত্র-বিজ্ঞান সংজ্ঞা দেওয়া হয়; যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে ঘ্রাণের বিজ্ঞান জন্মে, তাহাকে ঘ্রাণ-বিজ্ঞান সংজ্ঞা দেওয়া হয়; যদি জিহ্বা হইতে রসের বিজ্ঞান জন্মে, তাহাকে জিহ্বা-বিজ্ঞান সংজ্ঞা দেওয়া হয়; কায়া হইতে যদি স্পর্শের বিজ্ঞান জন্মে, তবে তাহাকে কায়া-বিজ্ঞান সংজ্ঞা দেওয়া হয়; মন হইতে কোনও ধর্ম্মে (বস্তু-গুণে) বিজ্ঞান জন্মে, তবে তাহাকে মনো-বিজ্ঞান সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যথা—যখন কোনও নির্দ্দিষ্ট কারণ হইতে অগ্নি জ্বলে, সেই অগ্নি সেইমত সংজ্ঞা পায়, যথা—কাষ্ঠ হইতে কাষ্ঠের অগ্নি, ডাল-পাতা হইতে

ডাল-পালার অগ্নি, তৃণ হইতে তৃণের অগ্নি, গোময় হইতে গোময়ের অগ্নি, তূষ হহতে তূষের অগ্নি, আবর্জ্জনা হইতে আবর্জ্জনা-অগ্নি। ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানেরও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা।

ভিক্ষুগণ, এইরূপ যে হয় তোমরা তাহা দেখিতেছ কি? কোন একটি বিশেষ আহার হইতে যে উৎপত্তি হয় তাহা দেখিতেছ কি? যাহা ভূত হইয়াছে, তাহার বিশেষ আহার বন্ধ করিলে তাহা যে প্রকৃতি অনুসারে নিরোধপ্রাপ্ত হইবে, তাহা দেখিয়াছ কি? তোমাদের এইরূপ সন্দেহ-জনিত দ্বিধাদ্বন্দ্ব হইতেছে কি যে ইহার সম্ভবই হয় নাই অথবা ইহার সম্ভব কোনও বিশেষ আহার হইতে হয় নাই অথবা ইহার আহার নিরোধ দ্বারা ইহার নিরোধ হইতে পারে না। ইহা সম্যক্-প্রজ্ঞার দ্বারা যথাযথভাবে দেখিয়াও কি দ্বিধাদ্বন্দ্ব কমিয়া যায় না? কোনও বিশেষ আহারে যে ইহার সম্ভব তাহা সম্যক্প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দেখিয়া এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব কমিয়া যায় না? সম্যক্ভাবে জানিয়া, যথাযথভাবে দেখিয়া, যাহা ভূত হইয়াছে, তাহার বিশেষ আহার আহার বন্ধ করিলে যে তাহার নিরোধ হইতে পারে, এ সম্বন্ধে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কমিয়া যায় না? ইহার সম্ভব হয় কোনও বিশেষ আহারে— ইহা চিন্তা করিয়া কি তোমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কমিয়া যায় না? যাহা সম্ভূত হইয়াছে তাহার বিশেষ আহার বন্ধ করিলে তাহার নিরোধ হয়,—ইহা চিন্তা করিয়া তোমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কি কমে না? এই চিন্তা করিয়া যে যাহা সম্ভূত হইয়াছে তাহা সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে দেখিতে হইবে? এবং অন্য দুইটি বিষয় সম্বন্ধেও সেই কথা।

ভিক্ষুগণ, এইভাবে পরিশোধিত ও স্পষ্ট হইলে এ দৃষ্টি যদি তোমরা ধরিয়া রাখ, পোষণ কর, আকাঙ্ক্ষা কর, ভালবাস,—তাহা হইলে

ভিক্ষুগণ, আমি অপর তীরে যাইবার জন্য,—রাখিয়া দিবার জন্য নয়—যে কুল্লের উপমাটি দিয়াছি তাহাই আমার নির্দ্দেশিত ধর্ম্ম,—এ কথা জানিতে পারিবে কি ? কিন্তু, ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা এই দৃষ্টি, এইভাবে পরিশোধিত ও স্পষ্ট হইলেও ইহা ধরিয়া রাখিতে না চাও, ইহা পোষণ করিতে, আকাঙ্ক্ষা করিতে, ভালবাসিতে না চাও, তবে আমার কুল্লের উপমাটি যে আমার নির্দ্দেশিত ধর্ম্ম তাহা কি করিয়া বুঝিবে ?

[ম, ১, ২৫৯]

বিজ্ঞান, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত……এ কথা বলা যায় না যে ইহার একটি ব্যতীত বিজ্ঞানের আগমন বা গমন বা ভবিষ্যতের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি এই সকল আশ্রয় কোনও ভিক্ষু ত্যাগ করে, তাহা হইলে বিজ্ঞানের কোনও আশ্রয় থাকে না। এই বিমুক্তি হেতু তাহার আত্মা বিমুক্ত হয়, এইরূপ স্থিতির জন্য তাহার আত্মা স্থিত হয়, এই সন্তোষের জন্য তাহার আত্মা সন্তোষ লাভ করে। সেই কারণে সে উদ্বিগ্ন হয় না, এবং উদ্বিগ্ন না হইয়া সে তাহার ব্যক্তিত্ব অনুযায়া পরিনির্ব্বাণগত হয়। সে জানে যে 'আমার জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, আমার ব্রহ্মচর্য্যকাল শেষ হইয়াছে, যাহা করণীয় তাহা করা হইয়াছে, এবং আর আমার রূপান্তর হইবে না।' (সংক্ষিপ্ত)

[সং, ৩, ৫৫]

ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তাহার পূর্ব্ব-নিবাস (অর্থাৎ অন্যান্য জন্মের অবস্থাগুলিকে) স্মরণ করিতে পারে, সে পঞ্চ-উপাদান-খণ্ড বা তাহার কোনও একটিই স্মরণ করে। সে মনে করে 'এই রকম আমার রূপ, বা বেদনা বা সংজ্ঞা বা সংস্কার বা বিজ্ঞান ছিল' এবং এই ভাবিয়া সে অতীতের রূপ ইত্যাদির প্রতি উদাসীন হয়। কারণ এই সকলই

অনিত্য এবং ইহার কোনও একটি সম্বন্ধে বলা চলে না যে ইহা আমার, ইহাই আমি বা ইহাই আমার আত্মা। সে ইহা একেবারে বর্জ্জন করিয়া, আর ধারণা করিতে চায় না। (সংক্ষিপ্ত)

[সং, ৩, ৮৬]

ভিক্ষুগণ, তোমরা দেখিতে পাইতেছ না কি যে এক ধূমায়িত, তিমিরায়িত (আবহাওয়ার) অবস্থা, পুবদিকে, পশ্চিমদিকে, উত্তর-দিকে, দক্ষিণদিকে চলিয়াছে—কখনও ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, কখনও অধোদিকে। ওইটা পাপী মার। 'কুলপুত্র গোধিকের বিজ্ঞান কোথায় তাহার অনুসন্ধান করিতেছে, এই ভবিয়া "কুলপুত্র গোধিকের বিজ্ঞান কোথায় প্রতিষ্ঠিত"? কিন্তু ভিক্ষুগণ, কুলপুত্র গোধিক পরিনির্ব্বাণগত হইয়াছেন, তাহার এখন আর প্রতিষ্ঠা নাই।

(গাথা) সে ধীর, ধৃতিসম্পন্ন, ধ্যানী, সর্ব্বদা ধ্যানরত, জীবনে অনাকাঙ্ক্ষী হইয়া অহোরাত্র তাহাতে নিযুক্ত আছে। মৃত্যুর সেনাকে পরাভূত করিয়া, পুনর্জন্মে না আসিয়া তৃষ্ণাকে সমূলে জয় করিয়া, গোধিক পরিনির্ব্বাণগত হইয়াছে।

[সং ১, ১২২]

"হে গোতম, ইহার কি হেতু, কি কারণ হয় যে এ সংসারে স্থিত প্রাণীদের মধ্যে কেহ কেহ মৃত্যুর পর দেহভেদ হইলে অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে, নিরয়ে উপস্থিত হয়?"

"হে ব্রাহ্মণ, এই কারণে যে তাহারা ব্রহ্মচর্য্যের পথে চলে না, বিষম পথে চলে..."

"কিন্তু গোতম, ইহার কি হেতু, ইহার কি কারণ, যে এ সংসারে স্থিত প্রাণীদের মধ্যে কেহ কেহ মৃত্যুর পরে দেহভেদ হইলে সুগতিতে, স্বর্গলোকে উত্থিত হয়?"

"হে ব্রাহ্মণ, এই কারণে যে তাহারা ব্রহ্মচর্য্যের পথে চলে, সম পথে চলে···"

[অং, ১, ৫৫]

গৃহপতিগণ, যদি কোনও ধর্ম্মচারী, সম্যক্‌চারী (ইহার কোনও একটি অবস্থা) আকাঙ্ক্ষা করে,—যেন আমি মরণের পর দেহভেদ হইলে ধনবান্ ক্ষত্রিয়দের বা ধনবান্ ব্রাহ্মণদের বা ধনবান্ গৃহস্থদের বা তেত্রিশকোটি দেবতাদের বা যমের দেবতাদের বা (অন্যান্য শ্রেণীর) দেবতাদের সহিত উৎপন্ন হই, তবে সে সেইভাবে উৎপন্ন হইতে পারে। কেন? কারণ সে ধর্ম্মচারী, সম্যক্‌চারী।

যদি, গৃহপতিগণ, কোনও ধর্ম্মচারী, সম্যক্‌চারী এই আকাঙ্ক্ষা করে, —যেন আমি আসবগুলি ক্ষয় করিয়া অনাসব হইয়া এখনই এবং এখানেই আমার নিজ অভিজ্ঞা দ্বারা অনাগত চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি উপলব্ধি করিয়া ও লাভ করিয়া তাহাতে বিহার করিতে পারি, তবে ইহা হইতে পারে। কেন? কারণ সে ধর্ম্মচারী ও সম্যক্‌চারী।

[ম, ১, ২৮৯]

ভিক্ষুগণ, শ্রবণের দ্বারা গৃহীত, বাক্যে পরিচিত, দৃষ্টি দ্বারা সু-প্রতিবিদ্ধ, ধর্ম্মশিক্ষার প্রত্যাশিত সুফল চারটি। ঐ চারটি কি কি?

এই সকলে (অর্থাৎ শাসনের যে নয়টি অঙ্গে, যথা সুত্ত, লেখ্য, বেয্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম্ম, বেদল্ল) শাসন পরিপূর্ণ হয়। যাহার ধর্ম্মগুলি শ্রবণের দ্বারা গৃহীত, বাক্যে পরিচিত, দৃষ্টিদ্বারা সু-প্রতিবদ্ধ হয়। সে (অর্থাৎ এই শিক্ষায় শিক্ষিত ভিক্ষু) কাল অন্ত করিলে এই সকল বিস্মৃত হইয়া অন্যতর দেবলোকে গমন করে সেখানে তাহার জন্য সদা-সুখী দেবতারা ধর্ম্মের পদগুলি আবৃত্তি

করিবে। স্মৃতি ধীরে জাগরূক হয়, কিন্তু জাগিলে পর, সেই ব্যক্তি ক্ষিপ্রতার সহিত বিশিষ্টতায় পৌঁছায়। ইহা প্রথম প্রত্যাশিত সুফল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, কোনও ভিক্ষু ধর্ম্ম পরিপূর্ণ করে··· (পূর্ব্ববৎ বর্ণনা)। সে কাল শেষ করিলে এই সকল বিস্মৃত হইয়া অন্যতর দেবলোকে গমন করে। সেখানে সদাসুখী দেবতারা তাহাকে ধর্ম্মের পদগুলি আবৃত্তি করিয়া না শুনাইলেও, হয়তো ঋদ্ধিমান্ বশীভূত-চিত্ত ভিক্ষু দেবতার পরিষদে ধর্ম্মদেশনা করিতে থাকিবেন। তাঁহার এইরূপ মনে হইবেঃ "ইহাই সেই ধর্ম্মবিনয়, যাহাতে আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলাম"। স্মৃতি ধীরে জাগরূক হয়, কিন্তু জাগিলে পর সেই ব্যক্তি ক্ষিপ্রতার সহিত বিশিষ্টতায় পৌঁছায়। যেমন ভেরির শব্দে অভ্যস্ত কোনও লোক কোনও বড় রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে ভেরিশব্দ শুনিতে পাইল। তাহার কোনও সন্দেহ থাকিবে না যে ইহা ভেরির শব্দ কিনা,—সে নিশ্চয় করিবে, ইহাই ভেরিশব্দ। সেইরূপ যে ভিক্ষু ধর্ম্ম পরিপূর্ণ করে (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)। ইহা দ্বিতীয় প্রত্যাশিত সুফল।

পুনশ্চ যেমন ভিক্ষু ধর্ম্ম পরিপূর্ণ করে···এবং সে দেব-পরিষদে গমন করে। কিন্তু সেখানে সদাসুখী দেবতারা ধর্ম্মের পদগুলি (তাহার কাছে) আবৃত্তি করে না কিম্বা কোনও ঋদ্ধিমান্ বশীভূত-চিত্ত ভিক্ষু দেব-পরিষদে ধর্ম্ম-দেশনা করে না। কিন্তু হইতে পারে কোনও দেবতা দেব-পরিষদে ধর্ম্মদেশনা করিতেছেন। তখন তাহার স্মৃতিতে এই কথা পুনর্জাগ্রত হইবে: "ইহাই সেই ধর্ম্মবিনয় যাহাতে আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলাম"। স্মৃতি ধীরে জাগরূক হয়, কিন্তু তাহা জাগিলে, সেই ব্যক্তি ক্ষিপ্রতার সহিত বিশিষ্টতায় পৌঁছায়। যেমন

শঙ্খের শব্দে অভ্যস্ত কোনও লোক··· (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ) ···নিশ্চয় করে ইহাই শঙ্খরব। ইহা তৃতীয় প্রত্যাশিত সুফল।

পুনশ্চ কোনও ভিক্ষু ধর্ম্ম পরিপূর্ণ করে···এবং দেবলোকে গমন করে। সেখানে সদাসুখী দেবগণ ধর্ম্মের পদগুলি আবৃত্তি করিয়া শুনায় না এবং কোনও ঋদ্ধিমান্, বশীভূত-চিত্ত ভিক্ষু দেবতাদের পরিষদে ধর্ম্মদেশনা করে না অথবা কোনও দেবতা দেবতা-পরিষদে ধর্ম্মদেশনা করে না। কিন্তু এমন হইতে পারে যে দুইজন বন্ধু যাহারা কোনও কালে খেলার সাথী ছিল তাহারা পরস্পর সমাগত হইয়া একে অন্যকে বলে: 'বন্ধু, পূর্ব্বে যে আমরা ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলাম তাহা কি তোমার মনে আছে?' অন্যে এই উত্তর দেয়: 'হাঁ বন্ধু, সকলই আমার মনে আছে'। স্মৃতি ধীরে জাগরূক হয়, কিন্তু তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি ক্ষিপ্রতার সহিত বিশেষত্ব লাভ করে। ইহা সেইরকম যেমন দুইজন খেলার সাথী—যাহারা কোনও কালে মাটির ঢেলা লইয়া খেলা করিয়াছিল, পরস্পর মিলিত হয় এবং একজন অপরজনকে বলে: 'বল ত ইহা তোমার স্মরণে আছে কিনা ও উহা তোমার মনে আছে কিনা'? অপরজন উত্তর দেয়: 'হাঁ, আমার স্মরণে আছে'। সেই প্রকার ধর্ম্মকে পরিপূর্ণ করা যায়,—সেই শিক্ষাগুলি যাহা শ্রবণের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে, বাক্যে পরিচিত হইয়াছে, দৃষ্টিদ্বারা সু-প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে। স্মৃতি ধীরে জাগরূক হয়, কিন্তু তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি ক্ষিপ্রতার সহিত বৈশিষ্ট্য লাভ করে। ইহা চতুর্থ প্রত্যাশিত ফল।

[অং, ২, ১৮৫-১৮৭]

ভিক্ষুগণ, যদি কেহ এই বলে যে মানুষ যেরূপ কর্ম্ম করে, তাহার সেইরূপ ফল-ভোগ হইবে, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফল প্রত্যক্ষ হয় এবং সকল দুঃখের অবসানের অর্থও প্রতিভাত হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেহ স্বল্পমাত্র পাপকর্ম্ম করিলেও, তাহা তাহাকে নিরয়ে লইয়া যায়। অন্যপক্ষে তাদৃশ স্বল্পমাত্র পাপকর্ম্ম যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত (দৃষ্টধর্ম্ম) দ্বারা (এই জীবনেই) ক্ষয় হয় এবং তৎপর আর কণামাত্র থাকে না।

এইপ্রকার লোক কে যাহার স্বল্পমাত্র কৃত পাপ তাহাকে নিরয়ে উপনীত করে ? সে এইরূপ লোক যাহাকে দেহ সম্পর্কে, শীল সম্পর্কে, চিত্ত সম্পর্কে, প্রজ্ঞা সম্পর্কে ভাবিত করা হয় নাই (অর্থাৎ কল্যাণের দিকে পরিচালিত করা হয় নাই)—যে অনুদার ক্ষুদ্রাত্মা, ও অধিক কষ্ট করে নাই। কিন্তু এতাদৃশ লোক যাহার স্বল্পমাত্র কৃতপাপ দৃষ্ট-ধর্ম্মের দ্বারা ক্ষয় হয় ও অণুমাত্র থাকিয়া যায় না—সেই লোক যে দেহ সম্পর্কে, শীল সম্পর্কে, চিত্ত সম্পর্কে, প্রজ্ঞা সম্পর্কে 'ভাবিত' হইয়াছে—সে উদার, মহাত্মা ও অনন্ত লোকে বিহার করে॥

[অং, ১, ২৪৯]

ভিক্ষুগণ তোমাদিগকে সংস্পর্নীয় (অর্থাৎ বক্রগতিতে চলা) নামক ধর্ম্মচর্য্যায় দেশনা করিব।

সকল প্রাণীরাই স্বকর্ম্মের জন্য দায়ী,—তাহারা কর্ম্মের ফলভোগী, কর্ম্মযোনি (অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন), কর্ম্মবন্ধু (অর্থাৎ কর্ম্ম তাহাদের সঙ্গে চলে), কর্ম্মাশ্রয়ী। তাহারা যে কর্ম্ম করে,—পাপকর্ম্ম কি কল্যাণকর্ম্ম,—তাহারই ফলভোগী হয়। এই সম্বন্ধে বলা যায় যে, যে কেহ প্রাণ-ঘাতক হয়, যে ব্যাধ, রক্তাক্ত-হস্ত, খুন-হত্যায় নিযুক্ত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয়। তাহার কায়ে, বাক্যে ও মনে ক্রূরগতি। তাহার যেমন কায়কর্ম্ম হইয়া থাকে, সেইরকমই তাহার বাক্য, তাহার মনোভাব, তাহার গতি ও উৎপত্তি। যাহার এইরূপ গতি ও উৎপত্তি হয়, সে দুইটি গতির মধ্যে কোনও একটি পাইবে—সেই নিতান্ত

দুঃখকর নিরয় অথবা এমন কোনও পশুর যোনিতে যাহা বাঁকা গতিতে চলে, যেমন সাপ, বৃশ্চিক, চ্যালা, নকুল, বিড়াল, মূষিক, পেঁচা, বা যে কোনও তীর্য্যক্‌যোনির প্রাণী যে মানুষ দেখিলে ক্রূরগতিতে চলে।

পুনশ্চ, ধর কেহ অদত্ত-সম্পত্তি হরণকারী হয়, কামবিষয়ে অনাচারী হয়···মিথ্যাবাদী হয়, পশুন-বাক্ হয়, গল্প-সল্পে আসক্ত হয়, লোভী, কুচিন্তারত, কুদৃষ্টিসম্পন্ন, বিপরীত দৃষ্টি সম্পন্ন হয়। সে দেহে, বাক্যে ও মনে বক্রগতিতে চলে, যেমন মানুষ দেখিলে ঐ পশুপক্ষীগুলি চলে।

কিন্তু যদি কেহ প্রাণীহত্যা বর্জ্জন করিয়া, প্রাণঘাত হইতে বিরত হইয়া, তাহার দণ্ড, তাহার শস্ত্র ফেলিয়া দেয়, তবে সে বিনীত, দয়াশীল, সকল প্রাণীর প্রতি অনুকম্পাবান্ হইয়া থাকিতে পারে। সে দেহে ও চিন্তায় ক্রূরগতি হয় না। তাহার কায়কর্ম্ম ঋজু হইলে, তাহার বাক্য ও চিন্তা ঋজু হইবে। তাহার গতি ও উৎপত্তি ঋজু হইবে। যাহার গতি ও উৎপত্তি ঋজু, তাহার এই দুই গতির কোনও একটি হইবে;—হয় সে নিতান্ত সুখকর স্বর্গে যাইবে, নয়ত কোনও উচ্চকুলে জন্ম লইবে, যথা ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের অভিজাত কুলে বা সম্পন্ন অভিজাত গৃহস্থ কুলে। এইভাবে একটি প্রাণী হইতে অন্য প্রাণীর উৎপত্তি হয়। তাহার কর্ম্মফল অনুসারে উৎপত্তি হয়। যখন তাহার উৎপত্তি হয়, সে উপযুক্ত স্পর্শলাভ করে। এই জন্য আমি বলিতেছি যে প্রাণীরা কর্ম্মফলভোগী।

যে অদত্ত কিছু গ্রহণ করা বর্জ্জন করে, যে কামবিষয়ে অনাচার করে না, যে মিথ্যাকথা, পশুনবাক্য বা পরুষবাক্য বলে না, লোভ বর্জ্জন করে ও শুদ্ধচিত্ত, সম্যক্‌দৃষ্টি ও অবিপরীত-দৃষ্টি হয়, তাহার সম্বন্ধেও একই কথা।···এইভাবে এক প্রাণী হইতে অন্য প্রাণীর উৎপত্তি হয়। তাহার কর্ম্মফল অনুসারে উৎপত্তি হয়। যখন তাহার

উৎপত্তি হয়, সে উপযুক্ত স্পর্শলাভ করে। এইজন্যই আমি বলি, হে ভিক্ষুগণ, সকল প্রাণীই কর্ম্মফলভোগী। তাহারা স্বকর্ম্মের জন্য দায়ী, কর্ম্মফলভোগী, কর্ম্মযোনি, কর্ম্মবন্ধু, কর্ম্মাশ্রয়ী। তাহারা যাহাই করুক—পাপকর্ম্ম কি কল্যাণকর্ম্ম—তাহারা ইহার ফলভোগী হয়।

[অং, ৫, ২৮৮-২৯১]

এই সংসারে চার প্রকারের লোক বিদ্যমান। এই চার কি কি? —তামস ও তমঃ-পরায়ণ; তামস কিন্তু জ্যোতি-পরায়ণ; জ্যোতিষ্মান্ কিন্তু তমঃ-পরায়ণ, জ্যোতিষ্মান্ ও জ্যোতি-পরায়ণ।

তামস ও তমঃ-পরায়ণ ব্যক্তি কে?

কোনও ব্যক্তি নীচকুলে জাত হয়; সে দরিদ্র; অনাহারে কষ্ট করিয়া থাকে, দুর্ব্বল ও কুশ্রী হয়। সে কায়ে, বাক্যে ও মনে দুশ্চরিত, —ফলে মরণের পর দেহভেদ হইলে সে অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে যায়। এ যেমন কোনও পুরুষ অন্ধকার হইতে অন্ধকারে যায়, তম হইতে তমতে যায়, এক প্রকারের রক্ত-দুষ্টি হইতে অন্য প্রকারের রক্ত-দুষ্টিতে।

তামস কিন্তু জ্যোতি-পরায়ণ কে?

কেহ নীচ কুলে জন্ম নেয়, কিন্তু সে কায়ে, বাক্যে মনে সুচরিত। ফলে, সে মরণের পর দেহভেদ হইলে সুগতিতে, স্বর্গলোকে যায়। যেমন কেহ মাটি হইতে পাল্‌কিতে উঠিল, পাল্‌কি হইতে অশ্বপৃষ্ঠে, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে হস্তীপৃষ্ঠে ও হস্তীপৃষ্ঠ হইতে কোনও প্রাসাদে উঠিল।

জ্যোতিষ্মান্ কিন্তু তমঃ-পরায়ণ কে?

কেহ উচ্চকুলে জন্ম নেয়, বহুধনবান্ মহাভোগী কুলে—কিন্তু সে কায়ে, বাক্যে, মনে দুশ্চরিত। ফলে, মরণের পর দেহভেদ হইলে সে

অপায়ে, দুর্গতিতে, নিরয়ে যায়। যেমন কেহ প্রাসাদ হইতে হস্তীপৃষ্ঠে নামিল, হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অশ্বপৃষ্ঠে, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পাল্‌কিতে এবং পালকি হইতে মাটিতে।

জ্যোতিষ্মান্‌ ও জ্যোতি-পরায়ণ কে ?

কেহ উচ্চকুলে জন্ম নেয়, মহাধনবান্‌ মহাভোগী কুলে, কায়-মন-বাক্যে সে সুচরিত। ফলে, মরণের পর দেহভেদ হইলে সে সুগতিতে স্বর্গলোকে যায়। যেমন কেহ একটি পাল্‌কি হইতে অন্য পাল্‌কিতে যায় বা এক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অন্য অশ্বপৃষ্ঠে যায়, একটি হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অন্য হস্তীপৃষ্ঠে যায় বা এক প্রাসাদ হইতে অন্য প্রাসাদে যায়। এই-ভাবে লোকে জ্যোতিষ্মান্‌ ও জ্যোতি-পরায়ণ হয়।

[সং, ১, ৯৩-৯৫]

যদিও, পূর্ণ, তোমার প্রশ্ন লই নাই এবং এই বলিয়াছি যে, 'পূর্ণ, যথেষ্ট হইয়াছে, এখন একথা থামাও, আমাকে এই প্রশ্ন করিও না', কিন্তু এখন তাহার উত্তর আমি দিব। তোমার প্রশ্ন ছিল এই যে কেহ যদি অব্যাহত ও পরিপূর্ণভাবে কুক্কুর-ব্রত সম্পাদন করে, তবে তাহার কি পরিণাম হইবে! ধর, পূর্ণ, কেহ অব্যাহত ও পরিপূর্ণ-ভাবে কুক্কুর-ব্রত পালন করিয়া থাকে, কুক্কুরের অভ্যাস, কুক্কুরের চিত্তবৃত্তি, কুক্কুরের চরিত্র গঠিত করে, এইরূপ করিয়া মরণের পর দেহভেদ হইলে সে কুক্কুরদের সহিতই উৎপন্ন হইবে। যদি তাহার এই মিথ্যাদৃষ্টি হইয়া থাকে যে 'আমি শীলের দ্বারা, ব্রতের দ্বারা, তপ বা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা দেবতা বা দেবতাদের অনুচর হইব, তবে, পূর্ণ, আমি তোমাকে এই বলিতেছি যে যাহার এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি থাকে, তাহার এই দুই গতির এক গতি হয়,—সে নিরয়ে কিম্বা তির্য্যক্‌যোনিতে যায়। যাহাদের কুক্কুর-ব্রত সার্থক হয়, তাহারা কুক্কুরদের সহিত উৎপন্ন হয়,

যাহাদের সার্থক হয় না, তাহারা নিরয়ে যায়। (গোব্রত সম্বন্ধে একই কথা)।

তবে, পূর্ণ, মন দিয়া শুনিও। আমি তোমাকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিব যাহাতে তুমি গোব্রত ছাড়িয়া দেও ও সেনীয় কুকুর-ব্রত ছাড়িয়া দিক্।

পূর্ণ, আমি আমার প্রতিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করিয়া এই চার কর্ম্মের কথা জানিয়াছি,—এবং তাহা প্রচার করি,—(একপ্রকার) কর্ম্ম আছে যাহা কৃষ্ণবর্ণ (অন্ধকার) ; (আর একপ্রকার) কর্ম্ম আছে যাহা শুক্লবর্ণ যাহার পরিণাম শুক্ল (অর্থাৎ পবিত্র) ; (আর একপ্রকার) কর্ম্ম আছে যাহা কৃষ্ণ-শুক্ল, যাহার পরিণাম কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয়ই ; (আর এক প্রকার) কর্ম্ম আছে যাহা কৃষ্ণও নয় শুক্লও নয়, এবং যাহার পরিণাম কৃষ্ণ-শুক্ল কিছুই নয়—তাহা সেইরকম কর্ম্ম যাহা দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হয়।

কৃষ্ণকর্ম্ম যাহার কৃষ্ণ পরিণাম—তাহা কি ? যদি কেহ কায়ে, বাক্যে ও মনে এমন সংস্কার গঠন করে যাহা ক্ষতিকর, তবে সে সেই ক্ষতির লোকেই উৎপন্ন হইবে। তাহাতে তদনুরূপ ক্ষতিকর স্পর্শ তাহার লাগিবে ; তাহাতে যেসব প্রাণীরা নিরয়গত হয় তাহাদেরই মত ক্ষতিকর একান্ত দুঃখকর বেদনা অনুভব করিবে। এই প্রকারে এক প্রাণী হইতে অন্য প্রাণীর উৎপত্তি, এবং যখন তাহার উৎপত্তি হয়, তাহাকে (যথোপযুক্ত) স্পর্শে স্পৃষ্ট করে। এই জন্যই, পূর্ণ, আমি বলি যে সকল প্রাণীই কর্ম্মফলভোগী। ইহাই কৃষ্ণবর্ণ কর্ম্মের কৃষ্ণ পরিণাম।

শুক্লকর্ম্ম যাহা—তাহার শুক্ল পরিণাম। কিরূপে ?—যদি কেহ কায়ে, বাক্যে, মনে এমন সংস্কার গঠন করে যাহা ক্ষতি রহিত, তবে

সে ক্ষতিশূন্য লোকে উৎপন্ন হয়; তাহাতে তদনুরূপ স্পর্শ তাহার লাগিবে; তাহাতে জ্যোতিষ্মান্ দেবতাদের মত সে একান্ত সুখকর ক্ষতিলেশহীন অনুভূতি প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে, পূর্ণ, এক প্রাণী হইতে অন্য প্রাণীর উৎপত্তি—এবং যখন তাহার···(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)। ইহা কোনও শুক্লবর্ণ কর্ম্মের শুক্ল পরিণাম।

কৃষ্ণ-শুক্ল কর্ম্ম, যাহার পরিণাম কৃষ্ণ ও শুক্ল। তাহা কিরূপ? —যদি কেহ কায়ে, বাক্যে ও মনে এমন সংস্কার গঠন করে যাহা অক্ষতও বটে, ক্ষতিকরও বটে, যে এমন লোকে উৎপন্ন হয় যাহাতে ক্ষতি ও অক্ষতি দুইই আছে ও তাহাতে উভয় রকম স্পর্শ তাহার লাগিবে; মনুষ্যের মত, কোনও কোনও দেবতার মত ও বিনিপাতগত লোকের মত তাহাতে সে ক্ষতিকর ও অক্ষত দুই রকমের বেদনা অনুভব করিবে, যাহাতে সুখ ও দুঃখ উভয়ই থাকে; এই প্রকারে, পূর্ণ, এক প্রাণী হইতে···(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)।···ইহা কৃষ্ণ-শুক্ল কর্ম্ম যাহার কৃষ্ণ-শুক্ল পরিণাম।

তবে, পূর্ণ, সেই কর্ম্ম কি যাহা কৃষ্ণ বা শুক্ল বা কৃষ্ণ-শুক্ল নয়— ও যাহার পরিণাম কৃষ্ণ বা শুক্ল, বা কৃষ্ণশুক্ল নয়,—যে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হয়।

পূর্ব্ববর্ণিত তিনপ্রকার কর্ম্ম ত্যাগ করিবার যে চেতনা, ইহা তাহাই। ইহাকে বলে সেই কর্ম্ম যাহা দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হয়।

[ম, ১, ৩৮৭]

[ভগবান্ বুদ্ধ যখন জানিলেন যে তিনি সকল প্রকার মিথ্যা-সংস্কার ত্যাগ করিয়াছেন এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখন তিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন:]

(গাথা) পূর্ব্বে ইহা ছিল, পরে ইহা নাই; পূর্ব্বে ইহা ছিল

না, পরে ইহা হইয়াছে। ইহা ছিল না এবং ভবিষ্যতে হইবে না এবং বর্ত্তমানেও ইহা বিদ্যমান নাই।

[উ, ৬৬]

[ভগবান্ এরূপ বলিয়াছিলেন :]

"যদি ইহা না হইত, তবে ইহা 'আমার' হইত না। যদি ইহা না হয়, তবে 'আমার' হইবে না।" ভগবান্ ইহা বলিয়া আরও বলিলেন : "যে ভিক্ষু ইহা বিশ্বাস করে সে নীচের দিকের বন্ধনগুলি (অর্থাৎ যে সকল বন্ধন আমাদের সংসারের প্রয়োজনের দিকে টানিয়া রাখে) ছেদ করিতে পারে।"

[সং, ৩, ৫৫-৫৬]

(এই মত পোষণ করা) আমি না হইলে ইহা আমার হইত না। আমি যখন থাকিব না, তখন আর ইহা আমার নয়—ইহা উচ্ছেদবাদীর মত।

[সং, ৩, ৯৯]

[চিত্ত নামক কোনও ধর্ম্মত্যাগী ব্যক্তি বলিলেন : "অতীতে আমি ছিলাম, ভবিষ্যতে আমি হইব, এখন আমি আছি এবং এইভাবে আমার আত্মা ছিল, হইবে ও আছে, ইহাই সত্য।" ইহার উত্তরে বুদ্ধ বলিলেন :]

এই তিনটি (অর্থাৎ 'আমি ছিলাম', 'আমি হইব' ও 'আমি আছি') লোক-সামান্য কথা, লোকের বাক্য-ভঙ্গী, লোকের ব্যবহারিক কথা, লোককে বুঝাইবার জন্য,—যাহা তথাগতও ব্যবহার করেন কিন্তু তাহার দ্বারা প্রতারিত হন না।

[দী, ১, ১৭৮-২০৩]

জরা, ব্যাধি, মরণ—এই সব এখনও আমি উত্তীর্ণ হইতে পারি

নাই।...কিন্তু পশ্চাৎপদ না হইয়া আমি তাহা জয় করিব,—ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইয়া আমি তাহা অতিক্রান্ত হইব।

[অং, ৩, ৭৫]

(গাথা) অনেক জন্ম ধরিয়া আমি গৃহ-নির্ম্মাতাকে অনুসন্ধান করিয়া ঘুরিয়াছি, কিন্তু পাই নাই। পুনঃ পুনঃ জন্ম নেওয়া দুঃখের। গৃহনির্ম্মাতা, তোমাকে এখন দেখিতে পাইয়াছি। আর আমার জন্য গৃহনির্ম্মাণ করিতে হইবে না। গৃহের সকল ফাঁস (বন্ধন) গুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, গৃহের ছাদ খণ্ড খণ্ড হইয়াছে।—আমার চিত্ত সংস্কারশূন্য হইয়াছে, তৃষ্ণাগুলির ক্ষয় আমি এখন লাভ করিয়াছি।

[জা, ১, ৭৬]

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুকে কেন 'গন্তা' (যাত্রী) বলে ? এইজন্য যে এই দীর্ঘপথে যেখানে সে এখনও যায় নাই, সেই দিকে ক্ষিপ্র চলিতেছে—সকল সংস্কার অবসানের দিকে, সকল উপাধি বর্জ্জনের দিকে, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্ব্বাণের দিকে। সেইজন্য ভিক্ষু 'গন্তা'।

[অং, ৩, ১৬৪]

ভিক্ষুগণ, ধর একটি গৃহের দুইটি দরজা আছে ; (দুই দরজার) মধ্যে একজন চক্ষুষ্মান্ পুরুষ দাঁড়াইয়া যাহাতে কে গৃহে প্রবেশ করিল, কে গৃহ হইতে বাহির হইল তাহা দেখিতে পায়। ভিক্ষুগণ, আমিও এই-রকম দিব্যচক্ষু দিয়া, যাহা বিশুদ্ধ ও মানুষের ক্ষমতার অতিক্রান্ত, দেখিতে পাই যে কাহারা দেহত্যাগ করিল, কাহারা পুনরায় উৎপন্ন হইল। এবং দেখিতে পাই কাহারা কর্ম্মফলে হীন, কাহারা উৎকৃষ্ট ; কাহারা সুন্দর, কাহারা কুৎসিত ; কাহারা সুগতিতে যাইতেছে, কাহারা দুর্গতিতে। (আমি জানিতে পারি যে) যে সত্ত্বেরা কায়ে, বাক্যে ও মনে

সুচরিত, যাহারা আর্য্যদের অপবাদ করে না, যাহারা সম্যক্‌দৃষ্টি এবং সম্যক্‌দৃষ্টি সঙ্গত কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা মরণের পর দেহভেদ হইলে সুগতিতে স্বর্গলোকে যাইবে। পরন্তু যাহারা কায়ে, বাক্যে ও মনে দুশ্চরিত, যাহারা আর্য্যদের অপবাদ করে, যাহারা মিথ্যাদৃষ্টির এবং মিথ্যাদৃষ্টি সঙ্গত কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা মরণের পর দেহভেদ হইলে অপায়ে, দুর্গতিতে, বিনিপাতে বা নিরয়ে উৎপন্ন হইবে। নিরয়ের রক্ষকরা তাহার দুই বাহু ধরিয়া নিয়া গিয়া যমরাজকে দেখাইবে, এই বলিয়া যে: 'দেব, এই লোকটির মাতা-পিতা বা শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা নাই এবং কুলজ্যেষ্ঠদেরও মানে না। ইহাকে আপনি দণ্ড দান করুন।' তখন যমরাজ তাহাকে পরীক্ষা করেন,—জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং বলেন: 'ওহে পুরুষ, মানুষের মধ্যে যে প্রথম দেবদূত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাকে তুমি দেখ নাই কি?' সে উত্তর দেয়: 'না মহাশয়, দেখি নাই।' 'ওহে পুরুষ, তুমি কোনও নবজাত ক্ষুদ্র শিশুকে চিৎ হইয়া মল-মূত্রের মধ্যে শুইয়া থাকিতে দেখ নাই কি?' 'দেখিয়াছি বটে।' 'ওহে পুরুষ, তুমি বিজ্ঞ ও বৃদ্ধ হইলেও একথা তোমার মনে হয় নাই যে আমি জাতিধর্ম্ম (জন্ম-পরিগ্রহ) করিতে বাধ্য, জন্মের অতীত হই নাই; সেই হেতু আমার কায়াতে বাক্যে ও মনে কল্যাণ কর্ম্ম করা উচিত?' 'ইহা আমার সাধ্য হয় নাই, মহাশয়। ইহা আমার প্রমাদ (অর্থাৎ কর্ত্তব্যে অবহেলা)।'

তখন যম তাহাকে বলিল: 'ওহে পুরুষ, তবে প্রমাদের জন্যই তুমি কায়ে বাক্যে মনে যাহা কল্যাণ তাহা কর নাই। তুমি যেমন প্রমাদ করিয়াছ এই সকলও (অর্থাৎ তোমার কর্ম্মও) তোমার প্রতি তেমন করিবে। পাপকর্ম্মগুলিও তোমারই হইবে। সেগুলি তো তোমার পিতা, বা মাতা, বা ভ্রাতা বা আত্মীয় বান্ধবেরা বা শ্রমণ-ব্রাহ্মণরা বা দেবতারা

করে নাই। সে পাপকর্ম্ম তুমিই করিয়াছ। তুমিই তাহার ফল উপলব্ধি করিবে।'

[ম, ৩, ১৭৮]

ঘ। মার্গ

(গাথা) প্রত্যেককে যে যে পথে যাইতে বুদ্ধ নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সেই সেই পথে যে যায় সে অ-পার হইতে পারে যায়। এই পথ সে উত্তমরূপে ভাবিত করিয়া অ-পার হইতে পারে যাইতে চায়, তাহার সেই পথ পারগমনের জন্য, সেইজন্য তাহা 'পারায়ণ'।

[সু, ১১২৯-১১৩০]

(গাথা) ইহাই পন্থা ; দর্শনের বিশুদ্ধির জন্য অন্য কোনও পন্থা নাই। এই পথে গমন কর। তাহাতেই মার হইতে মোচন লাভ। এই পথে চলিয়া দুঃখের অন্তে যাও।
যখন হইতে আমি দুঃখের শেল প্রশমন জানিয়াছি, তখন হইতেই আমি এই পথই দেখাইয়াছি।
এই তপশ্চর্য্যা তোমাদেরই করিতে হইবে।
তথাগতেরা পথ-প্রদর্শক মাত্র।
যাহারা এই পথ গ্রহণ করিয়াছে, সেই জ্ঞানীরা মারের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। [ধ, ২৭৪-২৭৬]

[ভগবান্ বলিলেন :]
(গাথা) সভিয়, সেই ভিক্ষু হয় যে নিজের কৃত পথে পরি-নির্ব্বাণে গিয়াছে,—(সকল) আকাঙ্ক্ষা পরাভূত করিয়া, 'ভব' ও 'বি-ভব' পরিহার করিয়া, জীবন যাপন করিয়া ও পুনর্জ্জন্ম ক্ষয় করিয়া। [সু, ৫১৪]

(গাথা) যে সকল অনিশ্চয়তা (কথং কথা—অর্থাৎ কেন-কেন এই জিজ্ঞাসা) উত্তীর্ণ হইয়াছে; যাহার কোনও শল্য নাই, যে নির্ব্বাণে অভিরত, যাহার গৃধ্নুতা নাই, যে দেবগণ সহিত এই লোকের নেতা, বুদ্ধেরা তাহাকে 'মার্গ-জিত' বলেন।

যে পরমকে পরমই জানিয়া এই পৃথিবীতে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করে, তাহা বিশ্লেষণ করে, সেই আকাঙ্ক্ষা-চ্ছেদী অবিচলিত মুনিকে, সেই দ্বিতীয় ভিক্ষুকে, 'মার্গ দেশী' বলা হয়।

যে ধর্ম্মপথে,—সেই সুনির্দ্দিষ্ট মার্গে,—সংজ্ঞাবান্ ও স্মৃতিমান্ হইয়া থাকে, সেই অনবদ্য পথগুলি ধরিয়া থাকে, সেই তৃতীয় ভিক্ষুকে 'মার্গ-জীবী' বলা হয়।

যে সুক্রিয়াগুলি ছদ্মবেশ ধরিয়া পাষণ্ড হয়, কুলদূষক হয়, বে-পরোয়া হয়, প্রতারক হয়, অসংযত হয়, প্রলাপ-বাক্য বলে, লোক দেখাইবার জন্যই সেই পথে চলে, তাহাকে বলা হয় 'মার্গ-দোষী'।

[সু, ৮৬-৮৯]

ভিক্ষুগণ, ধর কেহ অরণ্যে বা বনে যাইতে যাইতে দেখে যে একটি পুরান পথ বা পুরান রাস্তা পড়িয়া আছে যাহাতে পূর্ব্বকালের লোকেরা যাতায়াত করিয়াছে এবং সেই পথ ধরিয়া সে দেখিতে পায় কোনও প্রাচীন নগর বা প্রাচীন রাজধানী যাহাতে পূর্ব্বকালে লোকে বাস করিত, যেখানে প্রমোদ-উদ্যান, উপবন, পুষ্করিণী, প্রাচীরের ভিত্তি ছিল,—একটি রমণীয় স্থান বটে—তাহার উচিত হইবে রাজাকে কি তাঁহার প্রধান মন্ত্রীদের সে যাহা দেখিয়াছে তাহা বলা ও তাহার পুনর্গঠনের জন্য অনুরোধ করা। এইরূপ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে কিছুকাল পরে

সেই নগর আবার সমৃদ্ধ হইবে, স্ফীত হইবে, বহুজনপূর্ণ হইবে, মানুষে ছাইয়া যাইবে, বৃদ্ধি ও বিপুলতা পাইবে।

সেই রকমই আমি একটি পুরান পথ বা পুরান রাস্তা দেখিয়াছি, যাহাতে পূর্ব্বকালে সম্যক্ সম্বুদ্ধেরা যাতায়াত করিতেন।...আমি সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছি এবং সেই পথে চলিতে চলিতে যেসকল বিষয় সম্পূর্ণ জানিতে পারিয়াছি তাহা আমি ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাদের বলিয়াছি,—এই ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় যাহা সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তারিত, বহুজনের জ্ঞাত এবং সংক্ষেপে যাহা দেব-মনুষ্যের কাছে সুপ্রকাশিত।

[সং ২, ১০৫-১০৬]

যাহারা তথাগত, অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ তাহারা যে পন্থা আগে উৎপন্ন হয় নাই, তাহা উৎপন্ন করেন। যে পন্থা পূর্ব্বে সঞ্জাত হয় নাই, তাহা সঞ্জাত করেন। যে পথ পূর্ব্বে অখ্যাত ছিল, যিনি পথ জানেন, পথ বোঝেন, পথ সম্বন্ধে পারদর্শী তিনি তাহা খ্যাত করেন। ভিক্ষুগণ, শ্রাবকেরা এখন সেই পথ জানিয়া তাহাতে বিচরণ করে। এই বিশেষত্ব, এই পার্থক্য, তথাগত, অর্হৎ ও সম্যক্ সম্বুদ্ধকে প্রজ্ঞা-বিমুক্ত ভিক্ষু হইতে প্রভেদ করে।

[সং, ৩, ৬৬]

হে ব্রাহ্মণ, আমার কোনও কোনও শ্রাবকেরা এইরূপ উপশিষ্ট, এইরূপ অনুশাসিত হইয়াও সেই চরম উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ পায় এবং কেহ বা পায় না।...(ইহার ব্যাখ্যায় আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন করিব)। তোমরা রাজগৃহে যাইবার পথ ভাল করিয়া জান? তবে ধর, একজন লোক তোমাদের কাছে আসিয়া বলে যে সে রাজগৃহে যাইতে ইচ্ছা করে ও তোমাদের পথ বলিয়া দিতে অনুরোধ করে। ধর তোমরা তাহাকে বল: 'রাজগৃহ যাইবার এই পথ। কিছু সময় এই রাস্তায়

চলিলে অমুক-নামের একটি গ্রাম দেখিতে পাইবে। আর একটু দূরে গিয়া অমুক-নামের একটি নিগম দেখিবে। আর একটু দূর গিয়া দেখিবে রাজগৃহ,—রমণীয় আরাম, রমণীয় উপবন, রমণীয় ভূমি, রমণীয় পুষ্করিণী সমেত নগর।' কিন্তু তোমরা এইভাবে উপদেশ ও নির্দ্দেশ দিলেও সে ভুল রাস্তা লইয়া পশ্চিমের দিকে যাইতে পারে। দ্বিতীয় একজন রাজগৃহে যাইতে ইচ্ছুক লোক আসিয়া তোমাদের পথ নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ করিল। তোমরা প্রথম লোকটিকে যেরকম নির্দ্দেশ দিয়াছ, ইহাকে সেইরকম নির্দ্দেশ দিলে। সে তোমাদের নির্দ্দেশ অনুসারে নিরাপদে রাজগৃহে পৌঁছিল। এখন (বিবেচনা কর যে) রাজগৃহ (যথাস্থানে) আছে; রাজগৃহের পথও আছে এবং তোমরা উপদেষ্টারাও আছ, তবে একজন তোমাদের উপদেশ ও নির্দ্দেশ পাইয়াও ভুল রাস্তা দিয়া পশ্চিমের দিকে চলিয়া গেল, অন্যজন নিরাপদে রাজগৃহে পৌঁছিল।

এইভাবেই, ব্রাহ্মণ, নির্ব্বাণ আছে, নির্ব্বাণগামী পথ আছে; আমিও উপদেষ্টা আছি। তথাপি আমার শ্রাবকদের মধ্যে যদিও কেহ কেহ আমাদ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া চরম উদ্দেশ্যে নির্ব্বাণ লাভ করে, কেহ কেহ পারে না। ইহাতে ব্রাহ্মণ, আমি কি করিতে পারি। আমি পথ নির্দ্দেশকারী, আমি তথাগত।

[ম, ৩, ৪-৬]

ধর, দুইজন পুরুষ, একজন পথসম্বন্ধে অভিজ্ঞ নয়, অন্যজন অভিজ্ঞ। অনভিজ্ঞ পুরুষটি অভিজ্ঞ পুরুষটিকে পথ জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে অন্যজন উত্তর দিল: 'হাঁ, ইহাই পথ। তুমি যখন কিছু-কাল এই পথে যাইবে তুমি লক্ষ্য করিবে যে ইহা দুইপথে বিভক্ত হইয়াছে। বামের পথ ছাড়িয়া দক্ষিণের পথে যাইবে। আরও

একটু অগ্রসর হও, তখন দেখিবে একটি গহন বন। আরও একটু অগ্রসর হও, দেখিবে এক বৃহৎ নীচু বিল। আর একটু অগ্রসর হও, দেখিবে একটি গভীর জলপ্রপাত। আর একটু অগ্রসর হইলে দেখিবে একটি রমণীয় সমতল ভূমিভাগ।'

ইহাই আমার উপমা। তিষ্য, ইহার অর্থ তোমার কাছে ব্যাখ্যা করিবার জন্য বলিতেছি: পথ-অনভিজ্ঞ পুরুষের দ্বারা সূচিত হইয়াছে বহুসংখ্যক জন-সাধারণ; পথাভিজ্ঞ পুরুষের দ্বারা তথাগত, অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ; পথের দ্বিধা-বিভাগ দ্বারা বিচিকিৎসা (অর্থাৎ দ্বিধাভিন্ন মনোভাব); বামপন্থা ভ্রান্ত অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা—মিথ্যাদৃষ্টি (ইত্যাদি)। দক্ষিণপন্থা আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা—সম্যক্দৃষ্টি (ইত্যাদি); গহনবন অবিদ্যার নামান্তর; বৃহৎ নীচু বিল কামগুলি; গভীর জলপ্রপাত ক্রোধবেগ; রমণীয় সমতল ভূমিভাগ নির্ব্বাণের অন্য নাম।

তিষ্য, প্রফুল্ল হও, প্রফুল্ল হও, আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়া অনুগ্রহ করিয়া অনুশাসন দিব।

[সং, ৩, ১০৮-১০৯]

এই দুইটি অন্তিম অবস্থা প্রব্রজিতদের অসেব্য। এই দুইটি কি কি?

প্রথমতঃ কামের মধ্যে যাহা কামসুখে উপরত করে,—যাহা হীন, গ্রাম্য, সাধারণের ভোগ্য, অনার্য্য ও উদ্দেশ্যবিহীন। দ্বিতীয়তঃ যাহা আত্মক্লেশবিধানে উপরত করে এবং যাহা দুঃখজনক, অনার্য্য ও উদ্দেশ্য-বিহীন। এখন, ভিক্ষুগণ, এই উভয় অন্তিম বর্জ্জন করিয়া এমন মধ্যমপথ আছে যাহা তথাগতের সম্যক্-জ্ঞাত,—যাহা চক্ষুষ্মান্ করে, জ্ঞান জন্মায়, যাহা শান্তি, অভিজ্ঞান, সম্বোধি ও নির্ব্বাণ সম্বর্দ্ধন করে। ভিক্ষুগণ, এই মধ্যম পথ কি? ইহাই সেই আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গ যাহা এই

সকল,—সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্ সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ জীবনোপায়, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি।

[বি, ১, ১০]

এই একমাত্র পন্থা, প্রাণীদের বিশুদ্ধির জন্য, শোক ও পরিবেদনা নিঃশেষ করিবার জন্য, দুঃখ ও পরিতাপের অন্তে যাইবার জন্য, জ্ঞান অধিগত করার জন্য, নির্ব্বাণের সত্য উপলব্ধির জন্য, অর্থাৎ চারটি স্মৃতি-প্রস্থানের জন্য।

[দী, ২, ৩১৫]

৬। নদী পার হওয়া

ভিক্ষুগণ, কুল্লের উপমা দিয়া তোমাদের আমি ধর্ম্মদেশনা করিব—যে কুল্ল পার হইবার জন্য, রাখিবার জন্য নয়। তোমরা শুনিও, সাধুভাবে মনে রাখিও। বলিতেছি : ধর, ভিক্ষুগণ, কোনও লোক পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে একটি বিরাট অর্ণব দেখিল,—এপার ভয় ও বিপদসঙ্কুল, ওপার শান্ত ও ভয়শূন্য। কিন্তু ওপারে যাইবার জন্য কোনও নৌকা বা সেতু নাই। তাহার মনে হইবে যে এ পারের শঙ্কা ও বিপদ্ ত্যাগ করিয়া ওপারের শান্তি ও নিরাপত্তায় যাইবার জন্য তাহার তৃণ, কাষ্ঠ, বৃক্ষশাখা ও লতাপাতা দিয়া একটি কুল্ল বানাইতে হইবে যাহাতে সে হাত পা দিয়া চেষ্টা করিয়া এবং কুল্লটিকে আশ্রয় করিয়া ওপারে উত্তীর্ণ হইতে পারে। যখন সে এইসব করিয়া ওপারে উত্তীর্ণ হয়, তখন তাহার এই মনে হইবে যে আমার কুল্লটি খুব কাজে লাগিয়াছে এবং সে ভাবিবে এই কুল্লটি মাথায় রাখিয়া বা স্কন্ধে তুলিয়া আমার ইচ্ছামত চলিয়া যাইব কিনা। ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর?—এইরূপ করিয়া সে কি সেই কুল্লটিকে যেরূপ করা উচিত, সেইরূপ করিল?

[ভিক্ষুগণ। না—তাহা হইল না।]

ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সেই লোকটির কুল্লটিকে কি করা উচিত? সেই লোকটি যখন ওপারে উত্তীর্ণ হইল এবং কুল্লটি কত কার্য্যকরী হইয়াছে বুঝিতে পারিল তখন তাহার এই ভাবা উচিত ছিল, আমি এখন কুল্লটিকে স্থলে উঠাইয়া রাখিয়া বা জলে ডুবাইয়া আমার যথেচ্ছ পথে চলিয়া যাই। ভিক্ষুগণ, এইরূপ করিলেই কুল্লটির প্রতি যথাযথ কার্য্য হইল। ভিক্ষুগণ, এইভাবেই তোমাদের ধর্ম্মদেশনা করিয়াছি,—এই কুল্লটির, যাহা উত্তীর্ণ হইবার জন্য, রাখিবাব জন্য নয়, উপমা দিয়া। এই কুল্লের উপমা জানিয়া তোমরা ধর্ম্মগুলি (states of mind) পরিহার করিবে ও অধর্ম্মগুলি (wrong states of mind) তাহার আগেই বর্জ্জন করিবে।

[ম, ১, ১৩৪-১৩৫]

(গাথা) ভগবান্ বলিলেন যে কাঠের ভেলাটি ভালভাবে বাঁধা ও তৈরী হইয়াছিল বটে। কিন্তু যে প্লাবন কাটাইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, পার-গত হইয়াছে, তাহার আর ভেলার প্রয়োজন নাই।

[সূ, ২১]

(গাথা) লোকেরা সেতু বানাইয়া অর্ণব ও সরোবর পার হয়, পল্বল এড়াইয়া চলে, কুল্ল (ভেলা) বানায়। কিন্তু মেধাবীরা (তাহা বিনাই) উত্তীর্ণ।

[বি, ১, ২৩০]

শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা, 'তপশ্চর্য্যা ঘৃণিত (অথবা বর্জ্জনীয়)'—যাহারা এই মতবাদী নয় তাহারা, বা যাহারা তপশ্চর্যাবর্জ্জন সার স্বরূপ মনে করে না বা তপশ্চর্যাবর্জ্জনে আসক্ত হয় না তাহারা—(সংসারের) স্রোত

ীর্ণ হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই শ্রমণ ব্রাহ্মণ যাহাদের দেহ, বাক্য ও চিন্তা এবং জীবনযাপনরীতি পরিশুদ্ধ—তাহারা জ্ঞান ও দর্শনের ও অনুত্তর সম্বোধির যোগ্য হয়।

ইহা যেমন একজন লোকের নদী উত্তীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা। সে তীক্ষ্ণ কুঠার লইয়া বনে প্রবেশ করে; যদি সে সেখানে একটি বৃহৎ শালগাছ দেখিতে পায়,—ঋজু, নবজাত, বাঁকা-ট্যারা নয়, সে সেই গাছটি মূল পর্য্যন্ত কাটিয়া লইবে। তারপর তাহার মাথাটা কাটিয়া ফেলিবে। মাথা কাটিয়া, তাহার শাখা-পল্লব ভাল করিয়া পরিষ্কার করিবে। পরে কুঠার দিয়া তাহা খণ্ড করিয়া দা দিয়া ছেদ করিবে। পরে একটা র্যাঁদা লইয়া ভিতরটা খুব পরিষ্কার করিবে। পরে একটি চাঁছিবার যন্ত্র লইয়া চাঁছিয়া ফেলিবে। পরে একটি পাথরের গোলক লইয়া মসৃণ করিবে। এইরূপ করিয়া একটি নৌকা বানান হইবে। তাহাব সহিত দাঁড় ও হাল বাঁধিতে হইবে। ইহা করিয়া নৌকাটিকে নদীতে নামাইতে হইবে। হে শম্ব, তুমি কি মনে কর না যে এই লোকটি নদী পার হইতে পারিবে?

—হাঁ, ভন্তে।

—ইহার কি কারণ?

—এই যে, শালগাছের খণ্ডটার বাহিরে সুচারুভাবে কাজ হইয়াছে, ভিতরটা খুব পরিষ্কার করা হইয়াছে। ইহাকে দাঁড় ও হাল বাঁধিয়া নৌকা বানানো হইয়াছে। ইহাতে এই আশা করা যায় যে এই নৌকা ডুবিবে না ও লোকটি স্রোতের পারে যাইতে পারিবে।

[অং, ২, ২০১]

(গাথা) তাহা জানিয়া মানুষের সদা স্মৃতিমান্ হইয়া কামগুলি
বর্জ্জন করা উচিত। সেগুলি ত্যাগ করিলে, যে পারের

প্রত্যাশী সে নৌকা সেঁচিয়া সেঁচিয়া এই (সংসারের) প্লাবন পার হইতে পারে।

[সূ, ৭৭১]

ভিক্ষুগণ, দেখিতে পাইতেছে কি যে বৃহৎ একটি বৃক্ষ-খণ্ড গঙ্গা নদীর স্রোতে টানিয়া নিতেছে। এখন, বৃক্ষখণ্ডটি যদি এপারে কি ওপারে আটকাইয়া না যায়, বা মাঝ-নদীতে ডুবিয়া না যায় বা স্থলে উঠিয়া না পড়ে বা কোনও মানুষ কি অমানুষ উহাকে না লইয়া যায়, আবর্ত্তে না ডুবিয়া যায় বা ভিতরে না পচিয়া যায় তবে ঐ বৃক্ষখণ্ডখানা ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রে পৌছিয়া সমুদ্রের নীচে যাইবে।

'এপার' ছয়টি আভ্যন্তরীণ আয়তনের নামান্তর, 'ওপার' ছয়টির ছয়টি বাহিরের আয়তনের নামান্তর; 'মাঝনদীতে ডুবিয়া যাওয়া' রাগোৎপন্ন আনন্দের নামান্তর; 'স্থলে উঠিয়া যাওয়া' 'আমি আছি' এই মনোভাবের নামান্তর। এবং 'মানুষে কিভাবে ধরিয়া নেয়'— এ সম্বন্ধে বলিতেছি যে কোনও গৃহী সমাজে বাস করে,—যাহারা আনন্দ বা শোক পায়, তাহাদের সহিত আনন্দ বা শোক পায়, এবং যে কৃত্য-করণীয় উপস্থিত হয়, তাহাতে নিজে যোগ দেয়। এবং 'অমানুষ কি ভাবে ধরিয়া নেয়'? এ সম্বন্ধে এই বলি যে কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্য আছে এই আশায় যে কোনও দেবশ্রেণীতে সে পুনর্জন্ম পাইবে, এই ভাবিয়া যে 'আমি শীল বা ব্রত বা তপ বা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা কোন না কোন দেবতা হইব'। 'আবর্ত্তে ডুবিয়া যাওয়া' পাঁচটি কামগুণের নামান্তর। এবং 'ভিতরে পচিয়া যাওয়া কি'? এ সম্বন্ধে এই বলি যে যদি কোনও ভিক্ষু দুঃশীল হয়, পাপধর্ম্মী, অশুচি, আচারে সন্দিগ্ধ-মনা, গুপ্তকর্ম্মকৃৎ, অশ্রমণ, যদিও শ্রমণ বলিয়া নিজেকে

প্রতিপন্ন করিতে চায়, অব্রহ্মচারী যদিও নিজেকে ব্রহ্মচারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়—সে ভিতরে পচিয়া গিয়াছে, সে কামার্ত্ত, মলপূর্ণ।

[সং ৪, ১৭৯-১৮১]

ভিক্ষুগণ কেহ যদি চার রকম বিষধর সাপের ভয়ে ভীত হয়, পাঁচ শ্রেণীর প্রাণঘাতী আততায়ীর ভয়ে, আরও ষষ্ঠ এক শ্রেণীর উদ্যত-অসি সিঁধ-কাটার ভয়ে, অথবা গ্রাম লুণ্ঠনকারী দস্যুদের ভয়ে, সে এদিক্-সেদিক্ পলায়মান হয়। যে দেখে যেন তাহার সামনে এক বিশাল জলরাশি যাহার এদিকের তীরে নানা আশঙ্কা ও ভয় ও ওদিকের তীর শান্ত ও নির্ভয়। কিন্তু এপার হইতে ওপাব যাইতে কোনও নৌকা বা কোনও সেতু নাই। ইহা দেখিয়া সে ভাবিতে পারে যে 'যদি আমি ঘাস, কাষ্ঠ, শাখা ও পাতা জোগাড় করিয়া এবং তাহা দিয়া একখানা ভেলা বাঁধিয়া হাতে-পায়ে চেষ্টা করিয়া ঐ ভেলার আশ্রয়ে নিরাপদে ওপারে যাইতে পারিতাম'। ধর, সে এই রকমে ওপারে গেল এবং সেই ব্রাহ্মণ ওপারের স্থলে গিয়া দাঁড়াইল। আমার কথার অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য এই উপমাটি দিয়াছি। অর্থ এই :

সেই চারটি বিষধর সাপ চারটি মহাভূতের (elementals) (যথা পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু) নামান্তর। সেই পঞ্চ প্রাণঘাতী আততায়ী পাঁচটি উপাদান (grasping) খণ্ডের (যথা রূপ-উপাদান, সংজ্ঞা-উপাদান, বেদনা-উপাদান, সংস্কার-উপাদান ও বিজ্ঞান-উপাদান) নামান্তর। সেই ষষ্ঠ প্রাণঘাতী উদ্যত-অসি সিঁধ-কাটা কাম-উপভোগের আনন্দ। সেই 'শূন্য-গ্রাম' ছয়টি আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ায়তনের নামান্তর। কোনও পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী লোক যদি চক্ষু দ্বারা তাহা পরীক্ষা করে তবে তাহা শূন্যই বোধ হইবে। এই রকম যদি সে অন্যান্য

(ইন্দ্রিয়ায়তন) নাসিকা দ্বারা, কর্ণ দ্বারা, জিহ্বা দ্বারা, দেহ দ্বারা, মন দ্বারা পরীক্ষা করে, তাহাতেও সেগুলি রিক্ত, শূন্যই বোধ হইবে। 'গ্রামলুণ্ঠনকারী দস্যু',—ইহা ছয়টি বাহ্য আয়তনের নামান্তর। চক্ষু মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ রূপগুলিতে, শ্রোত্র মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ শব্দে, নাসিকা·· (ঐরূপ) গন্ধে, জিহ্বা···(ঐরূপ) রসে, দেহ···(ঐরূপ) স্পর্শে এবং মন হত হয়···(ঐরূপ) ধর্ম্মে (mental states)। সেই বিশাল জলরাশি চারটি প্রবাহের (যথা কামের প্রবাহ, ভবের (জন্মপরম্পরার) প্রবাহ, দৃষ্টির (নানাবিধ ধর্ম্মমতের) প্রবাহ ও অবিদ্যার প্রবাহ) নামান্তর। 'আশঙ্কা ও ভয়ের এপার' দেহাত্মবোধের (corporeality) নামান্তর। 'শান্ত ও নির্ভয়' অপর তীর নির্ব্বাণের নামান্তর। ভেলা আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গের (সম্যক্-দৃষ্টি ইত্যাদি) নামান্তর। 'হাতে-পায়ে চেষ্টা করা' বীর্য্য-প্রয়োগের নামান্তর। 'তীর্ণ হইয়া অপর পারে গিয়া ব্রাহ্মণের স্থলে দাঁড়ান'—ইহা অর্হৎ হওয়ার নামান্তর।

[সং, ৪, ১৭৪-১৭৫]

প্রাণঘাতকরা এই দিকের তীর ; তাহা হইতে বিরতি অপর তীর। অদত্ত-হরণ এই দিকের তীর ; তাহা হইতে বিরতি অপর তীর। কামবিষয়ে অনাচার এই দিকের তীর ; তাহা হইতে বিরতি অপর তীর। মিথ্যাকথন, পিশুন-বাক্য, পরুষ-বাক্য, গল্প-সল্প, লোভ, পরের অপকার-ইচ্ছা ইত্যাদি এই দিকের তীর ; তাহা হইতে বিরতি অপর তীর। মিথ্যাদৃষ্টি এই তীর ; সম্যক্-দৃষ্টি অপর তীর।

[অং, ৫, ২৫২-২৫৩]

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি এই দিকের তীর ; সম্যক্-দৃষ্টি অপর তীর। মিথ্যাকল্পনা এই দিকের তীর ; সম্যক-কল্পনা অপর তীর।

মিথ্যাবাদ এই দিকের তীর ; সদাচার অপর তীর। অন্যান্য জীবিকা এই দিকের তীর ; সদ্‌ভাবের জীবিকা অপর তীর। (এইপ্রকার 'বৃথা শ্রম ও সফল শ্রম' ; 'মিথ্যা স্মৃতি ও সম্যক্‌-স্মৃতি' 'মিথ্যা সমাধি ও সম্যক্‌ সমাধি,' 'মিথ্যা-জ্ঞান ও সম্যক্‌জ্ঞান,' 'মিথ্যা বিমুক্তি ও সম্যক্‌ বিমুক্তি' সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে)।

[অং, ৫, ২৩২]

ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বকালে একজন মূর্খজাতীয় রাখাল বর্ষার শেষ মাসে শরৎকালে গঙ্গা-নদীর এপার-ওপার ভাল করিয়া না দেখিয়াই সুবিদেহা নামক স্থানে, যেখানে হাঁটিয়া নদী পার হওয়ার কোনও ব্যবস্থা ছিল না,—সেইখানে গরুগুলিকে অপর পারে নিতে ছিল। গরুগুলি মাঝ-নদীর স্রোতে ভিড় করিয়া সেখানে দুর্দ্দশায় পড়িল। কি জন্য ?—ঐ মূর্খ রাখাল গঙ্গানদীর এপার-ওপার ভাল করিয়া দেখে নাই।

সেই রকমেই, ভিক্ষুগণ, যাহারা মনে করে যে ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধে কোন স্থান মারের রাজ্য ও কোন স্থান তাহা নয়, কোন স্থান মৃত্যুর রাজ্য ও কোন স্থান তাহা নয়, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নয়, এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণের কথা শ্রোতব্য ও শ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে করে, তাহাদের দুর্গতি, অহিত ও দুঃখ হইবে।

পূর্ব্বকালে মগধে একজন রাখাল ছিল সে বুদ্ধিমান শ্রেণীর ; সে বর্ষার শেষমাসে শরৎকালে গঙ্গানদীর এপার ওপার ভাল করিয়া দেখিয়া সুবিদেহা স্থানে, যেখানে হাঁটিয়া নদী পার হওয়ার কোনও সুবিধা ছিল না, সেইখানে নদী পার করাইতে নিল। প্রথমে সে যে গরুগুলি পালের শ্রেষ্ঠ ও প্রধান ছিল তাহাদের ওপারে পাঠাইল। তাহারা গঙ্গার স্রোত কাটিয়া নিরাপদে পারে গেল। অতঃপর সে বলবান্‌ গরু ও

দামড়া গরুগুলিকে পার করাইল। অতঃপর বাছুর ও বড় বাছুরগুলিকে —সকলগুলিই গঙ্গার স্রোত কাটিয়া নিরাপদে অপর পারে আসিল। অতঃপর একটি দুর্ব্বল বাছুর ছিল। সেও তাহার মার ডাক অনুসরণ করিয়া স্রোত কাটিয়া নিরাপদে ওপারে গেল। তাহারা সকলে যে নিরাপদে ওপারে যাইতে পারিল তাহার কারণ এই যে রাখালটি ভাল করিয়া গঙ্গা-নদীর এপার-ওপার দেখিয়াছিল।

এই রকমে, ভিক্ষুগণ, যাহারা মনে করে যে এই লোক ও পরলোক সম্বন্ধে, কোন্ স্থান মারের রাজ্য, কোন স্থান তাহা নয় সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণের কথা শ্রোতব্য ও শ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে করে, তাহাদের বহুকাল হিত ও সুখ হইবে।

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুরা অর্হৎ হইয়াছে, যাহাদের আসব ক্ষয় হইয়াছে, যাহারা তাহাদের জীবন কাটাইয়াছে ও যাহা করণীয় ছিল তাহা করিয়াছে, ভার নামাইয়াছে, তাহাদের সদুদ্দেশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাদের সংসারের সহিত বন্ধন একেবারে ক্ষীণ হইয়াছে এবং যাহারা সম্যক্ প্রজ্ঞাদ্বারা বিমুক্ত হইয়াছে,—তাহারা পালের শ্রেষ্ঠ ও প্রধান গরুগুলির মত। কারণ ইহারাও মারের স্রোত কাটিয়া নিরাপদে পার হইয়াছে।

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুরা পঞ্চ সংসার-বন্ধন সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া স্বেচ্ছা-জন্ম-লাভী হইয়াছে, যাহাদের সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ-লাভ হেতু সেই লোক হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না, তাহারা সেই বলবান্ গরু ও দামড়া গরুর মত, কারণ তাহারাও মারের স্রোত কাটিয়া নিরাপদে পারে আসিয়াছে।

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুরা রাগ দ্বেষ মোহ শীর্ণ করিয়া তিনবন্ধন ক্ষয় করিয়াছে, যাহারা সকৃতাগামী, (অর্থাৎ একবার মাত্র যাহাদের সংসারে

ফিরিতে হইবে)—একবার মাত্র সংসারে ফিরিয়া আসিয়া যাহারা দুঃখের অন্ত করিবে, তাহারা সেই বাছুর বা বড় বাছুরের মত, কারণ তাহারা মারের স্রোত কাটিয়া নিরাপদে পারে যাইবে।

ভিক্ষুগণ, তিন বন্ধন ক্ষয় করিয়া শ্রোতাপন্ন (অর্থাৎ ধর্ম্ম-সাধনার স্রোত অবলম্বন করিয়াছে), যাহাদের পতন হইবে না, যাহাদের সম্বোধিপ্রাপ্তি নির্দ্দিষ্ট, তাহারা সেই দুর্ব্বল বাছুরের মত, কারণ তাহারাও মারের স্রোত কাটিয়া নিরাপদে পারে যাইবে।

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুরা ধর্ম্মের অনুসরণ ও শ্রদ্ধার অনুসরণ করিতেছে, তাহারা,—যে তরুণ সদ্যোজাত বাছুর মাতার রব অনুসরণ করিয়া গঙ্গার স্রোত কাটিয়া নিরাপদে পারে আসিল, সেই বাছুরের মত; কারণ তাহারাও মারের শ্রোত কাটিয়া নিরাপদে পারে যাইবে।

এখন আমি, ভিক্ষুগণ, এই লোক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। আমি পরলোক সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ, মারের রাজ্য ও যাহা মারের রাজ্য নয়, মৃত্যুর রাজ্য ও যাহা মৃত্যুর রাজ্য নয় সে সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ। যাহারা মনে করে যে আমার কথা শ্রোতব্য ও শ্রদ্ধেয়, তাহাদের বহুকালের জন্য হিত ও সুখ হইবে।

(গাথা) যিনি জানেন তিনি এই লোক ও পরলোক প্রকাশিত করিয়াছেন,—কাহাকে মার পাইয়া বসিয়াছে ও কাহাকে মৃত্যু নাগাল পায় নাই। সেই সর্ব্বলোকের জ্ঞাতা, সম্বুদ্ধ, প্রজ্ঞানবানের দ্বারা অমৃতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির জন্য শান্তি আছে সেখানে। পাপের স্রোত ছিন্ন হইয়াছে; বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহা সমূলে নষ্ট হইয়াছে। এখন বহুল আনন্দ হউক্, ভিক্ষুগণ,—ক্ষেমলাভ করিবার জন্য।

[ম, ১, ২২৫-২২৭]

চ। জীবন ও মৃত্যুর প্রবাহ

ভিক্ষুগণ, এই পৃথিবীতে চার প্রকারের পুরুষ বিদ্যমান আছে। এই চার প্রকার কি কি ?—অনুস্রোতগামী পুরুষ, প্রতিস্রোতগামী পুরুষ, স্থিতিশীল পুরুষ আর যে ব্রাহ্মণ তীর্ণ হইয়া ওপারে স্থলে দাঁড়াইয়াছে।

অনুস্রোতগামী পুরুষ কি প্রকার ?

এ সম্বন্ধে এই যে কোনও পুরুষ কামের সেবা করিলে ও পাপ কার্য্য করিলে, তাহাকে অনুস্রোতগামী পুরুষ বলা যাইতে পারে।

প্রতিস্রোতগামী পুরুষ কি প্রকার ?

এ সম্বন্ধে এই যে কোনও পুরুষ কামের সেবা না করিয়া ও পাপ-কার্য্য না করিয়া যদি দুঃখের সহিত, রোরুদ্যমান হইয়া অশ্রুসিক্ত মুখ হইয়া পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে, তবে তাহাকে প্রতি-স্রোতগামী পুরুষ বলা হয়।

স্থিতিশীল পুরুষ কি প্রকার ?

এ সম্বন্ধে এই যে যদি কোনও পুরুষ নিম্নভাগীয় পাঁচটি বন্ধন ক্ষয় করিয়া স্বেচ্ছাবলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ও সেই অবস্থায় পরিনির্ব্বাণ লাভ করে এবং সেই লোক হইতে আর ফিরিয়া আসে না, তাহাকে স্থিতিশীল পুরুষ বলা হয়।

তীর্ণ হইয়া ওপারে স্থলে দাঁড়াইয়াছে, এমন ব্রাহ্মণ কি প্রকার ?

এ সম্বন্ধে এই যে, যদি কোনও পুরুষ আসবগুলি ক্ষয় করিয়া এই ক্ষণে ও এখানে অনাসব প্রজ্ঞা-বিমুক্তি ও চেতো-বিমুক্তি নিজের অভিজ্ঞা দ্বারা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়া তাহাতে বিহার করে, তবে তাহাকে তীর্ণ ওপারের স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ বলা যায়।

এই চার প্রকারের পুরুষ এই পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে।

[অং, ২, ৫-৬]

যেমন কোনও প্রিয়দর্শন ও প্রসন্নদর্শন নদীর স্রোতে একটি লোককে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া, তীর হইতে কোনও চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তাহাকে বলে ঃ "ওহে লোক, তুমি এই প্রিয়দর্শন ও প্রসন্নদর্শন নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু নীচে একটি হ্রদ আছে যেখানে ঢেউ ও জলাবর্ত্ত, মকর ও রাক্ষস আছে। তুমি সেখানে পড়িলে, মৃত্যু কি মৃত্যুর তুল্য দুঃখ পাইবে।" অতঃপর লোকটি তাহার ডাক শুনিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া স্রোতের বিপরীত দিকে ভাসিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে।

ভিক্ষুদের জন্য আমি এই উপমাটি দিতেছি যাহাতে আমার কথার অর্থ বিজ্ঞাপিত হয়। সে অর্থ এই ঃ

ভিক্ষুগণ, নদীর স্রোত তৃষ্ণারই অন্য নাম ; প্রিয়দর্শন ও প্রসন্নদর্শন ছয়টি নিজস্ব আয়তনের (যথা—চক্ষু, শ্রোত্র, নাসা, জিহ্বা, দেহ, মন) অন্য নাম ; নীচের হ্রদ সেই পাঁচটি শৃঙ্খলগুলির সমষ্টি যাহা অধোদিকে আমাদের টানিয়া নেয় ; ঢেউগুলি ক্রোধের উৎক্ষেপ ; জলাবর্ত্তগুলি পঞ্চ কামগুণ ; মকর ও রাক্ষস স্ত্রীজাতি ; স্রোতের বিপরীত যাওয়া সংসার ত্যাগ ; হস্ত-পদ-সঞ্চালন বীর্য্য প্রকাশ ; তীরে স্থিত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তথাগত—সেই সম্যক্ সম্বুদ্ধ অর্হৎ !

(গাথা) কাম-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখত্যাগ করিবে ; বন্ধন হইতে যোগক্ষেমত্বে (অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্ভয় অবস্থায়) প্রসারিত হইবে।
সম্যক্-জ্ঞান লাভ করিয়া বিমুক্ত-চিত্ত হইয়া যথা-যথা (অর্থাৎ সর্ব্বত্র) বিমুক্তিতে প্রসারিত হইবে ;
সেই প্রাজ্ঞ যে ব্রহ্মচর্য্যে বাস করে। তাহাকেই বলা হয় যে সে লোকান্তে গমন করিয়াছে, পারে গিয়াছে।

[ই, ১১৩-১১৫]

(গাথা) সেই অনাখ্যাতের (অর্থাৎ নির্ব্বাণের) জন্য যাহার আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহা মনে স্ফুট হইয়াছে, যাহার চিত্ত কামে প্রতিবদ্ধ নয়, তাহাকেই 'ঊর্দ্ধস্রোত' বলা হয়।

[ধ, ২১৮]

(গাথা) যাহারা ভব-স্রোতের অনুসারী যাহারা ভব-রাগের দ্বারা অভিভূত, যাহারা মারের রাজ্যে উপনীত হইয়াছে—তাহাদের ভিতরে এই ধর্ম্ম সহজে উদ্বুদ্ধ হয় না।

[সূ ৭৬৪]

(গাথা) যাহারা স্পর্শাভিভূত, ভবশ্রোতানুসারী, ভ্রান্তপথগামী, তাহাদের বন্ধন ক্ষয় দূরবর্ত্তী।

[সূ, ৭৩৬]

(গাথা) যাহার আসক্তি নাই, সে (সংসারের) স্রোত ছিন্ন করিয়াছে, সে কৃচ্ছ্রসাধ্য কাজ বর্জ্জন করিয়াছে, তাহার কোনও উত্তেজনা বিদ্যমান থাকে না।

[সূ, ৭১৫]

(গাথা) পৃথিবীতে যে কামগুলি অতিক্রম করিয়াছে,—যাহার বন্ধন সংসারে দুরত্যয়,—সে শোক করে না বা উদ্‌বিগ্ন হয় না, সে ছিন্ন-স্রোত, অবন্ধন।

[সূ, ৯৪৮]

(গাথা) পূত-অগ্রভাগ, শ্বেত পশ্চাদ্‌ভাগ এক-চক্র এই রথ চলিতেছে।
যে আসিতেছে তাহাকে দেখ। সে শান্ত, সে (সংসারের) স্রোত কাটাইয়াছে, তাহার বন্ধন নাই।

[উ, ৭৬]

(গাথা) যাহার প্রিয় ও সুখকর কিন্তু শৃঙ্খলস্বরূপ বস্তু-নিচয়ের এই দুরত্যয় স্রোত কাটাইয়া যায়, তাহারাই অশেষ পরিনির্ব্বাণ লাভ করে অশেষভাবে দুঃখের অত্যয় করে।

[ই, ৯৫]

(গাথা) (ভগবান্ অজিতকে বলিলেন) এই সংসারে যত স্রোত বয়, স্মৃতি তাহার বাঁধ। আমি বলি তাহা প্রবাহ দ্বারও (flood gate) বটে। প্রজ্ঞা দ্বারা এই স্রোতগুলি আটকান যায়। [সু, ১০৩৫]

ছ। মহাসমুদ্রে

ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রে আটটি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম আছে যাহা দেখিয়া দেখিয়া অসুরেরা মহাসমুদ্রে আনন্দ পায়। এই আটটি কি কি ? মহাসমুদ্র ক্রমে ক্রমে গভীর হয়, ক্রমে ক্রমে ঢালু হয়,—একটা খাড়া পাহাড়ের মত হঠাৎ নামিয়া যায় না। মহাসমুদ্র যে ক্রমে ক্রমে গভীর হয়, ক্রমে ক্রমে ঢালু হয়, খাড়া পাহাড়ের মত নামিয়া যায় না, ইহাই ইহার প্রথম আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম যাহা দেখিয়া দেখিয়া অসুরেরা মহাসমুদ্রে আনন্দ পায়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ মহাসমুদ্র সুস্থিত, বেলা ছাপাইয়া যায় না, ইহা মহাসমুদ্রের দ্বিতীয় আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম···(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)।

পুনশ্চ ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র কোনও মৃতের শবের সঙ্গে একত্র থাকে না,—যে কোনও মৃতের শব মহাসমুদ্রে থাকিলে তাহা তাড়াতাড়ি ও সজোরে তীরে ঠেলিয়া স্থলে ফেলিয়া দেয়। মহাসমুদ্র কোনও মৃতের শবের সঙ্গে যে একত্র থাকে না,—ইহা ভিক্ষুগণ, ইহার তৃতীয় আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সকল মহানদী,—যাহা গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরযূ, মহী—ইহাতে লীন হয়; মহাসমুদ্র প্রাপ্ত হইয়া ইহাদের পূর্ব্ব নামগোত্র ত্যাগ করে, এবং মহাসমুদ্র নামই গ্রহণ করে। এই যে সকল মহানদী (ইত্যাদি······) ইহা চতুর্থ আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, পৃথিবীর যে সকল নদী মহাসমুদ্রে বহমান্ হয়, কিম্বা অন্তরীক্ষ হইতে যে বর্ষাধারা তাহাতে পড়ে তাহাতে মহাসমুদ্রের শূন্যতার বা পূর্ণতার কোনও অন্যথা হয় না। এই যে ······ অন্যথা হয় না, ইহা মহাসমুদ্রের পঞ্চম আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, একই স্বাদ আছে, তাহা লবণ-স্বাদ। এই যে মহাসমুদ্রে একই স্বাদ ··· ··· ইহা তাহার ষষ্ঠ আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রে বহু রত্ন, অপরিমেয় রত্নরাশি আছে,—মুক্তা, মণি, বৈদূর্য্য, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, চুনি, মসার (cats' eye)। এই যে মহাসমুদ্রে বহু রত্ন······ইহা তাহার সপ্তম আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রে বৃহৎ বৃহৎ প্রাণীদের বাস, যথা—তিমি, তিমিঙ্গল, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব্ব। মহাসমুদ্রে শত যোজন পরিমাণ জীবী আছে,—দুইশত, তিনশত, চারশত, পাঁচশত···যোজন পরিমাণ, জীবীও আছে। এই যে মহাসমুদ্রে বৃহৎ······ইহা অষ্টম আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম। এই সকল মহাসমুদ্র দেখিয়া দেখিয়া অসুরেরা আনন্দ পায়। ঠিক এইভাবে এই ধর্ম্মবিনয়ে আটটি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম আছে যাহা দেখিয়া দেখিয়া ভিক্ষুগণ এই ধর্ম্মবিনয়ে আনন্দ লাভ করে। এই আটটি কি কি ?

ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্র ক্রমে ক্রমে গভীর হয়, ক্রমশঃ ঢালু হয়, —একটা খাড়া পাহাড়ের মত হঠাৎ নামিয়া যায় না, ঠিক তেমনই এই

ধর্ম্মবিনয়ে ক্রমান্বয় শিক্ষা, ক্রমান্বয় করণীয় কার্য্য, ক্রমান্বয় প্রণালী যাহাতে সহসা-গমন নাই, যথা—পরমজ্ঞানে অন্তর্দৃষ্টি। এই যে এই ধর্ম্মবিনয়ে……(ইত্যাদি) ইহাই ইহার প্রথম আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম যাহা দেখিয়া………আনন্দ লাভ করে।

ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র যেমন সুস্থিত ও বেলা ছাপাইয়া যায় না, তেমনই আমি যে শিক্ষাপ্রণালী শ্রাবকদের জন্য প্রণয়ন করিয়াছি, তাহা আমার শ্রাবকের জীবন বাঁচাইবার জন্যও অতিক্রমণ করে না। এই যে শ্রাবকের আমার দেশিত শিক্ষাপ্রণালী জীবন বাঁচাইবার জন্যও অতিক্রমণ করে না ইহাই তাহার দ্বিতীয় আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম।

ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র যেমন কোনও মৃত শবের সঙ্গে একত্র থাকে না, যে কোনও মৃতের শব মহাসমুদ্রে থাকিলে তাহা তাড়াতাড়ি ও সজোরে তীরে ঠেলিয়া স্থলে ফেলিয়া দেয়, তেমনই, হে ভিক্ষুগণ, যে দুঃশীল পুরুষ পাপাচারী, অশুচি ও সন্দেহজনক আচার-সম্পন্ন, প্রচ্ছন্নভাবে কর্ম্মকারী,—শ্রমণ না হইয়াও নিজেকে শ্রমণ ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জানায়,—অন্তরে পূতি, লালসাপূর্ণ, মলে পরিণত, তাহার সহিত সজ্ঘ একত্র বাস করে না ; সজ্ঘ একসঙ্গে অবিলম্বে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দেয় এবং যদিচ সে ভিক্ষু সজ্ঘের মধ্যে গিয়া বসে, সে সজ্ঘ হইতে দূরে ও সজ্ঘ তাহা হইতে দূরে……ইহা তৃতীয় আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম।

ভিক্ষুগণ, যেমন সেই মহানদীগুলি যথা—গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরযু, মহী মহাসমুদ্র পাইলে পূর্ব্ব নামগোত্র ত্যাগ করে ও মহাসমুদ্র নামই গ্রহণ করে, সেই রকম এই চতুর্ব্বর্ণ—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র—তথাগত-প্রচারিত ধর্ম্মবিনয়ে গৃহ হইতে গৃহহীনের অবস্থায় গেলে তাহাদের পূর্ব্ব নাম গোত্র হারায় ও শাকপুত্রীয় এই নামই লাভ করে। …ইহাই চতুর্থ আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম।

ভিক্ষুগণ, যেমন পৃথিবীর যে সকল নদী মহাসমুদ্রে বহমান হয়, কিম্বা অন্তরীক্ষ হইতে যে বর্ষাধারা তাহাতে পড়ে তাহাতে মহাসমুদ্রের শূন্যতার বা পূর্ণতার কোনও অন্যথা হয় না, তেমনি বহু ভিক্ষু ও যদি অনুপাদি শেষ (অর্থাৎ যাহাতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না) নির্ব্বাণ-ধাতুর শূন্যতা কি পূর্ণতার কোনও অন্যথা হইবে না।...ইহা পঞ্চম আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম।

ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্রে বহু রত্ন, অনেক রত্ন আছে, যথা মুক্তা, মণি, বৈদূর্য্য, শিলা, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, চুনি, মসার (cats' eye), সেই মত এই ধর্ম্মবিনয়ে বহু রত্ন, অনেক রত্ন আছে, যথা—চারটি স্মৃতি-প্রস্থান, চারটি সম্যক্-প্রধান, চারটি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।...ইহা ষষ্ঠ সপ্তম আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম।

ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্র বৃহৎ বৃহৎ প্রাণীদের আবাস, যথা—তিমি ইত্যাদি...পঞ্চশত যোজন পরিমাণ জীবী, তেমনি এই ধর্ম্মবিনয়ে মহান্ মহান্ প্রাণীদের বাস, যথা—স্রোতাপন্ন, সকৃৎ-আগমী, সকৃৎ-আগমনের ফল প্রত্যক্ষ করার প্রয়াসী, অনাগামী, অনাগমনে ফল প্রত্যক্ষ করার প্রয়াসী, অর্হৎ, অর্হত্বের অনুগামী। এবং এই ধর্ম্মবিনয়ে এই যে মহান্ মহান্ ব্যক্তিরা আছেন তাহা এই ধর্ম্মবিনয়ে অষ্টম আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম যাহা দেখিয়া দেখিয়া ভিক্ষুগণ এই ধর্ম্মবিনয়ে আনন্দলাভ করে।

এই ধর্ম্মবিনয়ে এই আটটি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম যাহা দেখিয়া দেখিয়া এই ধর্ম্মবিনয়ে ভিক্ষুগণ আনন্দলাভ করে।

[বি, ২, ২৩৭-২৩৯]

জ। ধর্ম্ম

(গাথা) (মেত্তকে ভগবান্ বলিলেন) তোমার কাছে আমি ধর্ম্ম ঘোষণা করিব ইহা এই স্থলের, এই কালের, ঐতিহ্য হইতে নেওয়া নয়। ইহা জানিয়া যে স্মৃতিমান্ হইয়া আচরণ করে, সে সংসারের প্রতি আসক্তি উত্তীর্ণ হয়।

[সু, ১০৫৩]

(গাথা) হে ধোতক, ইহা পৃথিবীর মধ্যে যাহার সন্দেহ আছে, তাহার মোচনের জন্য আমি যাইব না। যখন ধর্ম্মকে তুমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে, তখন তুমি (সংসারের) এই প্লাবন উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

[সু, ১০৬৪]

(গাথা] তাহাকে উত্তিষ্ঠিত হইতে হইবে, অনলস হইতে হইবে, সুচরিতভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে। যে ধর্ম্মচারী হয় সে ইহলোক ও পরলোকে সুখে বাস করে।

(গাথা) যে সুচরিতভাবে ধর্ম্মচারী হয়, অধর্ম্মাচারণ কদাপি না করে, সে ইহলোকে ও পরলোকে সুখে বাস করে।

[ধ, ১৬৮-১৬৯]

(গাথা) যাহার নিকট কোনও পুরুষ ধর্ম্ম জানিতে পারে, তাহাকে দেবতাদের, যেমন ইন্দ্রকে, সেইরূপ পূজা করা উচিত। তিনি পূজিত হইলে, সেই বহুশ্রুত (শিক্ষক) প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাহার কাছে ধর্ম্ম প্রকট করিবেন।

যে এই উদ্দেশ্য শ্রুত হইয়াছে ও ধীর হইয়াছে, এবং যে ধর্ম্মানুধর্ম্ম অনুসরণ করে, অপ্রমাদ হইয়া তাহাকে ভজন করিলে, সে বিজ্ঞ হইতে পারে, নিপুণ হইতে পারে।

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে যাইতে পারে নাই, যে ঈর্ষাপরায়ণ, যাহার মধ্যে ধর্ম্মই অভিভাবিত হয় নাই,—সেই ক্ষুদ্র মূর্খকে যে সেবা করে, সে তাহার সন্দেহগুলি মিটাইবার আগেই মৃত্যুতে যায়।

যে লোক নদী পার হইয়া মহোদধির খরস্রোত সলিলে স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে, সে অন্যকে তারণ করিতে কি করিয়া পারিবে?

যে বহুশ্রুতদের কাছে (ধর্ম্মের) উদ্দেশ্য না শুনিয়া ধর্ম্ম অভিভাবিত করে নাই, সে নিজে না জানিয়া ও সন্দেহ উত্তীর্ণ না হইয়া পরকে কি করিয়া সেইদিকে আকর্ষণ করিবে?

যেমন কোন কুশল দক্ষ লোক একটি দৃঢ় নৌকা যাহাতে দাঁড় ও হাল লাগান হইয়াছে—আরোহণ করিয়া অন্য বহুলোককে পার করিবার উপায় জানে,

সেইরূপ যে জ্ঞানী, যে নিজেকে ভাবিত করিয়াছে, যে বহুশ্রুত, ধর্ম্মে অটল সেই ব্যক্তি, বোধের দিকে আকর্ষণ করিতে পারে তাহাদেরই, যাহারা (তাহার কথায়) কান দিয়া সেই বোধলাভের উপায় পাইয়াছে।

সুতরাং শুনিয়া রাখ যে সৎপুরুষদেরই ভজনা করা উচিত,—যাহারা মেধাবী ও বহুশ্রুত,—যাহারা উদ্দেশ্য জানিয়া পথ চলিয়াছে। যে ধর্ম্ম জানে, সে সুখলাভ করে।

[সু, ৩১৬-৩২৩]

হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু আমার বস্ত্রপ্রান্ত ধরিয়া আমার পিছনে পিছনে পায় পায় চলে, সেও যদি লোভী হয়, কামের দ্বারা তীব্রভাবে

আকর্ষিত হয়, বিকৃত-চিত্ত হয়, মনে ও সংকল্পে দুষ্ট হয়, স্মৃতিশক্তিহীন, অমনোযোগী, মনঃসংযোগরহিত, বিভ্রান্ত-চিত্ত, অসংযত-ইন্দ্রিয়, তবে সে আমা হইতে দূরে ও আমি তাহার হইতে দূরে। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, যদি কেহ আমা হইতে শত যোজন দূরেও থাকে, কিন্তু সে অলোভী হয়, কামের দ্বারা তীব্রভাবে আকর্ষিত না হয়, অবিকৃত চিত্ত হয়, মনে ও সংকল্পে সুচরিত হয়, স্মৃতিমান্, মনোযোগী, মনঃ-সংযোগশালী, অভ্রান্ত-চিত্ত, সংযত-ইন্দ্রিয়, তবে আমি তাহার নিকট ও সে আমার নিকট। কেন ইহা? ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু ধর্ম্মকে দর্শন করে ও যে ধর্ম্মকে দর্শন করে, সেই আমাকে দর্শন করে।

[ই, ৯০-৯১]

যথেষ্ট হইয়াছে, বক্কলি, আমার এই পূত-দেহ দেখিয়া তোমার কি হইবে? যে ধর্ম্মকে দেখে, সে আমাকে দেখে; যে আমাকে দেখে, সে ধর্ম্মকে দেখে; কারণ, বক্কলি, ধর্ম্মকে দেখিলে, আমাকে দেখা হয়, আমাকে দেখিলে ধর্ম্মকে দেখা হয়।

[স, ৩, ১২০]

(গাথা) রাজার সুচিত্রিত রথগুলি জীর্ণ হয় শরীরও এই রকম জরাগ্রস্ত হয়। সদ্ধর্ম্ম কিন্তু জরাগ্রস্ত হয় না।

[স, ১, ৭১]

(গাথা) আমি ধর্ম্মকেই সারথি বলি।

[স, ১, ৩৩]

এই যুক্তিদ্বারা তোমার ইহা বুঝিতে হইবে যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ,—এখনকার জন্য এবং ভবিষ্যতের জন্য। কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ ইহা জানেন যে শ্রমণ গোতম সমীপেস্থ শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন। কিন্তু শাক্যেরা এখন কোশল-রাজ প্রসেনজিতের

অনুগত হইয়াছে ; তাহারা তাহাকে আনুগত্য জানায়, অভিবাদন করে, প্রত্যুত্থান করে, বদ্ধাঞ্জলি হয় ও সম্মানসূচক কার্য্য করে। এখন শাক্যরা রাজা প্রসেনজিতের প্রতি যাহা করে, প্রসেনজিৎ তথাগতের প্রতি তাহা করেন। কারণ প্রসেনজিৎ এই ভাবেন : শ্রমণ গোতম কি সদ্বংশের নন? আমি সদ্বংশজাত নই। শ্রমণ গোতম বলবান্, আমি দুর্ব্বল। তিনি দেখিতে সুশ্রী ; আমার দেহবর্ণ খারাপ। তিনি মহামান্য, আমি অল্পমান্য। যেহেতু রাজা ধর্ম্মকে মান্য করেন, পূজ্য মনে করেন, ধর্ম্মকে গৌরব দান করেন, সেই জন্যই রাজা প্রসেনজিৎ তথাগতকে আনুগত্য জানান, অভিবাদন করেন, প্রত্যুত্থান করেন, বদ্ধাঞ্জলি হন ও সম্মানসূচক কার্য্য করেন। এই যুক্তিদ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে এখানে এখন যাহা দৃষ্ট হয় ও ভবিষ্যত অবস্থায় ধর্ম্মই লোকে শ্রেষ্ঠ।

ওহে বাশিষ্ঠ, তোমরা নানা জাতি হইতে, নানা গোত্র, নানা কুল হইতে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছ। তোমরা কারা? এই প্রশ্ন করিলে তোমরা বলিতে পার : আমরা শাক্যপুত্রিয় এখন। ওহে বাশিষ্ঠ, যাহার তথাগতে শ্রদ্ধা স্থির, মূলগত, প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় হইয়াছে,—এমনভাবে যে তাহা কোনও শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বা কোনও দেবতা বা মার বা ব্রহ্মা বা এই লোকের কেহই বিনষ্ট করিতে পারে না,—সেই এইরূপ বলিবার যোগ্য যে, আমি ভগবানের পুত্র, তাহার ঔরসজাত, তাহার মুখজাত, ধর্ম্ম হইতে জাত, ধর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত, ধর্ম্মের দায়াদ। ইহার কারণ কি? কারণ, বাশিষ্ঠ, তথাগতের অন্য নাম : ধর্ম্মকায় বা ব্রহ্মকায়,—ধর্ম্মভূত বা ব্রহ্মভূত।

[দী, ৩, ৮৩-৮৪]

আনন্দ, এই ধর্ম্ম-বিনয়ে, 'ব্রহ্মায়ন' প্রজ্ঞাপ্ত হইতে পারে বটে।

ইহা আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গেরই নামান্তর, ইহাই ব্রহ্মায়ন বা ধর্ম্মায়ন বা এই অনুত্তর সংগ্রাম-বিজয়।

[সং, ৫, ৫]

ভিক্ষুগণ, আমি ব্রাহ্মণ। আমার কাছে যাচনা করিতে হয়। আমি পূত-হস্ত,—এই শেষবার আমি দেহধারণ কবিতেছি। আমি অদ্বিতীয় চিকিৎসক ও অস্ত্রোপচারক। তোমরা আমার উরস পুত্র। তোমরা আমার মুখ হইতে জন্মাইয়াছ, ধর্ম্ম হইতে জন্মাইয়াছ, ধর্ম্মের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছ। তোমরা ধর্ম্ম-দায়াদ,—ভোগ্য বস্তুর দায়াদ নও।

[ই, ১০১]

ভিক্ষুগণ, তোমরা আমাতে (অর্থাৎ আমাকে অবলম্বন করিয়া) ধর্ম্ম-দায়াদ হও,—পার্থিব বস্তুর দায়াদ হইও না। তোমাদের প্রতি আমার অনুকম্পা আছে। (সেই জন্য ভাবি) আমার কতজন শ্রাবক পার্থিব বস্তুর দায়াদ না হইয়া ধর্ম্মের দায়াদ হইবে ?

ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা ধর্ম্ম-দায়াদ হইবে ? ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা ধর্ম্ম-দায়াদ না হইয়া পার্থিব বস্তুর দায়াদ হও, তবে তোমরা তাহাদেরই অনুগত হইবে যাহাদের উদ্দেশ করিয়া বলা হয়ঃ শাস্তার শ্রাবকেরা পার্থিব বস্তুর দায়াদ, ধর্ম্ম-দায়াদ নয়। তাহার ফলে আমার সম্বন্ধেও বলা হইবে যে এই শাস্তার শ্রাবকেরা ধর্ম্ম-দায়াদ নয়, পার্থিব বস্তুর দায়াদ। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা আমাতে ধর্ম্ম-দায়াদ হও, পার্থিব বস্তুর দায়াদ না হইয়া, তাহার ফলে তোমরা তাহাদের মধ্যে হইবে যাহাদের সম্বন্ধে বলা হয় যে শাস্তার শ্রাবকেরা ধর্ম্ম-দায়াদ, পার্থিব বস্তুর দায়াদ নয়। আমিও তাহার ফলে এমন একজন হইব যাহার সম্বন্ধে বলা হয়ঃ এই শাস্তার শ্রাবকেরা ধর্ম্ম-দায়াদ, পার্থিব বস্তুর দায়াদ

নয়। সুতরাং ভিক্ষুগণ তোমরা আমাতে ধর্ম্ম-দায়াদ হও, পার্থিব বস্তুর দায়াদ হইও না।

ধর, আমি পুরা আহার করিয়াছি। তবু আমার খাদ্য কিছু বাঁচিয়াছে যাহা ফেলিয়া দেওয়া হইবে। ক্ষুধায় দুর্ব্বল দুইজন ভিক্ষু তখন আসিয়া পড়িল। যদি আমি তাহাদের বলি যে আমার আহার শেষ হইয়াছে, তোমরা ইচ্ছা করিলে খাইতে পার। নতুবা এই অতিরিক্ত খাদ্য আমি যেখানে কোন ঘাস নাই অথবা যে জলে কোনও জীবিত প্রাণী নাই, সেইখানে ফেলিয়া দিব, তখন একজন ভিক্ষুর মনে হইতে পারে যে ভগবান্ বলিয়াছিলেন ঃ ভিক্ষুগণ, আমাতে ধর্ম্ম-দায়াদ হও, পার্থিব বস্তুর দায়াদ হইও না। ইহা ত পার্থিব বস্তু,—এই খাদ্যপিণ্ড। এই ভাবিয়া সে আহার হইতে বিরত হইতে পারে। অন্যজন আহার করে। আমার মতে প্রথম ভিক্ষুটিই পূজ্যতর এবং অধিকতর প্রশংসা পাইবার যোগ্য। কেন?—কারণ এই যে, (এই খাদ্য হইতে বিরতি) বহুকাল তাহার অল্প ইচ্ছা করা, সন্তুষ্টি, শৈল্যক্ষয়, সহজে ভার বহনের যোগ্যতা ও সচেষ্টতা সম্বর্দ্ধন করিবে। সুতরাং, ভিক্ষুগণ,আমাতে ধর্ম্ম-দায়াদ হও, পার্থিব বস্তুর দায়াদ হইও না।

[ম, ১, ১২-১৩]

ভিক্ষুগণ, তোমাদের যে কেহ সম্যক্ভাবে বলিতে গিয়া যদি (কাহারও সম্বন্ধে) এই বলে যে সে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে, আর্য্যশীলে, আর্য্যসমাধিতে, আর্য্যপ্রজ্ঞায় ও আর্য্যবিমুক্তিতে পরম স্থান পাইয়াছে, —তবে সে সারিপুত্র সম্বন্ধে সে এইরূপ সম্যক্ভাবে বলিতে গেলে বলিবে যে "সারিপুত্র প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে, আর্য্যশীলে আর্য্যসমাধিতে, আর্য্য প্রজ্ঞায় ও আর্য্যবিমুক্তিতে পরম স্থান পাইয়াছে"। ভিক্ষুগণ, কেহ সম্যক্ভাবে বলিতে গিয়া যদি (কাহারও সম্বন্ধে) এই বলে যে "সে

ভগবানের পুত্র, ঔরস হইতে মুখ হইতে জাত, ধর্ম্ম হইতে জাত, ধর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত, ধর্ম্ম-দায়াদ, পার্থিব বস্তুর দায়াদ নয়"—তবে সে সারিপুত্র সম্বন্ধে সম্যক্ বলিতে গেলে বলিবে যে সে ভগবানের পুত্র ঔরস হইতে মুখ হইতে জাত, ধর্ম্ম হইতে জাত, ধর্ম্মদ্বারা নির্ম্মিত, ধর্ম্ম-দায়াদ, পার্থিব বস্তুর দায়াদ নয়।

ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র তথাগত দ্বারা যে অনুত্তর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সারিপুত্র তাহাই সম্যক্ অনুবর্ত্তন করিতেছে।

[ম, ৩, ২৮-২৯]

ভিক্ষুগণ, আমি সারিপুত্র ছাড়া অন্য এমন একটি লোকও দেখিতে পাই না যে এখন সম্যক্‌রূপে তথাগতের প্রবর্ত্তিত এই অতুলনীয় ধর্ম্মচক্র চালনা করিতে পারে। ভিক্ষুগণ, তথাগতের প্রবর্ত্তিত এই অতুলনীয় ধর্ম্মচক্র সারিপুত্রই যথারূপে পরিচালনা করিতেছে।

[অং ১, ২৩]

সারিপুত্র, কোনও চক্রবর্ত্তী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহার পিতার প্রবর্ত্তিত চক্র যেমন সম্যক্‌ভাবে পরিচালনা করে, তুমি, সারিপুত্র, তেমনি সম্যক্‌ভাবে আমার প্রবর্ত্তিত এই অনুত্তর ধর্ম্মচক্র পরিচালনা করিতেছ।

[সং ১, ১৯১]

ভিক্ষুগণ, যে চক্রবর্ত্তী রাজা ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজা হন, তিনি কখনও অরাজক চক্র চালনা করেন না।

ভগবান্ এই কথা বলিলে একজন ভিক্ষু তাহাকে বলিল : ভগবন্, এই চক্রবর্ত্তী রাজার, ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজার রাজা কে ?

ভগবান্ বলিলেন : ধর্ম্ম (অর্থাৎ ধর্ম্মই এই ধর্ম্মরাজার রাজা)। এ বিষয়ে চক্রবর্ত্তী ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজা ধর্ম্মের উপরই নির্ভর করিয়া,

ধর্ম্মকে মান্য করিয়া, ধর্ম্মকে গৌরব দিয়া, ধর্ম্মকে পূজ্য করিয়া, ধর্ম্মকে তাহার ধ্বজ করিয়া, ধর্ম্মকে নিশান করিয়া, ধর্ম্মকে অধিপতি করিয়া, তাহার সাম্রাজ্যে একটি ধর্ম্মের বর্ম দ্বারা রক্ষার বিধান করেন,—ক্ষত্রিয়দের ও তাহাদের সঙ্গীয় সৈন্যদের জন্য, ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থের জন্য,—নগরে ও গ্রামে শ্রমণ ব্রাহ্মণদের জন্য, পশুপক্ষীদের জন্য। এইরূপ বিধান করিয়া তিনি ধর্ম্মচক্রই পরিচালনা করেন, যে চক্র কোনও মানুষের হস্ত উল্‌টাইয়া দিতে পারে না।

ঠিক সেই ভাবেই সেই তথাগত সম্যক্ সম্বুদ্ধ অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজা, তিনি ধর্ম্মের উপরই নির্ভর করিয়া, ধর্ম্মকে মান্য করিয়া, ধর্ম্মকে গৌরব দিয়া, ধর্ম্মকে পূজ্য করিয়া, ধর্ম্মকে তাহার ধ্বজ করিয়া, ধর্ম্মকে নিশান করিয়া, ধর্ম্মকে অধিপতি করিয়া একটি ধর্ম্মের বর্ম্ম দ্বারা রক্ষার বিধান করেন,—ভিক্ষুদের, ভিক্ষুণীদের, উপাসক ও উপাসিকাদের জন্য,—ইহা ঘোষণা করিয়া : "এইভাবে কায়, বাক্য ও মনের কর্ম্ম করিবে, অন্যথা করিবে না , এইভাবে জীবনযাত্রা চালাইবে, অন্যথা করিবে না, এইরূপ নগরে বা গ্রামে থাকিবে, অন্যত্র নয়।" যখন তথাগত···এইরূপ একটি ধর্ম্মের বর্ম্ম দ্বারা ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাগণকে রক্ষা করেন তিনি ধর্ম্ম দ্বারাই সেই অতুলনীয় ধর্ম্ম-চক্র পরিচালনা করেন,—যাহা কোনও শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ, কোনও দেবতা কি মার কি ব্রহ্মা বা অন্যকেহ উলটাইয়া দিতে পারে না।

[অং, ১, ১০৯]

এই ধর্ম্ম যাহা আমার অধিগত হইয়াছে তাহা গভীর, সুদর্শন, দুরানুবোধ,—শান্তিপ্রদ, সু-উচ্চ, তর্কের বাহিরে, সূক্ষ্ম, পণ্ডিতদের জ্ঞানগম্য। কিন্তু এই মনুষ্যলোক আসক্তিপরায়ণ, আসক্তিতে রত, আসক্তিতে সম্মোদিত, এই আসক্তিপরায়ণ, আসক্তিরত, আসক্তি-

সম্মোদিত মনুষ্যদের পক্ষে ইহা দুর্নিরীক্ষ্য বিষয়,—এই যে ইহা হইতে ইহার সম্ভব, এই নিয়মে প্রাতীত্য—সমুৎপাদ (অর্থাৎ এক হইতে অন্যের উদ্ভব—বৌদ্ধ দর্শনে মূল সূত্রও প্রতিপাদ্য)। এ বিষয়ের দর্শন অতি দুরূহ—এই সর্ব্ব সংস্কার শান্ত করিয়া দেওয়া; সকল আসক্তি বর্জ্জন করা, তৃষ্ণা ক্ষয় করা, রাগশূন্য হওয়া, নিরোধ, নির্ব্বাণ। যদি আমি এই ধর্ম্মদেশনা করি এবং অন্যেরা ইহা বুঝিতে না পারে তবে তাহা আমার ক্লেশ ও বিরক্তির কারণ হইবে।

(গাঁথা) যাহা আমি কৃচ্ছ সাধন করিয়া লাভ করিয়াছি, যথেষ্ট তাহা; তাহা কেন প্রকাশ করিব?
রাগ দ্বেষ পরলোকের এ ধর্ম্ম বোধগম্য নয়।
ইহা স্রোতের প্রতিকূল, সূক্ষ্ম, গভীর, দুদর্শন ও দুর্ণিবীক্ষ্য।
রাগরত লোকেরা অন্ধকারে আবৃত থাকিয়া ইহা দেখিতে পাইবে না।
এখন, প্রথম কাহাকে এই ধর্ম্মদেশনা করিব?
কে এই ধর্ম্ম সত্বর বুঝিতে পারিবে?

[বি, ১, ৪]

ভিক্ষুগণ, আমি দেবগণের ও মনুষ্যগণের সমস্ত পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছি। তোমরা ভিক্ষুরাও দেবগণের ও মনুষ্যগণের পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছ। লোকের প্রতি অনুকম্পাশীল হইয়া সেই পর্য্যটনে বাহির হও যাহা দ্বারা বহুজনের হিত হইবে, বহুজনের সুখ হইবে,—দেব-মনুষ্যদের উপকারের জন্য, হিতের জন্য, সুখের জন্য। দুইজন একপথে যাইও না। ভিক্ষুগণ, সেই ধর্ম্মদেশনা কর যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ। অর্থ ও ব্যঞ্জনাদ্বারা প্রকাশ কর এই ব্রহ্মচর্য্য যাহা সর্ব্বথা পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ। এমন সকল লোক আছে

যাহাদের চক্ষে অল্পই রজঃ (ধূলা) আছে, কিন্তু তাহারা ধর্ম্মের দেশনা শুনিতে না পাইয়া ক্ষয়ের দিকে যাইতেছে। তাহারা ধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করিবে। ভিক্ষুগণ, আমি যেখানে উরুবেলা, যেখানে সেনানীগ্রাম, সেইখানে ধর্ম্মদেশনার জন্য অগ্রসর হইব।

[বি, ১, ২০-২১]

হইতে পারে, আনন্দ, যে তোমাদের মনে হইবে যে শাস্তার বচন শেষ হইল,—আমাদের আর শাস্তা নাই। কিন্তু এইভাবে ধারণা করিবে না। যে ধর্ম্ম ও বিনয় আমি দেশনা করিয়াছি, প্রতিপন্ন করিয়াছি, আমার অত্যয়ের পরে তাহাই তোমাদের শাস্তা।...এস, ভিক্ষুগণ, তোমাদের বলিতেছি,—সকল সংস্কারের ধর্ম্ম এই যে তাহা বিনাশ পাইবে। তোমরা উৎসাহের সহিত তোমাদের উদ্দেশ্য সাধন কর।

[দী, ২,১৫৪-১৫৬]

ভিক্ষুগণ, কোনও ভিক্ষু চিত্তে ইহা ধারণ করিয়া অন্যকে ধর্ম্মদেশনা করে যে এই ধর্ম্ম ভগবানের দ্বারা স্বষ্ঠুভাবে আখ্যাত হইয়াছে, ইহা বর্ত্তমান-সম্পর্কে, ইহা অকালিক, দৃষ্টিমাত্রই প্রত্যক্ষ, ইহা (নির্ব্বাণের দিকে) লইয়া যায়, ইহা বিজ্ঞেরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে জানিতে পারেন, এবং ইহা এই বলে ঃ 'তোমরা আমার ধর্ম্ম অবশ্যই শুনিবে, কারণ ইহা শুনিয়া তোমরা ধর্ম্ম (অর্থাৎ ধর্ম্ম কাহাকে বলে) বুঝিতে পারিবে এবং তাহা বুঝিতে পারিলে তোমরা তথ্যতার (সত্যের) পথগামী হইতে পারিবে'—সে এই ভাবেই ধর্ম্মের ভিত্তিতে অন্যদের ধর্ম্মদেশনা করিতে পারে। সে করুণায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অনুকম্পা লইয়া অন্যদের ধর্ম্মদেশনা করে। ভিক্ষুগণ, এইভাবে ভিক্ষুর ধর্ম্মদেশনা পরিশুদ্ধ হয়।

[সং, ২, ১৯৯]

ভিক্ষুগণ, ধর একজন ভিক্ষু ধর্ম্মগ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছে : সূত্রান্ত, গেয্য, ব্যাখ্যা, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুত ধর্ম্ম, বেদল্ল। (ইহা থেরবাদী ধর্ম্মশাস্ত্রের নবঙ্গ)। সে ধর্ম্মশাস্ত্র আয়ত্ত করিবার জন্য দিন কাটায়। (কিন্তু) সে ধ্যান-শালায় যায় না, সে আত্মগত চিত্তশান্তির জন্য নিযুক্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ভিক্ষুকে বলা হয় 'পারদর্শিতা-পরায়ণ',—ধর্ম্মচারী নয়।

পুনশ্চ, ধর একজন ভিক্ষু অন্যকে যথাশ্রুত, যথাবিস্তারিত ধর্ম্ম বিশদভাবে দেশনা করে। সে ধর্ম্মজ্ঞান বিতরণের জন্য দিন কাটায়, ধ্যান-শালায় যায় না, আত্ম-গত চিত্তশান্তিতে নিযুক্ত হয় না। এইরূপ ভিক্ষুকে বলা হয় 'ধর্ম্মজ্ঞান বিতরণকারী', ধর্ম্মচারী নয়।

পুনশ্চ, ধর একজন ভিক্ষু যথাশ্রুত যথাবিস্তারিত ধর্ম্ম বিশদ ভাবে অধ্যয়ন করে। সেই অধ্যয়নে সে দিন কাটায়, ধ্যান-শালায় যায় না, আত্মগত চিত্তশান্তিতে নিযুক্ত হয় না। এইরূপ ভিক্ষুকে বলা হয় 'অধ্যয়ন-পরায়ণ', ধর্ম্মচারী নয়।

পুনশ্চ, ধর একজন ভিক্ষু যথাশ্রুত যথাবিস্তারিত ধর্ম্ম লইয়া (নিজের) চিত্তে বিচার-বিতর্ক করে ও মনে মনে পরীক্ষা করে। সে সেই ধর্ম্ম-বিতর্কে দিন কাটায়, ধ্যান-শালায় যায় না, আত্মগত চিত্ত-শান্তিতে নিযুক্ত হয় না। এইরূপ ভিক্ষুকে বলা হয়, 'বিতর্ক-পরায়ণ', ধর্ম্মচারী নয়।

ধর, কোনও ভিক্ষু ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে : সূত্রান্ত, গেয্য, ব্যাখ্যা, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক অদ্ভুত ধর্ম্ম, বেদল্ল। (কিন্তু) সে ধর্ম্ম আয়ত্ত করার জন্য দিন কাটায় না, ধ্যান-শালা ত্যাগ করে না, আত্মগত চিত্তশান্তিতে নিযুক্ত হয়। এইরূপ ভিক্ষুই ধর্ম্মচারী হয়।

এই ভাবে, ভিক্ষুগণ, আমি 'পারদর্শিতা-পরায়ণতা', 'অধ্যয়ন-পরায়ণতা', 'ধর্ম্মজ্ঞান-বিতরণকার্য্য', 'অধ্যয়ন-পরায়ণতা', 'বিতর্ক-পরায়ণতা' ও 'ধর্ম্মচর্য্যার' বিষয় দেশনা করিয়া থাকি। যাহা শাস্তার শ্রাবকদের প্রতি হিতৈষণা ও অনুকম্পা প্রযুক্ত করণীয় তাহা আমি অনুকম্পা লইয়া করিয়াছি। এই সকল বৃক্ষমূল (তোমাদের জন্য) (আগন্তুক)-শূন্য গৃহ। তোমরা ধ্যান কর,—(তাহাতে) তাচ্ছিল্য করিও না, (যাহাতে) পরে অনুতাপ করিতে না হয়। ইহাই আমার অনুশাসন। [অং, ৩, ৮৬-৮৭]

মহা প্রজাপতি গৌতমী ভগবান বুদ্ধের কাছে আসিয়া বলিলেন :

"ভগবন্, যদি সংক্ষেপে ভগবান আমাকে ধর্ম্মদেশনা করেন, তবে ভাল হয়। তাহা হইলে আমি একান্তে থাকিয়া ভগবানের ধর্ম্মশ্রবণ করিয়া একাকী, নিঃসঙ্গ, অপ্রমত্ত ও আগ্রহবান্ হইয়া বাস করিতে পারি।"

"হে গৌতমী, যে ধর্ম্মগুলির সম্বন্ধে তুমি জ্ঞাত থাকিতে পার, সে সকল ধর্ম্ম রাগেই লইয়া যায়, বৈরাগ্যে নয়; বন্ধনেই লইয়া যায়, বন্ধনচ্ছেদে নয়, আচয়ে (অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি করণে), অনাচয়ে নয়; মহালাভের ইচ্ছায়, অল্পলাভের ইচ্ছায় নয়; অসন্তোষে, সন্তুষ্টিতে নয়; সঙ্গপ্রাপ্তিতে, নিঃসঙ্গতায় নয়; অলসতায়, উদ্যমশীলতায় নয়; দুর্ভরতায়, সুভরতায় নয়। ইহা নিশ্চিত ধারণা করিবে যে ইহা ধর্ম্ম নহে, ইহা বিনয় নহে, ইহা শাস্তার (বুদ্ধের) শাসন নহে। হে গৌতমী, যে সকল ধর্ম্মটি তুমি জানিয়া থাক (যাহা আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে যে নির্দ্দেশ দিয়াছি তাহার বিপরীত), তবে একথা নিশ্চিত জানিও যে (আমি যাহা দেশনা করিতেছি) ধর্ম্ম ইহাই, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন।" [বি, ২, ২৫৮]

[জনৈক গ্রামণীর (Village headman) সহিত বাক্যালাপ :]

"ভগবান্ কি সকল প্রাণী হিতের জন্য অনুকম্পাশীল ?"

"এইরূপই, গ্রামণী, তথাগত সকল প্রাণী হিতের জন্য অনুকম্পাশীল।"

"কিন্তু তিনি কি কাহাকে কাহাকে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম্মদেশনা করেন ও কাহাকে কাহাকে সেইরূপ ধর্ম্মদেশনা করেন না ?"

"এখন, গ্রামণী, তুমি কি মনে কর ? ধর একজন গৃহপতি কৃষকের তিনটি ক্ষেত আছে,—একটি ক্ষেত সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, একটি মধ্যমশ্রেণীর, একটি নিকৃষ্ট জঙ্গলাবৃত, ঊষর, খারাপ মাটির। যখন সে বীজ বপন করিতে ইচ্ছা করিবে তখন প্রথম ক্ষেতটিতে বপন করিবে, পরে মধ্যমটিতে। যখন তাহা করা হইয়াছে তখন সে নিকৃষ্ট ক্ষেতটিতে বীজ বপন করিতেও পারে, নাও করিতে পারে। কি কারণে ? কারণ শেষ পর্য্যন্ত ইহা গরুর খাদ্য যোগাইবার উপযুক্ত হইতে পারে।

"সেই ভাবেই, গ্রামণী, আমার, ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ক্ষেত। তাহাদের কাছে আমি সম্পূর্ণভাবে এই আদি কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ ও শেষ কল্যাণ ধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে ব্যঞ্জনা করি এবং এই একান্ত পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করি কি হেতু ? এই যে, তাহারা আমাকে দীপ করিয়া, আমাকে আশ্রয় করিয়া, আমাকে রক্ষার স্থান করিয়া, আমাকে পূরণ করিয়া, বিহার করিতেছে।

"তাহাদের পর আমার উপাসক ও উপাসিকারা মধ্যম ক্ষেতের মত। তাহাদেরও আমি ধর্ম্মদেশনা করি···এবং এই একান্ত পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করি। কারণ তাহারা আমাকে দীপ করিয়া, আমাকে আশ্রয় করিয়া, আমাকে রক্ষার স্থান করিয়া, আমাকে শরণ করিয়া বিহার করে।

"তাহাদের পর অন্যমতাবলম্বী শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, পরিব্রাজকেরা খারাপ মাটির নিকৃষ্ট ক্ষেতের মত। তাহাদেরও আমি ধর্ম্মদেশনা করি···এবং তাহাদের কাছে সেই ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করি। কি কারণে? যে তাহারা যদি অল্প কিছু,—এক পদও—বুঝিতে পারে, তবে বহু কালের জন্য তাহা তাহাদের হিতের ও সুখের কারণ হইবে।"

[সং, ৪, ৩১৪-৩১৬]

[একদা ভগবান শিংশপাবনে বিহার করিতেছিলেন। ঐ বৃক্ষের কয়েকটি পাতা হাতে লইয়া, ভিক্ষুদের বলিলেন:]

"তোমরা কি মনে করো, ভিক্ষুগণ—এই যে আমি কয়েকটি শিংশপা (বৃক্ষবিশেষ) গাছের পাতা হাতে লইয়াছি, ইহা বেশী কিম্বা উপরে শিংশপা বনে যে পাতাগুলি তাহা বেশী।"

"ভগবানের হাতে যাহা ধরা আছে, তাহা অল্পমাত্র, সামান্যই। উপরে বনে যাহা আছে তাহা বহুতর।"

"ঐ রকমই, ভিক্ষুগণ, আমি অভিজ্ঞদ্বারা যাহা পাইয়াছি, তাহার বহুতরই অপ্রকাশিত, অল্পমাত্রই প্রকাশ করা হইয়াছে। কি কারণে আমি ইহা অপ্রকাশিত রাখিয়াছি? কারণ, ভিক্ষুগণ, সেই সব উদ্দেশ্যের সহিত সংযুক্ত নয়, ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিগত নয়, এবং তাহা নির্ব্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞতা, সংবোধি বা নির্ব্বাণের সমাবর্ত্তন করে না। সেই জন্য আমি তাহা ব্যক্ত করি নাই।

"ভিক্ষুগণ, আমি কি কি প্রকাশ করিয়াছি?—ইহা দুঃখের উদয়, ইহা দুঃখের নিরোধ, ইহা দুঃখনিরোধগামী পথ। কি জন্য আমি ইহা প্রকাশ করিয়াছি? এই জন্য যে ইহা উদ্দেশের সহিত সংযুক্ত, ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিগত এবং ইহা নির্ব্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম

অভিজ্ঞতা, সম্বোধি ও নির্ব্বাণ সম্বর্ত্তন করে। এই জন্য আমি ইহা প্রকাশ করিয়াছি।"

[সং. ৫, ৪৩৭-৪৩৮)

তপচর্য্যা হইতে বিরক্তি (পালি—তপো—জিগুচ্ছা) এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে ও সরবান্ হইতে পারে। তুমি যখন আমাকে এই বল যেঃ ভগবানের এই ধর্ম্মের নাম কি, যাহাদ্বারা তিনি শ্রাবকদের ভিক্ষা দেন এবং যাহাতে শিক্ষিত হইয়া ভগবানের শ্রাবকগণ আশ্বস্ত হন ও তাহাকে ইপ্সিত ব্রহ্মচর্য্যের আদি বলিয়া স্বীকার করেন?—তখন হে নিগ্রোধ, আমি তোমাকে বলি যে ইহা হইতেও অধিকতর ও উন্নততর স্থান আছে, যাহার দিকে আমি শ্রাবকদের লইয়া যাই এবং যেখানে শ্রাবকেরা নীত হইলে আশ্বস্ত হইয়া স্বীকার করে যে ইপ্সিত ব্রহ্মচর্য্যের আদি এই।...

তুমি বিজ্ঞ ও বৃদ্ধ হইয়া ও ইহা কি তোমার মনে হয় নাই যে সেই বুদ্ধ ভগবান বোধ লাভের জন্যই ধর্ম্মদেশনা করেন; সেই ভগবান (নিজে) দম সম্পন্ন এবং দমগুণলাভের উদ্দেশ্যে ধর্ম্মদেশনা করেন; সেই ভগবান (নিজে) তীর্ণ এবং তরণের জন্যই ধর্ম্মদেশনা করেন; সেই ভগবান পরিনির্ব্বিত এবং পরিনির্ব্বাণের জন্যই ধর্ম্মদেশনা করেন।

আমি তোমাকে ইহা বলিতেছি, নিগ্রোধ,—কোনও বুদ্ধিমান লোক যে সৎ, অপ্রবঞ্চক, ঋজু-জাতীয় (অর্থাৎ সাদা সিধা) আমার কাছে আসিলে আমি তাহাকে শিক্ষা দিব, আমি তাহার কাছে ধর্ম্ম-দেশনা করিব। যদি সে আমার অনুশাসন মানিয়া চলে তবে সে সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য, যাহার জন্য কুলপুত্রেরা সম্পূর্ণভাবে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হয় তাহার পরিণতি প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করিয়া ...তাহাতে সপ্ত বৎসর বিহার করিবে।...এই জন্য এই কথা, ন্যগ্রোধ,

তোমাকে বলিতেছি না যে আমি শিষ্য (অন্তেবাসী) চাই কিম্বা তুমি যে উদ্দেশ্য বা জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়াছ, তাহা হইতে চ্যুত হও অথবা তোমাকে কুশল ধর্ম্ম বা কুশল মনোভাব হইতে পৃথক করিয়া অকুশল ধর্ম্মে বা অকুশল মনোভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই।

হে নিগ্রোধ, এমন অকুশল ধর্ম্ম আছে যাহা বিনষ্ট হইতে চায় না, ক্লেশ জন্মায়, পুনর্জন্ম ঘটায়, যাহা দুঃখকর, দুঃখ বিপাক টানিয়া আনে, জন্ম-জরা-মরণের কারণ, তাহার বিনাশের জন্য আমি ধর্ম্মদেশনা করিতেছি। যদি তুমি তাহা অনুসরণ করিয়া চল, তবে এই সকল অকুশল মনোভাব পরিত্যাগ করিবে এবং তাহাতে তোমার বোধগামী ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইবে এবং তোমার অভিজ্ঞ-দ্বারা নিশ্চিত করিয়া বিপুল-ভাবে প্রজ্ঞা-পরিপূর্ণ হইয়া বিহার করিবে।

[দী, ৩, ৫২, ৫৪-৫৭]

ইহা জনৈক ভিক্ষু সম্বন্ধে, যে অতীত, বর্ত্তমান বা অনাগত, আভ্যন্তরীণ বা বাহ্য, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, সম্মুখে বা দূরে, সকল প্রকার রূপ প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথরূপে দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে যে ইহা 'আমার নয়, আমি ইহা নই, আমার আত্মা ইহা নয়', সে পুনর্জন্মহীন (অনুৎপাদ) বিমুক্তি পাইয়াছে। (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান বিষয়েও সেইরূপ)।

এই পর্য্যন্ত গেলে ভিক্ষু অর্হৎ হয়, তাহার আসবগুলি ক্ষীণ হয়, তাহার জীবন যাপিত হয়, করণীয় কর্ম্মগুলি কৃত হয়, তাহার ভার নামান হয়, সদুদ্দেশ্য লব্ধ হয়, ভব-বন্ধন পরিক্ষীণ হয়, সে সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা বিমুক্তি পায়। এইরূপ বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষু তিনটি অনুত্তর বিষয় সমন্বিত হয়। অনুত্তর দৃষ্টি, অনুত্তর ধর্ম্মবিধি, অনুত্তর বিমুক্তি। এইভাবে বিমুক্তিলাভ করিয়া ভিক্ষু তথাগতকে মান্য করে,

গৌরব দেয়, শ্রদ্ধা করে ও পূজা করে, (এই ভাবিয়া যে) "তিনি বুদ্ধ ভগবান্। তিনি বোধের জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন; তিনি দমগুণশালী এবং তাহা শিখাইবার জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন; সেই ভগবান্ শান্ত ও শান্তি দিবার জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন; তিনি নিজে তীর্ণ হইয়াছেন ও তরণের জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন; তিনি নিজে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন এবং অন্যের পরিনির্ব্বাণের জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন।

[ম, ১, ২৩৪-২৩৫]

ঝ। সার পদার্থ

(গাথা) যাহারা অসারকে সার বলিয়া মনে করে এবং সারকে অসার দেখে, তাহারা সার পদার্থে যাইতে পারে না,—মিথ্যা ধারণাই তাহাদের গোচর হয়।

যাহারা সারকে সার বলিয়া জানে এবং অসারকে অসার বলিয়া,—তাহারা সম্যক্-সঙ্কল্প গোচর রাখিয়া সারে যাইতে পারে। [ধ, ১১, ১২]

ভিক্ষুগণ, (ধর্ম্মের) চারটি সার। এই চারটি কি কি?—শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি। [অং, ২, ১৪১]

(গাথা) যখন সার জানা হইয়াছে, তখন বাক্য সুভাষিত, যাহা শ্রুত ও বিজ্ঞাত হইয়াছে, তাহা সমাধির সার।

যে লোক প্রচণ্ড, বা স্বভাবতঃ ভ্রান্তিপরবশ তাহার কোনও শ্রদ্ধা, কোনও শ্রুতিই বর্দ্ধিত হয় না।

যাহারা আর্য্যদের বিদিত এই অনুত্তর ধর্ম্মে কায়-বাক্য-মনে রত হয়, তাহারা শান্তি সংযম ও সমাধিতে সংস্থিত হইয়া, শ্রুতি ও প্রজ্ঞার সার লাভ করিবে। [সূ, ৩২৯, ৩৩০]

ভিক্ষুগণ, এই ব্রহ্মচর্য্যই এই প্রকার,—ইহাতে লাভের সম্মান-প্রাপ্তি, যশের কোনও সুবিধা নাই, শীল সম্পাদনের কোনও সুবিধা নাই, সমাধি সম্পাদনের কোনও সুবিধা নাই, জ্ঞান ও দর্শনলাভেরও কোনও সুবিধা নাই। কিন্তু এই যে অটল চিত্ত-বিমুক্তি ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য, ইহাই তার সার, ইহাই সমাপ্তি।

[ম, ১,১৯৭, ২০৪-২০৫]

আমার প্রতি, আনন্দ, মিত্রভাবে আচরণ করিও, শত্রুভাবে নয়। তাহা তোমার বহুকালের জন্য হিতের ও সুখের হইবে। দেখ আনন্দ, যেমন কুম্ভকার ভিজা মাটি দিয়া মাটির ভাণ্ড বানায় আমি সে রকম চেষ্টা করিব না। আমি তোমাদের সংযত করিবার জন্য, পবিত্র করিবার জন্য তোমাদের কাছে আমার কথা বলিব। যাহা সার, তাহা থাকিয়া যাইবে।

[ম, ৩, ১১৮]

(গাথা) যেমন ডুমুর গাছ হইতে ফুল চয়ন করা যায় না সেইরূপ ভবগুলিতে (becomings) সার পাওয়া যায় না। ভিক্ষু নীচের ও উপরের (ইহলোকের ও পরলোকের) বন্ধন ছাড়িয়া দেয় যেমন সাপ তাহার জীর্ণ পুরান খোলস ছাড়ায়।

[সূ, ৫]

(গাথা) যে উপাদি (আসক্তি) গুলিতে কোনও সার পায় না, যে আসক্তির বিষয়গুলির প্রতি ইচ্ছা ও অনুরাগ দূর করে, যে কাহারও আশ্রয় লয় না এবং অন্য দ্বারা পরিচালিত হয় না, সেই ভিক্ষু সংসারে সম্যক্ পরিব্রাজিত।

[সূ, ৩৬৪]

৫৩। অতিক্রম

ভিক্ষুগণ, এই পৃথিবীতে আস্বাদ পায় বলিয়াই, লোকেরা পৃথিবীতে অনুরক্ত। এখানে বিপদ আছে, এই হেতু তাহারা বিরক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি এই পৃথিবী হইতে নিঃসরণের উপায় না থাকিত, তবে নিঃসরণ হইত না। যেহেতু, ভিক্ষুগণ, পৃথিবী হইতে নিঃসরণের উপায় আছে, সেই হেতু নিঃসরণ সম্ভব।···যখন লোকেরা এই পৃথিবীর আস্বাদ, তাহার বিপত্তি এবং তাহা হইতে নিঃসরণ যথাযথভাবে জানিতে পারিবে, তখন তাহারা পৃথিবী হইতে নিঃসরণ করিয়া, অনাসক্ত হইয়া, বিমুক্ত হইয়া চিত্তের সকল বাধাগুলি সরাইয়া বিহার করিবে। যে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণেরা এই পৃথিবীর আস্বাদ·· ···(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ), তাহারাই (প্রকৃত পক্ষে) শ্রমণ-ব্রাহ্মণ,—শ্রমণের মত শ্রমণ, ব্রাহ্মণের মত ব্রাহ্মণ এবং এই আয়ুষ্মন্তেরাই, শ্রমণই হউক কি ব্রাহ্মণই হউক, তাহারা এই সংসারে তাহাদের স্বীয় অভিজ্ঞা দ্বারা সত্য উপলব্ধি এবং শ্রামণ্যের ও ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ উপলব্ধি করিয়া এবং তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া সেখানেই বিহার পায়।

[অং, ১,২৬০]

হে ভিক্ষুগণ, তিনটি মুক্তির উপায় (নিঃসরণীয়)। এই তিনটি কি কি ? কাম হইতে নিঃসরণ যাহাকে নিষ্ক্রমণ বলে ; রূপ হইতে নিঃসরণ যাহাকে বলে অরূপ-লাভ ; যাহা কিছু নামে পরিচিত, হেতু হইতে উৎপন্ন, তাহার নিরোধ নিঃসরণ।

(গাথা) কাম নিঃসরণ জ্ঞাত হইয়া
রূপগুলি অতিক্রম করিয়া,
সকল সংস্কারের শান্তি করিয়া,

সর্ব্বদা অতি উৎসাহবান্ যে ভিক্ষু
সেই সম্যক্-দর্শী, সেই এই প্রকারে বিমুক্তি
লাভ করে ; সে অভিজ্ঞা-সংপ্রাপ্ত, শান্ত,
বন্ধন-অতিক্রান্ত মুনি।

[ই, ৬১]

ভিক্ষুগণ, পাঁচটি ধাতু আছে যাহা নিঃসরণের (অর্থাৎ বহির্গমনের) উপায় স্বরূপ। এই পাঁচটি কি কি ?

ধর, একজন ভিক্ষু কামে (অর্থাৎ পার্থিব বস্তুর আকাঙ্ক্ষায়) মনোযোগ দেয়। তবে যদিও তাহার চিত্ত ইহাতে উল্লসিত হয় না, তথাপি তাহা প্রসন্ন বা শান্ত বা বিমুক্ত হইতে পারে না। পরন্তু যদি নৈষ্কর্ম্ম্য (ত্যাগধর্ম্ম—renunciation) মনে রাখে, তাহার চিত্ত উল্লসিত, প্রসন্ন, শান্ত ও বিমুক্ত হয়। তাহার সেই চিত্ত সুকৃত, সু-ভাবিত, সু-অন্তরিত, সু-বিমুক্ত, কাম হইতে সু-বিযুক্ত। এবং কামপর্য্যায় হইতে যে সকল আসব জাত হয়, যাহা অস্থির করে ও যাহা জ্বালাময় তাহা হইতে সে মুক্ত হয় এবং সেই বেদনা সে অনুভব করে না। ইহা কামের নিঃসরণ বলিয়া আখ্যাত।

পুনশ্চ, যদি কোনও ভিক্ষু পরের অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা মনে রাখিয়া·········(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ) এবং অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা হইতে ·········(পূর্ব্ববৎ)······অনুভব করে না। ইহা অনিষ্ট-সাধন-ইচ্ছার নিঃসরণ বলিয়া আখ্যাত

পুনশ্চ, যদি কোনও ভিক্ষু নিজ দেহকেই মনে রাখে, যদিও তাহার চিত্ত দেহের চিন্তায়ই উল্লসিত হয় না, তথাপি তাহা প্রশান্ত, বা শান্ত বা বিমুক্ত হইতে পারে না। পরন্তু যদি সে দেহ চিন্তা মনে না রাখে, তবে তাহার চিত্ত উল্লসিত, প্রসন্ন, শান্ত ও বিমুক্ত হয়। তাহার সেই

চিত্ত সুকৃত, সু-ভাবিত, সু-অন্তরিত, দেহ চিন্তা হইতে সু-বিযুক্ত হয়। এবং দেহ-চিন্তা পর্য্যায় হইতে যে সকল আসব জাত হয়, যাহা অস্থির করে, যাহা জ্বালাময়, তাহা হইতে সে মুক্ত হয় এবং সেই বেদনা সে অনুভব করে না। ইহা দেহ-চিন্তা হইতে নিঃসরণ বলিয়া আখ্যাত।

[অং, ৩, ২৪৫-২৪৬]

তুমি কি মনে কর, আনন্দ, (সাতটির মধ্যে) ইহা প্রথম বিজ্ঞান-স্থিতি (stations for consciousness), যথা নানা দেহধারী ও নানা সংজ্ঞার, যেমন মানুষের, কোনও কোনও দেবতাদের এবং কোনও কোনও বিনিপাতিকদের (অর্থাৎ যাহারা অধঃপাতে গিয়াছে); যাহারা পূর্ব্বে তাহা জানিয়াছে, তাহাদের উদ্ভব জানিয়াছে, এবং তাহাদের অস্তগমন জানিয়াছে, তাহাদের আস্বাদ এবং তাহাদের আপদ জানিয়াছে, তাহাদের নিঃসরণ কিরূপ জানিয়াছে,—তাহাদের ইহাতে কি আনন্দ করা উচিত ?

—না, ভন্তে।

আনন্দ, যখন কোনও ভিক্ষু এই সাতটি বিজ্ঞানস্থিতির উদয় ও অস্তগমন, ইহাদের আস্বাদ ও আপদ্, ইহাদের নিঃসরণ যথাভূতরূপে জানিয়া অবশিষ্ট ('উপাধি') শূন্য হইয়া বিমুক্ত হয়, সেই ভিক্ষুদের বলা হয় প্রজ্ঞা দ্বারা বিমুক্ত।

[দী, ২, ৬৯-৭০]

ভিক্ষুগণ, বিসংযোগ (মুক্তি) চার প্রকার। এই চারটি কি কি ? —কাম হইতে, ভব হইতে, দৃষ্টি হইতে ও অবিদ্যা হইতে।

—কাম হইতে বিসংযোগ কি প্রকার ?

ভিক্ষুগণ, ইহাতে কেহ যথাভূতরূপে সকল কামের উদয় ও বিলয়, তাহাদের স্বাদ ও দুঃখজনক ফল ও তাহা হইতে নিঃসরণের উপায়

পূর্ব্বেই জানিয়া থাকে। এই সকল কামের অন্তর্গত যে কামশক্তি, কামে আনন্দ, কামের প্রতি অনুরাগ, কামে মূর্চ্ছা, কামে পিপাসা, কাম-তৃষ্ণা (ইত্যাদি),—যে যথাভূতরূপে এই সকল জানে, সে ইহাতে আবিষ্ট হয় না। ইহাকেই, ভিক্ষুগণ, কাম-বিসংযোগ বলে।

[এইভাবে পরবর্ত্তী অংশে 'ভব-বিসংযোগ ও দৃষ্টি-বিসংযোগ' ব্যাখ্যাত হইয়াছে]

ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা-বিসংযোগ কিরূপ ?

ইহাতে কেহ যথাভূতরূপে ছয়টি স্পর্শায়তনের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারে) উদয় ও বিলয়, তাহাদের স্বাদ ও দুঃখজনক ফল ও তাহা হইতে নিঃসরণের উপায় পূর্ব্বেই জানিয়া থাকে এবং এই ছয়টি স্পর্শায়তনের অন্তর্গত যে অবিদ্যা ও অজ্ঞান তাহা দ্বারা সে আবিষ্ট হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহাকে অবিদ্যা-বিসংযোগ বলে।

সকল পাপ হইতে, সকল কলুষতা হইতে, সকল পুনর্ভব হইতে, সকল কষ্ট হইতে, সকল দুঃখ-বিপাক হইতে, সকল জন্ম-জরা-মরণ হইতে মুক্ত বলিয়া তাহাকে যোগ-ক্ষেম (অর্থাৎ বন্ধন মুক্ত) বলে।

[অং, ২, ১১-১২]

ট। নির্ব্বাণ

ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রিয় পাঁচটি। তাহারা নানা বিষয়ক ও নানা বিষয়-গোচর। একের গোচর-বিষয় অন্যে অনুভব করে না। পাঁচটি কি কি?—চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, নাসিকা-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় ও দেহ-ইন্দ্রিয়।

এই পাঁচটি নানা-বিষয়ক, নানা-গোচর ইন্দ্রিয়গুলি, মনই শরণ

(অর্থাৎ তাহারা মন আশ্রয় করিয়া থাকে)। স্মৃতি মনকে আশ্রয় করিয়া, বিমুক্তি স্মৃতি আশ্রয় করিয়া, নির্ব্বাণ বিমুক্তি আশ্রয় করিয়া থাকে। এখন, নির্ব্বাণ কি আশ্রয় করিয়া থাকে ? যদি জিজ্ঞাসা কর 'কি নির্ব্বাণকে আশ্রয় করে ?'—তবে এই প্রশ্ন ধারণার বাহিরে লইয়া যায় এবং ইহার সমাধান হয় না। নির্ব্বাণে নিমগ্ন হইবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্যে বাস,— নির্ব্বাণের পারে যাইতে, নির্ব্বাণে পরিসমাপ্তিতে।

[সং, ৫, ২১৮]

হে রবি, রূপেই মার আছে, অথবা তাহার (নিযুক্ত) ঘাতক, অন্ততঃপক্ষে যাহা মরিতে যায়। সুতরাং তুমি রূপকে মারের অথবা তাহার ঘাতকের মত দেখিও,—বা যাহা মরে, বা রোগগ্রস্ত হয় তাহার মত, বা গলগণ্ডের মত শল্যের মত, দুর্ঘটনা বা দুর্ঘটনাভূত কিছুর মত দেখিও। যাহারা তাহা এইভাবে দেখে, তাহারা ঠিকই দেখে। (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে একই কথা।) ইহা ঠিকভাবে দেখা নির্বেদের জন্য, নির্বেদ বিরাগের জন্য, বিরাগ বিমুক্তির জন্য, বিমুক্তি নির্ব্বাণের জন্য। কিন্তু তুমি যদি প্রশ্ন কর, 'নির্ব্বাণ কিসের জন্য', তবে এই প্রশ্ন ধারণার বাহিরে লইয়া যায় ও ইহার সমাধান হয় না। রবি, নির্ব্বাণে নিমগ্ন হইবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্যে বাস,—নির্ব্বাণের পারে যাইতে, নির্ব্বাণে পরিসমাপ্তিতে।

[সং, ৩, ১৮৯]

যদি কোনও ভিক্ষু নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধের দ্বারা জরা-মরণ হইতে কোনও অবশেষ,—যাহা পুনর্জন্মের কারণ,—না রাখিয়া (অণুপাদী হইয়া) বিমুক্ত হয়, তবে তাহার সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে সে এই জন্মেই নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে।

[সং, ২, ১৮]

ভিক্ষুগণ, যেমন যত মহানদী, যথা গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরযূ, মহী সকলেই পূর্ব্বদিকে নামিয়া, পূর্ব্বদিকে গড়াইয়া, পূর্ব্বদিকে চলিয়া যায়, সেইরকমই ভিক্ষু চলিয়া যায় নির্ব্বাণের দিকে।

[সং ৫, ৩৯-৪০]

হে মাগন্দ্য, শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা যাহারা অধ্যাত্মবিষয়ে উপশান্তচিত্ত ও পিপাসা রহিত হইয়া চলিতে প্রস্তুত হইয়াছে বা চলিতেছে বা চলিবে, তাহারা সকল কামগুলির উদয় ও অস্তগমন, তাহাদের আস্বাদন, বিপদ ও তাহা হইতে নিঃসরণ যথাযথ জানিয়া,—কাম-তৃষ্ণা ছাড়িয়া, কাম-জ্বর দূর করিয়া,—পিপাসাশূন্য ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপশান্তচিত্ত হইয়া চলিয়াছিল, চলিতেছে ও চলিবে।

(গাথা) স্বাস্থ্য পরম লাভ; নির্ব্বাণ পরম সুখ; সকল
মার্গের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গই শান্তিময় অমৃতে লইয়া যায়।

তুমি, মাগন্দ্য, পূর্ব্বকালের পরিব্রাজক আচার্য্যদের এইরূপ বলিতে শুনিয়াছ; স্বাস্থ্যই পরম লাভ, নির্ব্বাণই পরম সুখ। সেই স্বাস্থ্য কি? সেই নির্ব্বাণ কি?

[পরিব্রাজক মাগন্দ্য তৎক্ষণাৎ নিজের সর্ব্বাঙ্গ হাত দিয়া মাজিয়া বলিল: 'হে গৌতম, ইহাই আরোগ্য, ইহাই নির্ব্বাণ; আমি এখন অরোগ ও সুখী আছি। আমার কোনও অসুখ নাই'।]

যেমন কোনও জন্মান্ধ লোক যে কৃষ্ণরূপ বা শুক্লরূপ দেখিতে পায় না, অথবা নীলরূপ, পীতরূপ, লোহিতরূপ, বা উজ্জ্বল লোহিতরূপ, —যে সমতল বা অসমতল দেখিতে পায় না অথবা তারকা কিংবা চন্দ্র-সূর্য্য,—তুমি তাহার মতন। তুমি কি মনে কর একজন জন্মান্ধ লোক জানিয়া শুনিয়া একখানি তেল-কালিমাখা বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া বলে যে এই কাপড়খানা সুন্দর, পরিষ্কার, শুচি, নির্ম্মল, অথবা যে

চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তাহাকে এই তেল-কালি মাখা কাপড় দিয়া বঞ্চনা করিয়াছে তাহার উপর (এই কাপড় দেখিতে পাইলে) কোনও আস্থা রাখিত।

এই ভাবে, মাগন্দ্য, অন্যান্য সম্প্রদায়ের পরিব্রাজক আছে যাহারা অন্ধ, চক্ষুহীন, স্বাস্থ্য কাহাকে বলে জানে না, নির্ব্বাণ যাহারা দেখে নাই, তথাপি এই গাথা আবৃত্তি করে ঃ

'স্বাস্থ্যই পরম লাভ, নির্ব্বাণই পরম সুখ'।

পূর্ব্বকালের অর্হতেরা যাহারা সম্যক্ সম্বুদ্ধ ছিলেন তাঁহারা এই গাথা আবৃত্তি করিতেন ঃ

'স্বাস্থ্যই পরম লাভ, নির্ব্বাণই পরম সুখ ; সকল মার্গের মধ্যে
অষ্টাঙ্গিক মার্গই শান্তিময় অমৃতে লইয়া যায়'।

এই যে তুমি, মাগন্দ্য, পূর্ব্বকালের পরিব্রাজক আচার্য্যগণ এইরূপ বলিয়াছেন শুনিয়াছ।

পরম্পরাক্রমে এখন সাধারণ লোকের কাছে এই কথা পৌছিয়াছে। এখন, মাগন্দ্য, এই শরীরই রোগ স্বরূপ, গণ্ড স্বরূপ, শৈল্য স্বরূপ. প্রতিবন্ধক স্বরূপ। তথাপি তুমি বলিতেছ ঃ 'ইহাই স্বাস্থ্য, ইহাই নির্ব্বাণ'। কারণ তোমার সেই আর্য্যচক্ষু নাই যাহার দ্বারা তুমি স্বাস্থ্য কি জানিতে পার, নির্ব্বাণ কি দেখিতে পার। তোমাকে আমি ধর্ম্মেদেশনা করিয়া বুঝাইব স্বাস্থ্য কি, নির্ব্বাণ কি, যদিও তাহাতে আমার ক্লেশ ও উত্ত্যক্ততা হইতে পারে। কিন্তু যদি আমাকে এইরূপ ধর্ম্মদেশনা করিতে হয় যাহাতে তোমার চক্ষু খোলে ; তবে তুমি পঞ্চ উপাদান খণ্ডের (Five components of grasping) জন্য আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ কর এবং এই চিন্তা কর ঃ 'আমি বহুকাল এই চিত্তদ্বারা বঞ্চিত ও প্রলুব্ধ হইয়াছি'। আমি কেবল রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা,

সংস্কার, বিজ্ঞান ধরিতে গিয়া তাহাই ধরিয়াছি। এই জন্য আমার হইয়াছে ভব (Becoming বা উৎপত্তির সম্ভাবনা) ; ভব হইতে জন্ম ; জন্ম হইতে জরা-মরণ ; জরা-মরণ হইতে শোক-রোদন-দুঃখ-নৈরাশ্য। এই ভাবে সমস্ত দুঃখখণ্ডের উদয় হইয়াছে।

সুতরাং, মাগন্দ্য, সৎ পুরুষের সঙ্গলাভ কর। যদি তুমি সৎ পুরুষের সঙ্গলাভ কর, তবে সদ্ধর্ম্ম শুনিতে পাইবে। যদি সদ্ধর্ম্ম শুনিতে পাও, তুমি ধর্ম্মানুসারে চলিতে পারিবে। সেইরূপ ধর্ম্মানুসারে চলিলে, তুমি সম্যক্ ভাবে জানিতে ও দেখিতে পারিবে যে এই সকল রোগ স্বরূপ, গণ্ড স্বরূপ, শৈল্য স্বরূপ। এ সকলের কিছু অবশিষ্ট না রাখিয়া এখনই নিরোধ করিতে হইবে। তাহাদের উপাদান (grasping—ধরিয়া থাকা) নিরোধ করিলে ভব-নিরোধ, ভব-নিরোধেব দ্বারা জন্ম-নিরোধ, জন্ম-নিরোধের দ্বারা জরা-মরণ-নিরোধ ; জরা মরণ-নিরোধের দ্বারা শোক-রোদন-দুঃখ-নৈরাশ্য-নিরোধ হইতে পারে। এই ভাবে এই সমস্ত দুঃখখণ্ডের নিরোধ হয়।

[ম, ১, ৫০৮-৫১২]

জরা-মরণের ক্ষয়কেই আমি নির্ব্বাণ বলি।

[সু, ১০৯৪]

নির্ব্বাণের অর্থ ই ভব (Becoming) নিরোধ।

[সু ২,১১৭]

ভিক্ষুগণ, সকল সংস্কারে সার্ব্বভৌমিক করিয়া দুঃখ সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠার জন্য ছয়টি সুবিধাজনক অবস্থার সন্দর্শনই যথেষ্ট। এই ছয়টি কি ?—(এই ছয়টি চিন্তা :) সকল সংস্কারে নির্ব্বাণের সংজ্ঞা আমার মনে উপস্থিত থাকিবে (অর্থাৎ আমার সংস্কার মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ পাইতে হইবে—যেন কোনও ঘাতক উৎক্ষিপ্ত অসি লইয়া আছে। সর্ব্বলোক

হইতে আমার মন বাহির হইয়া আসিবে। নির্ব্বাণে আমি শান্তি দেখিতে পাইব। আমার মনের অন্তর্নিহিত গতিগুলি ধ্বংস পাইবে। আমি কৃচ্ছ্র চারী হইব, এবং মৈত্রীর সহিত শাস্তার পরিচারক হইব।

[অং, ৩, ৩৪৪]

৯। অমৃত

যাহা রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয় তাহাকেই বলে নির্ব্বাণ। এই আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ,—যথা সম্যক্ দৃষ্টি ইত্যাদি,—অমৃতগামী মার্গ।

[সং ৫, ৮]

(গাথা) যে ইহা হইতে ও উহা হইতে (অর্থাৎ নানা বিষয়ের জ্ঞান হইতে) স্কন্দগুলির উৎপত্তি ও ক্ষয় সম্বন্ধে গবেষণা করে, সে, অমৃত কি যে জানে, তাহার আনন্দ ও প্রমুদিতা লাভ করে। [ধ, ৩৭৪]

অমৃত আমার অধিগত হইয়াছে।

[বি, ১, ৯]

এই অন্ধভূত লোকে আমি অমৃতের দুন্দুভি বাজাইয়াছি।

[ম, ১, ১৭১]

অমৃতের দ্বার খোলা হইয়াছে।

[বি, ১, ৭]

(গাথা) যে পূর্ণকাম, কুশলে প্রতিষ্ঠিত, সে অমৃত প্রাপ্তির মার্গ ভাবিত করে। যে ধর্ম্মের সার অধিগত করিয়া ক্ষয়ে (বেদনা, সংজ্ঞা ইত্যাদির ক্ষয়ে) রত, সে মৃত্যুরাজ আসিবে বলিয়া কম্পমান হয় না।

[সং, ৫, ৪০২]

(গাথা) তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি যাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, যে জ্ঞানী ও যাহার সংশয় নাই, যে অমৃতের গভীরতার পরিমাপ পাইয়াছে।

[ধ, ৪১১]

ভিক্ষুগণ, স্মৃতির (mindfulness) স্থান চারটি। কোন চারটি? কোনও ভিক্ষু কায়াতেই কায়া দেখিয়া বিহার করে। সে ওজস্বী, সম্প্রজ্ঞান, স্মৃতিমান হয় যাহাতে সে সংসারে অবিদ্যা ও নিরাশা সংযত করিতে পারে। যে কায়াতে কায়া দেখিয়াই বিহার করে, সে কায়িক ইচ্ছা পরিহার করে। ইহা পরিহার করায় সে অমৃতকে হৃদয়ঙ্গম করে। [অন্য তিনটি স্মৃতির স্থান,—বেদনা (feelings), চিত্ত ও ধর্ম্ম (mental states) সম্বন্ধে একই কথা।]

[সং, ৫, ১৮১-১৮২]

ভিক্ষুগণ, চারটি স্মৃতির স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিহার কর। অমৃতকে তোমরা বিনষ্ট করিও না।

[সং, ৫, ১৮৪]

ছয়টি ধর্ম্মে সমন্বিত হইয়া গৃহপতি তাপুস্স তথাগতে নিষ্ঠাবান্ হইয়াছেন। তিনি অমৃতদর্শন করিয়াছেন এবং তাহার সত্ত্বতা উপলব্ধি করিয়া চলিয়াছেন। এই ছয়টি কি কি? তাঁহার তথাগতে অচল বিশ্বাস আছে, ধর্ম্মে অচল বিশ্বাস আছে, সঙ্ঘে অচল বিশ্বাস আছে,—এবং আর্য্যশীলে, আর্য্যজ্ঞানে এবং আর্য্যবিমুক্তিতে।

[অং, ৩, ৪৫০-৪৫১]

ভিক্ষুগণ, এই সাতটি সংজ্ঞা (জ্ঞান) আছে। তাহা ভাবিত করিলে বহুল করিলে মহাফল হয় মহোপকার হয়, অমৃতে মগ্ন করে অমৃতে পর্য্যবসান হয়। এই সাতটি কি কি? অশুভের সংজ্ঞা, মরণের

সংজ্ঞা, আহারের প্রতিকূল সংজ্ঞা, সকল সংসারের প্রতি অনভিরতির সংজ্ঞা, অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা।

[অং, ৪, ৪৬]

ড। সংস্কারাতীত

ভিক্ষুগণ, কিছু আছে যাহা অজাত, অভূত, অকৃত, সংস্কার বিরোহিত। এই অজাত, অভূত, অকৃত, সংস্কার বিরোহিত কিছু না থাকিলে জাত, ভূত, কৃত, সংস্কারবদ্ধ অবস্থা হইতে নিঃসরণ প্রতিপন্ন হয় না। যেহেতু এই অজাত, অভূত, অকৃত, সংস্কার বিরোহিত কিছু আছে সেই জন্য জাত, ভূত, কৃত, সংস্কারবদ্ধ অবস্থা হইতে নিঃসরণ প্রতিপন্ন হয়।

[উ, ৮০]

ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের সংস্কার বিহীনতা (the incomposite) ও যে পথে সংস্কারবিহীন হওয়া যায় তাহার সম্বন্ধে দেশনা করিব। সংস্কারবিহীনতা কি? যাহার রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয় তাহাই সংস্কারবিহীনতা। তাহার পন্থা কি?—দেহ সম্বন্ধে স্মৃতিমান হওয়া। ভিক্ষুগণ, তোমাদের এইরূপই আমি সংস্কারবিহীনতা ও তদ্‌গামী পন্থা সম্বন্ধে দেশনা করিয়াছি। যাহা শাস্তার করণীয়, শ্রাবকদের হিতৈষী হইয়া অনুকম্পাপূর্ব্বক আমি তোমাদের জন্য করিয়াছি।

[সং, ৪, ৩৫৯]

ভিক্ষুগণ, সংহত (composite) বস্তুর তিনটি সংহতত্বের লক্ষণ থাকে—এই তিনটি কি কি? ইহার উৎপত্তি দেখা যায়; বিনাশ

দেখা যায় ; স্থিত অবস্থায় পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এই তিনটি সংহত বস্তুর সংহতত্বের লক্ষণ।

ভিক্ষুগণ, অসংহতবস্তুর তিনটি অসংহতত্বের লক্ষণ। এই তিনটি কি? তাহার উৎপত্তি দেখা যায় না ; বিনাশ দেখা যায় না ; স্থিত অবস্থায় পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

[অং, ১, ১৫২]

আনন্দ, যেরূপ অতীত হইয়াছে, বিনষ্ট হইয়াছে, পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, —বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, অতীত হইয়াছে (ইত্যাদি),— তাহার উৎপত্তি, নিরোধ ও পরিবর্ত্তন জানা গেলে, যাহা স্থিত (বা বর্ত্তমান) তাহারও উৎপত্তি, নিরোধ ও পরিবর্ত্তন জ্ঞাত হওয়া যায়।

যেরূপ (এখনও) অজাত, অনাবির্ভূত, যে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান (এখনও) অজাত, অনাবির্ভূত, তাহার উৎপত্তি, নিরোধ ও পরিবর্ত্তন জানা গেলে যাহা স্থিত (বা বর্ত্তমান্) তাহারও উৎপত্তি, নিরোধ ও পরিবর্ত্তন জ্ঞাত হওয়া যায়।

যেরূপ জাত, অবির্ভূত, যে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান জাত, অবির্ভূত, তাহার উৎপত্তি, নিরোধ এবং যাহা স্থিত তাহার পরিবর্ত্তন জানা গেলে যাহা স্থিত (বা বর্ত্তমান) তাহার উৎপত্তি, নিরোধ এবং স্থিতের পরিবর্ত্তনও জ্ঞাত হওয়া যায়।

[সং, ৩, ৩৯-৪০]

অধ্যায় ৭—লোকোত্তর

(লোকোত্তর)

সেই তথাগত (লোকের) দৃষ্টিবদ্ধ হইয়া সত্য সত্যই উপস্থিত থাকিলেও তিনি অনুপলভ্য। সেই হেতু সেই উত্তম পুরুষ, পরম প্রাপ্তি-প্রাপ্ত তথাগত সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা করা কি সমীচীন যে মরণের পর তিনি হন্ বা হন্ না, অথবা তিনি হন্ ও নাও হন্, অথবা হন্ও না, নাও হন্ না।

[সং, ত, ১১৮]

তথাগত মরণের পর হন্ বা হন্ না, অথবা তিনি (উভয়এ) হন্ এবং হন্ না। কিম্বা হয়তো হন্ বা হন্ না এসব মত তথাগতকে কায়া-বেদনা-সংজ্ঞা সংস্কার-বিজ্ঞান রূপে দেখা। এই কারণে, এই 'হেতু'তে ভগবান্ তাহা অব্যাখ্যাত রাখিয়াছেন।

[সং, ৪, ৩৮৪-৩৮৬]

[পরিব্রাজক বৎসগোত্র গৌতমকে পত্র করিলেন যে একজন ভিক্ষু (যে তথাগত) চিত্তবিমুক্তি লাভের পর কোথায় উৎপন্ন হন্ বা পুনরুৎপন্ন হন্। গৌতম বলিলেন :]

"বৎসগোত্র, উৎপন্ন হওয়ার কথা খাটে না।"

"তবে কি তিনি উৎপন্ন হন্ না।"

"উৎপন্ন হন্ না—একথা খাটে না।"

"তাহলে তিনি উৎপন্ন হন্, আবার উৎপন্ন হন্ না।"

"উৎপন্ন হন্, আবার উৎপন্ন হন্ না—এ কথা খাটে না।"

"তবে তিনি উৎপন্ন হন্ না, আবার না ও হন্ না ?"

"এ কথাও খাটে না।"

"ইহাতে আমি কেবল দ্বিধাপন্ন, মোহাপন্নই হইলাম।"

"বৎস, তোমার দ্বিধা ও মোহ হওয়াই স্বাভাবিক। গভীর এই ধর্ম্ম, দুর্দশনীয়, দুর্ব্বোধ্য, সত্য, উৎকৃষ্ট, তর্ক-বিচারের অতীত, সূক্ষ্ম, পণ্ডিতদের বোধগম্য। তোমার কাছে তাহা দুর্জ্ঞেয়, কারণ তুমি ভিন্ন দৃষ্টির, ভিন্ন ধর্ম্মমতের, ভিন্নরুচির, ভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত এবং তোমার আচার্য্য পৃথক্।

সুতরাং, বৎস, এ বিষয়ে তোমাকে আমি প্রতিপ্রশ্ন করিব।—যদি তোমার সামনে আগুন জ্বলিতে থাকে, তুমি তাহা জানিতে পারিবে ?"

"হাঁ, গৌতম।"

"যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় কি কারণে ইহা জ্বলে,—তুমি তাহার উত্তর দিতে পার ?"

"তৃণ-কাষ্ঠ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে, সেই উপাদানগুলিতে আগুন জ্বলে,—আমি এই উত্তর দিব।"

"যদি আগুন নিবানো হয়, তুমি তাহা জানিতে পারিবে ?"

"হাঁ।"

"যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে এই নিবানো আগুন কোন্ দিকে গিয়াছে,—পুবে কি পশ্চিমে, উত্তরে কি দক্ষিণে, তুমি কি তাহার উত্তর দিতে পার ?"

"সে কথা খাটে না। কারণ আগুন জ্বলিয়াছিল তৃণ-কাষ্ঠের উপাদানে,—তাহা ফুরাইয়া গেলে অন্য আহার পায় নাই, তাহা নিবিয়া গেল এইরূপ বলা হয়।"

"বৎস, এই ভাবেই সকলরূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, যে সকল দ্বারা তথাগতকে চিনিতে পারা যাইতে পারে,—তাহা তিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তাল বৃক্ষের মত ছিন্নমূল করিয়াছেন, তাহার পুনঃ-

সম্ভাবনা এমন ভাবে বিনষ্ট করিয়াছেন যে তাহা ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হইবে না। তথাগত রূপসংজ্ঞা (বা অন্য কোনও সংজ্ঞা) হইতে মুক্ত। গভীর, অপ্রমেয়, দুরবগাহ্য, মহাসমুদ্রের মত।

(ম, ১, ৪৮৬-৪৮৭)

মার, ব্রহ্ম, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্য লইয়া যে এই লোক, তাহাতে কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, বিচিন্তিত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, অনুসন্ধিত, বিচারিত হয়,—তথাগত দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে বোধগত হইয়াছে। সেইজন্য তাহাকে তথাগত বলা হয়। অধিকন্তু যে রাত্রিতে তথাগত সম্বোধি লাভ করেন ও যে রাত্রিতে তিনি মহাপরিনির্ব্বাণগত হন, এই সময়ের মধ্যে তিনি যাহা বলিয়াছেন, প্রচার করিয়াছেন, নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—তাহার সকলি সেইভাবে হইয়া থাকে, অন্যথা হয় না। সেইজন্য তাঁহাকে বলা হয় তথাগত। তথাগত যেরূপ বলেন, সেইরূপ করেন, যেরূপ করেন সেইরূপই বলেন। সেইজন্য তাঁহাকে বলা হয় তথাগত।

[দী, ৩, ১৩৫]

(গাথা) যাহা কিছু দেখা যায় বা শোনা যায় বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করা যায় তাহাকেই সত্য বলিয়া অন্যরা ধরিয়া থাকে।
ইহার কোনওটিই আমি পরম সত্য বলিয়া মানিয়া নিতে পারি না—এই সকল যাহা অন্যে নিশ্চিতভাবে সত্য বা মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করে।
এই যে শেল যাহাতে মানুষ আবদ্ধ হইয়া ঝুলিয়া আছে তাহা প্রস্তুতই আছে দেখিয়া, ইহাও আমি জানিয়াছি, দেখিয়াছি, যে তথাগতের জন্য এইরূপ (শেলে) ঝুলিয়া থাকা নয়।

[অং, ২, ২৫]

তথাগত যে কথা অনৃত, মিথ্যা, উদ্দেশ্যহীন বলিয়া জানেন, তাহা অন্যের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হইলেও বলেন না। যে কথা তিনি প্রকৃত, সত্য কিন্তু উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় নয় বলিয়া জানেন, তাহা অন্যের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হইলেও বলেন না। কিন্তু যদি কোনও কথা প্রকৃত ও সত্য এবং উদ্দেশ্যসম্বন্ধীয় হয়, এবং অন্যের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়, তবে তিনি যথাকালে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তথাগত যদি কোনও কথা অনৃত, মিথ্যা ও উদ্দেশ্যহীন বলিয়া জানেন, তবে তাহা অন্যের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হইলেও বলেন না এবং তিনি কোনও কথা যাহা প্রকৃত, সত্য কিন্তু উদ্দেশ্যহীন বলিয়া জানেন তাহা অন্যের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হইলেও বলেন না। কিন্তু তথাগত কোনও কথা প্রকৃত, সত্য, উদ্দেশ্যসম্বন্ধীয় এবং অন্যের প্রিয় ও মনোজ্ঞ জানিলে যথাকালে তাহা প্রকাশ করেন। ইহার কারণ কি?—এই যে তাহার সকল প্রাণীর জন্য অনুকম্পা আছে।

[ম, ১, ৩৯৫]

(গাথা) যাঁহার জয় কখনও পরাজয়ের দিকে যায় না, যাঁহার জিতবস্তু এই লোকে তাঁহার সহিত যায় না, সেই অনন্ত-গোচর পদ-চিহ্ন-হীন বুদ্ধের প্রতি কোন্ পথে লইয়া যাইবে? [ধ, ১৭৯]

ভিক্ষুগণ, মৃগরাজ সিংহ সন্ধ্যাকালে তাহার বাস-গুহা হইতে বাহির হয়। বাহির হইয়া সে জৃম্ভণ (হাঁই তোলা) করে। তাহার পর সে সমস্ত চতুর্দ্দিক দেখিয়া লয়। পরে তিনবার সিংহনাদ করে এবং শিকার-সন্ধানে বাহির হয়। এই সিংহনাদের কারণ কি? (সে মনে ভাবে)—আমি কোনও পথহারা ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণসংহার করিব না।

ভিক্ষুগণ, এই 'সিংহ' শব্দের অর্থ এই যে ইহা তথাগতকে বুঝায়,

—যিনি অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ। ভিক্ষু-পরিষদে তিনি যে ধর্ম্মদেশনা করেন, তাহাই তাঁহার সিংহনাদ।

তথাগতের দশটি বল আছে, যাহা সমন্বিত হইয়া তিনি তাঁহার অগ্র-আসন গ্রহণ করেন, ভিক্ষু-পরিষদে ধর্ম্মদেশনা করেন এবং ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। এই দশটি বল কি কি?

তথাগতের যথাযথ প্রজ্ঞান আছে যে কোন স্থান হইতে কোন স্থানের উৎপত্তি ও কোন বিষয়ে হইতে কোন বিষয়। যে হেতু তাঁহার এই প্রজ্ঞান আছে, ইহা তাঁহার একটি বল যাহা সমন্বিত হইয়া··· (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)।

পুনশ্চ, তথাগতের যথাযথ প্রজ্ঞান আছে যে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানে উৎপন্ন কর্ম্মসমূহের কি স্থান হইতে, কি হেতু হইতে পরিণতি লাভ হয়। যে হেতু তথাগতের এই প্রজ্ঞান আছে, ইহা তাঁহার একটি বল যাহা সমন্বিত হইয়া···(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)।

পুনশ্চ, তথাগতের সর্ব্বত্র-গামী পথের যথাযথ প্রজ্ঞান আছে, ইহা তাঁহার একটি বল যাহা সমন্বিত হইয়া···(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)।

পুনশ্চ তথাগতের অনেক ধাতু ও নানা ধাতু গঠিত এই জগতের যথাযথ প্রজ্ঞান আছে। যে হেতু তাঁহার এই প্রজ্ঞান আছে, ইহা তাঁহার একটি বল···(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)।

পুনশ্চ তথাগতের লোকদের নানা প্রকৃতির যথাযথ প্রজ্ঞান আছে। যে হেতু তাঁহার এই প্রজ্ঞান আছে, ইহা তাঁহার একটি বল···(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)।

পুনশ্চ তথাগতের অন্য লোকের, অন্য ব্যক্তিদের ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলির যথাযথ প্রজ্ঞান আছে। যে হেতু তাঁহার এই প্রজ্ঞান আছে, ইহা তাঁহার একটি বল···(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)।

পুনশ্চ যাহারা ধ্যান-বিমোক্ষ-সমাধির নানা অবস্থা অভ্যাস করেন তাহাদের দোষ, শোধন ও উত্থান সম্বন্ধে যথাযথ প্রজ্ঞান আছে। যে হেতু···(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)।

পুনশ্চ তথাগত তাঁহার অনেক-বিধ পূর্ব্ব নিবাসের কথা স্মরণ করিতে পারেন, যেমন এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম ধরিতে ধরিতে একলক্ষ জন্ম পর্য্যন্ত ; সেইরূপ অনেক কল্পের সম্বর্ত্তন, বিবর্ত্তন, অনেক কল্পের সম্বর্ত্তন-বিবর্ত্তন,—ইহা স্মৃতিতে আনিয়া যে অমুক সময়ে আমার এই নাম ছিল, এই গোত্র ছিল, এই বর্ণ ছিল, এই সুখদুঃখের অনুভূতি ছিল, এত আয়ু ছিল ইত্যাদি। আমি অমুক ছিলাম,—সেই খানে মৃত্যুর পর এই জন্মে পুনরুত্থান করিয়াছি।······ এইরূপ সমস্ত আকার ও চিহ্ন লইয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্ব নিবাসগুলি স্মরণ করিতে পারেন। যেহেতু তথাগতের এই প্রজ্ঞান আছে··· (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)।

পুনশ্চ, তথাগত বিশুদ্ধ, মানুষের অসাধ্য দিব্যচক্ষুদ্বারা সকল লোককে দেখিতে পান। তাঁহার ইহার সম্বন্ধে এই প্রজ্ঞান আছে যে তাহাদের কর্ম্মফল অনুসারে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে,—পুনর্জন্ম লইতেছে। কর্ম্মানুযায়ী কেহ হীন, কেহ মনমুগ্ধকর, কেহ সুবর্ণ, কেহ দুর্বর্ণ, কেহ দুর্গত, কেহ সুগত। (তিনি ইহা জানেন যে) ইহাদের মধ্যে এমন লোকেরা আছে যাহারা কায়ে, বাক্যে ও মনে দুশ্চরিত-হইয়াও আর্য্যদের অপবাদ করিয়া, মিথ্যা-দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া এবং মিথ্যাদৃষ্টি-ফলিত কর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া মরণের পর কায়াভেদ হইলে দুর্গতিতে, বিনিপাতে পুনরুত্থান করিবে। (তিনি ইহাও জানেন যে) এমন লোকেরাও আছে যাহারা কায়ে, বাক্যে ও মতে সুচরিত, যাহারা আর্য্যদের অপবাদ করে না, সম্যক্ দৃষ্টিসম্পন্ন ও সম্যক্‌দৃষ্টি-ফলিত কর্ম্ম

সঞ্চয় করিতেছে,—তাহারা মরণের পর কায়াভেদ হইলে পুনরুত্থান করিবে সুগতিতে, স্বর্গলোকে। যেহেতু তথাগত লোকদের দেখিতে পান দিব্যদৃষ্টিতে…(ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ)।

পুনশ্চ, তথাগত আসবগুলির ক্ষয়হেতু এই জীবনেই নিজের প্রজ্ঞা-দ্বারা অনাসব চেতোবিমুক্তি প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া তাহাতে বিহার করেন। ইহা তাঁহার একটি বল যাহা সমন্বিত হইয়া তিনি অগ্র-স্থান গ্রহণ করেন, ভিক্ষু-পরিষদে সিংহনাদ করেন ও ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন।

[অং, ৫, ৩২-৩৬]